بنغالي

তাফসীরুল উশরিল আখীর

মিনাল কুরআনিল কারীম

মুসলিম

জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বিধানসহ

ISBN : 978-9960-58-634-2

ভূমিকা

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا رسول الله .... أما بعد:

সম্মানিত মুসলিম ভাই ও মুসলিম বোন (আল্লাহ্ আপনাদেরকে করুণা করুন) জেনে রাখুন, আমাদের প্রত্যেকের জন্য চারটি বিষয় জানা অপরিহার্য।

✷ **প্রথমতঃ জ্ঞানার্জন করা :** আল্লাহ্ পাক, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা অপরিহার্য। কেননা না জেনে আল্লাহর ইবাদত করা যায় না। করলেও বিভ্রান্তিতে পতিত হতে বাধ্য। যেমন বিভ্রান্ত হয়েছিল খৃষ্টানরা।

✷ **দ্বিতীয়তঃ আমল করা :** জ্ঞানার্জন করার পর আমল না করলে সে ইহুদীদের মত। কেননা ইহুদীরা শিক্ষা লাভ করার পর তদানুযায়ী আমল করেনি। শয়তানের ষড়যন্ত্র হচ্ছে সে মানুষকে জ্ঞান শিক্ষার প্রতি অনুৎসাহিত করে। তার মধ্যে এমন ধারণা সৃষ্টি করে যে, অজ্ঞ থাকলে আল্লাহ মানুষের ওযুহাত গ্রহণ করবেন। ফলে সে পার পেয়ে যাবে। তার জানা নেই যে, যে সকল বিষয় শিক্ষার্জন করা তার জন্য সম্ভব ছিল তা যদি নাও শিখে তবু তার উপর দলীল কায়েম হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে নূহ (আঃ)এর জাতির চরিত্র। নূহ (আঃ) তাদেরকে নসীহত করতে গেলে: ﴿جَعَلُوٓاْ أَصَٰبِعَهُمۡ فِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَٱسۡتَغۡشَوۡاْ ثِيَابَهُمۡ﴾ " "তারা কানের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করাতো এবং নিজেদেরকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিত", (সূরা নূহঃ ৭) যাতে করে কেউ বলতে না পারে যে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল।

✷ **তৃতীয়তঃ দা'ওয়াত বা আহবান :** উলামা ও দাঈগণ নবীদের উত্তরাধিকার। তাই নবীদের কাজ আলেম ও জ্ঞানীদেরকে করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে লা'নত করেছেন। কেননা ﴿كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوۡنَ عَن مُّنكَرٖ فَعَلُوهُۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ﴾ "তারা যে মন্দ ও গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা পরস্পরকে নিষেধ করত না; বাস্তবিকই তাদের কাজ ছিল অত্যন্ত গর্হিত।" (সূরা মায়েদাঃ ৭৯) সৎ পথের প্রতি আহবান ও শিক্ষা দান ফরযে কেফায়া। কেউ এ কাজ আঞ্জাম দিলে যদি যথেষ্ট হয় তবে অন্যরা গুনাহ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু কেউ এ দায়িত্ব পালন না করলে সকলেই গুনাহগার হবে।

✷ **চতুর্থতঃ ধৈর্য ধারণ করা :** ধৈর্য ধারণ করতে হবে জ্ঞান শিক্ষার পথে। ধৈর্য ধারণ করতে হবে তদানুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে। আর ধৈর্য ধারণ করতে হবে দ্বীনের পথে মানুষকে আহবান করার ক্ষেত্রে।

❁ অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূরীকরণের প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করার জন্য এবং ইসলামী জীবনের অমীয় সূধা অনুসন্ধানকারীদের পিপাসাকে নিবারণ করার জন্য আমাদের সামান্য এই প্রয়াস। আমরা এই বইটিতে ইসলামী শরীয়তের যে সমস্ত বিষয় একান্ত প্রয়োজন সেগুলোকে অতি সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করেছি।

এখানে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে যা প্রমাণিত হয়েছে তাই একত্রিত করতে চেষ্টা চালিয়েছি। আমরা পূর্ণতার দাবী করি না। পূর্ণতা আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। কিন্তু এটি এক নগণ্য মানুষের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। যদি সত্য-সঠিক হয়ে থাকে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর কোন ক্ষেত্রে ভুল হয়ে থাকলে তা আমাদের পক্ষ থেকে ও শয়তানের পক্ষ থেকে- আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল তা থেকে মুক্ত। বস্তুনিষ্ঠ ও গঠন মূলক সমালোচনার মাধ্যমে যাঁরা আমাদের ভুল ধরিয়ে দিবেন আল্লাহ্ তাদের প্রতি দয়া করবেন।

এই বইয়ের লিখক, প্রকাশক, অনুবাদক, সম্পাদক, পাঠক এবং বিভিন্নভাবে এতে যারা অংশ নিয়েছেন তাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করি, আল্লাহ্ যেন তাদের সবাইকে উত্তম পারিতোষিকে ভূষিত করেন। তাদের নেক আমলগুলো কবূল করেন এবং ছওয়াব ও প্রতিদানের সংখ্যাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে দেন। আমীন॥
আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞানী। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন।

Website	w w w . t a f s e e r . i n f o
Email	bng@tafseer.info

◗ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহঃ) বলেন, 'আমি যখনই কোন হাদীছ লিখেছি, তখনই সে অনুযায়ী আমল করেছি। যখন আমি এ হাদীছ পেলাম: "নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শিঙ্গা লাগিয়ে আবু তাইয়্যেবকে এক দীনার দিয়েছেন।" তখন আমিও এক দীনার দিয়ে শিঙ্গা লাগালাম।'

◗ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, "আমি যখন জেনেছি যে গীবত করা হারাম, তখন থেকে কারো গীবত করিনি। আশা করি আমি আল্লাহর সাথে এমনভাবে সাক্ষাত করব যে গীবতের কারণে তিনি আমার হিসাব নেবেন না।"

◗ সহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে আয়াতাল কুরসী পাঠ করবে, মৃত্যু বতীত জান্নাতে যেতে তার কোন বাঁধা থাকবে না।" (নাসাঈ- সুনানে কুবরা) ইমাম ইবনে কাইয়্যেম বলেন: ইমাম ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেন: "ভুল ইত্যাদি কোন কারণ ছাড়া প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে আমি এ আয়াত পাঠ করা কখনো পরিত্যাগ করিনি।"

❋ জ্ঞানার্জন ও তদানুযায়ী আমল করার পর এই নে'য়ামতের প্রতি মানুষকে আহবান করা আবশ্যক। নিজেকে প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং মানুষকে কল্যাণ থেকে মাহরূম করবেন না। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ" "যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণের পথ দেখাবে, সে উক্ত কল্যাণ বাস্তবায়নকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব লাভ করবে।" (মুসলিম) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন : "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ" "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই যে কুরআন শিক্ষা করে ও মানুষকে তা শিক্ষা প্রদান করে।" (বুখারী) তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন: "بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً" "আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দাও।" (বুখারী) আপনি যত বেশী নেকী ও কল্যাণের প্রসার করবেন তত বেশী আপনার প্রতিদান বৃদ্ধি হবে এবং জীবিতাবস্থায় ও মৃত্যুর পরও আপনার আমল নামায় তার নেকী লিখা হতে থাকবে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" "মানুষ যখন মৃত্যু বরণ করে তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়: ১) সাদকায়ে জারিয়া ২) উপকারী বিদ্যা এবং ৩) সৎ সন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে।" (মুসলিম)

একটি সাবধানতাঃ আমরা প্রতিদিন নামাযে সতেরো বারের অধিক সূরা ফাতিহা পাঠ করে থাকি এবং তাতে (যাদের প্রতি আল্লাহ্ ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে) সেই ইহুদী-খৃষ্টানদের পথে চলা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে থাকি। তারপরও আমরা তাদের কার্যকলাপের অনুসরণ করে চলেছি। আমরা যদি জ্ঞানার্জন না করে মূর্খতা সহকারে আমল করি তবে পথভ্রষ্ট খৃষ্টানদের মত হয়ে যাব। আর যদি জ্ঞানার্জন করার পর সে অনুযায়ী আমল না করি তবে আল্লাহর গযবপ্রাপ্ত ইহুদীদের মত হয়ে যাব।!

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি আমাদের সবাইকে উপকারী জ্ঞান অর্জন করে তদানুযায়ী নেক আমল করার তাওফীক দিন!

আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞান রাখেন। সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা ও হাবীবেনা মুহাম্মাদ ও আলা আলিহি ওয়া সাহবিহী আজমাঈন।

কুরআন পাঠের ফযীলত

কুরআন আল্লাহর বাণী। সৃষ্টিকুলের উপর যেমন স্রষ্টার সম্মান ও মর্যাদা অপরিসীম, তেমনি সকল বাণীর উপর কুরআনের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অতুলনীয়। মানুষের মুখ থেকে যা উচ্চারিত হয়, তম্মধ্যে কুরআন পাঠ সর্বাধিক উত্তম।

কুরআন শিক্ষা করা, অন্যকে শিক্ষা দান করা ও কুরআন অধ্যয়ন করার মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত ফযীলত। নিম্নে কতিপয় উল্লেখ করা হলঃ

কুরআন শিখানোর প্রতিদানঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ "তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।" (বুখারী)

কুরআন পাঠের প্রতিদানঃ রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا "যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের একটি অক্ষর পড়বে, সে একটি নেকী পাবে। আর একটি নেকী দশটি নেকীর সমপরিমাণ।" (তিরমিযী)

কুরআন শিক্ষা করা, মুখস্থ করা ও তাতে দক্ষতা লাভ করার ফযীলতঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ

"যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে এবং তা মুখস্থ করবে (এবং বিধি-বিধানের) প্রতি যত্নবান হবে, সে উচ্চ সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে অবস্থান করবে। আর যে ব্যক্তি কষ্ট হওয়া সত্বেও কুরআন পাঠ করবে এবং তার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখবে সে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا "কিয়ামত দিবসে কুরআন অধ্যয়নকারীকে বলা হবে, কুরআন পড় এবং উপরে উঠ। যেভাবে দুনিয়াতে তারতীলের সাথে কুরআন পড়তে সেভাবে পড়। যেখানে তোমার আয়াত পাঠ করা শেষ হবে, জান্নাতের সেই সুউচ্চ স্থানে হবে তোমার বাসস্থান।" (তিরমিযী)

ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বলেনঃ হাদীছে এসেছে যে, জান্নাতের সিঁড়ির সংখ্যা হচ্ছে কুরআনের আয়াতের সংখ্যা পরিমাণ। কুরআনের পাঠককে বলা হবে, তুমি যতটুকু কুরআন পড়েছো ততটি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠো। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছে, সে আখেরাতে জান্নাতের সর্বশেষ সিঁড়িতে উঠে যাবে। যে ব্যক্তি কুরআনের কিছু অংশ পড়েছে সে ততটুকু উপরে উঠবে। অর্থাৎ যেখানে তার পড়া শেষ হবে সেখানে তার ছওয়াবের শেষ সীমানা হবে।

যার সন্তান কুরআন শিক্ষা করবে তার প্রতিদানঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمَ وَعَمِلَ بِهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِنْ نُورٍ ضَوْؤُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمْسِ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يَقُومُ لَهُمَا الدُّنْيَا فَيَقُولَانِ بِمَ كُسِينَا هَذَا فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ

"যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, শিক্ষা করবে ও তদানুযায়ী আমল করবে। তার পিতা-মাতাকে কিয়ামত দিবসে একটি নূরের তাজ পরানো হবে, যার আলো হবে সূর্যের আলোর মত উজ্জল। তাদেরকে এমন দু'টি পোষাক পরিধান করানো হবে, যা দুনিয়ার সকল বস্তুর চেয়ে অধিক মূল্যবান। তারা বলবে: কোন্ আমলের কারণে আমাদেরকে এত মূল্যবান পোষাক পরানো হয়েছে? বলা হবে, তোমাদের সন্তানের কুরআন গ্রহণ করার কারণে।" (হাকেম, শায়খ আলবানী বলেন হাদীছটি হাসান লিগাইরিহি, দ্রঃ ছহীহ্ তারগীব তারহীব হা/১৪৩৪।)

পরকালে কুরআন সুপারিশ করবেঃ রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ "তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা কিয়ামত দিবসে কুরআন তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হবে।" (মুসলিম) নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَـــةِ "কিয়ামত দিবসে সিয়াম ও কুরআন বান্দার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে।" (আহমাদ, হামেক, হাদীছ ছহীহ দ্রঃ ছহীহ্ তারগীব তারহীব হা/৯৮৪।)

কুরআন তেলাওয়াত, অধ্যয়ন এবং কুরআন নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য একত্রিত হওয়ার ফযীলতঃ রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

"কোন সম্প্রদায় যদি আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন পাঠ করে এবং তা পরস্পরে শিক্ষা লাভ করে, তবে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে এবং ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে। আর আল্লাহ্ তাঁর নিকটস্থ ফেরেশতাদের সামনে তাদের কথা আলোচনা করেন।" (মুসলিম)

কুরআন পাঠের আদবঃ ইমাম ইবনে কাছীর কুরআন পাঠের কিছু আদব উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ (ক) পবিত্রতা অর্জন না করে কুরআন স্পর্শ করবে না বা তেলাওয়াত করবে না। (খ) কুরআন পাঠের পূর্বে মেসওয়াক করে নিবে। (গ) সুন্দর পোষাক পরিধান করবে। (ঘ) কিবলামুখী হয়ে বসবে। (ঙ) হাই উঠলে কুরআন পড়া বন্ধ করে দিবে। (চ) বিনা প্রয়োজনে কুরআন পড়াবস্থায় কারো সাথে কথা বলবে না। (ছ) মনোযোগ সহকারে কুরআন পাঠ করবে। (জ)ছওয়াবের আয়াত পাঠ করলে থামবে এবং উক্ত ছওয়াব আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। আর শাস্তির আয়াত পাঠ করলে তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। (ঝ) কুরআনকে খুলে রাখবে না বা তার উপরে কোন কিছু চাপিয়ে রাখবে না। (ঞ) অন্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এমন উচ্চ আওয়াজে কুরআন পড়বে না। (ট)বাজারে বা এমন স্থানে কুরআন পড়বে না যেখানে মানুষ আজে-বাজে কথা-কাজে লিপ্ত থাকে।

কিভাবে কুরআন পাঠ করবে? আনাস বিন মালেক (রাঃ)কে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কুরআন পাঠের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "তিনি টেনে টেনে পড়তেন। "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পাঠ করার সময় "বিসমিল্লাহ্" টেনে পড়তেন, "আর্ রহমান" টেনে পড়তেন, "আর্ রাহীম" টেনে পড়তেন।" (বুখারী)

কিভাবে কুরআন পাঠের ছওয়াব বৃদ্ধি হয়? যে ব্যক্তিই আল্লাহর উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠভাবে কুরআন পাঠ করবে সেই তার ছওয়াবের অধিকারী হবে। কিন্তু এই ছওয়াব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে যখন হৃদয়-মন উপস্থিত রেখে আয়াতগুলোর অর্থ বুঝে গবেষণার দৃষ্টি নিয়ে তা পাঠ করবে। তখন একেকটি অক্ষরের বিনিময়ে দশ থেকে সত্তর গুণ; কখনো সাতশত গুণ পর্যন্ত ছওয়াব বৃদ্ধি করা হবে।

দিনে-রাতে কতটুকু কুরআন পাঠ করবেঃ নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তাঁদের কেউ সাত দিনের কম সময়ে সর্বদা কুরআন খতম করতেন না। বরং তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করার ব্যাপারে হাদীছে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

অতএব সম্মানিত পাঠক! আপনার সময়ের নির্দিষ্ট একটি অংশ কুরআন পাঠের জন্য নির্ধারণ করুন। যত ব্যস্তই থাকুন না কেন ঐ অংশটুকু পড়ে নিতে সচেষ্ট হোন। কেননা যে কাজ সর্বদা করা হয় তা অল্প হলেও বিচ্ছিন্নভাবে বেশী কাজ করার চেয়ে উত্তম। যদি কখনো উদাসীন হয়ে পড়েন বা ভুলে যান তবে পরবর্তী দিন তা পড়ে ফেলবেন। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ
"কোন মানুষ যদি কুরআনের নির্দিষ্ট অংশ না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে তবে ফজর ও যোহর নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে যেন তা পড়ে নেয়। তাহলে তার আমল নামায় উহা রাতে পড়ার মত ছওয়াব লিখে দেয়া হবে।" (মুসলিম) যারা কুরআন ছেড়ে দেয় বা কুরআন ভুলে যায় আপনি তাদের অন্তর্ভূক্ত হবেন না। কুরআন তেলওয়াত, উহা তারতীলের (তাজবীদ ও সুন্দর কণ্ঠের) সাথে পাঠ করা বা কুরআন গবেষণা বা তদানুযায়ী আমল বা কুরআন দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা ইত্যাদি কোন কিছুই পরিত্যাগ করবেন না।

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

সূরা আল-ফাতিহা

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত -৭

1. পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।
2. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি বিশ্ব জগতের পালনকর্তা।
3. যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু।
4. যিনি বিচার দিনের মালিক
5. আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।
6. আমাদেরকে সরল পথ দেখাও,
7. সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নে'য়ামত দান করেছো। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং তাদের পথেও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

সূরা মুজাদালা

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-২২

سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ — ترتيبها ٥٨ — آياتها ٢٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1 যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহর দরবারে, আল্লাহ্ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন।

2 তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারাই, যারা তাদেরকে জন্মদান করেছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

3 যারা তাদের স্ত্রীগণকে মাতা বলে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফ্ফারা এই, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্যে উপদেশ হবে। আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা কর।

4 যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে ষাট জন মিসকীনকে আহার করাবে। এটা এজন্যে, যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।

5 যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা অপদস্থ হয়েছে, যেমন অপদস্থ হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীরা। আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

6 সেদিন স্মরণীয়; যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তারা করত। আল্লাহ্ তার হিসাব রেখেছেন, আর তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহর সামনে উপস্থিত আছে সব বস্তুই।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ
مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ
وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم
بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ
نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَٰجَوْنَ بِالْإِثْمِ
وَالْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ
بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ
جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٨﴾ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا
تَنَٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَٰجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَٰنِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَٰجَوْا
بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِيٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ
مِنَ الشَّيْطَٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوٓا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَٰلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

(7) আপনি কি ভেবে দেখেননি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ্ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন, তারা যা করে, তিনি কেয়ামতের দিন তা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।

(8) আপনি কি ভেবে দেখেননি, যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, সীমালংঘন এবং রসূলের অবাধ্যতার বিষয়েই কানাঘুষা করে। তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন ভাষায় সালাম করে, যদ্দারা আল্লাহ্ আপনাকে সালাম করেননি। তারা মনে মনে বলেঃ আমরা যা বলি, তজ্জন্যে আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের জন্যে যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। কতই না নিকৃষ্ট সেই জায়গা।

(9) মুমিনগণ, তোমরা যখন কানাকানি কর, তখন পাপাচার, সীমালংঘন ও রসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না বরং অনুগ্রহ ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে কানাকানি করো। আল্লাহ্কে ভয় কর, যাঁর কাছে তোমরা একত্রিত হবে।

(10) এই কানাঘুষা তো শয়তানের কাজ; মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্যে। তবে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মুমিনদের উচিত আল্লাহর উপর ভরসা করা।

(11) মুমিনগণ, যখন তোমাদেরকে বলা হয়ঃ মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে প্রশস্ত করে দিবেন। যখন বলা হয়ঃ উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ্ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَٰجَيۡتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ
صَدَقَةٗۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ لَّكُمۡ وَأَطۡهَرُۚ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ
﴿١٢﴾ ءَأَشۡفَقۡتُمۡ أَن تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيۡ نَجۡوَىٰكُمۡ صَدَقَٰتٖۚ فَإِذۡ لَمۡ تَفۡعَلُواْ
وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيۡكُمۡ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥۚ وَٱللَّهُ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ﴿١٣﴾ ۞ أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوۡاْ قَوۡمًا
غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مَّا هُم مِّنكُمۡ وَلَا مِنۡهُمۡ وَيَحۡلِفُونَ عَلَى ٱلۡكَذِبِ
وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ﴿١٤﴾ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمۡ عَذَابٗا شَدِيدًاۖ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ
يَعۡمَلُونَ ﴿١٥﴾ ٱتَّخَذُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُمۡ جُنَّةٗ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمۡ
عَذَابٞ مُّهِينٞ ﴿١٦﴾ لَّن تُغۡنِيَ عَنۡهُمۡ أَمۡوَٰلُهُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ
شَيۡـًٔاۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١٧﴾ يَوۡمَ يَبۡعَثُهُمُ
ٱللَّهُ جَمِيعٗا فَيَحۡلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحۡلِفُونَ لَكُمۡ وَيَحۡسَبُونَ أَنَّهُمۡ عَلَىٰ شَيۡءٍۚ أَلَآ
إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ ﴿١٨﴾ ٱسۡتَحۡوَذَ عَلَيۡهِمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَأَنسَىٰهُمۡ ذِكۡرَ
ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ حِزۡبُ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ أَلَآ إِنَّ حِزۡبَ ٱلشَّيۡطَٰنِ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ
﴿١٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ فِي ٱلۡأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾
كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغۡلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِيٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٞ ﴿٢١﴾

(12) মুমিনগণ, তোমরা রসূলের কাছে কানকথা বলতে চাইলে তৎপূর্বে সদকা প্রদান করবে। এটা তোমাদের জন্যে শ্রেয়ঃ ও পবিত্র হওয়ার ভাল উপায়। যদি তাতে সক্ষম না হও, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(13) তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করতে ভীত হয়ে গেলে? অতঃপর তোমরা যখন সদকা দিতে পারলে না এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন তখন তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা কর।

(14) আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা আল্লাহর গযবে নিপতিত সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা মুসলমানদের দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও দলভুক্ত নয়। তারা জেনেশুনে মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে।

(15) আল্লাহ্ তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। নিশ্চয় তারা যা করে, খুবই মন্দ।

(16) তারা তাদের শপথকে ঢাল করে রেখেছে, অতঃপর তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করে। অতএব, তাদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

(17) আল্লাহর কবল থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদেরকে মোটেই বাঁচাতে পারবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তথায় তারা চিরকাল থাকবে।

(18) যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তারা আল্লাহর সামনে শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে। তারা মনে করবে যে, তারা কিছু সৎপথে আছে। সাবধান, তারাই তো আসল মিথ্যাবাদী।

(19) শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।

(20) নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই লাঞ্ছিতদের দলভুক্ত।

(21) আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেনঃ আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী।

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ
حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ
أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ
ٱلْإِيمَـٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى
مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟
عَنْهُ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

ترتيبها ٥٩ — سُورَةُ الحَشْرِ — آياتها ٢٤

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
﴿١﴾ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مِن دِيَـٰرِهِمْ
لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا۟ ۖ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ
حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۟ ۖ وَقَذَفَ
فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ
فَٱعْتَبِرُوا۟ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَبْصَـٰرِ ﴿٢﴾ وَلَوْلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ
ٱلْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿٣﴾

(22) যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জাতি-গোষ্ঠি হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।

সূরা আল-হাশর
মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-২৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী।

(2) তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে প্রথমবার একত্রিত করে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহর শাস্তি তাদের উপর এমনদিক থেকে আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন। তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

(3) আল্লাহ্ যদি তাদের জন্যে নির্বাসন অবধারিত না করতেন, তবে তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আযাব।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۖ وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ
ٱلْعِقَابِ ﴿٤﴾ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً
عَلَىٰٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَـٰسِقِينَ ﴿٥﴾ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ
عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ
قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ
دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾
لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ
هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ
يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً
مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

4 এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা।

5 তোমরা যে কিছু কিছু খর্জুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহ্‌রই আদেশে এবং যাতে তিনি পাপাচারী ফাসেকদেরকে লাঞ্ছিত করেন।

6 আল্লাহ্ বনূ- নাযীরের কাছ থেকে তাঁর রসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ্ যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

7 আল্লাহ্ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রাসূলের, তাঁর আত্নীয়-স্বজনের, এতীমদের, অভাবগ্রস্তদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা।

8 এই ধণ-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ্ তাঁর রসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী।

9 যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।

وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى
الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ
أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
﴿١١﴾ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ
وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿١٢﴾
لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى
مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ
جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾
كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ
قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

(10) আর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলেনঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।

(11) আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফের ভাইদেরকে বলেঃ তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।

(12) যদি তারা বহিস্কৃত হয়, তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর কাফেররা কোন সাহায্য পাবে না।

(13) নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বোধ সম্প্রদায়।

(14) তারা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়ালে থেকে। তাদের পারস্পারিক যুদ্ধই প্রচন্ড হয়ে থাকে। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন; কিন্তু তাদের অন্তর শতধাবিচ্ছিন্ন। এটা এ কারণে যে, তারা এক কাণ্ডজ্ঞানহীন সম্প্রদায়।

(15) তারা সেই লোকদের মত, যারা তাদের নিকট অতীতে নিজেদের কর্মের শাস্তিভোগ করেছে। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(16) তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলেঃ তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করি।

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِى ٱلنَّارِ خَٰلِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟
ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٧﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ
نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ
﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ
هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ
ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا
ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ
ٱللَّهِ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
﴿٢١﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ۖ
هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ
ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
﴿٢٣﴾ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَٰلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ
يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

سُورَةُ الْمُمْتَحِنَةِ

آياتها ١٣ — ترتيبها ٦٠

(17) অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল তথায় বসবাস করবে। এটাই জালেমদের শাস্তি।

(18) মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন।

(19) তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারাই তো ফাসেক।

(20) জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা জান্নাতের অধিবাসী, তারাই সফলকাম।

(21) যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

(22) তিনিই আল্লাহ তা'আলা, তিনি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা।

(23) তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মহাত্মশীল। তারা যাতে অংশীদার করে আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে পবিত্র।

(24) তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভুমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ
إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ
وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَٰدًا فِى سَبِيلِى
وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِى ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ
وَمَآ أَعْلَنتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١﴾ إِن
يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا۟ لَكُمْ أَعْدَآءً وَيَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم
بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ ﴿٢﴾ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ
يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾ قَدْ
كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ
إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا
قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ
رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٥﴾

সূরা আল-মুম্‌তাহিনা

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা তারা অস্বীকার করছে। তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টিলাভের জন্যে এবং আমার পথে জেহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

(2) তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরাও কাফের হয়ে যাও।

(3) তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোন উপকারে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন।

(4) তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সংঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানিনা। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু ইবরাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেনঃ আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।

(5) হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ
وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٦﴾ ۞ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۚ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
﴿٧﴾ لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم
مِّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ
﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَـٰتَلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم
مِّن دِيَـٰرِكُمْ وَظَـٰهَرُوا۟ عَلَىٰٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ
هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٩﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ
مُهَـٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَـٰتٍ
فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَءَاتُوهُم
مَّآ أَنفَقُوا۟ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ
وَلَا تُمْسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ ۚ
ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ وَإِن فَاتَكُمْ
شَىْءٌ مِّنْ أَزْوَٰجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَـَٔاتُوا۟ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ
أَزْوَٰجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

(6) তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা কর, তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ বেপরওয়া, প্রশংসার মালিক।

(7) যারা তোমাদের শত্রু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সম্ভবতঃ বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ্ সবই করতে পারেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

(8) ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।

(9) আল্লাহ্ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিস্কৃত করেছে এবং বহিষ্কারকার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই যালেম।

(10) মুমিনগণ, যখন তোমাদের কাছে ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আগমন করে, তখন তাদেরকে পরীক্ষা কর। আল্লাহ্ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জান যে, তারা ঈমানদার, তবে আর তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। এরা কাফেরদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফেররা এদের জন্যে হালাল নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের দিয়ে দাও। তোমরা এই নারীদেরকে প্রাপ্য মোহরানা দিয়ে বিবাহ করলে তাদের কোন অপরাধ হবে না। তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছ, তা চেয়ে নাও এবং তারাও চেয়ে নিবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটা আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

(11) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে থেকে যায়, অতঃপর তোমরা সুযোগ পাও, তখন যাদের স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখ।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ
بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ
بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ
فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
﴿١٢﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ
قَدْ يَئِسُوا۟ مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْقُبُورِ ﴿١٣﴾

ترتيبها ٦١ — سُورَةُ ٱلصَّفِّ — آياتها ١٤

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ
﴿١﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾
كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ
ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم
بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ ﴿٤﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ يَٰقَوْمِ لِمَ
تُؤْذُونَنِى وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا
زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٥﴾

(12) হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না এবং সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে তা রটাবে না ও ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের বায়‘আত (আনুগত্য) গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

(13) মুমিনগণ, আল্লাহ্ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে যেমন কবরস্থ কাফেররা নিরাশ হয়ে গেছে।

সূরা আছ-ছফ্
মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) নভোমন্ডলে ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাবান।

(2) মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল?

(3) তোমরা যা করনা, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।

(4) আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর।

(5) স্মরণ কর, যখন মূসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কেন আমাকে কষ্ট দাও, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল। অতঃপর তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

(6) স্মরণ কর, যখন মরিয়ম-তনয় ঈসা (আঃ) বললঃ হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল, আমার পূর্ববর্তী তওরাতের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি এমন একজন রসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমাদ। অতঃপর যখন সে স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বললঃ এ তো এক প্রকাশ্য যাদু।

(7) যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহুত হয়েও আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে; তার চাইতে অধিক যালেম আর কে? আল্লাহ্ যালেম সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

(8) তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।

(9) তিনিই তাঁর রসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সবধর্মের উপর বিজয়ী ও প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।

(10) মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে?

(11) তা এই যে, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ।

(12) তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য।

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا
جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ
عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰٓ إِلَى ٱلْإِسْلَٰمِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
﴿٧﴾ يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ
ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨﴾ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ
عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ
عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ
فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ
طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ
مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوٓا۟
أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّـۧنَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ
قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۖ فَـَٔامَنَت طَّآئِفَةٌ مِّنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ
وَكَفَرَت طَّآئِفَةٌ ۖ فَأَيَّدْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا۟ ظَٰهِرِينَ ﴿١٤﴾

(13) এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।

(14) মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবনে-মরিয়ম তার শিষ্যবর্গকে বলেছিল, আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? শিষ্যবর্গ বলেছিলঃ আমরা আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বনী-ইসরাঈলের একদল বিশ্বাস স্থাপন করল এবং একদল কাফের হয়ে গেল। যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, আমি তাদেরকে তাদের শত্রুদের মোকাবেলায় শক্তি যোগালাম, ফলে তারা বিজয়ী হল।

آياتها ١١ — سُورَةُ الجُمُعَةِ — ترتيبها ٦٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢﴾ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٤﴾ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّٰلِمِينَ ﴿٥﴾ قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٦﴾ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُۥٓ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّٰلِمِينَ ﴿٧﴾ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَٰقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

সূরা আল-জুমুআহ

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে সবই পবিত্র পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে।

(2) তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।

(3) এই রসূল প্রেরিত হয়েছেন অন্য আরও লোকদের জন্যে, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(4) এটা আল্লাহর কৃপা, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ্ মহাকৃপাশীল।

(5) যাদেরকে তওরাত দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট। আল্লাহ্ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

(6) বলুন হে ইহুদীগণ, যদি তোমরা দাবী কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু- অন্য কোন মানব নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(7) তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ্ জালেমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

(8) বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়নপর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখামুখি হবে, অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যে জ্ঞানী আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন সেসব কর্ম, যা তোমরা করতে।

(9) মুমিনগণ, জুমআর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ।

(10) অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

(11) তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়াকৌতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে যায়। বলুনঃ আল্লাহর কাছে যা আছে, তা ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষ উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

সূরা মুনাফিকূন
মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) মুনাফিকরা আপনার কাছে এসে বলেঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ্ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

(2) তারা তাদের শপথসমূহকে ঢালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ
فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ
تَعۡلَمُونَ ٩ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ
وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ
١٠ وَإِذَا رَأَوۡاْ تِجَٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوٓاْ إِلَيۡهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمٗاۚ قُلۡ
مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيۡرٞ مِّنَ ٱللَّهۡوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِۚ وَٱللَّهُ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ١١

سُورَةُ المُنَافِقُونَ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَكَ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ قَالُواْ نَشۡهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ
إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ١
ٱتَّخَذُوٓاْ أَيۡمَٰنَهُمۡ جُنَّةٗ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ
يَعۡمَلُونَ ٢ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ
فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُونَ ٣ ۞ وَإِذَا رَأَيۡتَهُمۡ تُعۡجِبُكَ أَجۡسَامُهُمۡۖ
وَإِن يَقُولُواْ تَسۡمَعۡ لِقَوۡلِهِمۡۖ كَأَنَّهُمۡ خُشُبٞ مُّسَنَّدَةٞۖ يَحۡسَبُونَ كُلَّ
صَيۡحَةٍ عَلَيۡهِمۡۚ هُمُ ٱلۡعَدُوُّ فَٱحۡذَرۡهُمۡۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُۖ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ ٤

(3) এটা এজন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর পুনরায় কাফের হয়েছে। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে। অতএব তারা বুঝে না।

(4) আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা শুনেন। তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ্য। প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। ধ্বংস করুন আল্লাহ্ তাদেরকে। তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ
وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ
أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ
ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٦﴾ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ
لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ
خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ
﴿٧﴾ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ
مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ
ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ
أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ
ذَٰلِكَ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم
مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ
إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَن
يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

سُورَةُ التَّغَابُنِ

آياتها ١٨ — ترتيبها ٦٤

(5) যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ তোমরা এস, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখেন যে, তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(6) আপনি তাদের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন অথবা না করুন, উভয়ই সমান। আল্লাহ্ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

(7) তারাই বলেঃ আল্লাহর রসূলের সাহচর্যে যারা আছে তাদের জন্যে ব্যয় করো না। পরিণামে তারা আপনা-আপনি সরে যাবে। ভূ ও নভোমন্ডলের ধন-ভান্ডার আল্লাহ্‌রই কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না।

(8) তারা বলেঃ আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দূর্বলকে বহিস্কৃত করবে। শক্তি তো আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও মুমিনদেরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

(9) মুমিনগণ। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

(10) আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবেঃ হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সৎকর্মীদের অন্তর্ভূক্ত হতাম।

(11) প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে বিষয়ে খবর রাখেন।

সূরা আত-তাগাবুন
মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿٣﴾ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥﴾ ذٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا ۚ وَاسْتَغْنَى اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٦﴾ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ۚ قُلْ بَلٰى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٨﴾ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ۖ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٩﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(2) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের এবং কেউ মুমিন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন।

(3) তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন।

(4) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তিনি তা জানেন। তিনি আরও জানেন তোমরা যা গোপনে কর এবং প্রকাশ্যে কর। আল্লাহ্ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

(5) তোমাদের পূর্বে যারা কাফের ছিল, তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? তারা তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(6) এটা এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীসহ আগমন করলে তারা বললঃ মানুষই কি আমাদেরকে পথপ্রদর্শন করবে? অতঃপর তারা কাফের হয়ে গেল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। এতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী প্রশংসার্হ।

(7) কাফেররা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

(8) অতএব তোমরা আল্লাহ্ তাঁর রসূল এবং অবতীর্ণ নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

(9) সেদিন অর্থাৎ, সমাবেশের দিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এ দিন হার-জিতের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্মসম্পাদন করে, আল্লাহ্ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। যার তলদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে, তারা তথায় চিরকাল বসবাস করবে। এটাই মহাসাফল্য।

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٠﴾ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَـٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٢﴾ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَـٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا۟ وَتَصْفَحُوا۟ وَتَغْفِرُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَـٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا۟ وَأَطِيعُوا۟ وَأَنفِقُوا۟ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ إِن تُقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَـٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

آياتها ١٢ — سُورَةُ الطَّلَاقِ — ترتيبها ٦٥

(10) আর যারা কাফের এবং আমার আয়াতসমূকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী,তারা তথায় অনন্ত কাল থাকবে। কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল এটা!

(11) আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সৎপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।

(12) তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলুল্লাহর আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রসূলের দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পৌঁছে দেয়া।

(13) আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই। অতএব মুমিনগণ আল্লাহর উপর ভরসা করুক।

(14) হে মুমিনগণ, তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্জনা কর, উপেক্ষা কর, এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

(15) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার।

(16) অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্কে ভয় কর, শুন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।

(17) যদি তোমরা আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান কর তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ গুণাগ্রাহী, সহনশীল।

(18) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

সূরা আত্ব-ত্বালাক্ব

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) হে নবী, তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালংঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ্ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দেবেন।

(2) অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌঁছে, তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্যে থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিবে। এতদ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্যে নিস্কৃতির পথ করে দেবেন।

(3) এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ্ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ
اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾ وَاللَّائِي يَئِسْنَ
مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ
إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٥﴾

(4) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের ঋতুবতী হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি, তাদেরও অনুরূপ ইদ্দতকাল হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার কাজ সহজ করে দেন।

(5) এটা আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন।

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ
وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ
عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِۦ فَحَاسَبْنَٰهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَٰهَا
عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَٰقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾
أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ
قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾ رَّسُولًا يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَٰتٍ
لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ
وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَٰلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا
ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُۥ رِزْقًا ﴿١١﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ
سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ
ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًۢا ﴿١٢﴾

(6) তোমরা তোমাদের সামার্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্যে সেরূপ গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না। যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তানপ্রসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেবে এবং এ সম্পর্কে পরস্পর সংযতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরস্পর জেদ কর, তবে অন্য নারী স্তন্যদান করবে।

(7) বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ্ কষ্টের পর সুখ দেবেন।

(8) অনেক জনপদ তাদের পালনকর্তার ও তাঁর রসূলগণের আদেশ অমান্য করেছিল, অতঃপর আমি কঠোরভাবে তাদের হিসাব নিয়েছিলাম এবং তাদেরকে ভীষণ শাস্তি দিয়েছিলাম।

(9) অতঃপর তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করল এবং তাদের কর্মের পরিণাম ক্ষতিই ছিল।

(10) আল্লাহ্ তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি উপদেশ নাযিল করেছেন,

(11) একজন রসূল, যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করেন, যাতে বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণদের অন্ধকার থেকে আলোতে আনয়ন করেন। যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাকে উত্তম রিযিক দেবেন।

(12) আল্লাহ্ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচরীভুত।

সূরা আত্-তাহ্রীম
মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) হে নবী, আল্লাহ্ আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করেছেন কেন? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

(2) আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে কসম থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

(3) যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ্ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং কিছু বললেন না। নবী যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বললেনঃ কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেনঃ যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন।

(4) তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর, তবে ভাল কথা। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ্, জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ন মুমিনগণ তাঁর সহায়। উপরন্তু ফেরেশতাগণও তাঁর সাহায্যকারী।

(5) যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে সম্ভবতঃ তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পরিবর্তে দিবেন তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার,

سُورَةُ التَّحْرِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١﴾ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٣﴾ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾ عَسَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

নামাযী তওবাকারিণী, এবাদতকারিণী, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী।

(6) মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর প্রকৃতির ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ্ তা'আলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।

(7) হে কাফের সম্প্রদায়, তোমরা আজ ওযর পেশ করো না। তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে, যা তোমরা করতে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ تُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ
أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى
مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِىَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
مَعَهُۥ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ
أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ
وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٩﴾ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ
عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا
مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾
وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ
قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ
وَعَمَلِهِۦ وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ
عِمْرَٰنَ ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا
وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِۦ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَٰنِتِينَ ﴿١٢﴾

(8) মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তওবা কর- আন্তরিক তওবা। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ্ নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

(9) হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান।

(10) আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের জন্যে নূহ-পত্নী ও লূত-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তারা ছিল আমার দুই ধর্মপরায়ণ বান্দার গৃহে। অতঃপর তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার কবল থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হলঃ জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও।

(11) আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের জন্যে ফেরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা! আপনার সন্নিকটে জান্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায় থেকে পরিত্রাণ দিন।

(12) আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এমরান-তনয়া মরিয়মের, যে তার সতিত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও কিতাবকে সত্যে পরিণত করেছিল। সে ছিল বিনয় প্রকাশকারীনীদের একজন।

সূরা আল-মুলক্

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৩০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) পূণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

(2) যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।

(3) তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিতে কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফিরাও; কোন ফাটল দেখতে পাও কি?

(4) অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ- তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।

(5) আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি; সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষেপণাস্ত্রবৎ করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্যে জলন্ত অগ্নির শাস্তি।

(7) যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান।

(6) যখন তারা তথায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার উৎক্ষিপ্ত গর্জন শুনতে পাবে।

(8) ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে। তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমণ করেনি?

آياتها ٣٠ — سورة الملك — ترتيبها ٦٧

بسم الله الرحمن الرحيم

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ﴿١﴾ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ﴿٢﴾ الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل ترى من فطور ﴿٣﴾ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ﴿٤﴾ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ﴿٥﴾ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير ﴿٦﴾ إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور ﴿٧﴾ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ﴿٨﴾ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ﴿٩﴾ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ﴿١٠﴾ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ﴿١١﴾ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ﴿١٢﴾

(9) তারা বলবেঃ হ্যাঁ আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমণ করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলামঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন কিছু নাযিল করেননি। তোমরা মহাবিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছ।

(10) তারা আরও বলবেঃ যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না।

(11) অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। জাহান্নামীরা দূর হোক।

(12) নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِهِۦٓۖ إِنَّهُۥ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١٣﴾ أَلَا
يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ
ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ
﴿١٥﴾ ءَأَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِىَ
تَمُورُ ﴿١٦﴾ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًاۖ
فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ
كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَٰٓفَّٰتٍ وَيَقْبِضْنَۚ مَا
يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍۭ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى
هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِۚ إِنِ ٱلْكَٰفِرُونَ إِلَّا فِى غُرُورٍ
﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُۥۚ بَل لَّجُّواْ فِى عُتُوٍّ
وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَن يَمْشِى مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦٓ أَهْدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِى سَوِيًّا
عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ
وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ
فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ
صَٰدِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾

(13) তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত।

(14) যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সুক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।

(15) তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে।

(16) তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন না? অতঃপর তা কাঁপতে থাকবে।

(17) না তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী বাতাস প্রেরণ করবেন না? অতঃপর তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী।

(18) তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কত কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি।

(19) তারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি- পাখা বিস্ত ারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? রহমান আল্লাহ্-ই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ব-বিষয় দেখেন।

(20) রহমান আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত তোমাদের কোন সৈন্য বাহিনী আছে কি, যারা তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফেররা বিভ্রান্তিতেই পতিত আছে।

(21) তিনি যদি রিযিক বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দিবে বরং তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় ডুবে রয়েছে।

(22) যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি সৎ পথে চলে, না সে ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরলপথে চলে?

(23) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(24) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্ত ত করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা সমবেত হবে?

(25) কাফেররা বলেঃ এই প্রতিশ্রুতি কবে হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?

(26) বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলার কাছেই আছে। আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী।

(27) যখন তারা সেই প্রতিশ্রুতিকে আসন্ন দেখবে তখন কাফেরদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে পড়বে এবং বলা হবেঃ এটাই তো তোমরা চাইতে।

(28) বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ- যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ও আমার সংগীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া করেন, তবে কাফেরদেরকে কে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে?

(29) বলুন, তিনি পরম করুণাময়, আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি। সত্ত্বরই তোমরা জানতে পারবে, কে প্রকাশ্য পথ-ভ্রষ্টতায় আছে।

(30) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পানির স্রোতধারা।

সূরা আল-ক্বলম
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৫২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) নূন- শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের, যা তারা লিপিবদ্ধ করে,

(2) আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন।

(3) আপনার জন্যে অবশ্যই রয়েছে অশেষ পুরস্কার।

(4) আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।

(5) সত্ত্বরই আপনি দেখে নিবেন এবং তারাও দেখে নিবে।

(6) কে তোমাদের মধ্যে বিকারগ্রস্ত।

(7) আপনার পালনকর্তা সম্যক জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন যারা সৎপথ প্রাপ্ত।

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيٓـَٔتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَقِيلَ هَٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِىَ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِىَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ ﴿٣٠﴾

آياتها ٥٢ — سُورَةُ ٱلْقَلَمِ — ترتيبها ٦٨

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

نٓ ۚ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٢﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿٥﴾ بِأَييِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴿٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾ فَلَا تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾ وَدُّوا۟ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ عُتُلٍّۭ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ﴿١٣﴾ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾

(8) অতএব, আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবেন না।

(9) তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে।

(10) যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না,

(11) যে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফিরে,

(12) যে ভাল কাজে বাধা দেয়, সে সীমালংঘন করে, সে পাপিষ্ঠ,

(13) সে কঠোর স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত;

(14) এ কারণে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী।

(15) তার কাছে আমার আয়াত পাঠ করা হলে সে বলেঃ পূর্ব কালের উপকথা।

سَنَسِمُهُۥ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ﴿١٦﴾ إِنَّا بَلَوْنَٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا۟
لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ
وَهُمْ نَآئِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا۟ مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنِ
ٱغْدُوا۟ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰرِمِينَ ﴿٢٢﴾ فَٱنطَلَقُوا۟ وَهُمْ يَتَخَٰفَتُونَ ﴿٢٣﴾
أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿٢٤﴾ وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍ قَٰدِرِينَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا
رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل
لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَٰوَمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا۟ يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَٰغِينَ ﴿٣١﴾ عَسَىٰ
رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ
ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ
﴿٣٤﴾ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ
لَكُمْ كِتَٰبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ أَيْمَٰنٌ
عَلَيْنَا بَٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾ سَلْهُمْ أَيُّهُم
بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ ﴿٤١﴾
يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾

16 আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দিব।

17 আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছি উদ্যানওয়ালদের, যখন তারা শপথ করেছিল যে, সকালে বাগানের ফল আহরণ করবে,

18 'ইনশাআল্লাহ্' না বলে

19 অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানে এক বিপদ এসে পতিত হলো। যখন তারা নিদ্রিত ছিল।

20 ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল ছিন্নবিচ্ছিন্ন তৃণসম।

21 সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল,

22 তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল।

23 অতঃপর তারা চলল ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে,

24 অদ্য যেন কোন মিসকীন ব্যক্তি তোমাদের বাগানে প্রবেশ করতে না পারে।

25 তারা সকালে লাফিয়ে লাফিয়ে সজোরে রওয়ানা হল।

26 অতঃপর যখন তারা বাগান দেখল, তখন বললঃ আমরা তো পথ ভুলে গেছি।

27 বরং আমরা তো কপালপোড়া,

28 তাদের উত্তম ব্যক্তি বললঃ আমি কি তোমাদের বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছো না কেন?

29 তারা বললঃ আমরা আমাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চিতই আমরা সীমালংঘনকারী ছিলাম।

30 তারা বললঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের আমরা ছিলাম সীমাতিক্রমকারী।

32 সম্ভবতঃ আমাদের পালনকর্তা পরিবর্তে এর চাইতে উত্তম বাগান আমাদেরকে দিবেন। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে আশাবাদী।

33 শাস্তি এভাবেই আসে এবং পরকালের শাস্তি আরও গুরুতর; যদি তারা জানত!

34 মোত্তাকীদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে নেয়ামতের জান্নাত।

35 আমি কি আজ্ঞাবহদেরকে অপরাধীদের ন্যায় গণ্য করব?

36 তোমাদের কি হল? তোমরা কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ?

37 তোমাদের কি কোন কিতাব আছে, যা তোমরা পাঠ কর

38 তাতে তোমরা যা পছন্দ কর, তাই পাও?

39 না তোমরা আমার কাছ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ কোন শপথ নিয়েছ যে, তোমরা তাই পাবে যা তোমরা সিদ্ধান্ত করবে?

40 আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন তাদের কে এ বিষয়ে দায়িত্বশীল?

41 না তাদের কোন শরীক উপাস্য আছে? থাকলে তাদের শরীক উপাস্যদেরকে উপস্থিত করুক যদি তারা সত্যবাদী হয়।

42 স্মরণ কর সে দিনের কথা, যেদিন পায়ের গোছা (হাটুর নিম্নাংশ) পর্যন্ত উন্মোচিত করা হবে এবং তাদেরকে আহবান করা হবে সেজদা করার জন্যে; কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না।

43 তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে; তারা লাঞ্ছনাগ্রস্ত হবে, অথচ যখন তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখন তাদেরকে সেজ্‌দা করতে আহ্বান জানানো হত।

44 অতএব, যারা এই কালামকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি এমন ধীরে ধীরে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাব যে, তারা জানতে পারবে না।

45 আমি তাদেরকে সময় দেই। নিশ্চয় আমার কৌশল মজবুত।

46 আপনি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান? ফলে তাদের উপর জরিমানার বোঝা পড়েছে?

47 না তাদের কাছে গায়েবের খবর আছে? অতঃপর তারা তা লিপিবদ্ধ করে।

48 আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় সবর করুন এবং মাছওয়ালা ইউনুসের মত হবেন না, যখন সে দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করেছিল।

49 যদি তার পালনকর্তার অনুগ্রহ তাকে সামাল না দিত, তবে সে নিন্দিত অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হত।

50 অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মীদের অন্তর্ভূক্ত করে নিলেন।

51 কাফেররা যখন কোরআন শুনে, তখন তারা তাদের দৃষ্টি দ্বারা যেন আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিবে এবং তারা বলেঃ সে তো একজন পাগল ।

52 অথচ এই কোরআন তো বিশ্বজগতের জন্যে উপদেশ।

সূরা আল-হাক্বক্বাহ
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৫২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1 সুনিশ্চিত বিষয়।

2 সুনিশ্চিত বিষয় কি?

خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا۟ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَٰلِمُونَ
﴿٤٣﴾ فَذَرْنِى وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ
لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِى لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿٤٥﴾ أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًا فَهُم
مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾ فَٱصْبِرْ
لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾ لَّوْلَآ
أَن تَدَٰرَكَهُۥ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ فَٱجْتَبَٰهُ رَبُّهُۥ
فَجَعَلَهُۥ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَٰرِهِمْ
لَمَّا سَمِعُوا۟ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُۥ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٥٢﴾

ترتيبها ٦٩ — سُورَةُ ٱلْحَاقَّةِ — آياتها ٥٢

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَآقَّةُ ﴿١﴾ مَا ٱلْحَآقَّةُ ﴿٢﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحَآقَّةُ ﴿٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ
وَعَادٌۢ بِٱلْقَارِعَةِ ﴿٤﴾ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا۟ بِٱلطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾ وَأَمَّا
عَادٌ فَأُهْلِكُوا۟ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ
سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ
كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنۢ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾

3 আপনি কি কিছু জানেন, সেই সুনিশ্চিত বিষয় কি?

4 'আদ ও সামুদ গোত্র মহাপ্রলয়কে মিথ্যা বলেছিল।

5 অতঃপর সামূদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা

6 এবং আদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা,

7 যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম। আপনি তাদেরকে দেখতেন যে, তারা অসার খর্জুর কান্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে।

8 আপনি তাদের কোন অস্তিত্ব দেখতে পান কি?

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُۥ وَٱلْمُؤْتَفِكَٰتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾ فَعَصَوْا۟ رَسُولَ
رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ
﴿١١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَٰعِيَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ
نَفْخَةٌ وَٰحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَٰحِدَةً ﴿١٤﴾
فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
﴿١٦﴾ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآئِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَٰنِيَةٌ
﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ
كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ ﴿١٩﴾ إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَٰقٍ
حِسَابِيَهْ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾
قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٢٣﴾ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ
ٱلْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ
﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ﴿٢٦﴾ يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَآ أَغْنَىٰ
عَنِّى مَالِيَهْ ۜ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّى سُلْطَٰنِيَهْ ﴿٢٩﴾ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ
صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِى سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾ إِنَّهُۥ
كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾

9. ফেরাউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে যাওয়া বস্তিবাসীরা গুরুতর পাপ করেছিল।

10. তারা তাদের পালনকর্তার রসূলকে অমান্য করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে কঠোরহস্তে পাকড়াও করলেন।

11. যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম,

12. যাতে এ ঘটনা তোমাদের জন্যে স্মৃতির বিষয় এবং কান এটাকে উপদেশ গ্রহণের উপযোগী রূপে গ্রহণ করে।

13. যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে– একটি মাত্র ফুৎকার

14. এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে,

15. সেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে।

16. সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে।

17. এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ও আট জন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের ঊর্ধ্বে বহন করবে।

18. সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না।

19. অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবেঃ নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ।

20. আমি ভেবেছিলাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে।

21. অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে,

22. সুউচ্চ জান্নাতে।

23. তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে।

24. বিগত দিনে তোমরা যে আমল করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে।

25. যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবেঃ হায় আমায় যদি আমার আমলনামা না দেয়া হতো!

26. আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব!

27. হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত।

28. আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না।

29. আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল।

30. ফেরেশতাদেরকে বলা হবেঃ ধর একে, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও,

31. অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে।

32. অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে

33. নিশ্চয় সে মহান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ছিল না।

34. এবং মিসকীনকে আহার্য দিতে উৎসাহিত করত না।

35 অতএব, আজকের দিন এখানে তার কোন সুহৃদ নাই।

36 এবং কোন খাদ্য নাই, ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত।

37 গোনাহ্গার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না।

38 তোমরা যা দেখ, আমি তার শপথ করছি

39 এবং যা তোমরা দেখ না, তার-

40 নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রসূলের আনীত।

41 এবং এটা কোন কবির কথা নয়; তোমরা কমই বিশ্বাস কর।

42 এবং এটা কোন অতীন্দ্রিয়বাদীর কথা নয়; তোমরা কমই অনুধাবন কর।

43 এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ।

44 সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত,

45 তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম,

46 অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা।

47 তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না।

48 এটা আল্লাহভীরুদের জন্যে অবশ্যই একটি উপদেশ।

49 আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মিথ্যারোপ করবে।

50 নিশ্চয় এটা কাফেরদের জন্যে অনুতাপের কারণ।

51 নিশ্চয় এটা নিশ্চিত সত্য।

52 অতএব, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

সূরা আল-মা'আরিজ
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৪৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1 এক ব্যক্তি চাইল, সেই আযাব সংঘটিত হোক যা অবধারিত-

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَٰهُنَا حَمِيمٌ ﴿٣٥﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿٣٦﴾ لَّا يَأْكُلُهُۥٓ
إِلَّا ٱلْخَٰطِـُٔونَ ﴿٣٧﴾ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿٣٩﴾
إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾
وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ
تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا
مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِنَّهُۥ لَتَذْكِرَةٌ
لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِنَّهُۥ لَحَسْرَةٌ عَلَى
ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّهُۥ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

سُورَةُ ٱلْمَعَارِجِ
آياتها ٤٤ — ترتيبها ٧٠

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَأَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِّلْكَٰفِرِينَ لَيْسَ لَهُۥ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِّنَ
ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ﴿٣﴾ تَعْرُجُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِى
يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ فَٱصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾
إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَنَرَىٰهُ قَرِيبًا ﴿٧﴾ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهْلِ
﴿٨﴾ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ﴿٩﴾ وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾

2 কাফেরদের জন্যে, যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই।

3 তা আসবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে, যিনি সমুন্নত মর্তবার অধিকারী।

4 ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ্ তা'আলার দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।

5 অতএব, আপনি উত্তম সবর করুন।

6 তারা এই আযাবকে সুদূরপরাহত মনে করে,

7 আর আমি একে আসন্ন দেখছি।

8 সেদিন আকাশ হবে গলিত তামার মত।

9 এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গিন পশমের মত

10 বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না।

يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيهِ ﴿١١﴾
وَصَٰحِبَتِهِۦ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِى تُـْٔوِيهِ ﴿١٣﴾ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ
جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿١٤﴾ كَلَّآ ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿١٥﴾ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ﴿١٦﴾ تَدْعُوا۟
مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰٓ ﴿١٨﴾ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا
﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا
ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَٱلَّذِينَ فِىٓ
أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ
بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٢٦﴾ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ
رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ
أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ
ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٣١﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ
﴿٣٢﴾ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَٰدَٰتِهِمْ قَآئِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
﴿٣٤﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ فِى جَنَّٰتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ
﴿٣٦﴾ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾ أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ
أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّآ ۖ إِنَّا خَلَقْنَٰهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

(11) যদিও এক অপরকে দেখতে পাবে। সেদিন গোনাহ্গার ব্যক্তি পণস্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে,

(12) তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে,

(13) তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত

(14) এবং পৃথিবীর সবকিছুকে, অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে।

(15) কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি,

(16) যা চামড়া তুলে দিবে।

(17) সে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্য পথ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল,

(18) সম্পদ পঞ্জীভূত করেছিল, অতঃপর আগলিয়ে রেখেছিল।

(19) মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে।

(20) যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে।

(21) আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়।

(22) তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামায আদায়কারী।

(23) যারা তাদের নামাযে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে।

(24) এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে

(25) যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতের

(26) এবং যারা প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে।

(27) এবং যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত-কম্পিত।

২৮) নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্ক থাক যায় না।

(29) এবং যারা তাদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে,

(30) কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভূক্ত দাসীদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না,

(31) অতএব, যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে, তারাই সীমালংঘনকারী।

(32) এবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে

(33) এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল-নিষ্ঠাবান

(34) এবং যারা তাদের নামাযে যত্নবান,

(35) তারাই জান্নাতে সম্মানিত হবে।

(36) অতএব, কাফেরদের কি হল যে, তারা আপনার দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে।

(37) ডান ও বামদিক থেকে দলে দলে।

(38) তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে, তাকে নেয়ামতের জান্নাতে দাখিল করা হবে?

(39) কখনই নয়, আমি তাদেরকে এমন বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছি, যা তারা জানে।

(40) আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার! নিশ্চয়ই আমি সক্ষম।

(41) তাদের পরিবর্তে উৎকৃষ্টতর মানুষ সৃষ্টি করতে এবং এটা আমার সাধ্যের অতীত নয়।

(42) অতএব, আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা বাকবিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করুক সেই দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা তাদের সাথে করা হচ্ছে।

(43) সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে– যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে।

(44) তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত; তারা হবে হীনতাগ্রস্ত। এটাই সেইদিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হত।

সূরা নূহ্
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-২৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) আমি নূহকে প্রেরণ করেছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি একথা বলেঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর, তাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি আসার আগে।

(2) সে বললঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী।

(3) এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

(4) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলার নির্দিষ্টকাল যখন হবে, তখন অবকাশ দেয়া হবে না, যদি তোমরা তা জানতে!

(5) সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি দাওয়াত দিয়েছি;

فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَٰرِقِ وَٱلْمَغَٰرِبِ إِنَّا لَقَٰدِرُونَ (٤٠) عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٤١) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا۟ وَيَلْعَبُوا۟ حَتَّىٰ يُلَٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ (٤٢) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ (٤٣) خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يُوعَدُونَ (٤٤)

سُورَةُ نُوحٍ

آياتها ٢٨ — ترتيبها ٧١

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١) قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (٢) أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (٣) يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ۖ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٤) قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَنَهَارًا (٥) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِىٓ إِلَّا فِرَارًا (٦) وَإِنِّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓا۟ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا۟ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا۟ وَٱسْتَكْبَرُوا۟ ٱسْتِكْبَارًا (٧) ثُمَّ إِنِّى دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (٨) ثُمَّ إِنِّىٓ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (٩) فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا (١٠)

(6) কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে।

(7) আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমন্ডল বস্ত্রাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে।

(8) অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি,

(9) অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি।

(10) অতঃপর বলেছিঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل
لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾ مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾
وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾
وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ
إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا
سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ
مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢١﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُوا
لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ
وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۖ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾
مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ
اللَّهِ أَنصَارًا ﴿٢٥﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ
دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا
كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ
مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

(11) তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন,

(12) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন।

(13) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব আশা করছ না!

(14) অথচ তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন রকমে সৃষ্টি করেছেন।

(15) তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন?

(16) এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে।

(17) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে উদ্গত করেছেন।

(18) অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন এবং আবার পুনরুত্থিত করবেন।

(19) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিছানা

(20) যাতে তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্ত পথে।

(21) নূহ বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় আমাকে অমান্য করেছে আর অনুসরণ করছে এমন লোককে, যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছে।

(22) আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করছে।

(23) তারা বলছেঃ তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে।

(24) অথচ তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব, আপনি যালেমদের পথভ্রষ্টতাই বাড়িয়ে দিন।

(25) তাদের গোনাহসমূহের দরুন তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে, অতঃপর দাখিল করা হয়েছে জাহান্নামে। অতঃপর তারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পায়নি।

(26) নূহ্ আরও বললঃ হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কোন কাফের গৃহবাসীকে রেহাই দিবেন না।

(27) যদি আপনি তাদেরকে রেহাই দেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল পাপাচারী, কাফের।

(28) হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে– তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন এবং যালেমদের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।

সূরা আল-জিন
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-২৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) বলুনঃ আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে, অতঃপর তারা বলেছেঃ আমরা বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি;

(2) যা সৎপথ প্রদর্শন করে। ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না।

(3) এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। তিনি কোন পত্নী গ্রহণ করেননি এবং তাঁর কোন সন্তান নেই।

(4) আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত।

(5) অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ ও জিন কখনও আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না।

(6) অনেক মানুষ অনেক জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিত।

(7) তারা ধারণা করত, যেমন তোমরা মানবেরা ধারণা কর যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলা কখনও কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না।

(8) আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছি, অতঃপর দেখতে পেয়েছি যে, কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।

(9) আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শ্রবণার্থে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে জলন্ত উল্কাপিণ্ডকে ওঁৎ পেতে থাকতে দেখে।

ترتيبها ٧٢ — سُورَةُ الْجِنِّ — آياتها ٢٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا
عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾
وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ
وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ
مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ
اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا
شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن
يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ
بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ
وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ﴿١١﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ
اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿١٢﴾ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ
آمَنَّا بِهِ ۖ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿١٣﴾

(10) আমরা জানি না পৃথিবীবাসীদের অমঙ্গল সাধন করা অভীষ্ট, না তাদের পালনকর্তা তাদের মঙ্গল সাধন করার ইচ্ছা রাখেন।

(11) আমাদের কেউ কেউ সৎকর্মপরায়ণ এবং কেউ কেউ এরূপ নয়। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিভক্ত।

(12) আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলাকে পরাস্ত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাঁকে অপারগ করতে পারব না।

(13) আমরা যখন সুপথের নির্দেশ শুনলাম, তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব, যে তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস করে, সে কোন ক্ষতি ও অন্যায়ের আশংকা করে না।

وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ
تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿١٤﴾ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾
وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ
فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ وَأَنَّ
الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ
يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ
بِهِ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلْ إِنِّي
لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٢﴾ إِلَّا بَلَاغًا
مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴿٢٣﴾ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ
مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ
مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿٢٥﴾ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا
يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ
يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِّيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا
رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾

(14) আমাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক আজ্ঞাবহ এবং কিছুসংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আজ্ঞাবহ হয়, তারা সৎপথ বেছে নিয়েছে।

(15) আর যারা অন্যায়কারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন।

(16) আর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা যদি সত্য পথে কায়েম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম

(17) যাতে এ ব্যাপারে তাদেরকে পরীক্ষা করি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে দুঃসহ আযাবে প্রবেশ করাবেন।

(18) এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে ডেকো না।

(19) আর যখন আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা তাঁকে ডাকার জন্যে দন্ডায়মান হল, তখন অনেক জিন তার কাছে ভিড় জমাল।

(20) বলুনঃ আমি তো আমার পালনকর্তাকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না।

(21) বলুনঃ আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই।

(22) বলুনঃ আল্লাহ্ তা'আলার কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না।

(23) কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার বাণী পৌঁছানো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে।

(24) এমনকি যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তারা জানতে পারবে, কার সাহায্যকারী দূর্বল এবং কার সংখ্যা কম।

(25) বলুনঃ আমি জানি না তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় আসন্ন না আমার পালনকর্তা এর জন্যে কোন মেয়াদ স্থির করে রেখেছেন।

(26) তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্ত তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না।

(27) তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন,

(28) যাতে আল্লাহ্ তা'আলা জেনে নেন যে, রসূলগণ তাঁদের পালনকর্তার পয়গাম পৌঁছিয়েছেন কি না। রসূলগণের কাছে যা আছে, তা তাঁর জ্ঞান-গোচর। তিনি সবকিছুর সংখ্যা হিসাব রাখেন।

সূরা মুয্‌যাম্‌মিল
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-২০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1. হে বস্ত্রাবৃত,
2. রাত্রিতে দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে;
3. অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম
4. অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন তেলাওয়াত করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে।
5. আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী।
6. নিশ্চয় এবাদতের জন্যে রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল।
7. নিশ্চয় দিবাভাগে রয়েছে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।
8. আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন।
9. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তাঁকেই গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে।
10. কাফেররা যা বলে, তজ্জন্যে আপনি সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন।
11. বিত্ত-বৈভবের অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে কিছু অবকাশ দিন।
12. নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুণ্ড।
13. আর আছে গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।
14. যেদিন পৃথিবী পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তুপ।
15. আমি তোমাদের কাছে একজন রসূলকে তোমাদের জন্যে সাক্ষী করে প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউনের কাছে একজন রসূল।
16. অতঃপর ফেরাউন সেই রসূলকে অমান্য করল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি।
17. অতএব, তোমরা কিরূপে আত্মরক্ষা করবে যদি তোমরা সেদিনকে অস্বীকার কর, যেদিন বালককে করে দিবে বৃদ্ধ?
18. সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।
19. এটা উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার দিকে পথ অবলম্বন করুক।

۞ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ
مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ
وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ
يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟
ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌۢ ﴿٢٠﴾

سُورَةُ ٱلْمُدَّثِّر

ترتيبها ٧٤ — آياتها ٢٠

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾
وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرْ ﴿٧﴾
فَإِذَا نُقِرَ فِى ٱلنَّاقُورِ ﴿٨﴾ فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ
غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾ ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُۥ مَالًا
مَّمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدتُّ لَهُۥ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ
أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّآ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ لِءَايَٰتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾ سَأُرْهِقُهُۥ صَعُودًا ﴿١٧﴾

(20) আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি এবাদতের জন্যে দণ্ডায়মান হন রাত্রির প্রায় দু' তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গীদের একটি দলও দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ্ দিবা ও রাত্রি পরিমাপ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পার না। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হয়েছেন। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে জেহাদে লিপ্ত হবে। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্যে যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে। তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৫৬

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) হে চাদরাবৃত,

(2) উঠুন, সতর্ক করুন,

(3) আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন,

(4) আপন পোশাক পবিত্র করুন

(5) এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন।

(6) অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দিবেন না।

(7) এবং আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সবর করুন।

(8) যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে;

(9) সেদিন হবে কঠিন দিন,

(10) কাফেরদের জন্যে এটা সহজ নয়।

(11) যাকে আমি অনন্য করে সৃষ্টি করেছি, তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন।

(12) আমি তাকে বিপুল ধন-সম্পদ দিয়েছি।

(13) এবং সদা সংগী পুত্রবর্গ দিয়েছি,

(14) এবং তাকে খুব সচ্ছলতা দিয়েছি।

(15) এরপরও সে আশা করে যে, আমি তাকে আরও বেশী দেই

(16) কখনই নয়। সে আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী।

(17) আমি সত্বরই তাকে শাস্তির পাহাড়ে আরোহণ করাব।

(18) সে চিন্তা করেছে এবং মনঃস্থির করেছে,
(19) ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনঃস্থির করেছে,
(20) আবার ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনঃস্থির করেছে!
(21) সে আবার দৃষ্টিপাত করেছে,
(22) অতঃপর সে ভ্রুকুঞ্চিত করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে।
(23) অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে ও অহংকার করেছে।
(24) এরপর বলেছেঃ এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু বৈ নয়,
(25) এতো মানুষের উক্তি বৈ নয়।
(26) আমি তাকে দাখিল করব অগ্নিতে।
(27) আপনি কি জানেন অগ্নি কি?
(28) এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না
(29) মানুষকে দগ্ধ করবে।
(30) এর উপর নিয়োজিত আছে উনিশ জন ফেরেশতা।
(31) আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাই রেখেছি। আমি কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যেই তার এই সংখ্যা করেছি– যাতে কিতাবধারীরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও মুমিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা এবং কাফেররা বলে যে, আল্লাহ্ এর দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন। এমনিভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে চালান। আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটা তো মানুষের জন্যে উপদেশ বৈ নয়।
(32) কখনই নয়। চন্দ্রের শপথ,
(33) শপথ রাত্রি যখন তার অবসান হয়,
(34) শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়,
(35) নিশ্চয় জাহান্নাম গুরুতর বিপদসমূহের অন্যতম,
(36) মানুষের জন্যে সতর্ককারী

إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾ وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِيمَٰنًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِىَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ﴿٣٢﴾ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣﴾ وَٱلصُّبْحِ إِذَآ أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴿٣٥﴾ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّآ أَصْحَٰبَ ٱلْيَمِينِ ﴿٣٩﴾ فِى جَنَّٰتٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآئِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰٓ أَتَىٰنَا ٱلْيَقِينُ ﴿٤٧﴾

(37) তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে।
(38) প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়;
(39) কিন্তু ডানদিকস্থরা,
(40) তারা থাকবে জান্নাতে এবং পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে
(41) অপরাধীদের সম্পর্কে
(42) বলবেঃ তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে?
(43) তারা বলবেঃ আমরা নামায পড়তাম না,
(44) অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না,
(45) আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম
(46) এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম
(47) আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত।

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ ﴿٤٨﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ
﴿٤٩﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍۭ ﴿٥١﴾ بَلْ يُرِيدُ
كُلُّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿٥٢﴾ كَلَّا ۖ بَل لَّا يَخَافُونَ
ٱلْءَاخِرَةَ ﴿٥٣﴾ كَلَّآ إِنَّهُۥ تَذْكِرَةٌ ﴿٥٤﴾ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ ﴿٥٥﴾
وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ أَهْلُ ٱلتَّقْوَىٰ وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴿٥٦﴾

سُورَةُ ٱلْقِيَامَةِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ﴿١﴾ وَلَآ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾ أَيَحْسَبُ
ٱلْإِنسَٰنُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُۥ ﴿٣﴾ بَلَىٰ قَٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّىَ بَنَانَهُۥ ﴿٤﴾ بَلْ
يُرِيدُ ٱلْإِنسَٰنُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُۥ ﴿٥﴾ يَسْـَٔلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَٰمَةِ ﴿٦﴾ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ
﴿٧﴾ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿٨﴾ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴿٩﴾ يَقُولُ ٱلْإِنسَٰنُ يَوْمَئِذٍ
أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ ﴿١٠﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾ يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَٰنُ
يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴿١٣﴾ بَلِ ٱلْإِنسَٰنُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ بَصِيرَةٌ ﴿١٤﴾ وَلَوْ أَلْقَىٰ
مَعَاذِيرَهُۥ ﴿١٥﴾ لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ ﴿١٦﴾ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ
وَقُرْءَانَهُۥ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ ﴿١٩﴾

48 অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না।

49 তাদের কি হল যে, তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

50 যেন তারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গর্দভ

51 হস্তগালের কারণে পলায়নপর।

52 বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় তাদের প্রত্যেককে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেয়া হোক।

53 কখনও না, বরং তারা পরকালকে ভয় করে না।

54 কখনও না, এটা তো উপদেশমাত্র।

55 অতএব, যার ইচ্ছা, সে একে স্মরণ করুক।

56 তারা স্মরণ করবে না, কিন্তু যদি আল্লাহ্ চান। তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী।

সূরা আল-ক্বেয়ামাহ
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৪০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1 আমি শপথ করি কেয়ামত দিবসের,

2 আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়-

3 মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না?

4 পরন্তু আমি তার অংগুলিগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম।

5 বরং মানুষ তার ভবিষ্যত জীবনেও ধৃষ্টতা করতে চায়;

6 সে প্রশ্ন করে- কেয়ামত দিবস কবে?

7 যখন দৃষ্টি চমকে যাবে,

8 চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে।

9 এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে-

10 সে দিন মানুষ বলবেঃ পলায়নের জায়গা কোথায়?

11 না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই।

12 আপনার পালনকর্তার কাছেই সেদিন ঠাঁই হবে।

13 সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে যা সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে।

14 বরং মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পর্কে চক্ষুষ্মান।

15 যদিও সে তার অজুহাত পেশ করতে চাইবে।

16 তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্যে আপনি দ্রুত ওহী আবৃত্তি করবেন না।

17 এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত্ব।

18 অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন।

19 এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব।

(20) কখনও না, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে ভালবাস

(21) এবং পরকালকে উপেক্ষা কর।

(22) সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে।

(23) তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।

(24) আর অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উদাস হয়ে পড়বে।

(25) তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর-ভাঙ্গা আচরণ করা হবে।

(26) কখনও না, যখন প্রাণ কন্ঠাগত হবে।

(27) এবং বলা হবে, কে ঝাড়বে

(28) এবং সে মনে করবে যে, বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে

(29) এবং গোছা গোছার সাথে জড়িত হয়ে যাবে।

(30) সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায পড়েনি;

(32) পরন্তু মিথ্যারোপ করেছে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে।

(33) অতঃপর সে দম্ভভরে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছে।

(34) তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ!

(35) অতঃপর তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ।

(36) মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?

(37) সে কি স্খলিত বীর্য ছিল না?

(38) অতঃপর সেছিল রক্তপিণ্ড, অতঃপর আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন।

(39) অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন যুগল–নর ও নারী।

(40) তবুও কি সেই আল্লাহ্ মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন?

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿٢٠﴾ وَتَذَرُونَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ﴿٢١﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢﴾
إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍۭ بَاسِرَةٌ ﴿٢٤﴾ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿٢٥﴾
كَلَّآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِىَ ﴿٢٦﴾ وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ﴿٢٧﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴿٢٨﴾ وَٱلْتَفَّتِ
ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ﴿٢٩﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ ﴿٣٠﴾ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ
﴿٣١﴾ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٣٢﴾ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ يَتَمَطَّىٰٓ ﴿٣٣﴾ أَوْلَىٰ لَكَ
فَأَوْلَىٰ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰٓ ﴿٣٥﴾ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾
أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِىٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ
ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْۦِىَ ٱلْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

آياتها ٣١ — سُورَةُ الإِنسَانِ — ترتيبها ٧٦

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَٰنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـًٔا مَّذْكُورًا ﴿١﴾
إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا
بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾
إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ سَلَٰسِلَا۟ وَأَغْلَٰلًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾ إِنَّ
ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾

সূরা আদ-দাহ্‌র

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৩১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) মানুষের উপর এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

(2) আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র শুক্রবিন্দু থেকে এভাবে যে, তাকে পরীক্ষা করব। অতঃপর তাকে করে দিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।

(3) আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে হয় কৃতজ্ঞ হয়, না হয় অকৃতজ্ঞ হয়।

(4) আমি অবিশ্বাসীদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি শিকল, বেড়ি ও প্রজ্বলিত অগ্নি।

(5) নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে কাফুর মিশ্রিত পানপাত্র।

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ
يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا
وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا
﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿١٠﴾ فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ
ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾ وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةً وَحَرِيرًا
﴿١٢﴾ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿١٤﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍ
مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠ ﴿١٥﴾ قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ﴿١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا
﴿١٨﴾ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا
﴿١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾ عَٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ
خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوٓا۟ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا
طَهُورًا ﴿٢١﴾ إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ﴿٢٢﴾ إِنَّا
نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ
مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾

(6) এটা একটি ঝরণা, যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে– তারা একে প্রবাহিত করবে।

(7) তারা মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী।

(8) তারা আল্লাহর ভালবাসায় অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে।

(9) তারা বলেঃ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।

(10) আমরা আমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের ভয় রাখি।

(11) অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ।

(12) এবং তাদের সবরের প্রতিদানে তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক।

(13) তারা সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে রৌদ্র ও শৈত্য অনুভব করবে না।

(14) তার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে।

(15) তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মত পানপাত্রে

(16) রূপালী স্ফটিক পাত্রে–পরিবেশনকারীরা তা পরিমাপ করে পূর্ণ করবে।

(17) তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে 'যানজাবীল' মিশ্রিত পানপাত্র।

(18) এটা জান্নাতস্থিত 'সালসাবীল' নামক একটি ঝরণা।

(19) তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা।

(20) আপনি যখন সেখানে দেখবেন, তখন নেয়ামতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন।

(21) তাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকণ এবং তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন 'শরাবান-তহুরা'।

(22) এটা তোমাদের প্রতিদান। তোমাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করেছে।

(23) আমি আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কোরআন নাযিল করেছি।

(24) অতএব, আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের জন্যে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করুন এবং ওদের মধ্যকার কোন পাপিষ্ঠ ও কাফেরের আনুগত্য করবেন না।

(25) এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপন পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন।

26 রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশ্যে সেজ্দা করুন এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

27 নিশ্চয় এরা পার্থিব জীবনকে ভালবাসে এবং এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে।

28 আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন। আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক আনব।

29 এটা উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা হয় সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক।

30 আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

31 তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতে দাখিল করেন। আর যালেমদের জন্যে তো প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।

সূরা আল-মুরসালাত
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৫০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1 কল্যাণের জন্যে প্রেরিত বায়ুর শপথ,

2 সজোরে প্রবাহিত ঝটিকার শপথ,

3 মেঘ বিস্তৃতকারী বায়ুর শপথ,

4 মেঘপুঞ্জ বিতরণকারী বায়ুর শপথ এবং

5 ওহী নিয়ে অবতরণকারী ফেরেশতাগণের শপথ–

6 ওযর-আপত্তির অবকাশ না রাখার জন্যে অথবা সতর্ক করার জন্যে

7 নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে।

8 অতঃপর যখন নক্ষত্রসমূহ নির্বাপিত হবে,

9 যখন আকাশ ছিদ্রযুক্ত হবে,

10 যখন পর্বতমালাকে উড়িয়ে দেয়া হবে এবং

وَمِنَ ٱلَّيۡلِ فَٱسۡجُدۡ لَهُۥ وَسَبِّحۡهُ لَيۡلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ
هَٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلۡعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمۡ يَوۡمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ نَّحۡنُ
خَلَقۡنَٰهُمۡ وَشَدَدۡنَآ أَسۡرَهُمۡۖ وَإِذَا شِئۡنَا بَدَّلۡنَآ أَمۡثَٰلَهُمۡ تَبۡدِيلًا
﴿٢٨﴾ إِنَّ هَٰذِهِۦ تَذۡكِرَةٞۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًا ﴿٢٩﴾
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾
يُدۡخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحۡمَتِهِۦۚ وَٱلظَّٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابًا أَلِيمَۢا ﴿٣١﴾

سُورَةُ المُرۡسَلَاتِ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلۡمُرۡسَلَٰتِ عُرۡفٗا ﴿١﴾ فَٱلۡعَٰصِفَٰتِ عَصۡفٗا ﴿٢﴾ وَٱلنَّٰشِرَٰتِ نَشۡرٗا ﴿٣﴾
فَٱلۡفَٰرِقَٰتِ فَرۡقٗا ﴿٤﴾ فَٱلۡمُلۡقِيَٰتِ ذِكۡرًا ﴿٥﴾ عُذۡرًا أَوۡ نُذۡرًا ﴿٦﴾ إِنَّمَا
تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٞ ﴿٧﴾ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتۡ ﴿٨﴾ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتۡ
﴿٩﴾ وَإِذَا ٱلۡجِبَالُ نُسِفَتۡ ﴿١٠﴾ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتۡ ﴿١١﴾ لِأَيِّ يَوۡمٍ أُجِّلَتۡ
﴿١٢﴾ لِيَوۡمِ ٱلۡفَصۡلِ ﴿١٣﴾ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلۡفَصۡلِ ﴿١٤﴾ وَيۡلٞ يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾ أَلَمۡ نُهۡلِكِ ٱلۡأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نُتۡبِعُهُمُ ٱلۡأٓخِرِينَ
﴿١٧﴾ كَذَٰلِكَ نَفۡعَلُ بِٱلۡمُجۡرِمِينَ ﴿١٨﴾ وَيۡلٞ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾

11 যখন রসূলগণের একত্রিত হওয়ার সময় নিরূপিত হবে,

12 এসব বিষয় কোন্ দিবসের জন্যে স্থগিত রাখা হয়েছে?

13 বিচার দিবসের জন্যে।

14 আপনি জানেন বিচার দিবস কি?

15 সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে।

16 আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি?

17 অতঃপর তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করব পরবর্তীদেরকে।

18 অপরাধীদের সাথে আমি এরূপই করে থাকি।

19 সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে।

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَٰهُ فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ
مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَٰدِرُونَ ﴿٢٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَآءً وَأَمْوَٰتًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ
شَٰمِخَٰتٍ وَأَسْقَيْنَٰكُم مَّآءً فُرَاتًا ﴿٢٧﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾
ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾ ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ ظِلٍّ ذِى ثَلَٰثِ
شُعَبٍ ﴿٣٠﴾ لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿٣١﴾ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍ
كَٱلْقَصْرِ ﴿٣٢﴾ كَأَنَّهُۥ جِمَٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾
هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَٰكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِن كَانَ
لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى
ظِلَٰلٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾ وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔا
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾ كُلُوا۟ وَتَمَتَّعُوا۟ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا۟ لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ
يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

20 আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি?

21 অতঃপর আমি তা রেখেছি এক সংরক্ষিত আধারে,

22 এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত,

23 অতঃপর আমি পরিমিত আকারে সৃষ্টি করেছি, আমি কত সক্ষম স্রষ্টা?

24 সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে।

25 আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারীরূপে,

26 জীবিত ও মৃতদেরকে?

27 আমি তাতে স্থাপন করেছি মজবুত সুউচ্চ পর্বতমালা এবং পান করিয়েছি তোমাদেরকে তৃষ্ণা নিবারণকারী সুপেয় পানি।

28 সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে।

29 চল তোমরা তারই দিকে, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।

30 চল তোমরা তিন কুণ্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে,

31 যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না।

32 এটা অক্ষলিকা সদৃশ বৃহৎ স্ফুলিংগ নিক্ষেপ করবে।

33 যেন সে পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী।

34 সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে।

35 এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে না।

36 এবং কাউকে তওবা করার অনুমতি দেয়া হবে না।

37 সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে।

38 এটা বিচার দিবস, আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে একত্রিত করেছি।

39 অতএব, তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার কাছে।

40 সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে।

41 নিশ্চয় আল্লাহভীরুরা থাকবে ছায়ায় এবং প্রস্রবণসমূহে–

42 এবং তাদের বাঞ্ছিত ফল-মূলের মধ্যে।

43 বলা হবেঃ তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে তৃপ্তির সাথে পানাহার কর।

44 এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

45 সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে।

46 কাফেরগণ, তোমরা কিছুদিন খেয়ে নাও এবং ভোগ করে নাও।

48 যখন তাদেরকে বলা হয়, নত হও, তখন তারা নত হয় না।

49 সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে।

50 এখন কোন্ কথায় তারা এরপর বিশ্বাস স্থাপন করবে?

সূরা আন- নাবা

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৪০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1. তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?
2. মহা সংবাদ সম্পর্কে,
3. যে সম্পর্কে তারা মতানৈক্য করে।
4. না, সত্বরই তারা জানতে পারবে,
5. অতঃপর না, সত্বর তারা জানতে পারবে।
6. আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা
7. এবং পর্বতমালাকে পেরেক?
8. আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি,
9. তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী,
10. রাত্রিকে করেছি আবরণ
11. দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়,
12. নির্মাণ করেছি তোমাদের মাথার উপর মজবুত সপ্ত-আকাশ
13. এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি
14. আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি,
15. যাতে তদ্বারা উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ।
16. ও পাতাঘন উদ্যান।
17. নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে।
18. যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে,
19. আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে
20. এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে।
21. নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে,
22. সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে।

سُورَةُ ٱلنَّبَإِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٢﴾ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَٰدًا ﴿٦﴾
وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾ وَخَلَقْنَٰكُمْ أَزْوَٰجًا ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا
﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾ وَبَنَيْنَا
فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾ وَأَنزَلْنَا
مِنَ ٱلْمُعْصِرَٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِّنُخْرِجَ بِهِۦ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَنَّٰتٍ
أَلْفَافًا ﴿١٦﴾ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَٰتًا ﴿١٧﴾ يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ
فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَٰبًا ﴿١٩﴾ وَسُيِّرَتِ
ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾ لِّلطَّٰغِينَ
مَـَٔابًا ﴿٢٢﴾ لَّٰبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا
﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَآءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا۟
لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَىْءٍ
أَحْصَيْنَٰهُ كِتَٰبًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

23. তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে।
24. তথায় তারা কোন শীতল এবং পানীয় আস্বাদন করবে না;
25. কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পুঁজ পাবে।
26. পরিপূর্ণ প্রতিফল হিসেবে।
27. নিশ্চয় তারা হিসাব-নিকাশ আশা করত না।
28. এবং আমার আয়াতসমূহে পুরোপুরি মিথ্যারোপ করত।
29. আমি সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছি।
30. অতএব, তোমরা আস্বাদন কর, আমি কেবল তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করব।
31. পরহেযগারদের জন্যে রয়েছে সাফল্য

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَآئِقَ وَأَعْنَٰبًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّٰبًا ﴿٣٥﴾ جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَّبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿٣٧﴾ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا ﴿٣٩﴾ إِنَّآ أَنذَرْنَٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَٰلَيْتَنِى كُنتُ تُرَٰبًۢا ﴿٤٠﴾

ترتيبها ٧٩ — سُورَةُ النَّازِعَاتِ — آياتها ٤٦

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّٰزِعَٰتِ غَرْقًا ﴿١﴾ وَٱلنَّٰشِطَٰتِ نَشْطًا ﴿٢﴾ وَٱلسَّٰبِحَٰتِ سَبْحًا ﴿٣﴾ فَٱلسَّٰبِقَٰتِ سَبْقًا ﴿٤﴾ فَٱلْمُدَبِّرَٰتِ أَمْرًا ﴿٥﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾ تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴿٧﴾ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾ أَبْصَٰرُهَا خَٰشِعَةٌ ﴿٩﴾ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِى ٱلْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾ أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمًا نَّخِرَةً ﴿١١﴾ قَالُوا۟ تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَٰحِدَةٌ ﴿١٣﴾ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ﴿١٥﴾

(32) উদ্যান, আঙ্গুর

(33) সমবয়স্কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী।

(34) এবং পূর্ণ পানপাত্র।

(35) তারা তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না।

(36) এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে যথোচিত দান,

(37) যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, দয়াময়, কেউ তাঁর সাথে কথার অধিকারী হবে না।

(38) যেদিন রূহ্ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ্ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্যকথা বলবে।

(39) এই দিবস সত্য। অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার কাছে ঠিকানা তৈরী করুক।

(40) আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে এবং কাফের বলবেঃ হায়, আফসোস্ আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।

সূরা আন্-নাযিআ'ত

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৪৬

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে,

(2) শপথ তাদের, যারা আত্মার বাঁধন খুলে দেয় মৃদুভাবে;

(3) শপথ তাদের, যারা সন্তরণ করে দ্রুতগতিতে,

(4) শপথ তাদের, যারা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় এবং

(5) শপথ তাদের যারা সকল কর্মনির্বাহ করে–কেয়ামত অবশ্যই হবে।

(6) যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী,

(7) অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাদগামী;

(8) সেদিন অনেক হৃদয় ভীত-বিহবল হবে।

(9) তাদের দৃষ্টি নত হবে।

(10) তারা বলেঃ আমরা কি উল্টো পায়ে প্রত্যাবর্তিত হবই–

(11) গলিত অস্থি হয়ে যাওয়ার পরও?

(12) তবে তো এ প্রত্যাবর্তন সর্বনাশা হবে।

(13) অতএব, এটা তো কেবল এক মহা-নাদ,

(14) তখনই তারা ময়দানে আবির্ভূত হবে।

(15) মূসার বৃত্তান্ত আপনার কাছে পৌঁছেছে কি?

16 যখন তার পালনকর্তা তাকে পবিত্র তুয়া উপত্যকায় আহ্বান করেছিলেন,

17 ফেরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে।

18 অতঃপর বলঃ তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি?

19 আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাকে ভয় কর।

20 অতঃপর সে তাকে মহা–নিদর্শন দেখাল।

21 কিন্তু সে মিথ্যারোপ করল এবং অমান্য করল।

22 অতঃপর সে প্রতিকার চেষ্টায় প্রস্থান করল।

23 সে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে আহ্বান করল,

24 এবং বললঃ আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা।

25 অতঃপর আল্লাহ্ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দিলেন।

26 যে ভয় করে তার জন্যে অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে।

27 তোমাদের সৃষ্টি কি অধিক কঠিন, না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন?

28 তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।

29 তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন।

30 পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন।

31 তিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাম নির্গত করেছেন

32 পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন,

33 তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে।

34 অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে।

35 অর্থাৎ যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে

36 এবং দর্শকদের জন্যে জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে,

37 তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে;

إِذْ نَادَىٰهُ رَبُّهُۥ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿١٧﴾
فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿١٩﴾ فَأَرَىٰهُ
ٱلْءَايَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ
فَنَادَىٰ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْءَاخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ
﴿٢٥﴾ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰٓ ﴿٢٦﴾ ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ ۚ بَنَىٰهَا
﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّىٰهَا ﴿٢٨﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَىٰهَا ﴿٢٩﴾
وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ ﴿٣٠﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَىٰهَا ﴿٣١﴾
وَٱلْجِبَالَ أَرْسَىٰهَا ﴿٣٢﴾ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ ﴿٣٣﴾ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ
ٱلْكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَٰنُ مَا سَعَىٰ ﴿٣٥﴾ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ
لِمَن يَرَىٰ ﴿٣٦﴾ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ
هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ
﴿٤٠﴾ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا
﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ ﴿٤٣﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ
مَن يَخْشَىٰهَا ﴿٤٥﴾ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا ﴿٤٦﴾

سُورَةُ عَبَسَ

آياتها ٤٢ — ترتيبها ٨٠

38 এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে,

39 তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

40 পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে,

41 তার ঠিকানা হবে জান্নাত।

42 তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কখন হবে?

43 এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক?

44 এর চরম জ্ঞান আপনার পালনকর্তার কাছে।

45 যে একে ভয় করে, আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করবেন।

46 যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ ﴿١﴾ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ ﴿٣﴾ أَوْ
يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰٓ ﴿٤﴾ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ﴿٥﴾ فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ ﴿٦﴾
وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ﴿٨﴾ وَهُوَ يَخْشَىٰ ﴿٩﴾ فَأَنتَ
عَنْهُ تَلَهَّىٰ ﴿١٠﴾ كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ ﴿١٢﴾ فِى صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ
﴿١٣﴾ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۭ ﴿١٤﴾ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾ كِرَامٍۭ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾ قُتِلَ ٱلْإِنسَٰنُ
مَآ أَكْفَرَهُۥ ﴿١٧﴾ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ ﴿١٨﴾ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ ﴿١٩﴾ ثُمَّ
ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ ﴿٢١﴾ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا
يَقْضِ مَآ أَمَرَهُۥ ﴿٢٣﴾ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ﴿٢٤﴾ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا
﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾
وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَّتَٰعًا لَّكُمْ
وَلِأَنْعَٰمِكُمْ ﴿٣٢﴾ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾
وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ
يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهٌ
يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

সূরা আবাসা

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৪২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন।
(2) কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল।
(3) আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত,
(4) অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশে তার উপকার হত।
(5) পরন্তু যে বেপরোয়া,
(6) আপনি তার চিন্তায় মাশগুল।
(7) সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই।
(8) যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো
(9) এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে,
(10) আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন।
(11) কখনও এরূপ করবেন না, এটা উপদেশবাণী।
(12) অতএব, যে ইচ্ছা করবে, সে একে গ্রহণ করবে।
(13) (14) এটা লিখিত আছে সম্মানিত, উচ্চ পবিত্র পত্রসমূহে,
(15) লিপিকারের হস্তে,
(16) যারা মহৎ, পুত চরিত্র।
(17) মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ!
(18) তিনি তাকে কিরূপ বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন?
(19) শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে সুপরিমিত করেছেন।
(20) অতপর তার পথ সহজ করেছেন,
(21) অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও কবরস্থ করেন তাকে।
(22) এরপর যখন ইচ্ছা করবেন তখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।
(23) সে কখনও কৃতজ্ঞ হয়নি, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে তা পূর্ণ করেনি।
(24) মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক,
(25) আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি,
(26) এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি।
(27) অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য,
(28) আঙ্গুর, শাক-সব্জী
(29) যয়তুন, খর্জুর,
(30) ঘন উদ্যান,
(31) ফল এবং ঘাস
(32) তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে।
(33) অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে,
(34) সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে
(35) তার মাতা, তার পিতা,
(36) তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে।
(37) সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।
(38) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল,
(39) সহাস্য ও প্রফুল্ল।
(40) এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি ধুসরিত।
(41) তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে।
(42) তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল।

সূরা আত্-তাকভীর
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-২৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1. যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে,
2. যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে,
3. যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে,
4. যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে;
5. যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে,
6. যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে,
7. যখন আত্মসমূহকে যুগল করা হবে,
8. যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে,
9. কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল?
10. যখন আমলনামা খোলা হবে,
11. যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে,
12. যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে
13. এবং যখন জান্নাত সন্নিকটবর্তী হবে,
14. তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত করেছে।
15. আমি শপথ করি যেসব নক্ষত্রগুলো পশ্চাতে সরে যায়,
16. চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়,
17. শপথ নিশাবসান ও
18. প্রভাত আগমন কালের,
19. নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের আনীত বাণী,
20. যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী,
21. সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন।

سُورَةُ التَّكْوِيرِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾ وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾ فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ ﴿٢٥﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٩﴾

سُورَةُ الْإِنفِطَارِ

22. এবং তোমাদের সাথী পাগল নন।
23. তিনি সেই ফেরেশতাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন।
24. তিনি অদৃশ্য বিষয় বলতে কৃপণতা করেন না।
25. এটা বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়।
26. অতএব, তোমরা কোথায় যাচ্ছ?
27. এটা তো কেবল বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ,
28. তার জন্যে, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে চায়।
29. তোমরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ﴿٩﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٥﴾ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٧﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٨﴾ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ﴿١٩﴾

سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

آياتها ٣٦ — ترتيبها ٨٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

সূরা আল-ইন্‌ফিতার
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,

(2) যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে,

(3) যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে,

(4) এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে,

(5) তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।

(6) হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল?

(7) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন।

(8) তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।

(9) কখনও বিভ্রান্ত হয়ো না; বরং তোমরা দান-প্রতিদানকে মিথ্যা মনে কর।

(10) অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে।

(11) সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ।

(12) তারা জানে যা তোমরা কর।

(13) সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে।

(14) এবং দুষ্কর্মীরা থাকবে জাহান্নামে;

(15) তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে।

(16) তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না।

(17) আপিন জানেন, বিচার দিবস কি?

(18) অতঃপর আপনি জানেন, বিচার দিবস কি?

(19) যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্‌র।

সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৩৬

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) যারা মাপে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ,

(2) যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয়

(3) এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়।

(4) তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে।

(5) সেই মহাদিবসে,

(6) যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে।

(7) এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে।

(8) আপনি জানেন, সিজ্জীন কি?

(9) এটা লিপিবদ্ধ খাতা।

(10) সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের,

(11) যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যারোপ করে।

(12) প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠই কেবল একে মিথ্যারোপ করে।

(13) তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে সে বলেঃ পুরাকালের উপকথা।

(14) কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।

(15) কখনও না, তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে।

(16) অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

(17) এরপর বলা হবেঃ একেই তো তোমরা মিথ্যারোপ করতে।

(18) কখনও না, নিশ্চয় সৎলোকদের আমলনামা আছে ইল্লিয়্যীনে।

(19) আপনি জানেন ইল্লিয়্যীন কি?

(20) এটা লিপিবদ্ধ খাতা।

(21) আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ একে প্রত্যক্ষ করে।

(22) নিশ্চয় সৎলোকগণ থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে,

(23) সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে।

(24) আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছান্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন।

(25) তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে।

(26) তার মোহর হবে কস্তুরী। এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।

(27) তার মিশ্রণ হবে তসনীমের পানি।

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ ﴿٧﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾ كِتَٰبٌ
مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿١١﴾
وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ
ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ كَلَّآ إِنَّهُمْ
عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا۟ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ
هَٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾ كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ
﴿١٨﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ
﴿٢١﴾ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِى
وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾
خِتَٰمُهُۥ مِسْكٌ ۚ وَفِى ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَٰفِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِزَاجُهُۥ
مِن تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ
أَجْرَمُوا۟ كَانُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا۟ بِهِمْ
يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُوا۟ فَكِهِينَ ﴿٣١﴾
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ ﴿٣٢﴾ وَمَآ أُرْسِلُوا۟ عَلَيْهِمْ
حَٰفِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾

(28) এটা একটি ঝরণা, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ।

(29) যারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করত।

(30) এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত।

(31) তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে ফিরত।

(32) আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলতঃ নিশ্চয় এরা বিভ্রান্ত।

(33) অথচ তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত হয়নি।

(34) আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফেরদেরকে উপহাস করছে।

عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

ترتيبها ٨٤ — سُورَةُ ٱلِانشِقَاقِ — آياتها ٢٥

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَٰقِيهِ ﴿٦﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ﴿٩﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾ إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿١٤﴾ بَلَىٰٓ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا ﴿١٥﴾ فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ﴿٢١﴾ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

35 সিংহাসনে বসে তাদেরকে অবলোকন করছে,

36 কাফেররা যা করত, তার প্রতিফল পেয়েছে তো?

সূরা আল-ইন্‌শিক্বাক্ব

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-২৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1 যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,

2 ও তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত

3 এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে।

4 এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে।

5 এবং তার পালনর্তার আদেশ পালন করবে এবং পৃথিবী এরই উপযুক্ত।

6 হে মানুষ, তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তার সাক্ষাৎ ঘটবে।

7 যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে,

8 তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে

9 এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে আনন্দ চিত্তে ফিরে যাবে

10 এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হবে,

11 সে মৃত্যুকে আহবান করবে,

12 এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

13 সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল।

14 সে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না।

15 কেন যাবে না,তার পালনকর্তা তো তাকে দেখতেন।

16 আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার,

17 এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে

18 এবং চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে,

19 নিশ্চয় তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহণ করবে।

20 অতএব, তাদের কি হল যে, তারা ঈমান আনে না?

21 যখন তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা হয়, তখন সেজদা করে না।

22 বরং কাফেররা এর প্রতি মিথ্যারোপ করে।

23 তারা যা সংরক্ষণ করে, আল্লাহ্ তা জানেন।

24 অতএব, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।

25 কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

সূরা আল-বুরূজ
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-২২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1. শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের,
2. এবং প্রতিশ্রুত দিবসের,
3. এবং সেই দিবসের, যে উপস্থিত হয় ও যাতে উপস্থিত হয়
4. অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত ওয়ালারা
5. অর্থাৎ অনেক ইন্ধনের অগ্নিসংযোগকারীরা;
6. যখন তারা তার কিনারায় বসেছিল
7. এবং তারা বিশ্বাসীদের সাথে যা করেছিল, তা নিরীক্ষণ করছিল।
8. তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল,
9. যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ক্ষমতার মালিক, আল্লাহর সামনে রয়েছে সবকিছু।
10. যারা মুমিন পুরুষ ও নারী নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা।
11. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরিণীসমূহ। এটাই মহাসাফল্য।
12. নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন।
13. তিনিই প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন।

سُورَةُ البُرُوجِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (١) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (٢) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ
(٣) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (٤) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (٥) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا
قُعُودٌ (٦) وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (٧) وَمَا نَقَمُوا
مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (٨) الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٩) إِنَّ الَّذِينَ
فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ
عَذَابُ الْحَرِيقِ (١٠) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ
جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (١١) إِنَّ بَطْشَ
رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (١٢) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (١٣) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (١٤)
ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (١٥) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (١٦) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ
(١٧) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (١٨) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (١٩) وَاللَّهُ مِنْ
وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (٢٠) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (٢٢)

سُورَةُ الطَّارِقِ

14. তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়;
15. মহান আরশের অধিকারী।
16. তিনি যা চান, তাই করেন।
17. আপনার কাছে সৈন্যবাহিনীর ইতিবৃত্ত পৌঁছেছে কি?
18. ফেরাউনের এবং সামূদের?
19. বরং যারা কাফের, তারা মিথ্যারোপে রত আছে।
20. আল্লাহ্ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।
21. বরং এটা মহান কোরআন,
22. লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ।

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ١ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ٢ ٱلنَّجۡمُ ٱلثَّاقِبُ ٣ إِن كُلُّ
نَفۡسٖ لَّمَّا عَلَيۡهَا حَافِظٞ ٤ فَلۡيَنظُرِ ٱلۡإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ ٥ خُلِقَ مِن مَّآءٖ
دَافِقٖ ٦ يَخۡرُجُ مِنۢ بَيۡنِ ٱلصُّلۡبِ وَٱلتَّرَآئِبِ ٧ إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجۡعِهِۦ لَقَادِرٞ ٨
يَوۡمَ تُبۡلَى ٱلسَّرَآئِرُ ٩ فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٖ وَلَا نَاصِرٖ ١٠ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ ١١
وَٱلۡأَرۡضِ ذَاتِ ٱلصَّدۡعِ ١٢ إِنَّهُۥ لَقَوۡلٞ فَصۡلٞ ١٣ وَمَا هُوَ بِٱلۡهَزۡلِ ١٤ إِنَّهُمۡ
يَكِيدُونَ كَيۡدٗا ١٥ وَأَكِيدُ كَيۡدٗا ١٦ فَمَهِّلِ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَمۡهِلۡهُمۡ رُوَيۡدَۢا ١٧

آياتها ١٩ — سُورَةُ الأَعْلَى — ترتيبها ٨٧

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبِّحِ ٱسۡمَ رَبِّكَ ٱلۡأَعۡلَى ١ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ٢ وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ
٣ وَٱلَّذِيٓ أَخۡرَجَ ٱلۡمَرۡعَىٰ ٤ فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحۡوَىٰ ٥ سَنُقۡرِئُكَ
فَلَا تَنسَىٰٓ ٦ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ إِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلۡجَهۡرَ وَمَا يَخۡفَىٰ ٧ وَنُيَسِّرُكَ
لِلۡيُسۡرَىٰ ٨ فَذَكِّرۡ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكۡرَىٰ ٩ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخۡشَىٰ ١٠
وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلۡأَشۡقَى ١١ ٱلَّذِي يَصۡلَى ٱلنَّارَ ٱلۡكُبۡرَىٰ ١٢ ثُمَّ لَا يَمُوتُ
فِيهَا وَلَا يَحۡيَىٰ ١٣ قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ١٤ وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ١٥

সূরা আত্-ত্বারেক্ব

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১৭

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর!
(2) আপনি জানেন, যে রাত্রিতে আসে, সেটা কি?
(3) সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।
(4) প্রত্যেকের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে।
(5) অতএব, মানুষের দেখা উচিত কি বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে।
(6) সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে।
(7) এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপাজরের মধ্য থেকে।
(8) নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম!
(9) যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে,
(10) সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না।
(11) শপথ চক্রশীল আকাশের
(12) এবং বিদারনশীল পৃথিবীর!
(13) নিশ্চয় কোরআন সত্য-মিথ্যার ফয়সালা
(14) এবং এটা উপহাস নয়।
(15) তারা ভীষণ চক্রান্ত করে,
(16) আর আমিও কৌশল করি।
(17) অতএব, কাফেরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন–কিছু দিনের জন্যে।

সূরা আল-আ'লা

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন,
(2) যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।
(3) এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন ও পথ প্রদর্শন করেছেন
(4) এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেছেন,
(5) অতঃপর করেছেন তাকে কাল আবর্জনা।
(6) আমি আপনাকে পাঠ করাতে থাকব, ফলে আপনি বিস্মৃত হবেন না–
(7) আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়।
(8) আমি আপনার জন্যে কল্যাণের পথকে সহজ করে দিব।
(9) উপদেশ ফলপ্রসু হলে উপদেশ দান করুন,
(10) যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে,
(11) আর যে হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করবে,
(12) সে মহা-অগ্নিতে প্রবেশ করবে।
(13) অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না।
(14) নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে পরিশুদ্ধ করে
(15) এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে।

(16) বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও,

(17) অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী

(18) এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে;

(19) ইবরাহীম ও মূসার কিতাবসমূহে।

সূরা আল-গাশিয়াহ্
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-২৬

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কেয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি?

(2) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত,

(3) ক্লিষ্ট, ক্লান্ত।

(4) তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে।

(5) তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে।

(6) কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই।

(7) এটা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না।

(8) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে আনন্দোজ্জল,

(9) তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট।

(10) তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে।

(11) তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা।

(12) তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝরণা।

(13) তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন।

(14) এবং সংরক্ষিত পানপাত্র

(15) এবং সারি সারি গালিচা

(16) এবং বিস্তৃত বিছানা কার্পেট।

(17) তারা কি উষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে,

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ ﴿١٧﴾ إِنَّ
هَـٰذَا لَفِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾

ترتيبها ٨٨ — سُورَةُ الغَاشِيَةِ — آياتها ٢٦

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ ﴿١﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَـٰشِعَةٌ ﴿٢﴾
عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴿٥﴾
لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴿٦﴾ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ ﴿٧﴾
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾
لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَـٰغِيَةً ﴿١١﴾ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾
وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَرَابِىُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾
أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ
رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ
سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَّسْتَ عَلَيْهِم
بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ
ٱلْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾

(18) এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে?

(19) এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে?

(20) এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতলভাবে বিছানো হয়েছে?

(21) অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা,

(22) আপনি তাদের শাসক নন,

(23) কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফের হয়ে যায়,

(24) আল্লাহ্ তাকে মহা আযাব দেবেন।

(25) নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট,

(26) অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্ব।

ترتيبها ٨٩ — سُورَةُ الفَجْرِ — آياتها ٣٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ
﴿٤﴾ هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴿٥﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
﴿٦﴾ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾
وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾
الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ
عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا
الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ
﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾
كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ
الْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا
دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ
بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ﴿٢٣﴾

সূরা আল-ফজর
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৩০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) শপথ ফজরের,
(2) শপথ দশ রাত্রির, শপথ তার,
(3) যা জোড় ও যা বিজোড়
(4) এবং শপথ রাত্রির যখন তা গত হতে থাকে
(5) এর মধ্যে আছে শপথ জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে
(6) আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন,
(7) যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং
(8) যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সৃজিত হয়নি
(9) এবং সামূদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল।
(10) এবং বহু কীলকের অধিপতি ফেরাউনের সাথে
(11) যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল।
(12) অতঃপর সেখানে বিস্তর অশান্তি সৃষ্টি করেছিল।
(13) অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তির কশাঘাত হানলেন।
(14) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।
(15) মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলেঃ আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন।
(16) এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলেঃ আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন।
(17) এটা অমূলক, বরং তোমরা এতীমকে সম্মান কর না।
(18) এবং মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না।
(19) এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল
(20) এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালবাস।
(21) এটা অনুচিত। যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে
(22) এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন,
(23) এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে।

(24) সে বলবেঃ হায়, এ জীবনের জন্যে আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম।

(25) সেদিন তার শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিবে না।

(26) এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দিবে না।

(27) হে প্রশান্ত মন,

(28) তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।

(29) অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও

(30) এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

সূরা আল-বালাদ
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-২০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) আমি এই (মক্কা) নগরীর শপথ করি

(2) এবং এই নগরীতে আপনার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

(3) শপথ জনকের ও যা জন্ম দেয়।

(4) নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি।

(5) সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না?

(6) সে বলেঃ আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি।

(7) সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি?

(8) আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদ্বয়,

(9) জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়?

(10) বস্তুতঃ আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি।

(11) অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি।

(12) আপনি জানেন, সে ঘাঁটি কি?

يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي قَدَّمۡتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٤﴾ فَيَوۡمَئِذٖ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٞ ﴿٢٥﴾
وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٞ ﴿٢٦﴾ يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفۡسُ ٱلۡمُطۡمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ٱرۡجِعِيٓ
إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةٗ مَّرۡضِيَّةٗ ﴿٢٨﴾ فَٱدۡخُلِي فِي عِبَٰدِي ﴿٢٩﴾ وَٱدۡخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

آياتها ٢٠ — سُورَةُ البَلَدِ — ترتيبها ٩٠

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَآ أُقۡسِمُ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ﴿١﴾ وَأَنتَ حِلُّۢ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ﴿٢﴾ وَوَالِدٖ وَمَا وَلَدَ
﴿٣﴾ لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِي كَبَدٍ ﴿٤﴾ أَيَحۡسَبُ أَن لَّن يَقۡدِرَ عَلَيۡهِ
أَحَدٞ ﴿٥﴾ يَقُولُ أَهۡلَكۡتُ مَالٗا لُّبَدًا ﴿٦﴾ أَيَحۡسَبُ أَن لَّمۡ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ
﴿٧﴾ أَلَمۡ نَجۡعَل لَّهُۥ عَيۡنَيۡنِ ﴿٨﴾ وَلِسَانٗا وَشَفَتَيۡنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيۡنَٰهُ
ٱلنَّجۡدَيۡنِ ﴿١٠﴾ فَلَا ٱقۡتَحَمَ ٱلۡعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡعَقَبَةُ ﴿١٢﴾
فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوۡ إِطۡعَٰمٞ فِي يَوۡمٖ ذِي مَسۡغَبَةٖ ﴿١٤﴾ يَتِيمٗا ذَا مَقۡرَبَةٍ
﴿١٥﴾ أَوۡ مِسۡكِينٗا ذَا مَتۡرَبَةٖ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوۡاْ
بِٱلصَّبۡرِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡمَرۡحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَيۡمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِنَا هُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَشۡـَٔمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيۡهِمۡ نَارٞ مُّؤۡصَدَةُۢ ﴿٢٠﴾

آياتها ١٥ — سُورَةُ الشَّمۡسِ — ترتيبها ٩١

(13) তা হচ্ছে দাসমুক্তি

(14) অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান

(15) এতীম আত্মীয়কে

(16) অথবা ধূলি-ধূসরিত মিসকীনকে

(17) অতঃপর তাদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া, যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবরের ও উপদেশ দেয় দয়ার।

(18) তারাই সৌভাগ্যশালী।

(19) আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই হতভাগা।

(20) তারা অগ্নিপরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে।

সূরা আশ্-শাম্‌স

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿١﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ﴿٢﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ﴿٣﴾
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴿٤﴾ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴿٥﴾ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا
﴿٦﴾ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ
أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ
بِطَغْوَاهَا ﴿١١﴾ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴿١٢﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ
نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴿١٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ
عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴿١٤﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴿١٥﴾

سُورَةُ اللَّيْلِ

آياتها ٢١ — ترتيبها ٩٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ﴿٣﴾
إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ
﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴿١١﴾ إِنَّ عَلَيْنَا
لَلْهُدَىٰ ﴿١٢﴾ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ﴿١٣﴾ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) শপথ সূর্যের ও তার কিরণের,

(2) শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে,

(3) শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে,

(4) শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে,

(5) শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তাঁর।

(6) শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন তাঁর,

(7) শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর

(8) অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন,

(9) যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়।

(10) এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।

(11) সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশতঃ মিথ্যারোপ করেছিল

(12) যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল,

(13) অতঃপর আল্লাহর রসূল তাদেরকে বলেছিলেনঃ আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক।

(14) অতঃপর ওরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং উষ্ট্রীর পা কর্তন করেছিল। তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে একাকার করে দিলেন।

(15) আল্লাহ্ তা'আলা এই ধ্বংসের কোন বিরূপ পরিণতির আশংকা করেন না।

সূরা আল-লায়ল

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-২১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) শপথ রাত্রির, যখন সে আচ্ছন্ন করে,

(2) শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয়

(3) এবং তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন,

(4) নিশ্চয় তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের।

(5) অতএব, যে দান করে এবং আল্লাহভীরু হয়,

(6) এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে,

(7) আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব।

(8) আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয়

(9) এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা পতিপন্ন করে

(10) আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব।

(11) যখন সে অধঃপতিত হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না।
(12) আমার দায়িত্ব পথ প্রদর্শন করা।
(13) আর আমি মালিক ইহকালের ও পরকালের।
(14) অতএব, আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি।
(15) এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে,
(16) যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।
(17) এ থেকে দূরে রাখা হবে আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তিকে,
(18) সে আত্মশুদ্ধির জন্যে তার ধন-সম্পদ দান করে।
(19) এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না।
(20) তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত।
(21) সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে।

সূরা আদ্ব-দ্বোহা
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) শপথ পূর্বাহ্নের,
(2) শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়,
(3) আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি।
(4) আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়।
(5) আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন।
(6) তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন।
(7) তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন।
(8) তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন।
(9) সুতরাং আপনি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না;
(10) সওয়ালকারীকে ধমক দেবেন না

(11) এবং আপনার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।

সূরা আল-ইন্‌শিরাহ
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) আমি কি আপনার বক্ষ কল্যাণের জন্যে উন্মুক্ত করে দেইনি?
(2) আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা,
(3) যা ছিল আপনার জন্যে অতিশয় দুঃসহ।
(4) আমি আপনার আলোচনাকে সুউচ্চ করেছি।
(5) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।
(6) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।
(7) অতএব, যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন।
(8) এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

সূরা ত্বীন

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও যয়তুনের,

(2) এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পর্বতের,

(3) এবং এই নিরাপদ নগরীর।

(4) আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে

(5) অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে

(6) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে অশেষ পুরস্কার।

(7) অতঃপর কেন তুমি অবিশ্বাস করছ কেয়ামতকে?

(8) আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?

সূরা আলাক্ব

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন,

(2) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।

(3) পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু,

(4) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন,

(5) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।

(6) সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে,

(7) এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।

(8) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে।

(9) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে

(10) এক বান্দাকে, যখন সে নামায পড়ে?

(11) আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎপথে থাকে

(12) অথবা আল্লাহভীতি শিক্ষা দেয়।

(13) আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(14) সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখেন?

(15) কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই–

(16) মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ।

(17) অতএব, সে তার সভাসদদেরকে আহবান করুক।

(18) আমিও আহবান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে

(19) কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সেজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন।

সূরা ক্বদ্‌র
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে।

(2) শবে-কদর সম্বন্ধে আপনি কী জানেন?

(3) শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

(4) এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে।

(5) এটা নিরাপত্তা যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

সূরা বাইয়্যিনাহ্‌
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) আহ্‌লে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা প্রত্যাবর্তন করত না যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত।

(2) অর্থাৎ, আল্লাহর একজন রসূল, যিনি আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা,

(3) যাতে আছে, সঠিক বিষয়বস্তু।

(4) আর কিতাব প্রাপ্তরা যে বিভ্রান্ত হয়েছে তা হয়েছে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই।

(5) তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।

(6) আহ্‌লে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।

(7) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা।

سُورَةُ القَدۡرِ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ ١ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ ٢ لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ ٣ تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ ٤ سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ ٥

سُورَةُ البَيِّنَةِ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَمۡ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأۡتِيَهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ ١ رَسُولٞ مِّنَ ٱللَّهِ يَتۡلُواْ صُحُفٗا مُّطَهَّرَةٗ ٢ فِيهَا كُتُبٞ قَيِّمَةٞ ٣ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ ٤ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ شَرُّ ٱلۡبَرِيَّةِ ٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ خَيۡرُ ٱلۡبَرِيَّةِ ٧

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُۥ ﴿٨﴾

آياتها ٨ — سُورَةُ الزَّلْزَلَةِ — ترتيبها ٩٩

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾ وَقَالَ ٱلْإِنسَٰنُ مَا لَهَا ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا۟ أَعْمَٰلَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ﴿٨﴾

آياتها ١١ — سُورَةُ الْعَادِيَاتِ — ترتيبها ١٠٠

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَٰدِيَٰتِ ضَبْحًا ﴿١﴾ فَٱلْمُورِيَٰتِ قَدْحًا ﴿٢﴾ فَٱلْمُغِيرَٰتِ صُبْحًا ﴿٣﴾ فَأَثَرْنَ بِهِۦ نَقْعًا ﴿٤﴾ فَوَسَطْنَ بِهِۦ جَمْعًا ﴿٥﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ ﴿٦﴾ وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾ وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾ ۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِى ٱلْقُبُورِ ﴿٩﴾

(8) পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।

সূরা যিল্‌যাল
মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে,

(2) যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে

(3) এবং মানুষ বলবে, এর কি হল?

(4) সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে,

(5) কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন।

(6) সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়।

(7) অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে

(8) এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।

সূরা আদিয়াত
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

(1) শপথ উর্ধ্বশ্বাসে চলমান অশ্বসমূহের,

(2) অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরক অশ্বসমূহের

(3) অতঃপর প্রভাতকালে অভিযানকারী অশ্বসমূহের

(4) ও যারা সে সময়ে ধুলি উৎক্ষিপ্ত করে

(5) অতঃপর যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে–

(6) নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ

(7) এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত

(8) এবং সে নিশ্চিতই ধন-সম্পদের ভালবাসায় মত্ত।

(9) সে কি জানেনা, যখন কবরে যা আছে, তা উত্থিত হবে

10 এবং অন্তরে যা আছে, তা অর্জন করা হবে?

11 সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ জ্ঞাত।

সূরা ক্বারিয়াহ্
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1 করাঘাতকারী,

2 করাঘাতকারী কি?

3 করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন?

4 সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত

5 এবং পর্বতমালা হবে ধূনিত রঙীন পশমের মত।

6 অতএব যার পাল্লা ভারী হবে,

7 সে সুখী জীবন যাপন করবে

8 আর যার পাল্লা হালকা হবে,

9 তার ঠিকানা হবে হাবিয়া।

10 আপনি জানেন তা কি?

11 প্রজ্বলিতঅগ্নি।

সূরা তাকাসুর
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1 প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে,

2 এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও।

3 এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে,

4 অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে।

5 কখনই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে।

6 তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে,

7 অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য-প্রত্যয়ে,

8 এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

সূরা হুমাযাহ্
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1. প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ,
2. যে অর্থ সঞ্চিত করে ও গণনা করে
3. সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে!
4. কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে।
5. আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কি?
6. এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি,
7. যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছবে।
8. এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে,
9. লম্বালম্বা খুঁটিতে।

সূরা আছর
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1. কসম যুগের,
2. নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত;
3. কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সত্যের এবং উদ্বুদ্ধ করে ধৈর্য ধারণের।

সূরা ফীল
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1. আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?
2. তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি?
3. তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী,
4. যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল।
5. অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।

সূরা কোরাইশ
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1. কোরাইশের আসক্তির কারণে,
2. আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের।
3. অতএব তারা যেন এবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার
4. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

সূরা মাউন
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৭

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1. আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে?
2. সে সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে গলা ধাক্কা দেয়
3. এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না।
4. অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর,
5. যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর;
6. যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে
7. এবং গৃহস্থালীর নিত্য ব্যবহার্য বস্তু অন্যকে দেয় না।

সূরা কাওসার
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1. নিশ্চয় আমি আপনাকে (হাউজে) কাউসার দান করেছি।
2. অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন।
3. যে আপনার শত্রু, সে-ই তো লেজকাটা, নির্বংশ।

সূরা কাফিরূন
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৬

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1 বলুন, হে কাফেরকুল,

2 আমি এবাদত করিনা তোমরা যার এবাদত কর।

3 এবং তোমরাও এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি

4 এবং আমি এবাদতকারী নই যার এবাদত তোমরা কর।

5 তোমরা এবাদতকারী নও যার এবাদত আমি করি।

6 তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।

সূরা নছর
মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1 যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়

2 এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন,

3 তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

সূরা লাহাব
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1 আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে,

2 কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে।

3 সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে

4 এবং তার স্ত্রীও–যে ইন্ধন বহন করে,

5 তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।

সূরা এখলাছ
মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1. বলুন, তিনি আল্লাহ্ এক,
2. আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী,
3. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি
4. এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

সূরা ফালাক্ব
মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1. বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার,
2. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে,
3. অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়,
4. গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে
5. এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

সূরা নাস
মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত-৬

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

1. বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার
2. মানুষের অধিপতির,
3. মানুষের মা'বুদের
4. তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে,
5. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে
6. জ্বিনের মধ্যে থেকে অথবা মানুষের মধ্যে থেকে।

মুসলিম জীবনের গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা

১ মুসলিম ব্যক্তি কোথা থেকে নিজের আক্বীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করবে? আল্লাহর কিতাব এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সুন্নাত থেকে মুসলিম ব্যক্তি নিজের আক্বীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করবে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেন না। আল্লাহ্‌ বলেন, ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ "তিনি যা বলেন, তা তো কেবল ওহী বা ঐশী নির্দেশ, যা তাঁর কাছে ওহী করা হয়।" (সূরা নাজমঃ৪) তবে এই গ্রহণ ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীনের ব্যাখ্যা ও নীতি অনুযায়ী হতে হবে।

২ যদি আমরা মতানৈক্য করি, তাহলে কিভাবে তার সমাধান করব? সে ক্ষেত্রে আমরা সুমহান শরীয়তের স্মরণাপন্ন হব। আল্লাহর কিতাব কুরআন ও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সুন্নাত থেকে তার সমাধান গ্রহণ করব। সেই নির্দেশনা দিয়ে মহান আল্লাহ্‌ এরশাদ করেন:
﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ "তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ করলে, বিষয়টিকে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।" (সূরা নিসাঃ ৫৯) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ» "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা উহা আঁকড়ে ধরে থাকবে পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাত।" (মুআত্বা মালেক, শায়খ আলবানী বলেন, হাদীছটি হাসান, দ্রঃ মেশকাত, অধ্যায়ঃ কিতাব আঁকড়ে ধরা হা/৪৭)

৩ ক্বিয়ামত দিবসে নাজাতপ্রাপ্ত দল কোনটি হবে? রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي
"আমার উম্মাত তেহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। এর মধ্যে একটি দল ছাড়া সবাই জাহান্নামে যাবে। তাঁরা বললেন: কোন দলটি হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন: যারা আমি এবং আমার ছাহাবীদের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তারাই শুধু জান্নাতে যাবে।" (তিরমিযী, দ্রঃ ছহীহ সুনান তিরমিযী, হা/২৬৪১)
অতএব হক বা সত্য হচ্ছে সেটাই, যার উপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর ছাহাবীগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাই নাজাত পেতে চাইলে, আমল কবূল হওয়ার আশা করলে তাঁদের অনুসরণ করতে হবে এবং বিদআত থেকে সাবধান থাকতে হবে।

৪ সৎ আমল কবূল হওয়ার শর্ত কি কি? আমল কবূল হওয়ার শর্ত হচ্ছেঃ (১) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর তাওহীদের স্বীকৃতি প্রদান করা। মুশরিকের কোন আমল কবূল করা হবে না। (২) ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা। অর্থাৎ নেক আমল দ্বারা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছা করা। (৩) উক্ত আমল করার সময় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করা। অর্থাৎ আমলটি তাঁর আনিত শরীয়ত মুতাবেক হতে হবে। কাজেই তিনি যে নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করেছেন, সেই মোতাবেক আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। উক্ত তিনটি শর্তের কোন একটি নষ্ট হলে আমল প্রত্যাখ্যাত হবে। আল্লাহ্‌ বলেন: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾ "আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করবো, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধুলি-কণায় পরিণত করবো।" (সূরা ফুরক্বান- ২৩)

৫ ইসলাম ধর্মের স্তর কয়টি ও কি কি? ধর্মের স্তর তিনটি। (১) ইসলাম, (২) ঈমান ও (৩) ইহসান।

৬ ইসলাম কাকে বলে? এর রুকন কয়টি ও কি কি? ইসলাম হলো তাওহীদ (একত্ববাদ) ও আনুগত্যের সাথে এক আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পন করা এবং শিরক ও তার অনুসারীদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা। এর রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, « بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَأَنَّ محمداً رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » "ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটিঃ ১) কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করা। অর্থাৎ- সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ্‌র রাসূল। ২) ছালাত (নামায) প্রতিষ্ঠা করা। ৩) যাকাত প্রদান করা। ৪) হজ্জ পালন করা। ৫) রামাযানের ছিয়াম (রোযা) রাখা।" (বুখারী ও মুসলিম)

৭ ঈমান কাকে বলে? ঈমানের রুকন কয়টি ও কি কি? ঈমান হল- মুখে উচ্চারণ, অন্তরে বিশ্বাস ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কাজে পরিণত করা। আনুগত্য ও সৎ আমলের মাধ্যমে ঈমান বাড়ে এবং পাপাচার ও নাফরমানীর কারণে ঈমান কমে যায়।
আল্লাহ্‌ বলেন, ﴿لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ﴾ "যাতে করে তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বেড়ে

যায়।" আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন:

«الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً،أَعْلاهَا قَوْلُ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ»

"ঈমানের শাখা সত্তর অথবা ষাটের অধিক। এর মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা হলো- *"লাইলাহা ইল্লাল্লাহ"* [অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত (সত্য) কোন উপাস্য নেই] মুখে উচ্চারণ করা। আর সর্ব নিম্ন শাখা হলো- রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। লজ্জাবোধ ঈমানের (অন্যতম) একটি শাখা।" (মুসলিম)

ঈমান কম বেশী হওয়ার বিষয়টি একজন মুসলিম নেক কাজের মওসুম আসলে সৎকাজে তৎপর হওয়া আর গুনাহের কাজ করে ফেললে নিজের মধ্যে সংকীর্ণতা অনুভব করার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে ও নিজের মধ্যে অনুভব করতে পারে। আল্লাহ্ বলেন, ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ﴾ "নিশ্চয় নেক কাজ অসৎ কাজের গুনাহকে দূর করে দেয়।" (সূরা হূদঃ ১১৪)

ঈমানের রুকন ছয়'টিঃ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাঃ **১)** আল্লাহ পাকের উপর **২)** তাঁর ফেরেশতাদের উপর **৩)** তাঁর কিতাবসমূহের উপর **৪)** তাঁর রাসূলদের উপর **৫)** আখিরাত বা শেষ দিবসের উপর এবং **৬)** তাক্বদীরের ভাল-মন্দের উপর।" (মুসলিম)

৮ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) অর্থ কি? আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। অর্থাৎ-আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকলের জন্য ইবাদতের যোগ্যতাকে অস্বীকার করা এবং যাবতীয় ইবাদতকে এককভাবে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা।

৯ আল্লাহ্ কি আমাদের সাথে আছেন? হ্যাঁ, আল্লাহ্ তাঁর জ্ঞান, দৃষ্টি, শ্রবণ, সংরক্ষণ, ক্ষমতা ও ইচ্ছা প্রভৃতির মাধ্যমে আমাদের সাথে আছেন। কিন্তু তাঁর সত্ত্বা কোন সৃষ্টির মাঝে মিশতে পারে না। অর্থাৎ- আল্লাহ্ নিজ সত্ত্বায় আমাদের সাথে আছেন একথা বিশ্বাস করা যাবে না। তাছাড়া সৃষ্টিকুলের কেউ তাঁকে বেষ্টনও করতে পারে না। তিনি স্বসত্ত্বায় সপ্তাকাশের উপর সুমহান আরশে বিরাজমান।

১০ আল্লাহকে কি চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা সম্ভব? মুসলিমগণ একথার উপর ঐক্যমত যে, দুনিয়াতে আল্লাহকে চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু মু'মিনগণ পরকালে হাশরের মাঠে ও জান্নাতে আল্লাহকে দেখবেন। আল্লাহ্ বলেন, ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ "সে দিন কিছু মুখমন্ডল উজ্জল হবে, তারা প্রতিপালক (আল্লাহকে) দেখবে।" (সূরা ক্বিয়ামাহ্ঃ ২২-২৩)

১১ আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার উপকারিতা কি? সৃষ্টির উপর আল্লাহ সর্বপ্রথম যে বিষয়টি ফরয করেছেন তা হচ্ছে স্রষ্টা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। তাঁর সম্পর্কে মানুষ জানতে পারলে প্রকৃতভাবে তাঁর ইবাদত করতে সক্ষম হবে। এ জন্য আল্লাহ্ বলেন, ﴿فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ﴾ "তুমি জেনে নাও যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই এবং তোমার ক্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।" (সূরা মুহাম্মাদঃ ১৯)

মানুষ যখন জানবে যে, আল্লাহর করুণা অপরিসীম ও দয়া প্রশস্ত, তখন সে আশান্বিত হবে। যখন জানবে যে, তিনি কঠিন শাস্তি দানকারী প্রতিশোধ গ্রহণকারী তখন তাঁর ব্যাপারে ভীত হবে। যখন জানবে তিনিই এককভাবে সকল অনুগ্রহ ও নে'য়ামত দানকারী, তখন তাঁর শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা আদায় করবে। মোটকথা আল্লাহর নাম ও গুণাবলী দ্বারা তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্য হল, তাঁর নাম ও গুণাবলী সমূহের অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা ও সে অনুযায়ী আমল করা।

আল্লাহ্ তা'আলার কিছু নাম ও গুণাবলী আছে যেগুলো দ্বারা বান্দা নিজেকে গুণান্বিত করতে চাইলে সে সাধুবাদ পাবে প্রশংসার অধিকারী হবে। যেমন, জ্ঞান, দয়া, ন্যায়-নিষ্ঠা ইত্যাদি। আর কতক গুণাবলী এমন আছে যা বান্দার মধ্যে প্রবেশ করলে সে নিন্দিত হবে এবং শাস্তির সম্মুখিন হবে। যেমনঃ দাসত্বের দাবী করা, অহংকার করা, দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা।

আর বান্দার জন্য এমন কিছু গুণাবলী আছে যেগুলো অর্জন করার জন্য সে নির্দেশিত হয় এবং লাভ করতে পারলে প্রশংসিত হয়। যেমনঃ আল্লাহর গোলাম বা দাস হওয়া, তাঁর কাছে অভাবী ও নিঃস্ব হওয়া, ছোট হয়ে থাকা, প্রার্থনা করা ইত্যাদি। এ শব্দগুলো আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা নিষেধ।

মানুষের মধ্যে সেই লোক আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয়, যে তাঁর পছন্দনীয় গুণাবলী দ্বারা নিজেকে গুণান্বিত করতে পারে। আর সবচেয়ে ঘৃণিত সেই লোক, যে আল্লাহর দৃষ্টিতে নিন্দনীয় ও ঘৃণিত কাজে নিজেকে জড়িত করে।

১২ আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ কি কি? আল্লাহ্ বলেন: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا﴾ "আল্লাহর

অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে, সেই নামের মাধ্যমে তোমরা তাঁকে ডাক।" (সূরা আ'রাফঃ ১৮০)
আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ
« إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ » "আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি (এক কম একশ) নাম রয়েছে, যে উহা গণনা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীছে যে বলা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি উহা গণনা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" এর অর্থ হচ্ছে ঃ (১) শব্দ ও সংখ্যা সমূহ গণনা করা। (২) উহার অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করা, তার প্রতি ঈমান রাখা ও সে অনুযায়ী আমল করা। যেমনঃ **الْحَكِيم** মহাবিজ্ঞ। বান্দা যখন নিজের যাবতীয় বিষয় তাঁর কাছে সমর্পণ করবে তখনই এ নামের উপর আমল হবে। কেননা সকল বিষয় তাঁরই হেকমত ও পান্ডিত্যেই হয়ে থাকে। বান্দা যখন বলবে **الْقُدُّوس** বা মহা পবিত্র, তখন অন্তরে অনুভব করবে যে, তিনি যাবতীয় দোষ-ক্রুটি থেকে পূতপবিত্র। (৩) নামসমূহ উল্লেখ করে দু'আ করা। এ দু'আ দু'প্রকারঃ (ক) প্রশংসা ও ইবাদতের দু'আ (খ) প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা।

কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুসন্ধান করে আল্লাহর যে সমস্ত নাম জানা যায় তা নিম্নরূপঃ

নাম সমূহ	নামের ব্যাখ্যা
اَللهُ	**মহিমাময় আল্লাহ্।** তিনি সৃষ্টিকুলের ইবাদত ও দাসত্বের অধিকারী। তিনিই মা'বূদ-উপাস্য, তাঁর কাছে বিনীত হতে হয়, রুকূ'-সিজদাসহ যাবতীয় ইবাদত-উপাসনা তাঁকেই নিবেদন করতে হয়।
الرَّحْمَنُ	**পরম দয়ালু,** সৃষ্টির সকলের প্রতি ব্যাপক ও প্রশস্ত দয়ার অর্থবোধক নাম। এ নামটি আল্লাহর জন্যে সবিশেষ, তিনি ব্যতীত কাউকে রহমান বলা জায়েয নয়।
الرَّحِيم	**পরম করুণাময়,** তিনি মুমিনদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমাকারী করুণাকারী, তাঁর ইবাদতের প্রতি মুমিনদের হেদায়াত করেছেন। জান্নাত দিয়ে আখেরাতে তাদেরকে সম্মানিত করবেন।
العَفُو	**ক্ষমাকারী,** তিনি বান্দার গুনাহ মিটিয়ে দেন তাকে ক্ষমা করে দেন, অপরাধ করে শাস্তিযোগ্য হওয়া সত্বেও তিনি শাস্তি দেন না।
الغَفُوْرُ	**মহাক্ষমাশীল,** তিনি বান্দার অন্যায় গোপন রাখেন, তাকে লাঞ্ছিত করেন না এবং শাস্তিও দেন না।
الغَفارُ	**অত্যধিক ক্ষমাকারী,** গুনাহগার বান্দা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন।
الرَّءُوفُ	**অতিব দয়ালু,** রহমত বা দয়ার সাধারণ অর্থের তুলনায় এ শব্দটি অধিক ও ব্যাপক অর্থবোধক তাঁর এই দয়া দুনিয়াতে সৃষ্টির সকলের জন্যে এবং আখেরাতে কতিপয় মানুষের জন্যে। আর তারা হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু মুমিনগণ।
الحَلِيمُ	**মহাসহিষ্ণু,** তিনি বান্দাদেরকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেন না; অথচ তিনি শাস্তি দিতে সক্ষম। বরং তারা মাফ চাইলে তিনি তাদেরকে মাফ করে দেন।
التَّوَّابُ	**তওবা কবূলকারী,** তিনি বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তওবা করার তাওফীক দেন এবং তাদের তওবা কবূল করেন।
السِّتِّيرُ	**দোষ-ক্রুটি গোপনকারী,** তিনি বান্দার অন্যায় গোপন রাখেন, সৃষ্টিকুলের সামনে তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন না। তিনি ভালবাসেন বান্দা নিজের এবং অন্যের দোষ-ক্রুটি গোপন রাখুক, তাহলে তিনিও তাদের অপরাধ গোপন রাখবেন।
الغَنِيُّ	**ঐশ্বর্যশালী,** তিনি সৃষ্টিকুলের কারো মুখাপেক্ষী নন। কেননা তিনি নিজে পরিপূর্ণ, তাঁর গুণাবলী পরিপূর্ণ। সৃষ্টির সকলেই ফকীর, অনুগ্রহ ও সাহায্যের জন্যে তাঁর উপর নির্ভরশীল।
الكَرِيمُ	**মহা অনুগ্রহশীল,** সর্বাধিক কল্যাণকারী, সুমহান দানকারী। যাকে যা চান যেভাবে ইচ্ছা দান করেন। চাইলেও দান করেন, না চাইলেও দান করেন। গুনাহ মাফ করেন, দোষ-ক্রুটি গোপন রাখেন।
الأَكْرَمُ	**সর্বাধিক সম্মানিত,** সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী, তাতে তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই। যাবতীয় কল্যাণ তাঁর নিকট থেকেই আসে। নিজ অনুগ্রহে মুমিনদের পুরস্কৃত করবেন। অবাধ্যদের সুযোগ দেন, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে তাদের হিসাব নিবেন।
الوَهَّابُ	**মহান দাতা,** বিনিময় ব্যতীত বিনা উদ্দেশ্যেই অত্যধিক দান করেন। না চাইতেও অনুগ্রহ করেন।
الْجَوَادُ	**উদার দানশীল,** সৃষ্টিকুলকে উদারভাবে অধিক দান ও অনুগ্রহ করেন। তাঁর উদারতা ও অনুগ্রহ বিশেষভাবে মুমিনদের প্রতি বেশী হয়ে থাকে।
الْوَدُودُ	**মহত্তম বন্ধু,** তিনি তাঁর মুমিন বন্ধুদের ভালবাসেন, মাগফিরাত ও নে'য়ামত দিয়ে তিনি তাদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করেন। তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের আমল কবূল করেন। তাদেরকে পৃথিবীবাসীর কাছেও ভালবাসার পাত্র করেন।
الْمُعْطِي	**দানকারী,** তাঁর অফুরন্ত ভান্ডার থেকে সৃষ্টিকুলের যাকে চান যা চান প্রদান করেন। তাঁর দানের শ্রেষ্ঠাংশ তাঁর (মুমিন) বন্ধুদের জন্যে হয়ে থাকে। তিনিই সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন ও তাতে আকৃতি প্রদান করেছেন।

الْوَاسِعُ	**মহা প্রশস্ত,** তাঁর গুণাবলী সুপ্রশস্ত। কেউ যথাযথভাবে তাঁর গুণগান গাইতে পারবে না। তাঁর মহত্ব ও রাজত্ব সুবিশাল প্রশস্ত। তাঁর মাগফিরাত ও করুণা সুপ্রশস্ত। দয়া ও অনুগ্রহ সুপ্রশস্ত।
الْمُحْسِنُ	**মহা অনুগ্রহকারী**, তিনি স্বীয় সত্বা, গুণাবলী ও কর্মে অতি উত্তম। তিনি সুন্দরভাবে সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।
الرَّازِقُ	**রিযিকদাতা**, তিনি সৃষ্টিকুলের সকলকে রিযিক দিয়ে থাকেন। তিনি জগত সৃষ্টির পূর্বে তাদের রিযিক নির্ধারণ করেছেন। আর পরিপূর্ণরূপে সেই রিযিক তাদের প্রদান করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।
الرَّزَّاقُ	**সর্বাধিক রিযিকদাতা**, তিনি সৃষ্টিকুলকে অধিকহারে রিযিক দিয়ে থাকেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা না করতেই তিনি রিযিকের ব্যবস্থা করেন। এমনকি অবাধ্যদেরকেও তিনি রিযিক দিয়ে থাকেন।
اللَّطِيْفُ	**সুক্ষদর্শী,** সকল বিষয়ের সুক্ষাতিসুক্ষ জ্ঞান আছে তাঁর কাছে। কোন কিছুই গোপন থাকেনা তাঁর নিকট। তিনি বান্দাদের নিকট এত গোপনীয়ভাবে কল্যাণ ও উপকার পৌঁছিয়ে থাকেন যে তারা ধারণাই করতে পারে না।
الْخَبِيْرُ	**মহাসংবাদ রক্ষক**, তিনি যেমন সকল বস্তুর প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন, অনুরূপভাবে তাঁর জ্ঞান সবকিছুর গোপন ও অপকাশ্য সংবাদকেও বেষ্টন করে আছে।
الْفَتَّاحُ	**উন্মোচনকারী**, তিনি তাঁর রাজত্বের ভান্ডার এবং করুণা ও রিযিক থেকে যা ইচ্ছা বান্দাদের জন্যে খুলে দেন। তাঁর জ্ঞান ও হিকমত অনুযায়ীই তিনি তা উন্মুক্ত করে থাকেন।
الْعَلِيْمُ	**মহাজ্ঞানী**, তাঁর জ্ঞান বেষ্টন করে আছে যাহের-বাতেন, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় বিষয়কে। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন বা লুকায়িত নয়।
الْبَرُّ	**মহাকল্যাণদাতা**, তিনি সৃষ্টিকুলকে প্রশস্ত কল্যাণদানকারী। তিনি প্রদান করেন কিন্তু তাঁর দানকে কেউ গণনা করতে পারে না। তিনি নিজ অঙ্গীকারে সত্যবাদী। তিনি বান্দাকে ক্ষমা করেন, তাকে সাহায্য করেন ও রক্ষা করেন। তিনি বান্দার অল্পদানও গ্রহণ করেন এবং তার ছওয়াবকে বৃদ্ধি করতে থাকেন।
الْحَكِيْمُ	**মহাবিজ্ঞ**, তিনি নিজ জ্ঞানে সকল বস্তুকে উপযুক্তভাবে স্থাপন করেন। তাঁর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি হয় না ভুল হয় না।
الْحَكَمُ	**মহাবিচারক**, তিনি ন্যায়নিষ্ঠার সাথে সৃষ্টিকুলের বিচার করবেন। কারো প্রতি অত্যাচার করবেন না। তিনিই সম্মানিত কিতাব (সংবিধান) নাযিল করেছেন, যাতে করে উক্ত সংবিধান অনুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার কার্য সম্পাদন করা যায়।
الشَّاكِرُ	**কৃতজ্ঞতাকারী**, যে বান্দা তাঁর আনুগত্য করে ও তাঁর গুণগান গায় তিনি তার প্রশংসা করেন। আমল যত কম হোক না কেন তিনি তাতে প্রতিদান দেন। যারা তাঁর নে'য়ামতের শুকরিয়া করে বিনিময়ে তাদের নে'য়ামতকে দুনিয়াতে আরো বৃদ্ধি করে দেন এবং পরকালে প্রতিদান বৃদ্ধি করবেন।
الشَّكُوْرُ	**কৃতজ্ঞতাপ্রিয়**, বান্দার সামান্য আমল তাঁর কাছে পবিত্রময়। তিনি তাতে বহুগুণ ছওয়াব প্রদান করেন। বান্দার প্রতি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করার অর্থ হচ্ছে তার কর্মের প্রতিদান দেয়া এবং আনুগত্য গ্রহণ করা।
الْجَمِيْلُ	**অতিব সুন্দর**, তিনি নিজ সত্বা, নাম ও গুণাবলীতে এবং কর্মে অতিব সুন্দর। সৃষ্টির যে কোন সৌন্দর্য তাঁর পক্ষ থেকেই প্রদত্ত।
الْمَجِيْدُ	**মহাগৌরবান্বিত**, সপ্তাকাশে ও পৃথিবীতে গর্ব ও অহংকার, সম্মান ও মর্যাদা এবং উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র তাঁরই।
الْوَلِيُّ	মহা অভিভাবক, তিনি সৃষ্টি জগতের প্রতিটি বিষয়ের পরিচালনাকারী, রাজত্বে কর্তৃত্বকারী। তিনিই তাঁর মুমিন বন্ধুদের সাহায্যকারী, মদদকারী ও রক্ষাকারী।
الْحَمِيْدُ	**মহাপ্রশংসিত**, তিনি নিজ নাম, গুণাবলী ও কর্মে সর্বোচ্চ প্রশংসিত। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও সচ্ছলতা-অভাবে তাঁরই প্রশংসা। তিনিই সকল প্রশংসা ও স্তুতির হকদার। কেননা তিনি সকল পরিপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী।
الْمَوْلٰى	**অভিভাবক**, তিনি পালনকর্তা, বাদশা, নেতা। তিনি তাঁর মুমিন বন্ধুদের সাহায্য ও সহযোগিতাকারী।
النَّصِيْرُ	**সাহায্যকারী**, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। তিনি যাকে মদদ করেন তাকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। তিনি যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে কেউ সাহায্য করতে পারে না।
السَّمِيْعُ	**মহাশ্রবণকারী**, তাঁর শ্রবণ প্রত্যেক গোপনীয় সলা-পরামর্শকে বেষ্টন করে, প্রত্যেক প্রকাশ্য বিষয়কে বেষ্টন করে; বরং সকল আওয়াজকে বেষ্টন করে তা যতই উঁচু হোক অথবা নীচু বা ক্ষীণ হোক।
الْبَصِيْرُ	**মহাদ্রষ্টা**, তাঁর দৃষ্টি জগতের সকল কিছুকে বেষ্টন করে আছে। দৃশ্য-অদৃশ্য সকল কিছুই তিনি দেখতে পান। যতই গোপন বা প্রকাশ্য হোক না কেন অথবা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হোক না কেন তাঁর অগোচরে কিছুই থাকে না।
الشَّهِيْدُ	**মহাস্বাক্ষী**, তিনি সৃষ্টিকুলের পর্যবেক্ষক। তিনি নিজের একত্ববাদ ও ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার স্বাক্ষ্য দিয়েছেন। মুমিনগণ তাঁর একত্ববাদ ঘোষণা করলে তিনি তাদের স্বাক্ষী হন। তিনি তাঁর রাসূলগণ এবং ফেরেশতাদের জন্যেও স্বাক্ষী।
الرَّقِيْبُ	**মহাপর্যবেক্ষক**, তিনি সৃষ্টিকুলের সবকিছুই জানেন। তিনি তাদের কর্ম সমূহ গণনা করে রাখেন। কারো চোখের পলক বা অন্তরের গোপন বাসনা তাঁর জ্ঞান বহির্ভূত নয়।

الرَّفِيْقُ	**মহান বন্ধু, দয়ালু**, তিনি নিজের কর্মে খুব বেশী নম্রতা অবলম্বন করেন। তিনি সৃষ্টি ও নির্দেশের বিষয় ক্রমান্বয়ে ও ধীরস্থীরভাবে সম্পন্ন করেন। তিনি বান্দাদের সাথে কোমল ও দয়ালু আচরণ করেন। সাধ্যের বাইরে তাদের উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেন না। তিনি নম্র-ভদ্র বান্দাকে ভালবাসেন।
القَرِيْبُ	**সর্বাধিক নিকটবর্তী**, তিনি জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে সকল সৃষ্টির নিকটবর্তী। সাহায্য ও দয়ার মাধ্যমে মুমিন বন্দাদের নিকটবর্তী। সেই সাথে তিনি সপ্তাকাশের উপর সুমহান আরশে সমুন্নত। তিনি স্বসত্বায় মাখলুকের সাথে মিশে থাকেন না।
المُجِيبُ	**কবূলকারী, আহবানে সাড়াদানকারী**, তিনি আহবানকারীর আহবানে এবং প্রার্থনকারীর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে থাকেন। তাঁর জ্ঞান ও হিকমত অনুযায়ীই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন।
المُقِيْتُ	**ভরণ-পোষণ দানকারী, খাদ্যদাতা**, তিনি রিযিক ও খাদ্য সৃষ্টি করেছেন এবং তা মাখলুকের কাছে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বও নিয়েছেন। তিনি বান্দার রিযিক ও আমল লোকসান ও ত্রুটি ছাড়াই সংরক্ষণ করেন।
الْحَسِيبُ	**মহান হিসাব রক্ষক, যথেষ্ট**, বান্দার দ্বীন-দুনিয়ার যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্যে তিনিই যথেষ্ট। তাঁর যথেষ্টতার শ্রেষ্ঠাংশ মু'মিনদের জন্যে নির্ধারিত। মানুষ দুনিয়ায় যে আমল সম্পাদন করেছে তিনি তার হিসাব নিবেন।
المُؤْمِنُ	**নিরাপত্তাদানকারী, বিশ্বাসী**, নবী-রাসূল এবং তাঁদের অনুসারীদের সত্যতার সাক্ষী দিয়ে তিনি তাদের সত্যায়ন করেছেন। তাঁদের সত্যতাকে বাস্তবায়ন করার জন্যে যে দলীল-প্রমাণ দিয়েছেন তার সত্যায়ন করেছেন। দুনিয়া-আখেরাতের সকল নিরাপত্তা তাঁরই দান। মু'মিনদের নিরাপত্তা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের প্রতি যুলুম করবেন না, তাদেরকে শাস্তি দিবেন না এবং কিয়ামতের বিভীষিকাময় অবস্থায় তাদেরকে বিপদে ফেলবেন না।
المَنَّانُ	**অনুগ্রহকারী, দানকারী**, তিনি অঢেল দান করেন, বড় বড় নে'য়ামত প্রদান করেন। সৃষ্টির উপর পরিপূর্ণরূপে অনুগ্রহ করেন।
الطَّيِّبُ	**মহা পবিত্র, তিনি অতি পবিত্র**, যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। যাবতীয় সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও পরিপূর্ণতা তাঁরই। তিনি সৃষ্টিকুলকে অফুরন্ত কল্যাণ প্রদান করেন। আমল ও দান-সাদকা একনিষ্ঠভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে না হলে এবং হালাল ও পবিত্র উপার্জন থেকে না হলে তিনি তা কবূল করবেন না।
الشَّافِي	**আরোগ্য দানকারী**, তিনি অন্তর ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের যাবতীয় ব্যাধির আরোগ্য দানকারী। আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তা ব্যতীত বান্দার হাতে কোন নিরাময়ক উপকরণ নেই। আরোগ্য বা রোগমুক্তির ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতেই আছে।
الْحَفِيظُ	**মহারক্ষক**, তিনি নিজ অনুগ্রহে মু'মিন বান্দার আমল সমূহ হেফাযত ও সংরক্ষণ করে থাকেন। তাঁর অসীম ক্ষমতা দ্বারা মাখলুকাতকে লালন-পালন করেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন।
الْوَكِيلُ	**মহা প্রতিনিধি**, তিনি সমস্ত জগতের দায়িত্ব নিয়েছেন, সৃষ্টি ও পরিচালনার কর্তব্যভার গ্রহণ করেছেন। অতএব সৃষ্টিকুলকে অস্তিত্ব প্রদান ও মদদ করার তিনিই যিম্মাদার।
الْخَلَّاقُ	**সৃষ্টিকারী**, আল্লাহ্ তা'আলা যে অগণিত বস্তু সৃষ্টি করেন শব্দটি তার অর্থই বহণ করছে। তিনি সৃষ্টি করতেই আছেন এবং সৃষ্টি করার এই বিশাল ক্ষমতা তাঁর মধ্যে চিরকালীন।
الخَالِقُ	**স্রষ্টা**, তিনি পূর্ব দৃষ্টান্ত ছাড়াই মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন।
البَارِئُ	**সৃজনকর্তা**, তিনি যা নির্ধারণ করেছেন এবং যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে রূপ দান করেছেন।
المُصَوِّرُ	**অবয়বদানকারী**, আল্লাহ্ তা'আলা নিজের প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও করুণা অনুযায়ী সৃষ্টিকুলকে ইচ্ছামত আকৃতি ও অবয়ব দান করেছেন।
الرَّبُّ	**প্রভু, প্রতিপালক**, তিনিই সৃষ্টিকুলকে তাঁর নে'য়ামতরাজী দিয়ে প্রতিপালন করেন, তাদেরকে ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন। তিনি মু'মিন বন্ধুদের অন্তর যেভাবে সংশোধন হয় সেভাবে যত্নসহকারে লালন-পালন করেন। তিনিই মালিক, স্রষ্টা, নেতা ও পরিচালক।
العَظِيمُ	**সুমহান**, তিনি নিজ সত্বা, নাম ও গুণাবলীতে সুমহান গৌরবান্বিত। তাই সৃষ্টিকুলের আবশ্যক হচ্ছে তাঁর মহত্ব ঘোষণা করা, তাঁকে সম্মান করা এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তা মেনে চলা।
القَاهِرُ القَهَّارُ	**পরাজিতকারী, অসীম ক্ষমতাবান**, তিনি বান্দাদেরকে বাধ্যকারী, সৃষ্টিকুলেকে তাঁর দাসে পরিণতকারী, সকলের উপর সর্বোচ্চ। তিনিই বিজয়ী, তাঁর জন্যেই সকল মস্তক নত হয়, সব মুখমন্ডল অবনমিত হয়।
المُهَيْمِنُ	**রক্ষক, কর্তৃত্বকারী**, তিনি সকল বস্তুকে পরিচালনাকারী, সংরক্ষণকারী, সাক্ষী এবং সব কিছুকে বেষ্টনকারী।
العَزِيزُ	**মহাপরাক্রমশালী**, ক্ষমতা ও শক্তির যাবতীয় বিষয় তাঁরই অধিকারে। তিনি প্রতাপশালী- তাঁকে কেউ পারজিত করতে পারে না। তিনি বাধাদানকারী- তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, কর্তৃত্ব ও বিজয় তাঁর হাতেই- তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন কিছুই নড়তে পারে না।
الجَبَّارُ	**মহাশক্তিধর**, তিনি যা চান তাই হয়, সৃষ্টিকুল তাঁর কাছে পরাজিত, তাঁর মহত্বের কাছে অবনমিত, তাঁর হুকুমের গোলাম। তিনি ব্যাথাতুর ভগ্নের সহায়তা করেন, অভাবীকে স্বচ্ছল করেন, কঠিনকে সহজ করেন, অসুস্থ ও বিপদাপন্নকে উদ্ধার করেন।

الْمُتَكَبِّرُ	**মহা গৌরবান্বিত**, তিনি মহান, সকল দোষ-ত্রুটির উর্ধ্বে। তিনি বান্দাদের প্রতি অত্যাচারের অনেক উর্ধ্বে। সৃষ্টির অবাধ্যদেরকে পরাজিতকারী। গর্ব-অহংকারের একক অধিকারী তিনিই।
الْكَبِيْرُ	**অতীব মহান**, তিনি নিজ সত্বা, গুণাবলী ও কর্মে অতিব মহান ও বড়। তাঁর চেয়ে বড় কোন বস্তু নেই। তাঁর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সামনে সব কিছুই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ।
الْحَيِـيُّ	**লজ্জাশীল**, তাঁর সম্মানিত সত্বা ও বিশাল রাজত্বের সাথে সামঞ্জস্যশীল পন্থায় তিনি লজ্জা করেন। আল্লাহর লজ্জা হচ্ছে তাঁর দান, করুণা, উদারতা ও সম্মান।
الْحَيُّ	**চিরঞ্জীব**, তিনি চিরকাল পরিপূর্ণরূপে জীবিত। তিনি এভাবেই ছিলেন ও আছেন এবং থাকবেন। তাঁর শুরু নেই বা শেষ নেই। জগতে প্রাণের যে অস্তিত্ব তা তাঁরই দান।
الْقَيُّوْمُ	**চিরস্থায়ী**, তিনি নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত, তিনি সৃষ্টিকুলের কারো মুখাপেক্ষী নন। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে তার সবকিছুই তাঁর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সবাই তাঁর দরবারের ভিক্ষুক।
الْوَارِثُ	**উত্তরাধিকারী**, সৃষ্টিকুল ধ্বংস হওয়ার পর তিনিই থাকবেন, প্রত্যেক বস্তুর মালিক ধ্বংস হওয়ার পর তা তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। আমাদের কাছে যা কিছু আছে তা আমানত স্বরূপ আল্লাহ্ দিয়েছেন। এগুলো সবই প্রকৃত মালিক আল্লাহর কাছে একদিন ফিরে যাবে।
الدَّيَّانُ	**মহাবিচারক**, তিনি সেই সত্বা সৃষ্টিকুল যাঁর অনুগত ও অবনমিত। তিনি বান্দাদের কর্মের বিচার করবেন। ভাল কর্মে বহুগুণ প্রতিদান দিবেন। মন্দ কর্মে শাস্তি দিবেন অথবা তা ক্ষমা করে দিবেন।
الْمَلِكُ	**স্বত্বাধিকারী, বাদশা**, আদেশ-নিষেধ ও কর্তৃত্বের অধিকারী তিনিই। তিনি আদেশ ও কর্মের মাধ্যমে সৃষ্টিকুলকে পরিচালনাকারী। তাঁর রাজত্ব ও পরিচালনায় তাঁর কোন শরীক নেই।
الْمَالِكُ	**মহান মালিক**, তিনি মূলে সব কিছুর মালিক এবং মালিকানার যোগ্যও একমাত্র তিনিই। জগত পয়দা করার সময় তিনিই মালিক, তিনি ব্যতীত কেউ ছিলনা। সবশেষে সৃষ্টিকুল ধ্বংস হওয়ার পরও মালিকানা তাঁরই।
الْمَلِيْكُ	**মহান বাদশা**, ব্যাপকভাবে মালিকানা ও কর্তৃত্ব তাঁরই।
السُّبُّوْحُ	**মহামহিম, পূতপবিত্র**, তিনি সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। কেননা পরিপূর্ণতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্যের যাবতীয় গুণাবলী তাঁরই।
الْقُدُّوْسُ	**মহা পবিত্র**, তিনি সবধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও নিঃষ্কলুষ। কারণ পূর্ণতা বলতে যা বুঝায় এককভাবে তিনিই তার উপযুক্ত, তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই।
السَّلَامُ	**পরম শান্তিদাতা**, তিনি স্বীয় সত্বা, নাম, গুণাবলী ও কর্মে যে কোন ধরণের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় শান্তি-শৃংখলা একমাত্র তাঁর নিকট থেকেই পাওয়া যায়।
الْحَقُّ	**মহাসত্য**, তাঁর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই সংশয় নেই- না তাঁর নাম ও গুণাবলীতে না তাঁর উলুহিয়্যাতে। তিনিই সত্য মা'বূদ- তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ সত্য নয়।
الْمُبِيْنُ	**সুস্পষ্টকারী, প্রকাশকারী**, তাঁর একত্ববাদ, হিকমত ও রহমতের প্রতিটি বিষয় প্রকাশ্য। তিনি বান্দাদেরকে কল্যাণ ও হেদায়াতের পথ পরিস্কার বাতলিয়ে দিয়েছেন, যাতে তারা তার অনুসরণ করে এবং বিভ্রান্তি ও ধ্বংসের পথও সুস্পষ্ট বর্ণনা করেছেন, যাতে তারা সতর্ক থাকতে পারে।
الْقَوِيُّ	**মহা শক্তিধর**, তিনি পরিপূর্ণ ইচ্ছা-স্বাধীনতার সাথে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী।
الْمَتِيْنُ	**দৃঢ়শক্তির অধিকারী**, তিনি নিজ ক্ষমতা ও শক্তিতে অত্যন্ত কঠোর। কোন কাজে কষ্ট-ক্লেশ বা ক্লান্তি তাঁকে আচ্ছন্ন করে না।
الْقَادِرُ	**সর্বশক্তিমান**, তিনি সকল বস্তুর উপর শক্তিমান, কোন কিছুই তাঁকে আপরাগ করতে পারে না- না যমীনে না আসমানে। তিনিই সব কিছু নির্ধারণ করেছেন।
الْقَدِيْرُ	**মহাপ্রতাপশালী**, এ শব্দটির অর্থ পূর্বের শব্দটিরই অনুরূপ। কিন্তু আল্ কাদীর শব্দটির মাধ্যমে আল্লাহর প্রশংসা অধিক হয়।
الْمُقْتَدِرُ	**মহা ক্ষমতাবান**, আল্লাহর পূর্ব জ্ঞান অনুযায়ী নির্ধারণকৃত বস্তু বাস্তবায়নে ও সৃষ্টি করতে তাঁর অতিরিক্ত ক্ষমতা আছে।
الْعَلِيُّ الْأَعْلَى	**সুউচ্চ, মহান, মহত্তর, সর্বোচ্চ**, তিনি মর্যাদা, ক্ষমতা ও সত্বা তথা সকল দিক থেকে সর্বোচ্চ। সব কিছুই তাঁর রাজত্ব ও ক্ষমতার অধিনে। তাঁর উপরে কখনোই কিছু নেই।
الْمُتَعَالُ	**চিরউন্নত**, তাঁর উচ্চতা ও মহত্বের সামনে সকল বস্তু অবনমিত। তাঁর উপরে কিছু নেই। সকল বস্তু তাঁর নীচে ও অধীনে, তাঁর ক্ষমতা ও রাজত্বের বলয়ে।
الْمُقَدِّمُ	**অগ্রসরকারী**, তিনি নিজের ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী সকল বস্তুকে বিন্যস্ত করেছেন ও স্বস্থানে রেখেছেন। তাঁর জ্ঞান ও অনুগ্রহের ভিত্তিতে সৃষ্টির কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।
الْمُؤَخِّرُ	**পশ্চাতে প্রেরণকারী**, তিনি প্রতিটি বস্তুকে নিজের হিকমত অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা স্থাপন করেন, যাকে ইচ্ছা অগ্রসর করেন, যাকে ইচ্ছা পশ্চাতে রাখেন। পাপী বান্দাদেরকে শাস্তি দিতে দেরী করেন, যাতে তারা তাওবা করতে পারে আল্লাহর কাছে ফিরে আসতে পারে।

الْمُسَعِّرُ	**মূল্য নির্ধারণকারী**, তিনি নিজের প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের দাবী অনুযায়ী বিভিন্ন বস্তুর মূল্য, মর্যাদা, গুরুত্ব ও প্রভাবকে বৃদ্ধি করেন অথবা হ্রাস করেন। ফলে উহা মূল্যবান (মহার্ঘ) হয় অথবা সস্তা হয়।
الْقَابِضُ	**কবজকারী, সংকুচনকারী**, তিনিই প্রাণীকুলের জান কবজ করেন। তিনি নিজের হিকমত ও ক্ষমতা বলে সৃষ্টিকুলের মধ্যে যার ইচ্ছা রিযিক সংকুচন ও হ্রাস করেন- তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে।
الْبَاسِطُ	**সম্প্রসারণকারী**, তিনি তাঁর উদারতা ও করুণায় বান্দাদের রিযিক প্রশস্ত করেন। অতঃপর তাঁর হিকমত অনুযায়ী তা দ্বারা তাদের পরীক্ষা করেন। তিনি গুনাহগারদের তাওবা কবূল করার জন্যে দু'হস্ত প্রসারিত করেন।
الأَوَّلُ	**অনাদী**, তিনি সেই সত্বা যাঁর পূর্বে কিছুই ছিল না। তিনি সৃষ্টি করেছেন বলেই মাখলুক অস্তিত্ব লাভ করেছে। কিন্তু তাঁর অস্তিত্বের কোন শুরু নেই।
الآخِرُ	**অনন্ত**, তাঁর পর কোন কিছু নেই। তিনিই অনন্ত, চিরকালীন ও অবিশষ্ট। পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে; অতঃপর প্রত্যাবর্তন করবে তাঁর কাছেই। কিন্তু তাঁর অস্তিত্বের শেষ নেই।
الظاهِرُ	**প্রকাশ্য**, তিনি সবকিছুর উপরে সুউচ্চ। তাঁর উচ্চে কিছু নেই। তিনি সকল বস্তুকে করায়ত্বকারী ও বেষ্টনকারী।
الْبَاطِنُ	**গোপন**, তাঁর পরে কোন কিছু নেই। তিনি দুনিয়াতে মাখলুকের দৃষ্টির আড়ালে থাকেন; তারপরও তিনি তাদের নিকটবর্তী ও তাদেরকে বেষ্টনকারী।
الوِتْرُ	**বেজোড় বা একক**, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি অদ্বিতীয় তাঁর কোন নযীর নেই।
السَّيِّدُ	**প্রভু, নেতা**, মানুষের অভাব পুরণকারী, সৃষ্টিকুলের একক নেতৃত্ব তাঁর হাতেই। তিনি তাদের মালিক ও পালনকর্তা। সবকিছু তাঁর সৃষ্টি ও দাস।
الصَّمَدُ	**অমুখাপেক্ষী, স্বয়ংসম্পূর্ণ**, তিনি নিজের নেতৃত্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মাখলুকাত যাবতীয় প্রয়োজনে তাঁরই স্মরণাপন্ন হয়। কেননা তারা তাঁর কাছে বড়ই নিঃস্ব। তিনি সবার আহার যোগান; তাকে কেউ আহার দেয় না, তাঁর আহারের কোন দরকার নেই।
الوَاحِدُ الأَحَدُ	**একক, অদ্বীতিয়**, সকল ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতায় তিনিই একক ও অদ্বিতীয়; তাঁর কোন অংশী নেই। তাঁর অনুরূপ কোন কিছু নেই। এই গুণাবলী এককভাবে তাঁরই ইবাদতকে আবশ্যক করছে। তাঁর কোন শরীক নেই।
الإِلَهُ	**মা'বূদ বা উপাস্য**, তিনিই সত্য মা'বূদ। এককভাবে তিনি যাবতীয় ইবাদত ও দাসত্ব পাওয়ার হকদার; অন্য কেউ নয়।

১৩ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর মধ্যে পার্থক্য কি? (সাহায্য প্রার্থনা) এবং (শপথ)এর ক্ষেত্রে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী উভয়ই ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু এগুলোর মধ্যে আলাদা আলাদা কিছু পার্থক্য আছে। যেমনঃ **প্রথমতঃ** কিছু কিছু নাম আছে যেগুলো দ্বারা শুধু দু'আর ক্ষেত্রে এবং গোলাম বা দাস হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু উক্ত উদ্দেশ্যে গুণাবলী ব্যবহার করা যাবে না। যেমনঃ (**الكريم**) এই নামের দাস হয়ে নাম রাখা যাবে আবদুল কারীম (মহা অনুগ্রহশীলের দাস)। এমনিভাবে এই নাম ধরে দু'আ করবে। বলবে, (**ياكريم**) হে অনুগ্রহকারী। কিন্তু এরূপ বলা যাবে না (**يا كرم الله**) বা হে আল্লাহর অনুগ্রহ। **দ্বিতীয়তঃ** আল্লাহর নামসমূহ থেকে গুণাবলী নির্ধারণ করা যাবে। যেমনঃ **الرحمن** নাম থেকে **الرحمة** বা দয়া গুণ বের করা যাবে। কিন্তু গুণাবলী থেকে নাম বের করা ঠিক হবে না। যেমন আল্লাহর একটি গুণ হচ্ছেঃ **الاستواء** বা সমুন্নত হওয়া। এটার উপর ভিত্তি করে তাঁকে **المستوي** বলা যাবে না। **তৃতীয়তঃ** আল্লাহর কর্ম সমূহ থেকে তাঁর এমন কোন নাম নির্ধারণ করা যাবে না, যে নামের ব্যাপারে কোন দলীল আসেনি। যেমনঃ আল্লাহ (**الغضب**) রাগান্বিত হন। সুতরাং আল্লাহর নাম (**الغاضب**) বা রাগকারী বলা যাবে না। কিন্তু কর্ম থেকে তাঁর গুণাবলী নির্ধারণ করা যাবে। অতএব, (**الغضب**) রাগ বা 'ক্রুদ্ধ হওয়া' গুণ আমরা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করব। কেননা, রাগ করা আল্লাহর কর্ম সমূহের অন্তর্ভূক্ত।[১]

১৪ ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কি? ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছেঃ একথার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব আছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন- তাঁর ইবাদত এবং তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করার জন্য। আল্লাহ্ তাদের বর্ণনা দিয়ে বলেন: ﴿عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝٢٦ لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ يَعْمَلُونَ﴾ "ওরা সম্মানিত বান্দা, তাঁর আগে আগে

[১]. পূর্বোল্লেখিত নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে সেগুলোর প্রতি আমরা বিশ্বাস রাখব, সেগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করব, প্রকৃতভাবে তিনি এসব নাম ও গুণাবলীর অধিকারী, এটা মাজায বা রূপক বিষয় নয়। যে নাম ও গুণ আল্লাহর সুউচ্চ সত্বার সাথে যেভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়- সেভাবেই তিনি এগুলোর অধিকারী। এ কারণে এগুলোকে আমরা অস্বীকার করবো না, এগুলোর কোন ধরণ-গঠন নির্ধারণ করব না বা এগুলোর কোন প্রকার অপব্যাখ্যাও করব না। - অনুবাদক

কোন কথা বলেন না। তাঁরা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে থাকে।" (সূরা আম্বিয়াঃ ২৬-২৭) ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করেঃ (১) ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি ঈমান। (২) তাঁদের মধ্যে যাদের নাম আমরা জানতে পেরেছি তাদের প্রতি বিশ্বাস রাখা। যেমনঃ জিবরীল (আঃ)। (৩) তাঁদের মধ্যে যাদের গুণাবলীর বর্ণনা পাওয়া গেছে, তদের প্রতি ঈমান রাখা। যেমনঃ তাঁদের আকৃতি বিশাল হওয়া। (৪) তাঁদের মধ্যে যার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা। যেমন মৃত্যুর ফেরেশতা।

১৫ পবিত্র কুরআন কি? পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী। সেটি তেলাওয়াতের মাধ্যমে ইবাদত করা হয়। এ বাণী আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে এবং তাঁর নিকটেই ফিরে যাবে। আল্লাহ্ প্রকৃতপক্ষে অক্ষর ও শব্দসহ এই কথাগুলো উচ্চারণ করেছেন। আর তা শ্রবণ করেছেন জিবরীল (আঃ)। অতঃপর তিনি নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট তা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আর সমস্ত আসমানী কিতাবই আল্লাহর (কালাম) বাণী।

১৬ আমরা কি নাবী (সঃ) এর সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে কেবল কুরআনকেই যথেষ্ট মনে করব? না, শুধুমাত্র কুরআন যথেষ্ট নয়। কেননা আল্লাহ্ পাক সুন্নাতকে গ্রহণ করার আদেশ করেছেন। তিনি বলেন: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟﴾ "রাসূল তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা তোমরা গ্রহণ করবে এবং তিনি যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকবে।" (সূরা হাশর- ৭) সুন্নাত হচ্ছে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাকারী। ধর্মের খুঁটিনাটি বিষয়- যেমন নামায প্রভৃতি- সুন্নাত ছাড়া জানা যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« أَلا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَان عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلال فَأَحِلوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَام فحَرِّمُوهُ »

"জেনে রেখো! আমাকে কিতাব (কুরআন) দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে অনুরূপ আরেকটি বিষয় দেয়া হয়েছে। জেনে রেখো! অচিরেই এমন পরিতৃপ্ত লোক পাওয়া যাবে, যে বালিশে হেলান দিয়ে বসে বলবে, তোমরা এই কুরআন আঁকড়ে ধর! এর মধ্যে যা হালাল হিসেবে পাবে, তা হালাল গণ্য করবে। আর যা হারাম হিসেবে পাবে, তা হারাম গণ্য করবে।" (আবু দাউদ, [দ্রঃ ছহীহ সুনানে আবু দাউদ- আলবানী হা/৪৬০৪)

১৭ প্রশ্নঃ রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কি? দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক জাতির নিকট তাদেরই মধ্যে থেকে একজন করে রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদেরকে আহবান করেন তারা যেন এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করে। তিনি ছাড়া যার ইবাদত করা হয়, তাকে অস্বীকার করে। রাসূলগণ সকলেই সত্যবাদী, সত্যায়িত, সুপথপ্রাপ্ত, সম্মানিত, সৎকর্মশীল, পরহেযগার, আমানতদার, হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত। তাঁরা সকলেই রিসালতের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা সকলেই আদম সন্তান মানুষ জাতির অন্তর্ভূক্ত। তাঁরা সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁরা জন্মের পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহর সাথে শির্কের অপরাধ থেকে মুক্ত।

১৮ ক্বিয়ামত দিবসে শাফা'আতের প্রকার কি কি? শাফা'আত কয়েক প্রকার: **প্রথমঃ** বৃহৎ শাফা'আত। ক্বিয়ামতের মাঠে যখন সমস্ত মানুষ পঞ্চাশ হাজার বছর দন্ডায়মান থেকে ফায়সালার জন্য অপেক্ষা করবে, তখন এই শাফাআত হবে। নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন এবং মানুষের বিচার করার জন্য প্রার্থনা জানাবেন। এই শাফা'আতের অধিকারী একমাত্র আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। এটাই হচ্ছে মাক্বামে মাহমূদ বা সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থান, যার অঙ্গিকার তাঁকে দেয়া হয়েছে। **দ্বিতীয়ঃ** জান্নাতের দরজা খোলার জন্য শাফা'আত। সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খোলার অনুমতি চাইবেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আর তাঁর উম্মতই অন্যান্য উম্মতের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। **তৃতীয়ঃ** এমন কিছু লোকের জন্য শাফা'আত যাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোর আদেশ করা হয়েছে, যাতে করে তাদেরকে সেখানে প্রবেশ না করানো হয়। **চতুর্থঃ** তাওহীদপন্থী যে সমস্ত পাপী লোক জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, তাদেরকে সেখান থেকে বের করার জন্য সুপারিশ। **পঞ্চমঃ** জান্নাতবাসী কিছু লোকের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ।

শেষের তিনটি শাফা'আত আমাদের নবীর জন্য খাছ নয়; তবে সেক্ষেত্রে তিনিই প্রথমে, তাঁর পরে হচ্ছেন অন্যান্য নবীগণ, ফেরেশতাগণ, সালেহীন ও শহীদগণ।

ষষ্ঠঃ বিনা হিসেবে কিছু লোককে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য শাফা'আত। **সপ্তমঃ** কোন কোন কাফেরের শাস্তিকে হালকা করার জন্য শাফা'আত। এই শাফা'আতটি আমাদের নবী বিশেষভাবে তাঁর চাচা আবু তালেবের জন্য করবেন, যাতে করে তার আযাব হালকা করা হয়।

অষ্টমঃ অতঃপর কারো সুপারিশ ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা নিজ করুণায় কিছু লোককে জাহান্নাম থেকে বের করবেন, যারা তাওহীদের উপর মৃত্যু বরণ করেছে। তাদের সংখ্যা কত হবে, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। অতঃপর নিজ করুণায় তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

১৯ জীবিত কারো নিকট থেকে সুপারিশ বা সাহায্য চাওয়া জায়েয আছে কি? হ্যাঁ, জায়েয আছে; বরং শরীয়ত মানুষকে ভাল কাজে সহযোগিতা করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছে। আল্লাহ্ বলেন : ﴿وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ﴾ "তোমরা পরস্পরকে নেকী ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর।" (সূরা মায়েদা- ২) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ « وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ » "আল্লাহ্ বান্দাকে সাহায্য করেন, যতক্ষন বান্দা তার মুসলিম ভাইকে সহযোগিতা করে।" (মুসলিম)

শাফ'আতের ফযীলত বিরাট। এর অর্থ হচ্ছে মধ্যস্থতা করা। যেমন আল্লাহ বলেনঃ ﴿مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا﴾ "যে ব্যক্তি উত্তম সুপারিশ করবে, সে তার অংশ পাবে।" (সূরা নিসাঃ ৮৫) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, « اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا » "তোমরা সুপারিশ কর, ছওয়াব পাবে।" (বুখারী)

কিন্তু এই সুপারিশের জন্য কিছু শর্ত আছে:- **(১)** জীবিত লোকের পক্ষ থেকে সুপারিশ হতে হবে। মৃত এবং অনুপস্থিত মানুষের কাছে দু'আ করা এবং তাদের কাছে কোন কিছু চাওয়া শির্ক। আল্লাহ বলেনঃ ﴿وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا۟ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا۟ مَا ٱسْتَجَابُوا۟ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ﴾

"আর তোমরা যাদেরকে আল্লাহ ব্যতীত ডাক তারা খেজুরের বিচির উপরে হালকা আবরণেরও মালিক নয়। যদি তোমরা তাদেরকে ডাক তারা তোমাদের ডাক শুনবে না। যদিও তারা শুনে কোন প্রতি উত্তর করবে না। আর তারা কিয়ামত দিবসে তোমাদের এই শির্ককে অস্বীকার করবে।" (সূরা ফাতিরঃ ১৩-১৪)

মৃত ব্যক্তি তো নিজেরই কোন উপকার করতে পারে না, অন্যের উপকার করবে কিভাবে? **(২)** যে বিষয়ে কথা বলছে তা বুঝে-শুনে বলবে। **(৩)** যে বিষয়ে সুপারিশ করা হচ্ছে, তা উপস্থিত থাকতে হবে। **(৪)** এমন বিষয়ে সুপারিশ করবে, যাতে তার ক্ষমতা আছে। **(৫)** সুপারিশ কোন দুনিয়াবী বিষয় হবে। **(৬)** বৈধ কোন বিষয়ে সুপারিশ হবে, যাতে কারো কোন ক্ষতি থাকবে না।

২০ উসীলা কত প্রকার ও কি কি? উসীলা দু'প্রকারঃ **প্রথমঃ বৈধ উসীলাঃ** এটা আবার তিন প্রকার। (১) আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর উসীলা নেয়া। (২) নিজের কোন নেক আমল দ্বারা আল্লাহর কাছে উসীলা চাওয়া। যেমন গুহার মধ্যে আবদ্ধ তিন ব্যক্তির কাহিনী। (৩) জীবিত উপস্থিত নেক কোন মুসলিম ব্যক্তির দু'আ দ্বারা আল্লাহর কাছে উসীলা চাওয়া, যার দু'আ কবূল হওয়ার আশা করা যায়।

দ্বিতীয়ঃ হারাম উসীলাঃ এটা দু'প্রকারঃ **(১)** নবী বা কোন ওলীর সম্মানের উসীলায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। যেমন বলল, হে আল্লাহ্! নবীজীর উসীলায় বা হুসাইনের উসীলায় বা অমুক ওলীর উসীলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। সন্দেহ নেই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর কাছে বিরাট সম্মানের অধিকারী, তারপরও তাঁর উসীলা করা জায়েয নেই। অনুরূপভাবে নেককার লোকেরাও আল্লাহর কাছে সম্মানিত। কিন্তু ছাহাবায়ে কেরাম নেক কাজের প্রতি সবচেয়ে বেশী আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও যখন তাঁরা দুর্ভিক্ষে পড়েছিলেন, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উসীলা করে কেউ প্রার্থনা করেননি। অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কবর তাঁদের কাছেই অবস্থিত। বরং তাঁরা তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ)এর দু'আর উসীলা করেছিলেন। **(২)** নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা কোন ওলীর কসম দিয়ে আল্লাহর কাছে প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা করা। যেমন বলে, হে আল্লাহ্! তোমার অমুক ওলীর নামের কসম দিয়ে তোমার কাছে চাচ্ছি। অথবা অমুক নবীর কসম দিয়ে প্রার্থনা করছি। কেননা মাখলুকের কাছে মাখলুকের কসম দেয়া যদি নিষেধ হয়, তাহলে স্রষ্টা আল্লাহর কাছে

সৃষ্টিকুলের কসম দেয়া তো আরো কঠিনভাবে নিষেধ। তাছাড়া শুধুমাত্র আনুগত্য করার কারণে আল্লাহর উপর বান্দার কোন দাবী বা অধিকার নেই যে তার কথা তাঁকে শুনতেই হবে।

২১ শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের অর্থ কি? শেষ দিবস বা পরকাল আসবে একথার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। শেষ দিবসের প্রতি ঈমানের অন্তর্গত হচ্ছেঃ মৃত্যুকে বিশ্বাস করা, মৃত্যু পরবর্তী কবরের আযাব বা নে'য়ামত বিশ্বাস করা। আরো বিশ্বাস করা- শিঙ্গায় ফুঁৎকার, হাশরের দিন আল্লাহর সম্মুখে সকল মানুষের দন্ডয়মান হওয়া, আমলনামা প্রদান, দাঁড়িপাল্লা, পুলসিরাত, হাওযে কাউছার, শাফা'আত ইত্যাদির পর জান্নাতে অথবা জাহান্নামে প্রবেশ।

২২ ক্বিয়ামতের বড় বড় আলামত সমূহ কী কী? ক্বিয়ামতের বড় বড় আলামত সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﷺ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ »

"যতদিন তোমরা দশটি আলামত না দেখ, ততদিন কিয়ামত হবেনা। ১) ধোঁয়া ২) দাজ্জালের আগমণ ৩) দাব্বা (ভূগর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভুত এক প্রকার জানোয়ারের আগমণ) ৪) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ৫) ঈসা ইবনে মারিয়ামের আগমণ ৬) ইয়াজুজ-মা'জুজের আবির্ভাব ৭) পূর্বে ভূমি ধস ৮) পশ্চিমে ভূমি ধস ৯) আরব উপদ্বীপে ভূমি ধস ১০) সবশেষে ইয়ামান থেকে একটি আগুন বের হয়ে মানুষকে সিরিয়ার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।" (মুসলিম)

২৩ মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় ফিতনা কি? এ প্রশ্নের উত্তরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: « مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ » "আদম (আঃ)এর সৃষ্টির পর থেকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত দাজ্জালের চাইতে বড় কোন ফিতনা নেই।"(মুসলিম) দাজ্জাল আদমের এক সন্তান। শেষ যুগে আগমণ করবে। তার দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে লিখা থাকবে (ك ف ر) 'কাফের' প্রত্যেক শিক্ষিত-অশিক্ষিত মু'মিন ব্যক্তি লিখাটি পড়তে পারবে। তার ডান চোখ অন্ধ থাকবে যেন চোখটি আঙ্গুরের থোকা। সর্বপ্রথম বের হয়ে সে সংস্কারের দাবী করবে; অতঃপর নবী হিসেবে তারপর সে নিজেই প্রভু আল্লাহ্ হিসেবে দাবী করবে। মানুষের কাছে নিজের দাবী নিয়ে আসলে লোকেরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং তার আহবান প্রত্যাখ্যান করবে। সে তাদের কাছ থেকে যখন ফিরে যাবে, তখন তাদের ধন-সম্পদ তার পিছে পিছে চলতে থাকবে। মানুষ সকালে উঠে দেখবে তাদের হাতে কোন সম্পদ নেই। আবার দাজ্জাল নিজের উপর ঈমান আনার জন্য মানুষকে আহবান করবে, তখন লোকেরা তার ডাকে সাড়া দেবে ও তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে। তখন সে আসমানকে আদেশ করবে, আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হবে। যমিনকে আদেশ করবে, সেখানে উদ্ভিদ উৎপাদন হবে। সে যখন মানুষের কাছে আসবে, তখন তার সাথে থাকবে পানি ও আগুন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার পানি হবে আগুন, আর আগুন হবে ঠান্ডা পানি। মু'মিন ব্যক্তির উচিত প্রত্যেক নামাযের তাশাহুদের শেষে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা। যদি দাজ্জাল বের হয়ে যায়, তবে তার সামনে সূরা কাহাফের প্রথমাংশ পাঠ করবে। ফিতনায় পড়ার ভয়ে তার সম্মুখীন হওয়া থেকে বিরত থাকবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: «مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ» "যে ব্যক্তি দাজ্জাল সম্পর্কে শোনবে সে যেন তার থেকে দূরে থাকে। আল্লাহর শপথ একজন মানুষ নিজেকে মু'মিন ভেবে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাবে, কিন্তু দাজ্জালের সাথে সংশয় সৃষ্টিকারী যে সকল বিষয় থাকবে তা দেখে সে তার অনুসরণ করে ফেলবে।" (আবু দাউদ)

দাজ্জাল পৃথিবীতে মাত্র চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। কিন্তু প্রথম দিন হবে এক বছরের সমান, পরের দিন এক মাসের সমান, পরবর্তী দিন এক সপ্তাহের সমান। আর বাকী দিনগুলো হবে সাধারণ দিনের মত। মক্কা ও মদীনা ছাড়া পৃথিবীর বুকে এমন কোন শহর বা স্থান বাকী থাকবে না, যেখানে দাজ্জাল প্রবেশ করবে না। মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করা তার জন্য নিষেধ। অতঃপর ঈসা (আঃ) অবতরণ করে তাকে হত্যা করবেন।

২৪ জান্নাত ও জাহান্নাম কি মওজুদ আছে? হ্যাঁ, মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্ জান্নাত ও জাহান্নাম তৈরী করেছেন। তা কখনো ধ্বংস হবে না শেষও হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে জান্নাতে

বসবাস করার জন্য কিছু যোগ্য লোক তৈরী করেছেন। আবার তাঁর ইনসাফের ভিত্তিতে জাহান্নামের জন্যও কিছু লোক তৈরী করেছেন। প্রত্যেককে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে ধরণের কাজ সহজ করে দেয়া হয়েছে।

২৫ তক্বদীরের প্রতি ঈমান আনার অর্থ কি? এ কথার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, প্রত্যেক কল্যাণ ও অকল্যাণ আল্লাহর ফায়সালা ও তাঁর নির্ধারণ অনুযায়ীই হয়ে থাকে। তিনি যা ইচ্ছা তাই সম্পাদন করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

« لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ »

"আল্লাহ্ যদি আসমানের সকল অধিবাসীকে এবং যমীনের সকল বসবাসকারীকে শাস্তি প্রদান করেন, তবুও তিনি তাদের প্রতি অত্যাচারী নন। যদি তিনি তাদের সকলের প্রতি করুণা করেন, তবে তাদের কর্মের চাইতে তাঁর করুণাই তাদের জন্য উত্তম হবে। তুমি যদি তক্বদীরের প্রতি ঈমান না রাখ, তবে উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলেও তিনি তা কবূল করবেন না। জেনে রেখো, তুমি যা পেয়েছো, তা তোমার থেকে ছুটে যাওয়ার ছিল না। আর তুমি যা পাওনি, তা তোমার ভাগ্যে ছিল না। এই বিশ্বাসের বাইরে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (আহমাদ, দ্রঃ ছহীহ জামে ছগীর- আলবানী হা/৫২৪৪)

তকদীরের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে শামিল করে। (১) একথার প্রতি ঈমান আনা যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে (কি হবে, কেমন করে, কখন, কোথায় সংঘটিত হবে... সব কিছু) সাধারণভাবে ও ব্যাপকভাবে জ্ঞান রাখেন। ২) এই কথার প্রতি ঈমান রাখা যে, আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখিত বিষয়গুলো লাওহে মাহফুযে (সংরক্ষিত ফলকে) লিখে রেখেছেন।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আম্‌র ইবনে আছ (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

« كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ » "আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টি জগতের তক্বদীর লিখে রেখেছেন।" (মুসলিম)

(৩) এ বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহর ইচ্ছা বাস্তবায়ন হবে, তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই। তাঁর ক্ষমতাকে অপারগকারী কেউ নেই। তিনি যা চাইবেন তা হবে, তিনি যা চাইবেন না তা হবে না।

(৪) এ ঈমান রাখা যে, সমস্ত জগত, সৃষ্টি কুলের আকৃতি-প্রকৃতি ও নড়া-চড়া বা কর্ম-কান্ড এসব কিছুই আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া যাবতীয় কিছু তাঁরই সৃষ্টি।

২৬ সৃষ্টিকুলের কি কোন ক্ষমতা আছে? প্রকৃতপক্ষে তাদের কি কোন ইচ্ছা-স্বাধীনতা আছে? হ্যাঁ, মানুষের ইচ্ছা-স্বাধীনতা আছে, অভিপ্রায়-বাসনা আছে, পছন্দ-অপছন্দের ক্ষমতা আছে। কিন্তু তা আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে নয়। আল্লাহ্ বলেন: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ "তোমরা যা কিছু চাও, তা আল্লাহর ইচ্ছার মধ্যেই হয়ে থাকে।" (সূরা- দাহারঃ ৩০) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ » "তোমরা আমল করে যাও, কেননা প্রত্যেক মানুষকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে ধরণের কাজ সহজ করে দেয়া হয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বিবেক দিয়েছেন। দিয়েছেন দেখা ও শোনার ক্ষমতা। এগুলোর মাধ্যমে আমরা ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য করতে পারি। এমন লোককে কি বিবেকবান বলা যেতে পারে, যে চুরি করবে আর বলবে এটা আল্লাহ্ আমার উপর লিখে দিয়েছেন? এরূপ কথা বললেও লোকেরা তাকে কিন্তু ছেড়ে দেবে না। তাকে শাস্তি দেবে। তাকে বলা হবেঃ এই অপরাধের বিনিময়ে আল্লাহ্ তোমার জন্য শাস্তিও লিখে রেখেছেন। অতএব তকদীর দিয়ে দলীল পেশ করা বা ওযর পেশ করা কোনটাই জায়েয নয়; বরং এটা তাক্বদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। আল্লাহ্ বলেন:

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾

"মুশরিকরা আপনার কথার উত্তরে বলবে, আল্লাহ্ যদি চাইতেন তবে আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের বাপ-দাদারাও শির্ক করতো না। আর কোন জিনিসও আমরা হারাম করতাম না, বস্তুতঃ এভাবেই তাদের পূর্ব যুগের কাফেররা (রাসূলদেরকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল।" (সূরা আনআমঃ ১৪৮)

২৭ ইহসান কাকে বলে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ইহ্সান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বলেন, « أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » "তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে মনে করবে তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।" (মুসলিম) ইসলাম ধর্মের তিনটি স্তরের মধ্যে ইহসানের স্তর হচ্ছে সর্বোচ্চ।

২৮ তাওহীদ কত প্রকার ও কি কি? তাওহীদ তিন প্রকার। **(১) তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ্:** উহা হচ্ছে- আল্লাহকে তাঁর কর্ম সমূহে একক হিসেবে মেনে নেয়া। যেমনঃ সৃষ্টি করা, রিযিক দেয়া, জীবন-মৃত্যু দান করা ইত্যাদি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আগমণের পূর্বে কাফেরগণ এই প্রকার তাওহীদের স্বীকৃতি দিয়েছিল। **(২) তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ্:** উহা হচ্ছে- ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক নির্ধারণ করা। যেমনঃ নামায, নযর-মানত, দান-সাদকা ইত্যাদি। যাবতীয় ইবাদত একককভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে করার জন্যই সমস্ত নবী-রাসূলকে প্রেরণ করা হয়েছে, আসমানী কিতাব সমূহ নাযিল করা হয়েছে। **(৩) তাওহীদুল আসমা ওয়াস্সিফাতঃ** উহা হচ্ছে- যে সমস্ত সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলী আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলোকে কোন প্রকার পরিবর্তন, অস্বীকৃতি ও ধরণ-গঠন নির্ধারণ ছাড়াই সাব্যস্ত করা ও মেনে নেয়া।

২৯ ওলী কাকে বলে? নেককার পরহেযগার মু'মিন ব্যক্তিই আল্লাহর ওলী। ওলীর পরিচয় দিয়ে আল্লাহ্ বলেন: ﴿ أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴾ "জেনে রেখো, আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই, কোন চিন্তাও নেই। যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহকে ভয় করেছে।" (সূরা ইউনুসঃ ৬২-৬৩) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: « إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ » "নিশ্চয় আমার বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং নেককার মু'মিনগণ।" (বুখারী ও মুসলিম)

৩০ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাহাবীদের ব্যাপারে আমাদের উপর আবশ্যক কি? তাঁদের ব্যাপারে আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছেঃ তাঁদেরকে ভালবাসা, তাঁদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা, তাঁদের জন্য আমাদের অন্তর ও জিহবাকে সংযত রাখা (সমালোচনা না করা), তাঁদের মর্যাদার বিষয়গুলো প্রচার করা, তাঁদের ভুল-ত্রুটি ও মতানৈক্যের বিষয়গুলোতে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকা। যদিও তাঁরা ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে ছিলেন না; তবু তাঁরা মুজতাহিদ। আর মুজতাহিদ সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হলে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হন। কিন্তু ভুল করে ফেললেও ইজতেহাদ বা গবেষণার কারণে তাঁকে একটি ছওয়াব দেয়া হয় এবং তাঁর ভুলকে ক্ষমা করা হয়। তাঁদের থেকে কোন অন্যায় যদি প্রকাশ হয়েও পড়ে, তবে তাঁদের অগণিত নেক কাজ সেগুলোকে ঢেকে ফেলবে। তাঁরা একজন অপর জনের উপর মর্যাদাবান। সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী হচ্ছেন দশ জন। সম্মান ও মর্যাদার ক্রমানুসারে তাঁরা হলেন, প্রথমে আবু বকর (রাঃ), তাঁরপর ওমার (রাঃ), তাঁর পরে উছমান (রাঃ), তাঁর পর আলী (রাঃ), তাঁরপর ত্বালহা, যুবাইর, আবদুর রহমান বিন আওফ, সা'দ বিন আবী আওয়াক্কাস, সাঈদ বিন যায়দ এবং আবু উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ (রাঃ)। এঁদের পরে হচ্ছেন সাধারণ মুহাজিরগণ, তাঁদের পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা বদর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের পর সাধারণ আনসারী সাহাবীগণ এবং সবেশেষে অন্যান্য সাধারণ সাহাবয়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন)। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

«لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نَصِيْفَهُ»

"তোমরা আমার ছাহাবীদেরকে গালিগালাজ করো না। শপথ সেই সত্বার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের মধ্যে কোন লোক যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করে, তবু তা তাঁদের এক মুষ্টি বা অর্ধ মুষ্টি পরিমাণ খরচের সমান হবে না।" (বুখারী ও মুসলিম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আমার সাহাবীদেরকে গালিগালাজ করবে, তার উপর আল্লাহর লা'নত, ফেরেশতাকুল এবং সমগ্র মানব জাতির লা'নত (অভিশাপ)।" (ত্বাবরানী)

৩১ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে যে সম্মান প্রদান করেছেন, আমরা কি তাঁর সম্মানে এর চেয়ে বেশী বাড়াবড়ি করতে পারি? সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সর্বশ্রেষ্ঠ, সকলের উপর তিনি সর্বাধিক মর্যাদাবান। কিন্তু তাঁর প্রশংসায় অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি করা আমাদের জন্য জায়েয নয়। যেমন খৃষ্টানরা ঈসা বিন মারিয়াম (আঃ)এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ী করেছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« لا تُطْرُوني كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ » "তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খৃষ্টানগণ ঈসা বিন মারিয়াম (আঃ) এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো শুধু তাঁর বান্দাহ্। তোমরা বলবে, আল্লাহর বান্দাহ্ ও তাঁর রাসূল।" (বুখারী)

৩২ আহলে কিতাব (ইহুদী-খৃষ্টানরা) কি মু'মিন? ইহুদী-খৃষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের অনুসারী সকলেই কাফের। যদিও তারা এমন ধর্মের অনুসরণ করে, যার মূল হচ্ছে সঠিক। নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর আগমণের পর যে লোক নিজের ধর্ম পরিত্যাগ না করবে এবং ইসলাম গ্রহণ না করবে, ﴿فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ "তার নিকট থেকে ওটা (তার ধর্ম) গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।" (আল ইমরানঃ ৮৫) কোন মুসলমান যদি তাদেরকে কাফের না বলে বা তাদের ধর্ম বাতিল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ-শংসয় করে, তবে সেও কাফের হয়ে যাবে। কেননা সে তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর নবীর বিধানের বিরোধীতা করেছে। আল্লাহ্ বলেন: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾ "আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি এই কুরআন অস্বীকার করবে, তবে দোযখ হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান।" (সূরা হূদঃ ১৭) অর্থাৎ- অন্যান্য ধর্মের অনুসারী লোকেরা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

«وَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بِيْ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لا يُؤْمِنُ بِيْ إلا دَخَلَ النَّـــارَ» "শপথ সেই সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ, এই উম্মতের মধ্যে থেকে ইহুদী হোক বা খৃষ্টান হোক কোন ব্যক্তি যদি আমার সম্পর্কে শোনে অতঃপর আমাকে যে শরীয়ত দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তার উপর ঈমান না এনেই মৃত্যু বরণ করে, তবে সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।"(মুসলিম)

৩৩ কাফেরদের উপর অত্যাচার করা জায়েয কি? জুলুম-অত্যাচার করা হারাম। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা (হাদীছে কুদসীতে) বলেন: « إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلا تَظَالَمُوا » "নিশ্চয় আমি জুলুম-অত্যাচার নিজের উপর হারাম করেছি। আর তোমাদের মাঝেও আমি উহা হারাম ঘোষণা করেছি। অতএব তোমরা পরস্পরের প্রতি যুলুম করো না।" (মুসলিম)

লেন-দেন ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে কাফেররা দু'ভাগে বিভক্তঃ **প্রথমঃ** অঙ্গিকারাবদ্ধ কাফের। এরা আবার তিন প্রকার: **(ক)** মুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রয়প্রাপ্ত কাফের। যারা কর দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করে। সর্বদাই তাদের যিম্মাদারী রক্ষা করতে হবে। ওরা মুসলমানদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে যে, তাদের দেশে বসবাস করার কারণে আল্লাহ্ এবং রাসূলের বিধান তাদের উপর প্রজোয্য হবে। তারা ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অন্যদের মতই। **(খ)** সন্ধিকৃত কাফের। যারা মুসলমানদের সাথে এই মর্মে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে যে, তারা নিজেদের দেশেই বসবাস করবে। এদের উপর ইসলামের বিধি-বিধান প্রজোয্য হবে না। যেমন কর দিয়ে বসবাসকারীদের উপর প্রজোয্য হবে। কিন্তু তাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না জড়ানো। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে ইহুদীরা ছিল। **(গ)** নিরাপত্তাপ্রাপ্ত কাফের। যারা নিজেদের দেশ থেকে বিশেষ কোন প্রয়োজনে মুসলিম রাষ্ট্রে আগমন করেছে- সেখানে বসবাস করার জন্য নয়। যেমন রাষ্ট্রদূত, ব্যবসায়ী, বেতনভুক্ত কর্মচারী, পর্যটক ইত্যাদি। এদের বিধান হচ্ছেঃ তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। তাদের থেকে করও নেয়া হবে না। বেতনভুক্ত কর্মচারীকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাতে হবে, ইসলাম গ্রহণ করলে ভাল। কিন্তু সে যদি তার নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে চায়, তবে তাকে যেতে দিতে হবে, তার কোন ক্ষতি করা যাবে না।

দ্বিতীয়ঃ হারবী কাফের। যারা মুসলমানদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়নি, মুসলমানদের কোন নিরাপত্তাও লাভ করেনি। তারা কয়েক প্রকারঃ যারা বাস্তবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। আর যারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছে অথবা মুসলমানদের সাথে প্রকাশ্যে শত্রুতার ঘোষণা দিয়েছে। এদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং তাদেরকে হত্যা করতে হবে।

৩৪ বিদআত কি? ইবনু রজব (রহঃ) বলেন, যে নতুন ইবাদতের পক্ষে ইসলামী শরীয়তে কোন ভিত্তি বা দলীল নেই তাকে বিদআত বলে। কিন্তু যদি তার পক্ষে দলীল থাকে, তবে পরিভাষায় তাকে বিদআত বলা হবে না। বরং উহা আভিধানিক অর্থে বিদআত বলা যেতে পারে।

৩৫ ধর্মের মধ্যে কি বিদআতে হাসানা (ভাল বিদআত) এবং বিদআতে সাইয়্যেআ (খারাপ বিদআত) বলতে কিছু আছে? শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিদআতের নিন্দা করে অনেক আয়াত ও

হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বিদআত হচ্ছেঃ ইসলামী শরীয়তে প্রত্যেক নতুন কাজ, যার পক্ষে কোন দলীল নেই। এ প্রসঙ্গে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, «وَمَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» "যে ব্যক্তি এমন আমল করবে, যার পক্ষে আমার কোন নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" (বুখারী ও মুসলিম) তিনি আরো বলেন, «فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ» "ইসলামের মধ্যে প্রত্যেক নতুন কাজই বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই হচ্ছে ভ্রষ্টতা।" (আহমাদ) ইমাম মালেক (রহঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে বিদআত বা নতুন কাজ চালু করে তাকে উত্তম মনে করে, সে ধারণা করল যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রিসালাতের দায়িত্বে খেয়ানত করেছেন।' কেননা আল্লাহ্ বলেছেনঃ ﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করলাম।" (সূরা মায়েদাঃ ৩)

অবশ্য আভিধানিক অর্থে বিদআতের প্রশংসায় কিছু হাদীছ এসেছে। আর তা হচ্ছে, শরীয়ত সম্মত কোন কাজ যার আমল সমাজ থেকে উঠে গেছে, তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ কাজ মানুষকে স্মরণ করানোর জন্য বলেছেনঃ

«مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ» "যে ব্যক্তি ইসলামে উত্তম সুন্নাত চালু করবে, সে তার ছওয়াব পাবে এবং যে তদানুযায়ী আমল করবে, তার ছওয়াবও পাবে। এতে তাদের (আমলকারীদের) ছওয়াবে কোন কমতি করা হবে না।" (মুসলিম) এ অর্থে ওমর (রাঃ)এর উক্তিটি ব্যবহার হয়েছেঃ "এই কাজটি একটি উত্তম বিদআত।" তারাবীর নামাযকে উদ্দেশ্য করে তিনি কথাটি বলেছেন। এই কাজটি মূলতঃ শরীয়ত সম্মত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এ বিষয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধও করেছেন। তাছাড়া মানুষকে নিয়ে তিনি তিন দিন এ নামাযটি জামাআতের সাথে আদায়ও করেছিলেন। কিন্তু ফরয হয়ে যাওয়ার ভয়ে তা পরিত্যাগ করেছিলেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) লোকজনকে একত্রিত করে সে নামাযকে জামাআতের সাথে পুনরায় চালু করেন।

৩৬ মুনাফেকী কত প্রকার ও কি কি? মুনাফেকী দু'প্রকার। **১)** বিশ্বাসগত (বড় মুনাফেকী)। এটা হচ্ছে, বাইরে ঈমান প্রকাশ করা এবং অন্তরে কুফরী গোপন রাখা। এরূপ বিশ্বাস ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এ বিশ্বাসের উপর দৃঢ় থেকে কেউ মৃত্যু বরণ করলে, সে কুফরীর উপর মৃত্যু বরণ করবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ﴾ "নিশ্চয় মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে।" (সূরা নিসাঃ ১৪৫) তাদের পরিচয় হচ্ছে, তারা আল্লাহ্ এবং ঈমাদারদেরকে ধোকা দেয়। মু'মিনদের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে সহযোগিতা করে। দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে নেক কাজ করে।

২) কর্মগত (ছোট মুনাফেকী)এর মাধ্যমে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয় না। কিন্তু তার অবস্থা ভয়াবহ। তওবা না করলে ছোট নেফাকী তাকে বড় নেফাকীতে পৌঁছিয়ে দেবে। এর কিছু পরিচয় হচ্ছেঃ কথাবার্তায় মিথ্যার আশ্রয় নেয়া, অঙ্গিকার ভঙ্গ করা, ঝগড়ার সময় অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা, চুক্তি করলে ভঙ্গ করা, আমানত রাখা হলে খেয়ানত করা।

এই কারণে ছাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) কর্মগত নেফাকীর বিষয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন। তাবেঈ ইবনু আবী মুলাইকা (রহঃ) বলেন, 'আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ত্রিশজন ছাহাবীর সাথে সাক্ষাত করেছি। প্রত্যেকেই মুনাফেকীর বিষয়ে নিজেকে নিয়ে আশংকায় থাকতেন।' (বুখারী) ইবরাহীম তাইমী (রহঃ) বলেন, 'আমার নিজের কথাকে যদি নিজ কর্মের উপর পেশ করি, তখন আশংকা হয় আমি যেন মিথ্যাবাদী হয়ে যাচ্ছি।' হাসান বাছরী বলেন, 'মুনাফেকীর বিষয়টিকে মু'মিন ছাড়া কেউ ভয় করে না। আর মুনাফেক ছাড়া কেউ তা থেকে নিশ্চিন্তেও থাকতে পারে না।' আমীরুল মু'মেনীন ওমর (রাঃ) হুযায়ফা (রাঃ)কে বলেন, 'আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, বলুন তো! রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি মুনাফেকদের মধ্যে আমার নামটিও উল্লেখ করেছেন? তিনি বললেন, না। আপনার পরে আর কাউকে আমি সত্যায়ন করবো না।'

৩৭ আল্লাহর নিকট সর্বাধিক বড় ও সবচেয়ে ভয়ানক অপরাধ কোনটি? আল্লাহ তা'আলার সাথে শির্ক করা। যেমন আল্লাহ্ বলেন, ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ "নিশ্চয় শির্ক হচ্ছে, সবচেয়ে বড় অপরাধ।" (সূরা লোকমান- ১৩) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করা হলো, সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কোনটি? তিনি বললেন, "তুমি কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করবে; অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি

করেছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

৩৮ শির্ক কত প্রকার ও কি কি? শির্ক দু'প্রকার।

(১) বড় শির্ক। বড় শির্ক করলে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ্ বলেন: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তার সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" (সূরা নিসাঃ ১১৬) বড় শির্ক চার প্রকারঃ (ক) দু'আ ও প্রার্থনায় শির্ক। (খ) নিয়ত, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যে শির্ক। অর্থাৎ গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে সৎ আমল সম্পাদন করা। (গ) আনুগত্যে শির্ক। অর্থাৎ আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল ও হালালকৃত বস্তুকে হারাম করার ক্ষেত্রে আলেম-ওলামা বা নেতৃবৃন্দের অনুসরণ করা। (ঘ) ভালবাসায় শির্ক। আল্লাহকে ভালবাসার মত কাউকে ভালবাসা।

(২) ছোট শির্ক। ছোট শির্ক করলে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না, কিন্তু এটাও একটা ভয়ানক অপরাধ। এটা দু'ভাগে বিভক্তঃ (ক) প্রকাশ্যঃ কথার মাধ্যমে প্রকাশ্য ছোট শির্কঃ যেমনঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা। অথবা এরূপ বলা- আল্লাহ্ যা চায় এবং আপনি যা চান। উমুক লোক না থাকলে উপকৃত হতাম না ইত্যাদি। কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ্য ছোট শির্কঃ যেমনঃ বিপদ মুক্তির জন্যে বা বিপদ থেকে বাঁচার জন্য বা বদ নযর থেকে রক্ষার জন্য রিং, সূতা তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহার করা। পাখি উড়িয়ে, হাতের রেখা দেখে, কোন নামের মাধ্যমে বা কথার মাধ্যমে বা স্থানের মাধ্যমে কুলক্ষণ নির্ধারণ করা। (খ) গোপনঃ নিয়ত, সংকল্প ও উদ্দেশ্যে শির্ক, যেমনঃ রিয়া ও সুম্‌আ' অর্থাৎ- মানুষকে দেখানোর নিয়তে ও মানুষের প্রশংসার শোনার উদ্দেশ্যে নেক আমল করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমাদের উপর সবচেয়ে ভয়ানক যে বিষয়ের আমি আশংকা করছি, তা হলো, শির্কে আসগার (ছোট শির্ক)। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, ছোট শির্ক কি? তিনি বললেন, রিয়া।" (আহমাদ, হাদীছটি ছহীহ, দ্রঃ সিলসিলা ছহীহা হা/৯৫১)

৩৯ বড় শির্ক ও ছোট শির্কের মাঝে পার্থক্য কি? উভয়ের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে যেমনঃ বড় শির্কে লিপ্ত ব্যক্তির হুকুম হচ্ছে, দুনিয়াতে সে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত এবং আখেরাতে চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। আর ছোট শির্কে লিপ্ত হলে, তার জন্য দুনিয়ায় ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হওয়া এবং পরকালে চিরকাল জাহান্নামে অবস্থানের হুকুম প্রজোয্য হবে না। বড় শির্কে লিপ্ত হলে সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু ছোট শির্কে লিপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট আমলই শুধু ধ্বংস হবে। এখানে একটি বিষয়ে মতভেদ আছে। তা হচ্ছেঃ ছোট শির্ক কি বড় শির্কের মত তওবা ব্যতীত ক্ষমা করা হবে না? নাকি ছোট শির্ক অন্যান্য কাবীরা গুনাহের মত- আল্লাহর ইচ্ছাধীনে থাকবে? উভয় মতের মধ্যে যেটাই সঠিক হোক না কেন বিষয়টি যে ভয়ানক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৪০ ছোট শির্ক থেকে বেঁচে থাকার কোন উপায় আছে কি? বা ছোট শির্ক করে ফেললে তার কোন কাফ্‌ফারা আছে কি? হ্যাঁ। ছোট শির্ক (রিয়া) থেকে বেঁচে থাকার উপায় হচ্ছে, আমল করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করা। ছোট শির্ক (রিয়া) প্রতিহত করার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "হে লোক সকল! তোমরা এই শির্ক থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা কর। কেননা উহা পিঁপিলিকার চলার শব্দ থেকেও গোপন ও সুক্ষ্ম।" তাঁকে প্রশ্ন করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে আমরা তা থেকে বেঁচে থাকতে পারি? অথচ উহা পিপিলিকার চলার শব্দের চেয়েও গোপন ও সুক্ষ্ম? তিনি বললেন, তোমরা এই দু'আ পাঠ করবে:
« اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا نَعْلَمُهُ » (আল্লাহুম্মা ইন্না নাঊযুবিকা মিন আন নুশরেকা বেকা শাইআন না'লামুহু ওয়া নাস্তাগফেরুকা লিমা লা না'লামুহু) "হে আল্লাহ্! জেনে শুনে কোন কিছুকে শরীক করা হতে আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করছি এবং না জেনে শির্ক হয়ে গেলে তা থেকে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" (আহমাদ, হাদীছটি হাসান দ্রঃ ছহীহ তারগীব তারহীব- আলবানী হা/৩৬)

গাইরুল্লাহ্ বা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করলে তার কাফ্‌ফারা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, « مَنْ حَلَفَ بِاللاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُل: لا إِلَهَ إِلا اللهُ » "যে ব্যক্তি লাত ও উয্‌যার নামে শপথ করবে, সে যেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

আর কুলক্ষণ নির্ধারণ করার মাধ্যমে ছোট শির্কে লিপ্ত হলে তার কাফ্‌ফারা হচ্ছেঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "কুলক্ষণের কারণে যে ব্যক্তি

নিজের কাজ থেকে ফিরে গেছে, সে শির্ক করেছে।" তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন: এরূপ হয়ে গেলে তার কাফ্ফারা কি? তিনি বললেন, তা হল এই দু'আটি বলা:

« اَللّٰهُمَّ لا خَيْرَ إلا خَيْرُكَ،وَلا طَيْرَ إلا طَيْرُكَ، وَلا إلٰهَ غَيْرُكَ » "হে আল্লাহ্! তোমার কল্যাণ ব্যতীত আর কোন কল্যাণ নেই। আর তোমার পক্ষ থেকেই অকল্যাণ হয়ে থাকে অন্য কারো পক্ষ থেকে নয়। আর তুমি ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই।" (আহমাদ, দ্রঃ ছহীহুল জামে হা/৬২৬৪)

৪১ কুফরী কত প্রকার? কুফরী দু'প্রকারঃ **(১) বড় কুফরী।** বড় কুফরী করলে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। বড় কুফরী পাঁচ ভাগে বিভক্তঃ **(ক)** মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কুফরী। অর্থাৎ ইসলামের কোন একটি বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে কাফের হয়ে যাবে। **(খ)** সত্যায়নসহ অহংকারের কুফরী। অর্থাৎ ইসলামকে বিশ্বাস করে কিন্তু অহংকার বশতঃ তা বাস্তবায়ন করে না। একারণেও সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে । **(গ)** সন্দেহের কুফরী। ইসলাম সত্য ধর্ম কি না এরূপ সন্দেহ করলেও সে বড় কাফের হয়ে যাবে। **(ঘ)** বিমুখতার কুফরী। অর্থাৎ- ইসলামকে মানার পরও যদি তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ থাকে। তার শিক্ষার্জন করে না এবং আমলও করে না, সেও বড় কাফেরে পরিণত হবে। **(ঙ)** নেফাকীর কুফরী। অর্থাৎ অন্তরে কুফরী গোপন রেখে বাইরে ইসলামের প্রকাশ ঘটালেও সে বড় কাফের হিসেবে গণ্য হবে।

(২) ছোট কুফরী। ইহা অবাধ্যতার কুফরী। এতে লিপ্ত ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। যেমন কোন মুসলমানকে অন্যায়ভাবে খুন করা।

৪২ নযর-মানতের হুকুম কি? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানত করা অপছন্দ করতেন। তিনি বলেছেনঃ "মানতের মাধ্যমে ভাল কিছু পাওয়া যায় না।" (মুসলিম) মানত যদি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য করা হয়, তবে এই নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু মানত যদি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়- যেমন কবর বা ওলীর উদ্দেশ্যে, তবে ইহা হারাম নাজায়েয। এই মানত পুরা করাও জায়েয নয়।

৪৩ গণক ও জ্যোতিষীর কাছে গমণ করার হুকুম কি? হারাম। কেউ যদি তাদের কাছে কোন কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য গমণ করে, কিন্তু তারা যে অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করে তা বিশ্বাস না করে, তবে তার চল্লিশ দিনের নামায কবূল করা হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

« مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً » "যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আগমণ করে কোন কিছু জিজ্ঞেস করবে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবূল করা হবে না।"(মুসলিম) আর তাদের কাছে গিয়ে তারা যে অদৃশ্যের সংবাদ পরিবেশন করে তা যদি সত্য বলে বিশ্বাস করে, তবে সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ধর্মের সাথে কুফরী করবে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন:

« مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُول فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِل عَلَى مُحَمَّد » "যে ব্যক্তি গণক বা জ্যোতিষীর কাছে আগমণ করবে এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করবে, তবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উপর যা নাযিল করা হয়েছে, তার সাথে সে কুফরী করবে।" (আবু দাউদ)

৪৪ তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা কখন বড় শির্ক ও কখন ছোট শির্ক হিসেবে গণ্য হবে? যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তারকার বিশেষ প্রভাব আছে। আর এ কারণেই সে বৃষ্টির অস্তিত্ব ও সৃষ্টির বিষয়কে তারকার দিকেই সম্বন্ধ করে, তবে তার এই বিশ্বাস শির্কে আকবার হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহর ইচ্ছাতেই তারকার মধ্যে প্রভাব থাকে, আর এই প্রভাবের কারণে বৃষ্টি বর্ষণ হয়। আরো বিশ্বাস করে যে, সাধারণত অমুক তারকাটি উঠলে আল্লাহ্ বৃষ্টি পাঠিয়ে থাকেন, তবে এই বিশ্বাস হারাম এবং তা ছোট শির্ক হিসেবে গণ্য হবে। কেননা সে এমন একটি কারণ নির্ধারণ করেছে, যার সাথে বৃষ্টি বর্ষণের কোন সম্পর্ক নেই এবং সে ক্ষেত্রে শরীয়তে কোন দীললও নেই- না তা অনুভব করা যায় আর না সুস্থ বিবেক তা সমর্থন করে। অবশ্য তারকা দ্বারা বছরের ঋতু নির্ধারণ করা এবং বৃষ্টি বর্ষণের অনুমান করা জায়েয আছে।

৪৫ মুসলিম নেতৃবৃন্দের বিষয়ে আমাদের করণীয় কি? আমাদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে, সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় মুসলিম নেতৃবৃন্দের কথা শোনা ও তাদের আনুগত্য করা। তারা অত্যাচার করলেও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েয নয়। আমরা তাদের উপর বদদু'আ করব না, তাদের আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিব না, তাদের সংশোধন, সুস্থতা ও সঠিক পথে চলার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করব। তারা যতক্ষণ গুনাহের কাজের আদেশ না করেন, ততক্ষণ তাদের আনুগত্য করাকে আমরা

আল্লাহর আনুগত্য মনে করব। অন্যায় কাজে আদেশ দিলে সে বিষয়ে তাদের আনুগত্য করা হারাম। কিন্তু অন্য বিষয়গুলোতে সৎভাবে তাদের আনুগত্য করা ওয়াজিব। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: « تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ » "শাসকের কথা শোনবে ও মান্য করবে- যদিও সে তোমার পৃষ্ঠে প্রহার করে এবং তোমার সম্পদ নিয়ে নেয়। তার কথা শুনবে ও মানবে।"(মুসলিম)

৪৬ আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে আল্লাহর হেকমত সম্পর্কে প্রশ্ন করা কি জায়েয? হ্যাঁ, তবে শর্ত হচ্ছে, হিকমত জানা না জানা এবং তাতে সন্তুষ্ট হওয়া না হওয়ার উপর যেন ঈমান-আমল নির্ভর না করে। (অর্থাৎ- এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ্ কেন আদেশ করলেন কেন নিষেধ করলেন? তার কারণ বা হেকমত জানলে এবং তা মনঃপুত হলে ঈমান আনব এবং আমল করব, আর সে হেকমত পছন্দ না হলে বা তাতে সন্তুষ্ট না হলে ঈমানও আনব না এবং আমলও করব না।) বরং সে হিকমত সম্পর্কে জানা যেন মু'মিনের সত্যের উপর ঈমানকে আরো মজবুত করে। কিন্তু পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন এবং বিনা প্রশ্ন ও বাক্য ব্যয়ে মেনে নেয়াটা মু'মিনের পরিপূর্ণ দাসত্ব এবং আল্লাহ ও তাঁর হিকমতের প্রতি ঈমানের প্রমাণ বহণ করে। যেমন ছিলেন ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)।

৪৭ সূরা নিসার ৭৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন: ﴿ مَّآ أَصَابَكَ مِنۡ حَسَنَةٖ فَمِنَ ٱللَّهِۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٖ فَمِن نَّفۡسِكَ ﴾ **এই আয়াতের ব্যাখ্যা কি?** আয়াতের অর্থঃ "আপনার যে কল্যাণ হয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে।" এখানে কল্যাণ বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, নেয়া'মত। আর অকল্যাণ বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিপদাপদ। এসব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। কল্যাণ ও নেয়া'মত আল্লাহর দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে, কেননা তিনিই তা দ্বারা বান্দাদেরকে অনুগ্রহ করে থাকেন। আর অকল্যাণ বা বিপদাপদ তিনি বিশেষ হেকমতে সৃষ্টি করেছেন। ঐ হিকমতের দিক থেকে বিষয়টি তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভূক্ত। কেননা তিনি কখনো অকল্যাণ করেন না। তিনি সব সময় কল্যাণ করেন। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "(হে আল্লাহ!) সকল কল্যাণ তোমার দু'হাতে, আর অকল্যাণ তোমার দিকে নয়।" (মুসলিম) বান্দার কর্ম সমূহও আল্লাহর সৃষ্টি। কিন্তু কর্মটি সম্পাদন করার সময় উহা মানুষেরই কাজ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা মানুষ নিজ ইচ্ছাতেই তা সম্পাদন করে থাকে। আল্লাহ্ বলেন:

﴿ فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۝٥ وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ۝٦ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ ۝٧ وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغۡنَىٰ ۝٨ وَكَذَّبَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ۝٩ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ ﴾

"অতঃপর যে দান করে ও আল্লাহ্ভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্য সহজ পথ দান করবো। আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যে মনে করে, আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করবো।" (সূরা লায়লঃ ৫-১০)

৪৮ 'অমুক ব্যক্তি শহীদ' এরূপ কথা বলা জায়েয কি? সুনির্দিষ্টভাবে কোন মানুষকে 'শহীদ' বলা মানেই তাকে জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রদান করা। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা মতে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে কোন মুসলিম সম্পর্কে বলি না যে, সে জান্নাতী অথবা জাহান্নামী। তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদের ব্যাপারে জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন, তাদের ব্যাপারে হাদীছ অনুযায়ী আমরা তাদেরকে জান্নাতী অথবা জাহান্নামী বলবো। কেননা এ বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা গোপন। মানুষ কি অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে আমরা সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখি না। মানুষের শেষ আমল তার পরিণাম নির্ধারণ করে। নিয়ত ও অন্তরের খবর আল্লাহ্ ছাড়া কারো কাছে নেই। কিন্তু সৎ ব্যক্তি হলে আমরা তার জন্য ছওয়াবের আশা করি। আর অসৎ লোক হলে তার শাস্তির আশংকা করি।

৪৯ সুনির্দিষ্টভাবে কোন মুসলিমকে কাফের বলা জায়েয কি? সুনির্দিষ্টভাবে কোন মুসলিমকে কাফের বা মুশরিক বা মুনাফেক বলা জায়েয নয়- যদি তার নিকট থেকে এমন কিছু না দেখা যায়, যাতে প্রমাণ হয় যে, সে ঐ হুকুমের যোগ্য এবং কাফের বলতে বাধা প্রদানকারী বিষয় তার থেকে দূর না হবে। তার আভ্যন্তরিন বিষয় আমরা আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেব।

৫০ কা'বা ছাড়া অন্য কোথায় তওয়াফ করা জায়েয আছে কি? কা'বা শরীফ ছাড়া পৃথিবীর বুকে এমন কোন স্থান নেই যার তওয়াফ করা জায়েয আছে। কোন স্থানকে কা'বার সমকক্ষ মনে করাও জায়েয নেই- ঐ স্থানের মর্যাদা যতই হোক না কেন। কোন মানুষ যদি কা'বা ব্যতীত অন্য স্থানকে সম্মান করে তওয়াফ করে, তবে সে আল্লাহর নাফরমানী করবে।

অন্তরের আমলঃ

আল্লাহ্ তা'আলা অন্তকরণ (Heart) সৃষ্টি করে তাকে বাদশা বানিয়েছেন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে করেছেন তার সৈনিক। বাদশা সৎ হলে সৈনিকরাও সৎ হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, « وإنَّ فِيْ الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ: ألاَ وَ هِيَ الْقَلْبُ» " নিশ্চয় মানুষের শরীরে একটি মাংসপিন্ড রয়েছে, উহা সংশোধন হলে সমস্ত শরীর সংশোধন হবে, উহা বিনষ্ট হলে সারা শরীর বিনষ্ট হবে। আর উহা হলো কলব বা অন্তকরণ।" (বুখারী ও মুসলিম) অন্তরই হচ্ছে ঈমান ও তাক্বওয়া অথবা কুফরী, মুনাফেকী ও শির্কের স্থান। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, « التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ » "তাক্বওয়ার স্থান এখানে, একথা বলে তিনি নিজ সিনার দিকে তিনবার ইঙ্গিত করলেন।" (মুসলিম)

* **ঈমানঃ** বিশ্বাস, কথা ও কাজের নাম ঈমান। অন্তরের বিশ্বাস, মুখে উচ্চারণ এবং অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মাধ্যমে ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে। অন্তর বিশ্বাস করবে ও সত্যায়ন করবে, ফলে মুখ তার সাক্ষ্য দিবে। অতঃপর অন্তরের মধ্যে আমল শুরু হবে- ভালবাসা, ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খা অন্তরে স্থান লাভ করবে। এরপর অন্তরের এই আমল প্রকাশ করার জন্য যিকির, কুরআন পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে মুখ নড়ে উঠবে। আর রুকূ'-সিজদা ও আল্লাহর নৈকট্যদানকারী নেক কর্মের মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আন্দোলন তৈরী হবে। বস্তুতঃ শরীর হচ্ছে অন্তরের অনুসরণকারী। অতএব অন্তরে কোন জিনিস স্থীরতা লাভ করলেই, যে কোনভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা তার প্রকাশ ঘটবেই।

অন্তরের আমলঃ অন্তরের আমল বলতে উদ্দেশ্য এমন বিষয় যার স্থান শুধু অন্তরেই হয় এবং অন্তরের সাথেই তা ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। তম্মধ্যে সবচেয়ে বড় আমল হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান, যার উৎপত্তি অন্তরেই হয়ে থাকে। অন্তরের আরো আমল হচ্ছে, মান্য ও স্বীকৃতির মাধ্যমে সত্যায়ন করা। এ ছাড়া পালনকর্তা সম্পর্কে বান্দার অন্তরে যা স্থান লাভ করে যেমনঃ ভালবাসা, ভয়-ভীতি, আশা-আকাঙ্খা, তাওবা, ভরসা, ধৈর্য্য, দৃঢ়তা, বিনয় ইত্যাদি।

আন্তরের আমলের বিপরীত আমলঃ অন্তরের প্রতিটি নেক আমলের বিপরীতে অন্তরের রোগও রয়েছে। যেমন একনিষ্ঠতার বিপরীত হচ্ছে রিয়া, দৃঢ়-বিশ্বাসের বিপরীত হচ্ছে সন্দেহ, ভালবাসার বিপরীত হচ্ছে ঘৃণা.. ইত্যাদি। আমরা যদি অন্তরকে সংশোধন করতে উদাসীন থাকি, তবে অন্তরের মধ্যে পাপরাশি পঞ্জিভূত হয়ে তাকে ধ্বংস করে দিবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "বান্দা যখন একটি পাপকর্ম করে, তখন অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে যায়। সে যদি ফিরে আসে, তাওবা করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তা পরিস্কার উজ্জল হয়ে যায়। কিন্তু তাওবা না করে পূনরায় যদি পাপকর্মে লিপ্ত হয় দাগটিও বৃদ্ধি পায়, এভাবে যতবার পাপে লিপ্ত হবে দাগও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এভাবে অন্তর কাল দাগে প্রভাবিত হয়ে সেখানে মরিচা পড়ে যায়। এই মরিচার কথাই আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴾ "কখনো নয়, তাদের কর্মের কারণে তাদের অন্তরে (পাপের) মরিচা পড়ে গেছে।" (সূরা মুতাফ্ফিফীনঃ ১৪) (তিরমিযী) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, "চাটাইয়ের কাঠিগুলো যেমন একটি একটি করে সাজানো হয়, তেমনি অন্তরের মধ্যে একটি একটি করে ফেৎনা পতিত হয়। যে অন্তর উহা গ্রহণ করবে তার মধ্যে একটি কাল দাগ পড়ে যাবে। আর যে অন্তর তাকে প্রত্যাখ্যান করবে তার মধ্যে একটি শুভ্র দাগ পড়বে। এভাবে অন্তরগুলো দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি সাদা পাথরের মত শুভ্র। তাকে কোন ফিৎনাই ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে না- যতদিন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর একটি অন্তর ছাইয়ের মত কাল যেমন কোন পানির পাত্রকে উপুড় করে রাখা হয় (সে পাত্র যেমন পানি ধরে রাখে না, তেমনি উক্ত অন্তর) কোন ভাল কাজ চেনে না কোন অন্যায়কে অন্যায় মনে করে না। শুধু সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে।" (সহীহ্ মুসলিম)

অন্তরের আমল সম্পর্কে জ্ঞান লাভঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের চেয়ে অন্তরের আমল ও ইবাদত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা বান্দার সবচেয়ে বড় ফরয ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেননা অন্তরের আমল হচ্ছে মূল বা শেকড় স্বরূপ আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল হচ্ছে তার সৌন্দর্য, পূর্ণতা ও শাখা-প্রশাখা এবং ফল স্বরূপ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى

صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের শারিরীক অবয়ব ও সম্পদের দিকে তাকাবেন না, বস্তুতঃ তিনি তাকাবেন তোমাদের অন্তকরণ ও কর্মের দিকে।" (মুসলিম) অতএব অন্তকরণ হচ্ছে জ্ঞান, চিন্তা ও গবেষণার স্থান। এ জন্যে আল্লাহর নিকট মানুষের মর্যাদা অন্তরের ঈমান, দৃঢ়তা, একনিষ্ঠতা প্রভৃতির ভিত্তিতে হয়ে থাকে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, "আল্লাহ্র কসম আবু বকর (রাঃ) অধিক সালাত-সিয়ামের মাধ্যমে তাদের (সাহাবীদের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ মর্যাদাবান হননি; কিন্তু তাঁর অন্তরে ঈমানের স্থীতির মাধ্যমেই তিনি তাঁদের মধ্যে অগ্রণী হয়েছেন।"

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনায় অন্তরের আমল কয়েক কারণে অধিক মর্যাদা সম্পন্নঃ (১) অন্তরের ইবাদতের ত্রুটি কখনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা শারীরীক ইবাদতকে নষ্ট করে দেয়। যেমন ইবাদতে রিয়া। **(২)** অন্তরের আমলই মূল। কেননা অন্তরের ইচ্ছা ব্যতীত কোন কথা বা কাজ হয়ে গেলে তাতে কোন দোষ নেই। **(৩)** অন্তরের আমলই জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের মাধ্যম। যেমনঃ যুহ্দ বা দুনিয়া বিমূখতা। **(৪)** অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের তুলনায় অন্তরের আমলই অধিক কঠিন ও কষ্টকর। মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির (রহঃ) বলেন, "আমার নফসকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত কষ্ট করিয়েছি; অতঃপর তা আমার জন্যে সংশোধন হয়েছে।" (হিল্ইয়াতুল আউলিয়া ১/৪৫৮) **(৫)** অন্তরের আমলের প্রভাব সর্বাধিক সুন্দর। যেমন আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসা। **(৬)** অন্তরের আমলের প্রতিদানও বেশী। আবু দারদা (রাঃ) বলেন, "এক ঘন্টা চিন্তা করা সারারাত নফল ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।" **(৭)** অন্তরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পরিচালনাকারী। **(৮)** অন্তরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের ছওয়াবকে বৃদ্ধি করে অথবা হ্রাস করে অথবা তাকে বিনাশ করে দেয়। যেমন বিনয়ের সাথে নামায আদায় করা। **(৯)** শারীরীক ইবাদতে অক্ষম হলে তার বিনিময় অন্তরের মাধ্যমে লাভ করা যায়। যেমন সম্পদ না থাকার পরও অন্তরে দানের নিয়ত থাকলে তার ছওয়াব পাওয়া যায়। **(১০)** অন্তরের ইবাদতে সীমাহীন প্রতিদান দেয়া হয়। যেমনঃ সবর বা ধৈর্য্য। **(১১)** শরীরীক আমল বন্ধ হয়ে গেলে বা আমল করতে অপারগ হলেও অন্তরের আমলের ছওয়াব জারী থাকে। **(১২)** শারীরীক আমল শুরুর পূর্বে যেমন অন্তরের উপস্থিতি দরকার অনুরূপ আমল চলা অবস্থাতেও দরকার।

শারীরীক আমল শুরুর পূর্বে অন্তরে কয়েক ধরণের অবস্থা সৃষ্টি হয়ঃ (১) অন্তরে হঠাৎ কোন বিষয় উদয় হওয়া **(২)** অন্তরে তা স্থান লাভ করা **(৩)** তা নিয়ে অন্তরে চিন্তা সৃষ্টি হওয়া, করবে কি করবে না এরূপ দুটানায় ভুগবে। **(৪)** সংকল্প করা অর্থাৎ তাতে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছাকে প্রাধ্যান্য দেয়া। **(৫)** দৃঢ় সংকল্প করা। অর্থাৎ কাজটির ব্যাপারে অপরিহার্য ও পাকাপোক্ত সিদ্ধান্ত নেয়া। প্রথম তিনটি অবস্থায় ভাল কাজের ক্ষেত্রেও কোন ছওয়াব পাওয়া যাবে না এবং অন্যায় কাজের ক্ষেত্রেও কোন গুনাহ্ হবে না। চতুর্থ অবস্থায় সংকল্প করলে ভাল কাজের ক্ষেত্রে একটি নেকী আমল নামায় লিখা হবে, কিন্তু মন্দ কাজের ক্ষেত্রে কোন গুনাহ লিখা হবে না। কিন্তু সংকল্পকে যদি পঞ্চম অবস্থায় উন্নীত করে অপরিহার্য ও দৃঢ়তায় পরিণত করা হয়, তবে ভাল কাজের ক্ষেত্রে যেমন ছওয়াব লিখা হবে, অনুরূপ মন্দ কাজের ক্ষেত্রেও গুনাহ লিখা হবে- যদিও সে তা কর্মে বাস্তবায়ন না করে। কেননা কোন কাজ বাস্তবায়ন করার সুযোগ ও ক্ষমতা থাকাবস্থায় তাতে দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করা কাজটি বাস্তবায়ন করারই নামান্তর। মহাপবিত্র আল্লাহ্ বলেন,

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَٰحِشَةُ فِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ "নিশ্চয় যারা ঈমানদারদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়াতে ভালবাসে তাদের জন্যে আছে দুনিয়া ও আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ "দু'জন মুসলমান লড়াই করার জন্যে যদি তরবারী নিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়, তবে হত্যাকারী ও নিহত উভয়ে জাহান্নামে যাবে। আবু বাকরা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ লোক তো হত্যাকারী (হিসেবে জাহান্নামে যাবে), কিন্তু নিহত ব্যক্তির অপরাধ কি? (কেন সে জাহান্নামে যাবে?) তিনি বললেন, কেননা সেও তো প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে আগ্রহী ছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)

অন্যায় কাজে দৃঢ় সংকল্প করার পর যদি তা পরিত্যাগ করে, তবে তা চার ভাগে বিভক্তঃ (১) আল্লাহ্র ভয়ে পরিত্যাগ করবে। এ ক্ষেত্রে সে ছওয়াবের অধিকারী হবে। **(২)** মানুষের ভয়ে

পরিত্যাগ করবে। এতে সে গুনাহ্‌গার হবে। কেননা পাপাচার ছেড়ে দেয়াটাই ইবাদত; অতএব আল্লাহর ভয়েই তা ছেড়ে দেয়া আবশ্যক। **(৩)** অপারগতার কারণে পরিত্যাগ করবে; কিন্তু এ জন্যে অন্য কোন উপায় খুঁজবে না। এতেও সে দৃঢ় নিয়ত করার কারণে গুনাহ্‌গার হবে। **(৪)** সবধরণের উপায়-উপকরণের আশ্রয় নিয়েও যখন তার উদ্দেশ্য হাসিল হবে না, তখন অনুন্যপায় অবস্থায় ব্যর্থ হয়ে তা পরিত্যাগ করবে। এ অবস্থায় উক্ত কর্ম বাস্তবায়নকারীর ন্যায় সে গুনাহ্‌গার হবে। কেননা দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করার সাথে সাথে যখন সে সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তখন সে উক্ত কাজে লিপ্ত ব্যক্তির বরাবর অবস্থায় পৌঁছে গেছে। যেমনটি পূর্বের হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে। যখনই কোন অন্যায় কাজ করার সংকল্প করবে (লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিবে) তখনই সে শাস্তির সম্মুখিন হবে। চাই অন্যায়ে তাৎক্ষণিক লিপ্ত হোক বা দেরী করে লিপ্ত হোক। যেমন কোন ব্যক্তি হারাম কাজে একবার লিপ্ত হওয়ার পর সংকল্প করল যে, যখনই সুযোগ পাবে তখনই তাতে লিপ্ত হবে, তবে সে নিয়তের কারণে উক্ত কাজে সর্বক্ষণ লিপ্ত বলে গণ্য হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে- যদিও সে উক্ত অন্যায়ে আর লিপ্ত না হয়।

অন্তরের কতিপয় আমলের বিবরণঃ

✸ **নিয়তঃ** এটি আরবী শব্দ। তার অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা ও সংকল্প। নিয়ত না থাকলে কোন ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى "প্রতিটি আমল গ্রহণযোগ্য না অগ্রহণযোগ্য তা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উহাই রয়েছে যার সে নিয়ত করে।" আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক (রহঃ) বলেন, "অনেক সময় ছোট আমলে নিয়তের কারণে ছওয়াব বেশী হয়। আর বড় আমলে নিয়তের কারণে ছওয়াব অল্প হয়।" ফুযায়ল বিন ইয়ায (রহঃ) বলেন, "আল্লাহ্ তো তোমার নিয়ত ও ইচ্ছাটাই দেখতে চান। আমলটি যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়, তবে তাকে বলা হয় ইখলাস। অর্থাৎ আমলটি শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যেই হবে, তাতে কারো কোন অংশ থাকবে না। আর আমল যদি গাইরুল্লাহর জন্য হয়, তবে তাকে বলা হয় রিয়া বা মুনাফেকী অথবা অন্য কিছু।"

উপকারীতাঃ জ্ঞানী লোক ছাড়া সমস্ত মানুষই ধ্বংসপ্রাপ্ত। জ্ঞানীরা সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত তাদের মধ্যে আমলকারীরা ব্যতীত। আমলকারীরা সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত- তাদের মধ্যে একনিষ্ঠ লোকেরা ব্যতীত। অতএব যে বান্দা আল্লাহর আনুগত্য করতে চায় তার সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে নিয়ত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। অতঃপর আমলের মাধ্যমে নিয়তকে বিশুদ্ধ করা। সেই সাথে সততা ও ইখলাসের হাকীকত সঠিকভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করা। সুতরাং নিয়ত ছাড়া নেক আমল ক্লান্তি বা পন্ডশ্রম। আর ইখলাস ছাড়া নিয়ত হচ্ছে রিয়া। আর ঈমানের বাস্তবায়ন ছাড়া ইখলাস মূল্যহীন।

আমল সমূহ তিনভাগে বিভক্তঃ (১) পাপকর্ম। পাপকর্মে সৎ নিয়ত করলে তা ভালকাজে রূপান্তরিত হবে না। বরং তাতে নাপাক উদ্দেশ্য থাকলে তার পাপ আরো বৃদ্ধি পাবে। (২) স্বাভাবিক বৈধ কাজ-কর্ম। প্রতিটি কাজে মানুষের কোন না কোন নিয়ত বা উদ্দেশ্য থাকে, নেক নিয়তের মাধ্যমে সাধারণ কর্ম নেক কাজে রূপান্তরিত হতে পারে। (৩) আনুগত্যশীল নেক্ কাজ। এধরণের কাজ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে এবং প্রতিদান বৃদ্ধির জন্যে নিয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট।[১] নেক কাজ করে

---

১. রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি সৎ কর্মের সংকল্প করে, অতঃপর তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম না হয়, তবে আল্লাহ্ তা পূর্ণ একটি সৎকর্ম হিসেবে লিখে নেন। আর ইচ্ছা করার পর যদি তা বাস্তবায়ন করে, তবে আল্লাহ্ সে পূণ্যটিকে দশ থেকে সাতশত থেকে আরো অনেক গুণে বৃদ্ধি করে লিখে নেন। আর যে ব্যক্তি অসৎকর্ম করার সংকল্প করার পর তা বাস্তবায়ন না করে, তবে আল্লাহ্ তা একটি পূর্ণ সৎকর্ম হিসেবে লিখে নেন। আর ইচ্ছা করার পর যদি উহা বাস্তবায়ন করে, তবে আল্লাহ্ তা একটি মাত্র পাপ কাজ হিসেবে লিখে থাকেন।" (বুখারী ও মুসলিম) নবী ﷺ আরো বলেন, এ উম্মতের উদাহরণ চার ব্যক্তির ন্যায়ঃ- **(১)** এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ সম্পদ ও জ্ঞান দান করেছেন। স্বীয় সম্পদে সে ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে থাকে এবং হক পথে ব্যয় করে। **(২)** অপর এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ জ্ঞান দান করেছেন কিন্তু কোন সম্পদ দেননি সে বলে, ঐ ব্যক্তির মত যদি আমার সম্পদ থাকত তবে তার মত আমিও তা ব্যবহার করতাম। রাসুল্লাহ্ ﷺ বলেন, উভয় ব্যক্তি প্রতিদানের ক্ষেত্রে বরাবর। **(৩)** তৃতীয় ব্যক্তিকে আল্লাহ্ সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু কোন জ্ঞান দান করেননি, ফলে সে তার সম্পদে মূর্খতা সূলভ আচরণ করে নাহক পথে তা ব্যয় করে। **(৪)** চতুর্থ ব্যক্তি, আল্লাহ্ তাকে না দিয়েছেন ধন-সম্পদ না জ্ঞান। সে বলে, এ ব্যক্তির ন্যায় যদি আমার (সম্পদ) থাকত তবে এমনভাবে তা ব্যয় করতাম যেমন সে করছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, উভয় ব্যক্তি পাপের ক্ষেত্রে এক সমান। (তিরমিযী) এ হাদীছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি তাদের সাধ্যানুযায়ী কথা বলেছে অর্থাৎ অন্তরের আকাঙ্খার কথা প্রকাশ করেছে। বলেছেঃ "আমার নিকট যদি ঐ ব্যক্তির মত সম্পদ থাকত, তবে তার মতই

যদি রিয়া বা লোক দেখানো উদ্দেশ্য হয়, তবে তা গুনাহের কাজ তথা ছোট শির্কে পরিণত হয়ে যাবে, কখনো বড় শির্কেও পরিণত হতে পারে। এর তিনটি অবস্থা আছেঃ (১) ইবাদতের আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষকে দেখানো। তখন ইবাদতটি শির্কে পরিণত হওয়ার কারণে বাতিল বলে গণ্য হবে। (২) আমলটি আল্লাহর উদ্দেশ্যেই শুরু করবে, কিন্তু পরে তাতে রিয়া অনুভব করবে। এ অবস্থায় ইবাদতের শেষাংশ যদি প্রথমাংশের উপর নির্ভরশীল না হয়, তবে প্রথমাংশ বিশুদ্ধ হবে। যেমন একশত টাকা দান করল ইখলাসের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আর একশত টাকা দান করল রিয়া বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। প্রথম দানটি এখানে কবূল হবে, কিন্তু দ্বিতীয় দানটি বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ইবাদতের শেষাংশ যদি প্রথমাংশের উপর নির্ভরশীল হয়, যেমন নামায। তবে তার দু'টি অবস্থাঃ (ক) ইবাদতকারী রিয়াকে প্রতিহত করবে এবং রিয়ার উপর স্থীর থাকবে না। এ অবস্থায় রিয়া ইবাদতে কোন প্রভাব ফেলবে না বা সে গুনাহগার হবে না। (খ) ইবাদতকারী রিয়ার উপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং তা প্রতিহত করার চেষ্টা করবে না। এ অবস্থায় পূর্ণ ইবাদতটিই বাতিল হয়ে যাবে এবং রিয়া বা ছোট শির্ক করার অপরাধে সে গুনাহগার হবে। (৩) আমল শেষ করার পর রিয়া অনুভব হবে। এটা শয়তানের ওয়াসওয়াসা। এতে আমলের কোন ক্ষতি হবে না এবং আমলকারীরও কোন গুনাহ হবে না। কিন্তু অন্য কোন কারণে ইবাদতটি বাতিল হয়ে যেতে পারে। যেমন আমল করার পর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও গর্ব প্রকাশ করার জন্য ঐ বিষয়ে গল্প করে বা দান করার পর খোঁটা দেয়, তবে আমলটি বাতিল হয়ে যাবে। এছাড়া রিয়ার আরো অনেক গোপন বিষয় আছে, তা জানা ওয়াজিব এবং তা থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

নেক কাজ করে যদি দুনিয়া উপার্জন উদ্দেশ্য হয়, তবে তার প্রতিদান অথবা গুনাহ নিয়ত অনুযায়ী হবে। এর তিনটি অবস্থাঃ (১) নেক আমলের আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে শুধুমাত্র দুনিয়া উপার্জন করা, যেমন শুধুমাত্র বেতন পাওয়ার উদ্দেশ্যেই নামাযে ইমামতি করা। এ অবস্থায় সে পাপী ও গুনাহগার হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لا يَتَعَلَّمُهُ إلا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي رِيحَهَا "মহামহিম আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে ইলম অর্জন করতে হয়, তা যদি কোন মানুষ শুধুমাত্র দুনিয়ার সম্পদ উপার্জনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা করে, তবে সে কিয়ামত দিবসে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।" (আবু দাউদ) (২)আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে আমল করা। এ ধরণের ব্যক্তির ঈমান ও ইখলাস অপূর্ণ। যেমন ব্যবসা এবং হাজ্জ করার উদ্দেশ্যে হাজ্জে যাওয়া। তার যতটুকু ইখলাস ও ঈমান থাকবে সে ততটুকু ছওয়াব পাবে। (৩) শুধুমাত্র এক আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই নেক আমল করবে কিন্তু যথাযথভাবে কর্ম সম্পাদনের নিমিত্তে শ্রমের মূল্য হিসেবে কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে নেক কর্মটিতে পূর্ণ ছওয়াব পাবে। পারিশ্রমিক নেয়ার ফলে ছওয়াব হ্রাস হবে না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ "তোমরা যে বিষয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ কর, তম্মধ্যে সর্বাধিক উপযুক্ত হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।" (বুখারী)

জেনে রাখুন, একনিষ্ঠভাবে নেক আমলকারীরা তিন স্তরে বিভক্তঃ (১) নিম্নস্তরঃ শুধুমাত্র ছওয়াব কামাই এবং শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যে আমল করবে। (২) মধ্যবর্তী স্তরঃ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যে এবং তাঁর নির্দেশ পালনার্থে আমল করবে। (৩) উচ্চস্তরঃ পবিত্র আল্লাহর প্রতি[১] পূর্ণ ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং ভয় রেখে তাঁর ইবাদত করবে। এটা হচ্ছে সিদ্দীকদের স্তর।

আমি তা ব্যবহার করতাম।" এ জন্যে প্রত্যেককে তার কামনা অনুযায়ী ছওয়াব বা গুনাহ দেয়া হয়েছে। হাফেয ইবনে রজব (রহঃ) বলেন, হাদীছের বাক্যঃ "প্রতিদানের ক্ষেত্রে উভয় ব্যক্তি বরাবর।" দ্বারা বুঝা যায়, উভয় ব্যক্তি আমলটির মূল প্রতিদানে বরাবর হবে। কিন্তু অতিরিক্ত প্রতিদানে বরাবর হবে না। অর্থাৎ নেক কর্ম বাস্তবে রূপদানকারী মূল ছওয়াবসহ তাতে দশ থেকে সাতশত থেকে আরো বহুগুণ ছওয়াব লাভ করবে। কিন্তু শুধুমাত্র ইচ্ছাকারী নেক নিয়তের কারণে মূল আমলের ছওয়াব পেলেও বাস্তবায়ন করতে না পারার কারণে অতিরিক্ত (দশ থেকে সাতশত থেকে আরো বহুগুণ) ছওয়াব পাবে না। কেননা সবদিক থেকেই যদি উভয় ব্যক্তি বরাবর ছওয়াবের অধিকারী বলা হয়. তবে তা হাদীছের সম্পূর্ণ খেলাফ কথা হবে।

[১] মহা পবিত্র আল্লাহ্ মূসা (আঃ) সম্পর্কে বলেন, ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ "হে আমার পালনকর্তা! আমি তাড়াতাড়ি আপনার দরবারে এসে গেলাম, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন।" (সূরা ত্বাহাঃ ৮৪) মূসা (আঃ) শুধু আল্লাহর নির্দেশ পালনই নয়; বরং আগ্রহভরে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভের জন্যে আগেভাগে এসে গেলেন, যাতে আল্লাহ্ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। অনুরূপ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। এক্ষেত্রে নিম্ন স্তর হচ্ছেঃ

✸ **তাওবাঃ** সর্বদা তাওবা করা ওয়াজিব্। গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া মানুষের স্বভাব। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» "আদম সন্তান সবাই অপরাধ করে। অপরাধীদের মধ্যে উত্তম তারাই যারা তাওবা করে।" (তিরমিযী) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ» "তোমরা যদি গুনাহ না কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদের সরিয়ে দিবেন এবং সে স্থলে এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যারা গুনাহ করবে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, তখন তিনিও তাদের ক্ষমা করে দিবেন।" (মুসলিম) তাওবা করতে দেরী করা এবং গুনাহের কাজে অটল থাকা মস্তবড় অন্যায়। শয়তান সাত ধরণের বাধা-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের উপর বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করে। একটি বাধায় অপারগ হলে তার পরেরটি দ্বারা চেষ্টা চালায়। সেগুলো হচ্ছেঃ (১) সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে: শির্ক ও কুফরী। (২) এতে সফল না হলে, বিদআত তথা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর ছাহাবীদের অনুসরণের ক্ষেত্রে নতুন নীতি সৃষ্টি করার মাধ্যমে। (৩) এতেও যদি সফল না হয়, তখন কাবীরা গুনাহে লিপ্ত করার চেষ্টা করে। (৪) এক্ষেত্রে সামর্থ না হলে ছাগীরা গুনাহে লিপ্ত করে। (৫) এতেও সফল না হলে, দুনিয়াবী বৈধ কাজ বেশী পরিমাণে করায়। (৬) এখানেও অপারগ হলে, অধিক ফযীলত ও বেশী নেকী আছে এমন কাজের তুলনায় কম নেকীর কাজের দ্বারা। (৭) এতেও সফল না হলে পথভ্রষ্ট করার জন্য জিন ও মানুষরূপী শয়তানকে তার বিরুদ্ধে নিয়োগ করে দেয়।

গুনাহের কাজ দু'ভাগে বিভক্তঃ (১) কাবীরা (বড়) গুনাহ্। যে সমস্ত কাজে দুনিয়াতে দন্ড-বিধি নির্ধারণ করা আছে অথবা আখেরাতে শাস্তির ধমক দেয়া হয়েছে অথবা আল্লাহর গযব বা লা'নত বা ঈমান থাকবে না এমন কথা বলা হয়েছে তাকে কাবীরা গুনাহ বলে। (২) সাগীরা (ছোট) গুনাহ। উহা হচ্ছে কাবীরার নিম্ন পর্যায়ের পাপ। বিভিন্ন কারণে সাগীরা গুনাহ কাবীরা গুনাহে পরিণত হতে পারে। যেমন: ছোট গুনাহের কাজে অটল থাকা, অথবা তা বারবার করা, বা তা তুচ্ছ মনে করা বা গুনাহের কাজে লিপ্ত হতে পেরে গর্ব করা অথবা গুনাহের কাজ প্রকাশ্যে করা।

সব ধরণের পাপ থেকেই তাওবা করা বিশুদ্ধ। পশ্চিমাকাশে সূর্য উদিত হওয়া অথবা মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুর গরগরা আসার পূর্ব পর্যন্ত তওবার দরজা উন্মুক্ত। তাওবাকারী যদি নিজ তাওবায় সত্যবাদী হয়, তবে তার পাপরাশীকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করা হবে- যদিও তা আকাশের মেঘমালার সংখ্যা বরাবর অধিক হয়।

তওবা কবূল হওয়ার শর্তাবলীঃ (১) সংশ্লিষ্ট গুনাহের কাজটিকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা, (২) কৃত অপরাধের কারণে লজ্জিত হওয়া, (৩) ভবিষ্যতে পুনরায় উক্ত অপরাধে লিপ্ত হবে না এ কথার উপর দৃঢ় অঙ্গীকার করা। অন্যায় কাজটি যদি মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট হয়, তবে উক্ত অধিকার তাদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া।

তাওবার ক্ষেত্রে মানুষ চার স্তরে বিভক্তঃ (১) জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাওবার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যে সমস্ত ছোট-খাট মানবীয় ভূল-ভ্রান্তি থেকে কেউ মুক্ত নয় তাছাড়া পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার কল্পনা কখনো তার অন্তরে সৃষ্টিই হবে না। এটাকেই বলা হয় তাওবায় দৃঢ় থাকা। এধরণের তাওবাকারী কল্যাণে অগ্রগামী। তার তাওবাকে বলা হয় তাওবায়ে নাসূহা বা একনিষ্ঠ দৃঢ় তাওবা। আর তার আত্মা হচ্ছে প্রশান্তিময় আত্মা। (২) তাওবা করার পর মৌলিক

শুধুমাত্র অবাধ্যতার শাস্তির ভয়ে এবং সদাচরণের ছওয়াব পাওয়ার আশায় তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। মধ্যবর্তী স্তর হচ্ছেঃ আল্লাহর আদেশ পালনার্থে এবং তারা শিশুবস্থায় তোমাকে লালন-পালন করেছেন তার কিছুটা উত্তম প্রতিদান দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। উচ্চস্তর হচ্ছেঃ মহামহিম আল্লাহর নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ ভালবাসা ও সম্মান রেখে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

[1]. বর্ণিত হয়েছে নবী (সাঃ) বলেন, আল্লাহর নিকট ঋণ তিন প্রকার। এক প্রকার ঋণ আল্লাহ্ পরওয়া করবেন না, আরেক প্রকার ঋণ ছাড়বেন না এবং আরেক প্রকার ক্ষমা করবেন না। যে ঋণ কোন কিছুই আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না, তা হচ্ছে শির্ক। ﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُ﴾ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতকে হারাম করে দিবেন এবং তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম।" (সূরা মায়েদাঃ ৭২) আল্লাহ যে ঋণকে কিছু পরওয়া করবেন না তা হচ্ছে, বান্দার পাপাচার- আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে যাতে সে লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহ্ চাইলে তা ক্ষমা করে দিবেন। আর যে ঋণ আল্লাহ্ কিছুই ছাড়বেন না তা হচ্ছে, বান্দাদের পরস্পরের উপর যুলুম। এর প্রতিশোধ তিনি অবশ্যই নিবেন।" (আহমাদ, হাদীছটি যঈফ)

আমলগুলোতে দৃঢ় থাকবে। কিন্তু পাপাচার থেকে মুক্ত হতে পারবে না। অপরাধে লিপ্ত হওয়ার জন্যে সুদৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে অগ্রসর হবে না; কিন্তু তারপরও ফেৎনা থেকে বাঁচতে পারবে না- লিপ্ত হয়েই যাবে। যখনই এধরণের কিছু ঘটে যাবে অপরাধীর মত নিজেকে লাঞ্চনা দিবে, লজ্জিত হবে এবং অন্যায়ে লিপ্ত হওয়ার যাবতীয় উপকরণ থেকে বেঁচে থাকার জন্যে অঙ্গীকার করবে। একেই বলা হয় নাফ্সে লাওয়ামাহ্ বা তিরস্কারকারী আত্মা। (৩) তাওবা করে কিছুকাল দৃঢ় থাকবে। অতঃপর হঠাৎ কোন গুনাহের কাজে প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে লিপ্ত হয়ে পড়বে। অথচ সে নিয়মিতভাবে নেককাজ করেই চলবে। যাবতীয় অপরাধে জড়াতে মন চাইলেও এবং হাতের নাগালে পেলেও তা পরিত্যাগ করবে। কিন্তু দু/একটি বিষয়ে প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারবে না, ফলে তাতে লিপ্ত হয়ে পড়বে, শেষে লজ্জিত হবে এবং উক্ত অন্যায় অচিরেই ছেড়ে দিয়ে তাওবা করার অঙ্গীকার করবে। একে বলা হয় নাফ্সে মাসঊলা বা জিজ্ঞাসিত আত্মা। এর পরিণাম ভয়াবহ। কেননা সে আজ নয় কাল বলে তাওবা করতে দেরী করছে। হতে পারে সে তাওবার সুযোগ না পেয়েই মৃত্যু বরণ করবে। মানুষের শেষ আমলই তার পরিণাম নির্ধারণ করে। (৪) তাওবা করে কিছু সময় দৃঢ় থাকবে। কিন্তু পুনরায় দ্রুত অন্যায়ে লিপ্ত হবে, অতঃপর অন্যায় করে আফসোসও করবে না এবং তাওবা করার কথা মনেও আনবে না। একেই বলা হয় নাফ্সে আম্মারা বিস্ সূ'ই বা অন্যায়ে উদ্বুদ্ধকারী আত্মা। এর পরিণাম খুবই ভয়ানক। এর শেষ পরিণতি খারাপ হওয়ার আশংকা আছে। অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে তার নসীবে তাওবা নাও জুটতে পারে। ফলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

✸ **সত্যবাদিতাঃ** সত্যবাদিতা হচ্ছে অন্তরের যাবতীয় আমলের মূল। সিদ্ক্ব বা সত্যবাদিতা শব্দটি ছয়টি অর্থে ব্যবহার হয়ঃ (১) কথাবার্তায় সত্যবাদিতা, (২) ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যে সত্যবাদিতা (এটাকে ইখলাস বলা হয়) (৩) দৃঢ় সংকল্পে সত্যবাদিতা (৪) দৃঢ় সংকল্প বাস্তবায়নে সত্যবাদিতা, (৫) কর্মে সত্যবাদিতা। অর্থাৎ ভিতর ও বাহির একই রকম হওয়া। যেমন, বিনয়ের সাথে নামায আদায় করা। (৬) ধর্মের সকল বিষয় বাস্তবায়নে সত্যবাদিতা। এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক সম্মানিত স্তর। যেমন- ভয়-ভীতি, আশা-আকাঙ্খা, শ্রদ্ধা-সম্মান, দুনিয়া বিমুখতা, সন্তুষ্টি, ভরসা, ভালবাসা তথা অন্তরের যাবতীয় আমলে সততার পরিচয় দেয়া। যে ব্যক্তি উল্লেখিত প্রতিটি বিষয়ে সত্যতার গুণে নিজেকে গুণান্বিত করতে পারবে তাকেই বলা হবে 'সিদ্দীক'। কেননা সে সত্যতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا "অবশ্যই তোমরা সত্যনিষ্ঠ হবে, কেননা সত্যতা নেক কাজের পথ দেখায়। আর নেক কাজ জান্নাতের পথ দেখায়। একজন মানুষ যদি সত্যবাদী হতে থাকে এবং সত্যতা অনুসন্ধান করে, তবে সে এক সময় আল্লাহর নিকট 'সিদ্দীক' বা মহাসত্যবাদী রূপে লিখিত হয়ে যায়।" (বুখারী ও মুসলিম) কোন মানুষ যদি সত্য উদ্ঘাটনে সন্দেহে পতিত হয়, অতঃপর প্রবৃত্তির অনুসরণ বাদ দিয়ে আল্লাহর কাছে নিজ সত্যতার পরিচয় দিয়ে তা অনুসন্ধান করে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারে এবং সত্য খুঁজে পায়। কিন্তু তারপরও যদি বিফল হয় তবে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন।

সত্যের বিপরীত হচ্ছে মিথ্যা। সর্বপ্রথম অন্তরে মিথ্যার উদয় হয়, অতঃপর তা ভাষায় প্রকাশ করে এবং শারীরীক কর্মে তার প্রতিফলন ঘটে। ফলে মিথ্যার প্রভাবে তার যবান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল এবং অবস্থা বিনষ্ট হয়। তখন মিথ্যাচার তার বেসাতিতে পরিণত হয়।

✸ **ভালবাসাঃ** আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদেরকে ভালবাসার মাধ্যমে ঈমানের স্বাদ লাভ করা যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حلاوَةَ الإِيْمَانِ أن يكون اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأن يَحبَّ المرأ لا يُحِبُّهُ إلا للّه عَزَّ وَجَل وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَرجِعَ إلى الْكُفْر بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقى فِي النَّارَ "তিনটি বৈশিষ্ট যার মধ্যে আছে সে ঈমানের স্বাদ লাভ করবে। (ক) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তার নিকট সর্বাধিক প্রিয় পাত্র হবে। (খ) কোন মানুষকে ভালবাসলে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালবাসবে। (গ) কুফরী থেকে আল্লাহ্ তাকে মুক্তি দেয়ার পর তাতে পুনরায় ফিরে যাওয়াকে ঘৃণা করবে, যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে সে

ঘৃণা করে।" (বুখারী ও মুসলিম) অন্তরে যদি ভালবাসার বীজ বপন করা হয় এবং ইখলাস ও নবী (সাঃ)এর অনুসরণ দ্বারা তাকে সিক্ত করা হয়, তবে তাতে রঙবেরঙ্গের ফলের সমাহার দেখা যাবে, আল্লাহর হুকুমে তার স্বাদও অত্যন্ত সুমিষ্ট হবে। ভালবাসা চার প্রকারেরঃ (১) আল্লাহকে ভালবাসা। এটাই হচ্ছে ঈমানের মূল। (২) আল্লাহর কারণে কাউকে ভালবাসা এবং তাঁর কারণেই কাউকে ঘৃণা করা। এটা হচ্ছে ওয়াজিব ভালবাসা।[১] (৩) আল্লাহর সাথে অন্যকে ভালবাসা। অর্থাৎ ওয়াজিব ভালবাসায় আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশী করা। যেমন, মুশরিকদের তাদের মা'বুদদেরকে ভালবাসা। এটাই হচ্ছে আসল শির্ক। (৪) স্বভাবগত ভালবাসা। যেমন পিতামাতা, সন্তান, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদিকে ভালবাসা। এটা জায়েয। আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাইলে দুনিয়া বিমুখ হতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ "তুমি দুনিয়া বিমুখ হও, আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসবেন।" (ইবনে মাজাহ)

✸ **তাওয়াক্কুল বা ভরসাঃ** উদ্দেশ্য হাসিল এবং বিপদ দূরীকরণের জন্যে অন্তরকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা এবং তাঁর উপর নির্ভর করা। সেই সাথে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা এবং বৈধ শরীয়ত সম্মত উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা। অন্তরকে আল্লাহর উপর সোপর্দ না করা তাওহীদের মধ্যে বিরাট দোষ। আর উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করা বিবেকের মধ্যে বিরাট ত্রুটি। ভরসার সময় হচ্ছে কোন কাজ শুরু করার পূর্বে। দৃঢ় বিশ্বাসের ফলে ভরসা তৈরী হয়। ভরসা তিন প্রকারঃ (১) ওয়াজিব ভরসা। যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ ব্যতীত কারো কোন ক্ষমতা নাই, তাতে তাঁর উপর ভরসা করা। যেমন, রোগমুক্তি। (২) হারাম ভরসা। এটা দু'প্রকারঃ (ক) বড় শির্ক, উহা হচ্ছে, সার্বিক ভরসা উপায়-উপকরণের উপরই করা এবং উপকরণই কল্যাণ আনয়ন ও অকল্যাণ প্রতিহত করতে পারে এমন বিশ্বাস রাখা।[২] (খ) ছোট শির্ক। যেমন রিযিকের

---

[১] ভালবাসা ও ঘৃণার (বন্ধুত্ব ও শত্রুতার) ক্ষেত্রে মানুষ তিনভাগে বিভক্তঃ (১) একনিষ্ঠভাবে যাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে হবে, কোন প্রকার শত্রুতা পোষণ করা যাবে না, তাঁরা হচ্ছেন খাঁটি ও প্রকৃত মু'মিনগণ। যেমন, নবী-রাসূলগণ এবং সিদ্দীকীন। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন, আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর স্ত্রীগণ, তাঁর কন্যাগণ এবং ছাহাবীগণ। (২) যাদের সাথে কোনভাবেই বন্ধুত্ব রাখা যাবে না; বরং তাদের থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখে দূরে থাকতে হবে এবং তাদের ব্যাপারে অন্তরে শত্রুতা ও ঘৃণা রাখতে হবে। তারা হচ্ছে কাফের সম্প্রদায়। যেমন আহলে কিতাব (ইহুদী-খৃষ্টান), মুশরিক (হিন্দু, অগ্নী পুজক, বৌদ্ধ) ও মুনাফেক সম্প্রদায়। (৩) এক দিক থেকে যাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে হবে আরেক দিক থেকে তাদেরকে ঘৃণা করতে হবে। তারা হচ্ছে পাপী মু'মিন। ঈমানের কারণে তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে হবে। আর পাপ কর্মে জড়ানোর কারণে তাদেরকে ঘৃণা করতে হবে। কাফেরদের থেকে দূরে থাকার পদ্ধতি হচ্ছে: তাদেরকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতে হবে, তাদেরকে প্রথমে সালাম বা অভিভাদন প্রদান করা যাবে না, তাদের জন্য নম্র হওয়া যাবে না, তাদের দেখে পুলকিত ও আশ্চর্য প্রকাশ করা যাবে না এবং তাদের দেশ ত্যাগ করার মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্বের নিয়ম হচ্ছে: সম্ভব হলে মুসলিমদের দেশে হিজরত করে চলে আসা, জান-মাল দিয়ে তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা, তাদের সুখে সুখী হওয়া দুঃখে দুঃখী হওয়া, তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা ইত্যাদি। কাফেরদেরকে ভালবাসা ও তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা দু'ভাগে বিভক্তঃ (ক) যে ভালবাসার কারণে মুরতাদ হয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। যেমন, ধর্মীয় কারণে কাফেরদেরকে ভালবাসা। (খ) হারাম ভালবাসা। কিন্তু সে কারণে ইসলাম থেকে বের হবে না। যেমন দুনিয়াবী বিষয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা। অনেক ক্ষেত্রে কাফেরদের সাথে সুন্দর আচরণ এবং তাদেরকে ঘৃণা ও তাদের থেকে মুক্ত থাকার বিষয় দু'টি এলোমেলো হয়ে যায়। কিন্তু বিষয় দু'টিতে পার্থক্য করা উচিত। অন্তরের মধ্যে ভালবাসা না রেখে তাদের কোন বিষয়ে বাহ্যিক ইনসাফ করা, সুন্দর আচরণ করা, হেদায়াতের আশায় দয়া ও করুণা বশতঃ নরম ভাষায় কথা বলা, মানবিক কারণে দুর্বল কাফেরদের প্রতি অনুগ্রহ করা.. ইত্যাদি জায়েয। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿لَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ﴾ "ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সাদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না।" (সূরা মুমতাহানাঃ ৯) আর অন্তরে তাদেরকে ঘৃণা করা এবং শত্রুতা পোষণ করা অন্য বিষয়। আল্লাহই সে আদেশ দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেনঃ ﴿يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে তারা তা অস্বীকার করেছে।" (সূরা মুমতাহানাঃ ১) অতএব তাদেরকে ভাল না বেসে এবং ঘৃণা করার সাথে সাথে তাদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা সম্ভব। যেমন নবী (সাঃ) মদীনার ইহুদীদের সাথে আচরণ করেছিলেন।

[২] উপায়-উপকরণ অবলম্বন কি ভরসার বিপরীত? এর কয়েকটি দিক আছে। (১) অনুপস্থিত উপকার আনয়ন করা। এটা আবার তিন প্রকারঃ (ক) নিশ্চিত উপায়। যেমন সন্তান পাওয়ার আশায় বিবাহ করা। অতএব এই উপায়কে প্রত্যাখ্যান করে সন্তান পাওয়ার ভরসা করা পাগলামী। এটা কোন ভরসাই নয়। (খ) উপায় কিন্তু তেমন নিশ্চিত নয়। যেমনঃ পাথেয় না নিয়েই মরুভূমিতে সফর করা। এটা কোন ভরসা নয়। কেননা পাথেয় সাথে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরতের সফরে বের হয়ে যেমন পাথেয় সাথে নিয়েছিলেন, অনুরূপ পথ নির্দেশক হিসেবে একজন লোককেও ভাড়া করেছিলেন। (গ) কিছু উপকরণ এমন আছে- ধারণা করা হয় যে, উহা উপকরণ হিসেবে প্রজোয্য হতে পারে; কিন্তু প্রকাশ্যে তার উপর আস্থা রাখা যাবে না। যেমন উপার্জনের জন্যে সবধরণের সুক্ষ ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা। এটা তাওয়াক্কুলের বিপরীত নয়। বরং কামাই-রোজগার না করে বসে থাকাটাই তাওয়াক্কুল বহির্ভূত কাজ। ওমার (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মাটিতে বীজ বপন করে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে সেই প্রকৃত ভরসাকারী।

বিষয়ে কোন মানুষের উপর ভরসা করা। তবে রিযিক একক্ভাবে তার নিকটেই আছে এমন বিশ্বাস করে না। কিন্তু সে যে শুধুমাত্র একটি মাধ্যম হতে পারে তার চাইতে বেশী তার উপর ভরসা রাখার কারণে তা ছোট শির্ক হিসেবে গণ্য হবে। (৩) জায়েয ভরসা। মানুষের সামর্থের মধ্যে কোন কাজের দায়িত্ব তাকে দেয়া। যেমন বেচা-কেনা করা। কিন্তু এক্ষেত্রে এরূপ বলা জায়েয হবে নাঃ এ কাজে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম অতঃপর আপনার উপর; বরং বলবে একাজে আপনাকে দায়িত্ব দিলাম।

✸ **কৃতজ্ঞতাঃ** আল্লাহ তা'আলা বন্দাকে যে নি'য়ামত দিয়েছেন তার প্রভাব অন্তরে মেনে নেয়াকে বলা হয় ঈমান, ভাষার মাধ্যমে তা প্রকাশকে বলা হয় আল্লাহর প্রশংসা, আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল দ্বারা তার প্রভাব প্রকাশ করাকে বলা হয় ইবাদত। মূলতঃ কৃতজ্ঞতাই উদ্দেশ্য; কিন্তু সবর বা ধৈর্য্য অন্য কিছু হাসিলের মাধ্যম। শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় অন্তর, যবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা। আর কৃতজ্ঞতার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নি'য়ামত সমূহ তাঁর আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করা।

✸ **সবর-ধৈর্যঃ** বিপদ মুসীবতে কারো কাছে অভিযোগ পেশ না করে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে পেশ করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّٰبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ "সবরকারীদের বেহিসাব প্রতিদান পূর্ণরূপে প্রদান করা হবে।" (সূরা যুমারঃ ১০) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ "যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করতে চায় আল্লাহ্ তাকে ধৈর্যশালী করে দেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও সুপ্রশস্ত অন্য কোন দান আল্লাহ্ কাউকে প্রদান করেন নি।" (বুখারী ও মুসলিম) ওমার (রাঃ) বলেন, আমি যখনই কোন বিপদে পতিত হয়েছি, বিনিময়ে আল্লাহ্ তাতে আমাকে চার প্রকার নেয়া'মত প্রদান করেছেন। বিপদটি আমার ধর্মীয় বিষয়ে হয়নি, উহা সর্ব বৃহৎ হয়নি, তাতে আমি সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়নি এবং তাতে আমি প্রতিদানের আশা রাখি।

ধৈর্যের স্তর সমূহঃ (১) নিম্নস্তরঃ বিপদাপদকে অপছন্দ করা সত্ত্বেও কোন অভিযোগ না করা **(২) মধ্যবর্তী স্তরঃ** সন্তুষ্টির সাথে অভিযোগ পরিত্যাগ করা **(৩) উচ্চস্তরঃ** বিপদাপদেও আল্লাহর প্রশংসা করা। কেউ যদি নিপিড়ীত হয়ে নিপিড়নকারীর উপর বদদু'আ করে, সে তো নিজেকে সাহায্য করল, নিজের হক আদায় করে নিল, সবরকারী হতে পারল না।

ধৈর্য দু'প্রকারঃ (১) শারীরীক বিপদাপদে ধৈর্য। এ বিষয়ে কোন আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। (২) আত্মীক[১] বিষয়ে ধৈর্য ধারণ। অর্থাৎ স্বাভাবিক আকর্ষণীয় বিষয়ে এবং প্রবৃত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ধৈর্য ধারণ।

দুনিয়াতে মানুষ যা লাভ করে তা দু'টির যে কোন একটিঃ (১) মনে যা চায় তাই লাভ করে। তখন আবশ্যক হচ্ছে শুকরিয়ার মাধ্যমে আল্লাহর হক আদায় করা এবং কোন কিছুই আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যয় না করা। (২) মন যা চায় তার বিপরীত বিষয়ঃ এটা তিনভাগে বিভক্তঃ (ক) আল্লাহর আনুগত্য করার ক্ষেত্রে সবর করা। এ ক্ষেত্রে ওয়াজিব সবর হচ্ছে ফরয কাজ সমূহ বাস্ত

---

(২)উপস্থিত বস্তুর সংরক্ষণ। হালাল খাদ্য সামগ্রী ভবিষ্যতের জন্যে জমিয়ে রাখা তাওয়াক্কুল বিরোধী কাজ নয়। বিশেষ করে তা যদি পরিবার-পরিজনের জন্য হয়। কেননা নবী (সাঃ) বানী নাযীরের খেজুরের বাগান বিক্রয় করে তাঁর পরিবারের জন্যে এক বছরের সমপরিমাণ খাদ্য সামগ্রী জমা করে রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম) (৩) বিপদ আসার পূর্বেই তা প্রতিহত করার ব্যবস্থা করা। বিপদ মোকাবেলার অগ্রীম ব্যবস্থা গ্রহণ পরিত্যাগ করা তাওয়াক্কুলের শর্তের অন্তর্ভূক্ত নয়। যেমন, বর্ম পরিধান, রশি দ্বারা উট বেঁধে রাখা। এসব ক্ষেত্রে উপকরণ সৃষ্টিকারী আল্লাহর উপর ভরসা করবে, উপকরণটির উপর ভরসা করবে না। এর পর কোন কিছু ঘটে গেলে আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। (৪) বিপদ আসার পর তা থেকে উদ্ধার লাভ। এটা তিন প্রকারঃ (ক) উপকরণটি দ্বারা বিপদ থেকে মুক্তি নিশ্চিত। যেমন পানি পিপাসা দূর করার মাধ্যম। এ উপকরণ পরিত্যাগ করা কোন ভরসা নয়। (খ) উপকরণটি দ্বারা বিপদ মুক্তির সম্ভাবনা থাকবে। যেমন ঔষধ রোগ মুক্তির মাধ্যম। রোগ হলে ঔষধ ব্যবহার করা তাওয়াক্কুলের বিরোধী নয়। কেননা নবী (সাঃ) নিজে ঔষধ ব্যবহার করেছেন এবং ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। (গ) উপকরণটি খেয়ালের বশে ব্যবহার করা। যেমন সুস্থ থাকাবস্থায় শরীরে দাগ লাগানো, যাতে করে অসুস্থ না হয়। এরূপ করা পূর্ণ তাওয়াক্কুলের বিরোধী।

[১] এ ধরণের ধৈর্য যদি পেট এবং গোপনাঙ্গের চাহিদা দমনে হয় তবে তাকে বলা হয় পবিত্রতা। যদি যুদ্ধের ক্ষেত্রে হয় তবে বলা হয় বীরত্ব। যদি ক্রোধ দমনের ক্ষেত্রে হয় তবে বলা হয় হিল্ম বা সহনশীলতা। যদি কোন বিষয় গোপন করার ক্ষেত্রে হয় তবে বলা হয় গোপনীয়তা রক্ষা করা। যদি জীবন ধারণের সামগ্রীতে অতিরিক্ত বস্তু পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে হয় তবে বলা হয় যুহ্দ বা দুনিয়া বিমুখতা। যদি দুনিয়ার অল্প বস্তু পেয়ে সন্তুষ্ট থাকার ক্ষেত্রে হয় তবে তাকে বলা হয় কানা'আত বা অল্পে তুষ্টি।

বায়ন করা এবং নফল সবর হচ্ছে সুন্নাত মুস্তাহাব ও নফল কাজ সমূহ আদায় করা। (খ) আল্লাহর অবাধ্য না হওয়ার ক্ষেত্রে সবর করা। এক্ষেত্রে ওয়াজিব হচ্ছে হারাম বিষয় সমূহ পরিত্যাগ করা এবং মুস্তাহাব হচ্ছে মাকরূহ তথা নিন্দনীয় বিষয় সমূহ পরিত্যাগ করা। (গ) আল্লাহর নির্ধারণকৃত বিপদাপদে সবর করা। এক্ষেত্রে ওয়াজিব হচ্ছে অভিযোগ করা থেকে যবানকে সংযত রাখা। (অর্থাৎ- আমি বিপদে পড়েছি, আল্লাহ্ আমাকে বিপদে ফেলেছেন ইত্যাদি কথা মানুষের কাছে না বলা।) আল্লাহর নির্ধারণে রাগম্বিত হওয়া বা প্রশ্নতোলা থেকে অন্তরকে বিরত রাখা এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্টকারী কাজ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সংযত রাখা। যেমন গালাগালি-রাগারাগি না করা এবং বিলাপ করে ক্রন্দন, কাপড় বা চুল ছেঁড়া, নিজের শরীরের আঘাত করা প্রভৃতি কাজ থেকে বিরত থাকা। আর মুস্তাহাব হচ্ছে আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন তাতে অন্তরে সন্তুষ্টি পোষণ করা।

কে উত্তম কৃতজ্ঞতাকারী ধনী নাকি সবরকারী ফকীর? সম্পদশালী মানুষ যদি নিজের সম্পদকে আল্লাহর আনুগত্যের কাজে ব্যয় করে এবং উক্ত উদ্দেশ্যেই তা জমিয়ে রাখে, তবে সে ফকীরের চেয়ে উত্তম। কিন্তু ধনী মানুষ যদি দুনিয়াবী বৈধ বিষয়ে বেশী অর্থ ব্যয় করে, তবে সবরকারী ফকীরই তার চেয়ে উত্তম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ "পানাহার করে শুকরিয়া আদায়কারী ধৈর্য ধারণকারী রোযাদারের ন্যায়।" (আহমাদ)

✸ **সন্তুষ্টিঃ** উহা হচ্ছে কোন বস্তু পেয়ে তুষ্টি প্রকাশ করা এবং তাকেই যথেষ্ট ভাবা। সন্তুষ্টির প্রকাশ কোন কাজ সম্পাদন করার পর হয়ে থাকে। আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করা নৈকট্যশালী বান্দাদের উচ্চ মর্যাদার পরিচয়। ভালবাসা ও ভরসার প্রতিফল হচ্ছে সন্তুষ্টি। বিপদে পতিত হওয়ার পর তা থেকে মুক্তির জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানানো সন্তুষ্টির পরিপন্থী নয়।

✸ **বিনয়ঃ** উহা হচ্ছে বান্দার আল্লাহকে সম্মান করা, তাঁর কাছে নিজেকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা এবং তাঁর সামনে কাতরভাব প্রকাশ করা। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, "তোমরা মুনাফেকী বিনয় থেকে বেঁচে থাক। তাঁকে প্রশ্ন করা হল মুনাফেকী বিনয় কিরূপ? তিনি বললেন, উহা হচ্ছে শরীর বিনীত; অথচ অন্তরে বিনয় ও নিষ্ঠা নেই।" তিনি আরো বলেন, "ধর্মের সর্বপ্রথম যে জিনিসটা তোমাদের নিকট থেকে বিলুপ্ত হবে তা হচ্ছে, বিনয়।" যে সমস্ত ইবাদতে বিনয়ী হতে নির্দেশ এসেছে, তাতে যতটুকু বিনয় ও ভক্তি থাকবে, ততটুকু ছওয়াব পাওয়া যাবে। যেমন, নামায। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসল্লী সম্পর্কে বলেছেনঃ "একজন মানুষ নামায পড়ে ফিরে যায়, অথচ তার নামাযের মাত্র এক দশমাংশের বেশী ছওয়াব লিখা হয় না। কখনো নবমাংশ, কখনো অষ্টমাংশ, কখনো সপ্তমাংশ, কখনো ষষ্ঠাংশ, কখনো পঞ্চমাংশ, কখনো চতুর্থাংশ, কখনো তৃতীয়াংশ এবং কখনো অর্ধেক নামায কবূল হয়।" (আবু দাউদ, নাসাঈ) বরং হয়তো নামাযে বিনয় ও ভক্তি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত থাকার কারণে পুরা নামাযের ছওয়াব থেকেই বঞ্চিত হয়।

✸ **আশা-আকাঙ্খাঃ** উহা হচ্ছে আল্লাহর প্রশস্ত করুণার দিকে তাকানো। এর বিপরীত হচ্ছে নৈরাশ্য বা হতাশা। ভয়-ভীতি সহকারে আমল করার চাইতে আশা-আকাঙ্খা নিয়ে আমল করার মর্যাদা উচ্চে। কেননা এতে আল্লাহর প্রতি সুধারণা সৃষ্টি হয়। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেন, أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي "আমার বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি সেভাবেই তার সাথে আচরণ করি।" (মুসলিম) **আশা-আকাঙ্খার স্তর দু'টিঃ** উচ্চস্তরঃ নেক কাজ সম্পাদন করে আল্লাহর কাছে ছওয়াবের আশা করা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ বলেন, ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾ "আর যারা প্রদত্ব রিযিক থেকে খরচ করে; অথচ তাদের অন্তর ভয়ে ভীত থাকে।" (মু'মিনূনঃ ৬০) সে কি ঐ ব্যক্তি যে চুরি করে, ব্যভিচার করে, মদ্যপান করে তারপর আল্লাহকে ভয় করে? তিনি বললেন, না হে সিদ্দীকের কন্যা। ওরা হচ্ছে তারাই যারা নামায পড়ে, রোযা রাখে, সাদকা করে অতঃপর ভয় করে যে, তাদের আমল হয়তো কবূল হবে না। ﴿أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ "ওরা কল্যাণের কাজে দ্রুতগতি হয়।" (মু'মিনূনঃ ৬১) (তিরমিযী) নিম্নস্তরঃ অপরাধী তাওবা করার পর আল্লাহর ক্ষমার আশা করে। কিন্তু অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকার পর তাওবা না করেও আল্লাহর রহমতের আশা করাকে 'আশা-আকাঙ্খা' বলে না তাকে বলা দুরাশা।

এ প্রকার আশা নিন্দিত, প্রথম প্রকারটি প্রশংসিত। অতএব মু'মিন নেককর্ম ও বিনয়কে একত্রিত করেছে। আর মুনাফেক অন্যায় করেও নিরাপত্তার আশা করেছে।

✸ **ভয়-ভীতিঃ** উহা হচ্ছে অপছন্দনীয় কিছু ঘটার আশংকায় অন্তরে দুশ্চিন্তা সৃষ্টি হওয়া। অপছন্দনীয় কিছু ঘটার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে তাকে বলা হয় ভয়। তার বিপরীত হচ্ছে নিরাপত্তা। ভয় আশা-আকাঙ্খার বিপরীত নয়; বরং অশংকা থেকে ভয়ের সৃষ্টি হয় এবং আগ্রহ থেকে আশার সৃষ্টি হয়। বান্দার ইবাদতে ভালবাসা, ভয় ও আশার মিশ্রণ থাকা আবশ্যক। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন, মহামহিম আল্লাহর কাছে অন্তরের গমণ একটি পাখীর মত। ভালবাসা হচ্ছে তার মাথা, ভয় এবং আশা হচ্ছে তার দু'টি ডানা। ভয় যদি অন্তরকে নিথর করে দেয়, তবে যাবতীয় প্রবৃত্তি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে এবং দুনিয়া তার নিকট থেকে বিদায় নিবে। ওয়াজিব ভয়ঃ যে ভয় মানুষকে ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যকীয় কাজ বাস্তবায়নে এবং হারাম কাজ পরিত্যাগে বাধ্য করবে। মুস্তাহাব ভয়ঃ পছন্দনীয় ভাল কাজ করতে ও নিন্দনীয় কাজ ছাড়তে আগ্রহী করবে। ভয় কয়েক প্রকারঃ (১) মা'বূদ হিসেবে গোপন ভয়। এ ধরণের ভয় একমাত্র আল্লাহকেই করতে হবে। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা বড় শির্ক। অর্থাৎ- যে বিষয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত কারো কোন ক্ষমতা নেই তাতে গাইরুল্লাহকে ভয় করা বড় শির্ক। যেমন, মুশরিকরা তাদের উপাস্যদেরকে এমনভাবে ভয় করে যে, তাদের নিকট থেকে কোন বিপদ আসতে পারে। মাজারের মৃত ওলীর সাথে অসদাচরণ করলে ক্ষতি হতে পারে, বিপদ আসতে পারে, অসুস্থ হতে পারে ইত্যাদি ভয় করলে তা বড় শির্কে পরিণত হবে। (২) হারাম ভয়ঃ মানুষকে ভয় করে কোন ওয়াজিব কাজ পরিত্যাগ করা বা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া। (৩) জায়েয ভয়ঃ স্বভাবগত ও সৃষ্টিগত ভয়। যেমন, হিংস্র বাঘ, সাপ ইত্যাদির ভয়।

✸ **যুহুদ (দুনিয়া বিমুখতা)ঃ** কোন বস্তু বাদ দিয়ে তার চেয়ে উত্তম বস্তুর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করাকে যুহুদ বলে। দুনিয়া বিমুখতা অন্তর এবং শরীরকে প্রশান্তিতে রাখে। আর দুনিয়ার প্রতি অধিক আগ্রহ দুশ্চিন্তা ও পেরেশানীকে বৃদ্ধি করে। দুনিয়ার প্রতি মোহ্ ও ভালবাসা সকল অন্যায়ের মূল কারণ। আর দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ ও ঘৃণা সকল নেক কর্মের মূল কারণ। অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসাকে বের করে ফেলার নাম যুহুদ বা দুনিয়া বিমুখতা। জীবন ধারণের অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বস্তু পরিত্যাগ করার নাম যুহুদ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর ছাহাবীগণ এ ধরণের যুহদের মাঝেই জীবনাতিবাহিত করেছেন। অন্তরে দুনিয়ার প্রতি মোহ বা আকর্ষণ রেখে দুনিয়ার দরকারী কাজে-কর্ম পরিত্যাগ করার নাম যুহুদ নয়; বরং এটা মূর্খ ও অপারগদের যুহুদ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "নেক বান্দার হাতে উত্তম সম্পদ কতই না ভাল।" (আহমাদ) ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে ফকীরের পাঁচটি অবস্থাঃ (১) সম্পদকে ঘৃণা করে তার অনিষ্টতা ও ব্যস্ততা থেকে বাঁচার জন্য তা থেকে পলায়ন করবে। এ লোককে বলা হয় যাহেদ বা দুনিয়া বিমুখ। (২) সম্পদ পেয়ে আনন্দিত হবে না, কিন্তু এমন অপছন্দও করবে না যাতে মনে কষ্ট পায়। এধরণের লোককে বলা হয় সন্তুষ্ট। (৩) সম্পদ না থাকার চেয়ে থাকাটাই তার নিকট অধিক পছন্দনীয়। কেননা তাতে তার আগ্রহ আছে। কিন্তু এই আগ্রহ পুরা করার জন্য সে উঠেপড়ে লাগে না। সম্পদ এসে গেলে তা গ্রহণ করে এবং খুশি হয়। তা হাসিল করার জন্য অধিক পরিশ্রম ও ক্লান্তির দরকার পড়লে তাতে ব্যস্ত হয় না। এধরণের লোককে বলা হয় অল্পে তুষ্ট। (৪) অপারগতার কারণে দুনিয়া হাসিল করা বাদ দিয়েছে। অন্যথা সে তাতে ভীষণ আগ্রহী। কঠোর পরিশ্রম ও ক্লান্তির পরও যদি তা পাওয়া যায়, তবু তাতে সে অগ্রগামী হবে। এধরণের লোককে বলা হয় লোভী। (৫) অনোন্যপায় হয়ে সম্পদ হাসিল করার জন্যে অগ্রসর হবে। যেমন ক্ষুধার্থ ব্যক্তি, নিঃস্ব ও সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তি। এধরণের মানুষকে বলা হয় নিরুপায়।

অন্তরঙ্গ সংলাপ

'আবদুল্লাহ্' নামক জনৈক ব্যক্তি 'আবদুন্ নবী' নামক একজন লোকের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, নাম শুনেই আবদুল্লাহ্ মনে মনে অবাক হলেন। মানুষ কিভাবে গাইরুল্লাহর দাস হতে পারে? তখন আবদুন্ নবীকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি গাইরুল্লার ইবাদত করেন নাকি?]

আবদুন্ নবী বললেনঃ না তো, আমি গাইরুল্লার ইবাদত করি না। আমি একজন মুসলিম। আমি এককভাবে আল্লাহরই ইবাদত করে থাকি।

আবদুল্লাহ্ বললেনঃ তাহলে এটা আবার কেমন নাম? 'আবদুন্ নবী' মানে তো 'নবীজী'র বান্দা। এটা কি খৃষ্টানদের নামের মত হল না? তারা নাম রাখে 'আবদুল মাসীহ' অর্থাৎ- ঈসার বান্দা। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কেননা খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)এর উপাসনা করে থাকে। আপনার নাম শুনলেই যে কোন লোকের মনে হবে আপনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ইবাদত করেন। অথচ নবীজীর প্রতি কোন মুসলিমের এটা বিশ্বাস নয়। নবী মুহাম্মাদ সম্পর্কে মুসলিমের বিশ্বাস হবে তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

আবদুন্ নবী বললেনঃ কিন্তু নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তো সর্বশ্রেষ্ট মানুষ এবং সাইয়্যেদুল মুরসালীন। এভাবে নাম রেখে আমাদের উদ্দেশ্য হল, বরকত লাভ করা এবং আল্লাহর দরবারে নবীর সম্মান ও মর্যাদার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য হাসিল করা। এ কারণে আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট থেকে শাফাআত প্রার্থনা করি। এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? আমার ভাইয়ের নাম আবদুল হুসাইন, আমার পিতার নাম আবদুর রাসূল। এভাবে নাম রাখা পুরাতন রীতি। বিষয়টি মানুষের মাঝে ব্যাপক পরিচিত। আমাদের বাপ-দাদারাও এভাবে নাম রেখেছেন। বিষয়টিকে এত কঠিন করবেন না। মূলতঃ বিষয়টি সহজ, কেননা ইসলাম ধর্ম অত্যন্ত সহজ।

আবদুল্লাহ্ঃ এটা তো আরেকটি অন্যায় যা প্রথমটির চেয়ে ভয়ানক। কারণ আপনি তো গাইরুল্লাহর কাছে এমন জিনিস চাইছেন, যাতে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো কোন ক্ষমতা নেই। যার কাছে চাইছেন তিনি নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে হন বা অন্য কোন সৎ লোক হন। যেমন হুসাইন বা অন্য কেউ। আমাদেরকে যে তাওহীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এটা তো তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এটা কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'এর তাৎপর্যের বিরোধী। আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। তাহলে বুঝতে পারবেন বিষয়টি কত ভয়ানক। বুঝতে পারবেন এধরণের নাম রাখার পরিণতি কত মারাত্মক। আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধু সত্য উদঘাটন ও সত্যের অনুসরণ। বাতিলের মুখোশ উন্মোচন ও তা থেকে সতর্কী করণ। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ। আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁর উপরেই ভরসা করি। সুউচ্চ সুমহান আল্লাহ্ ছাড়া কোন শক্তি নেই কোন সামর্থ নেই। কিন্তু বিষয়টি উত্থাপন করার পূর্বে আমি আপনাকে আল্লাহর এ দু'টি আয়াত স্মরণ করাতে চাই। আল্লাহ্ বলেন:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ "মু'মিনদের কথা শুধু এরূপ যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বিধান ও ফায়সালা মেনে নেয়ার জন্য তাদেরকে যখন আহবান করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম।" (সূরা নূরঃ ৫১)

আল্লাহ্ আরো বলেন: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ "তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ করে থাকলে, (তার সমাধানের জন্য) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর- যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রেখে থাক।" (সূরা নিসাঃ ৫৯)

আবদুল্লাহ্ঃ আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি বলেছেন আপনি তাওহীদ মানেন এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'এর সাক্ষ্য প্রদান করেন। আপনি আমাকে তাওহীদ ও কালেমার অর্থ ব্যাখ্যা করবেন কি?

আবদুন্ নবীঃ তাওহীদ তো একথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্ আছেন। তিনিই আসমান-যমিন সৃষ্টি করেছেন। তিনি জীবন-মরণের মালিক। তিনি জগতের তত্বাবধানকারী। তিনি রিযিক দানকারী, মহাজ্ঞানী, ক্ষমতাবান...।

আবদুল্লাহ্ঃ এই বিশ্বাসটুকুই যদি তাওহীদ হয়, তবে তো ফেরাউন আর তার দলবল, আবু জাহেল প্রভৃতিরা সবাই তাওহীদপন্থী। কেননা তারা কেউ বিষয়টিতে অজ্ঞ ছিল না। যেমন অধিকাংশ মুশরেক এটাকে মেনে থাকে। যে ফেরাউন রুবুবিয়্যাতের বা প্রভুত্বের দাবী করেছিল, সেই ফেরাউনও নিজেই স্বীকৃতী দিয়েছিল যে, আল্লাহ্ আছেন, তিনিই জগতের তত্বাবধানকারী ও কর্তৃত্বকারী। একথার দলীল, আল্লাহ্ বলেন: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ "তারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে তা

প্রত্যাখ্যান করল। অথচ তাদের অন্তরসমূহ তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে।" (সূরা নমলঃ ১৪) এই স্বীকৃতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল- যখন সে পানিতে ডুবে মরছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে তাওহীদের জন্য নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল, আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়েছিল, যে কারণে কুরায়শদের সাথে যুদ্ধ করা হয়েছিল- তা ছিল এককভাবে আল্লাহর জন্য ইবাদত করা।

ইবাদতঃ ব্যাপক অর্থ বোধক একটি শব্দ, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় কথা ও কাজ আল্লাহ যা পছন্দ করেন তাকেই ইবাদত বলা হয়। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কালেমার মধ্যে 'ইলাহ্' শব্দের অর্থ হচ্ছেঃ এমন মা'বূদ বা উপাস্য যিনি এককভাবে সমস্ত ইবাদতের হক্বদার। তিনি ছাড়া কেউ কোন ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

আবদুল্লাহ্ঃ আপনি কি জানেন পৃথিবীতে কেন নবী-রাসূলকে প্রেরণ করা হয়েছে? আর তাঁদের মধ্যে প্রথম রাসূল হচ্ছেন নূহ (আঃ)।

আবদুন্ নবীঃ যাতে করে তাঁরা মুশরিকদেরকে এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি আহবান করেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন তাঁর সাথে সব ধরণের শির্ককে প্রত্যাখ্যান করতে।

আবদুল্লাহ্ঃ নূহ (আঃ)এর জাতির শির্কে লিপ্ত হওয়ার মূল কারণ কি ছিল?

আবদুন্ নবীঃ জানি না।

আবদুল্লাহ্ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আঃ)কে তাঁর জাতির কাছে প্রেরণ করেন যখন তারা নেক লোকদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল। নেক লোকেরা ছিলেন, ওয়াদ্দ, সুওয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়াঊক্ব ও নাসর।

আবদুন্ নবীঃ আপনি কি বলতে চান ওয়াদ্দ, সুওয়া' প্রভৃতি নেক লোকদের নাম? এগুলো প্রতাপশালী কাফেরদের নাম নয়?

আবদুল্লাহ্ঃ হ্যাঁ, এগুলো নেক লোকদের নাম। নূহ (আঃ)এর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীতে আরবগণ তাদের অনুসরণ করেছে। একথার দলীল হচ্ছে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ। তিনি বলেন, 'নূহ (আঃ)এর যুগে যে সমস্ত মূর্তির পূজা করা হত, পরবর্তীতে তা আরবদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। বিভিন্ন গোত্র ও এলাকার লোকদের পূজার জন্য আলাদা আলাদাভাবে মূর্তী নির্ধারিত হয়ে যায়। যেমনঃ ওয়াদ নামক মূর্তিঃ দাওমাতুল জান্দাল নামক এলাকার 'কালব' গোত্রের মূর্তি ছিল।

সুওয়া'আ ছিল হুযাইল গোত্রের মূর্তী। ইয়াগূছঃ সাবা' এলাকার নিকটবর্তী জওফ নামক স্থানে প্রথমে 'মুরাদ' গোত্রের অতঃপর 'বানী গুতাইফ' গোত্রের মূর্তি ছিল। ইয়াউক্ব মূর্তি ছিল হামাদান গোত্রের। আর নাসর ছিল- যিল কালা' বংশের হিম্ইয়ার নামক গোত্রের মূর্তি। এরা সবাই নূহ (আঃ)এর জাতির মধ্যে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। এরা মৃত্যু বরণ করলে, শয়তান এসে লোকদের পরামর্শ দিল, তোমরা যে সকল স্থানে বসে সময় কাটাও সেখানে তাদের কিছু প্রতিকৃতি বানিয়ে রাখ এবং তাদের নামানুসারে সেগুলোর নাম রাখ। ওরা তাই করল। কিন্তু সে সময় তাদের উপাসনা শুরু হয়নি। যখন সেই প্রজন্মের লোকেরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিল, মানুষের মাঝে থেকে জ্ঞানের বিলুপ্তি ঘটল, তখন মূর্তিগুলোর ইবাদত শুরু হয়ে গেল।' (বুখারী)

আবদুন্ নবীঃ এ তো আশ্চর্য ধরণের ঘটনা!

আবদুল্লাহ্ঃ এর চেয়ে আরো আশ্চর্য ধরণের কথা কি আপনাকে আমি বলব না? জেনে রাখুন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)কে আল্লাহ্ এমন সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, যারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত, তাঁর ইবাদত করত, কাবা ঘরের তওয়াফ করত, সাফা-মারওয়া সাঈ করত, হজ্জ করত, দান-সাদকা করত। কিন্তু তারা কিছু লোককে তাদের মাঝে ও আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতা নির্ধারণ করত। তারা যুক্তি পেশ করত যে, আমরা এই মধ্যস্থতাকারী লোকদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য চাই। তারা আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন। যেমন ফেরেশতাকুল, ঈসা (আঃ) এবং অন্যান্য সৎ ব্যক্তিগণ। আল্লাহ্ পাক নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদের ধর্মীয় পিতা ইবরাহীম (আঃ)এর ধর্ম সংস্কার করতে লাগলেন। তাদেরকে জানালেন যে, এই নৈকট্য ও বিশ্বাস একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই নির্ধারিত। তিনি ছাড়া কারো জন্য এর কোন কিছু উপযুক্ত নয়। তিনি একক স্রষ্টা- এক্ষেত্রে

তাঁর শরীক নেই। তিনি ছাড়া কোন রিযিক দাতা নেই। সপ্তাকাশ ও তার অধিবাসী এবং সাত তবক যমিন ও পৃথিবীর সকল কিছুই তাঁর গোলাম- দাস। এমনকি কাফেররা যে সকল মূর্তীর পূজা করত তারা সকলেই স্বীকার করত যে, তারা সকলেই আল্লাহর রাজত্ব, কর্তৃত্ব ও আয়ত্বের মধ্যে।

আবদুন্ নবীঃ সত্যই তো এটা ভয়ানক ও আশ্চর্যজনক কথা। আপনার একথার কোন দলীল আছে কি?

আবদুল্লাহ্ঃ এ ক্ষেত্রে দলীল প্রচুর। যেমন আল্লাহ্ বলেন: ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

"(হে নবী ﷺ) তুমি তাদের জিজ্ঞেস করঃ কে তিনি, যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমিন হতে রিযিক পৌছিয়ে থাকেন? অথবা কে তিনি, যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর তিনি কে, যিনি জীবন্তকে প্রাণহীন থেকে বের করেন, আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের করেন? আর তিনি কে যিনি সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন? তখন অবশ্যই তারা বলবে যে, (এসব কিছু একমাত্র) আল্লাহই (করে থাকেন)। অতএব তুমি বলঃ তবে কেন তোমরা শিরক হতে বেঁচে থাকছো না?" (সূরা ইউনুসঃ ৩১) আল্লাহ্ আরো বলেন:

﴿قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ﴾

"(হে নবী ﷺ) তুমি জিজ্ঞেস কর, তোমাদের যদি জ্ঞান থাকে, তবে বল তো এই পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তা কার অধিকারে? তৎক্ষণাত তারা জবাবে বলবেঃ আল্লাহর অধিকারে। বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? তাদেরকে আরো জিজ্ঞেস কর, কে সপ্তাকাশ ও মহা আরশের অধিপতি? তারা জবাব দেবে, আল্লাহই এর অধিপতি। বল, তারপরও কি তোমরা সাবধান হবে না? ওদেরকে আরো প্রশ্ন কর, তোমরা যদি জানো তবে বল তো, সবকিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর উপর কেউ আশ্রয়দাতা নেই? তারা বলবে, এসব কিছুর কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে। তুমি তাদেরকে বল, এরপরও কেমন করে তোমরা বিভ্রান্ত হচ্ছো?" (সূরা মু'মেনূনঃ ৮৪-৮৯)

শুধু তাই নয়, মুশরিকরা হজ্জের মওসুমে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধত তালবিয়া পড়ত। তাদের তালবিয়ার বাক্য ছিল এরূপঃ লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকা লাকা, ইল্লা শারীকান্ হুওয়া লাকা, তাম্লেকুহু ওয়ামা মালাক। (আমি হাজির, আমি হাজির হে আল্লাহ্, আমি হাজির, তোমার কোন শরীক নেই, তবে তোমার সেই শরীক ব্যতীত- তুমি যার মালিক এবং সে যা কিছুর মালিক তুমি তারও মালিক।)

অতএব মুশরেক কুরায়শদের আল্লাহকে স্বীকার করা- তিনি জগতের কর্তৃত্বকারী ঘোষণা দেয়া বা তাওহীদে রুবুবিয়্যাকে মান্য করা ইসলামে প্রবেশের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাদেরকে মুশরিক ঘোষণা প্রদান এবং তাদের জান-মাল হালাল করার মূল কারণ ছিল, তারা ফেরেশতা, নবী এবং ওলী-আউলিয়াকে শাফা'আতকারী হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার জন্য তাদেরকে মাধ্যম মনে করেছিল। এ কারণে সমস্ত দু'আ আল্লাহর কাছেই করতে হবে। সকল নযর-মানত আল্লাহর জন্যেই করতে হবে, সকল ধরণের পশু যবেহ আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাঁরই নামে করতে হবে, যে কোন ধরণের সাহায্য কামনা আল্লাহর কাছেই করতে হবে। মোটকথা ইবাদত বলতে যা বুঝায় সব কিছুই আল্লাহর উদ্দেশ্যে করতে হবে।

আবদুন্ নবীঃ আপনি দাবী করছেন যে, আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি ও তিনিই জগতের কর্তৃত্বকারী একথা মানাকে তাওহীদ বলে না, তবে তাওহীদ কি?

আবদুল্লাহ্ঃ যে তাওহীদের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছিলেন, যে তাওহীদ মুশরিকগণ অস্বীকার করেছিল, তা হচ্ছেঃ বান্দার যাবতীয় কর্ম তথা ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য সম্পাদন করা। অতএব কোন ধরণের ইবাদত আল্লাহ ছাড়া কারো উদ্দেশ্যে করা যাবে না। যেমনঃ দু'আ, নযর-মানত, পশু যবেহ, সাহায্য প্রার্থনা ও উদ্ধার কামনা ইত্যাদি। এই তাওহীদই হচ্ছে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখে উচ্চারণ করার প্রকৃত তাৎপর্য। কেননা কুরায়শ মুশরকিদের কাছে 'ইলাহ্' তাকেই বলা হয়, যার কাছে এ ইবাদতগুলো পেশ করা হয়। চাই সে ফেরেশতা হোক বা নবী বা ওলী হোক অথবা কোন বৃক্ষ হোক বা কবর বা জিন হোক। 'ইলাহ্'

বলতে ওরা বুঝেনি তিনি স্রষ্টা, রিযিকদাতা, কর্তৃত্বকারী; বরং তারা জানতো এগুলো একমাত্র আল্লাহই করে থাকেন। যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে তাদেরকে তাওহীদের কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র প্রতি আহবান জানালেন। ডাক দিলেন এই কালেমার তাৎপর্যকে বাস্তবায়ন করতে, শুধুমাত্র তা মুখে উচ্চারণ করলেই হবে না।

আবদুন্ নবীঃ আপনি যেন বলতে চাচ্ছেন যে, বর্তমান যুগের অনেক মুসলিমের চাইতে কুরায়শ মুশরিকরাই কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র অর্থ সম্পর্কে বেশী জ্ঞান রাখত?

আবদুল্লাহ্ঃ হ্যাঁ, এটাই দুঃখজনক অথচ বাস্তব পরিস্থিতি। মূর্খ কাফেরগণ জানতো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এই কালেমা দ্বারা যে অর্থ বুঝাতে চেয়েছেন, তা হচ্ছে: যাবতীয় ইবাদত এককভাবে আল্লাহর জন্যই সম্পদান করা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত করা হয়, তা অস্বীকার করা ও তা থেকে মুক্ত হওয়া। কেননা তিনি যখন তাদেরকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করার নির্দেশ দিলেন, তখন তারা জবাব দিল, ﴿ أَجَعَلَ ٱلْأَلِهَةَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ ﴾ "তিনি কি সবগুলো উপাস্যকে এক উপাস্যে পরিণত করতে চান? এটাতো বড়ই আশ্চর্যের বিষয়?" (সূরা সোয়াদঃ ৫) অথচ তারা ঈমান রাখতো যে, আল্লাহই জগতের কর্তৃত্বকারী। এ যুগের কাফের মূর্খরা যদি এটা জানে, তাহলে কি এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, বর্তমান কালের অনেক মুসলিম এই কালেমার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য বুঝে না- যা সে কালের মূর্খ কাফেররা বুঝতো? অধিকাংশ মুসলিম ধারণা করে যে, এই কালেমার অর্থ না বুঝে অন্তরে কোন কিছুর প্রতি দৃঢ়তা না রেখে, মুখে উচ্চারণ করলেই চলবে। তাদের মধ্যে যারা একটু বেশী বুদ্ধিমান তাদের ধারণা হচ্ছে, এ কালেমার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন স্রষ্টা নেই, কোন রিযিক দাতা নেই, কোন কর্তৃত্বকারী নেই। ইসলামের নাম বহনকারী এ সকল মানুষের মাঝে কোন কল্যাণ নেই- যাদের চাইতে মূর্খ কাফেররাই কালেমার অর্থ ভাল বুঝতো।!

আবদুন্ নবীঃ কিন্তু আমি তো আল্লাহর সাথে কাউকে অংশী স্থাপন করি না। আমি সাক্ষ্য দেই যে, সৃষ্টি করা, রিযিক দেয়া এবং উপকার-অপকারের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা- তাঁর কোন শরীক নেই। আরো বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজের প্রাণের কোন ভাল-মন্দ করতে পারেন না; হাসান, হুসাইন, আবদুল ক্বাদের জীলানী তো দূরের কথা। কিন্তু আমি যেহেতু গুনাহগার, আর নেক ব্যক্তিদের আল্লাহর দরবারে বিশেষ একটি মর্যাদা আছে, তাই আমি তাদের কাছে আমার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করার আবেদন জানাই।

আবদুল্লাহ্ঃ পূর্বের জবাবটি আরেকবার খেয়াল করুন! নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তারা তো আপনি যা বিশ্বাস করেন, তা-ই বিশ্বাস করতো এবং তার স্বীকৃতী দিত। তারা স্বীকার করতো যে, মূর্তিরা কোনরূপ কর্তৃত্বের অধিকারী নয়। মূর্তিগুলোর কাছে ওদের গমণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, তারা যেন ওদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে। ইতোপূর্বে কুরআন থেকে এক্ষেত্রে দলীল উপাস্থাপন করা হয়েছে।

আবদুন্ নবীঃ ঐ সমস্ত আয়াত তো মূর্তি পুজকদেরকে লক্ষ্য করেই নাযিল হয়েছে। কিভাবে আপনি নবী-রাসূল ও পীর-আউলিয়াকে মূর্তির মত মনে করেন?

আবদুল্লাহ্ঃ আমরা পূর্বে শুনে এসেছি যে, ঐ মূর্তিগুলোর কোন কোনটার নামকরণ সৎ লোকদের নামানুসারে করা হয়েছে। যেমনটি ঘটেছিল নূহ (আঃ)এর যুগে। আর কাফেররা ঐ মূর্তিগুলোর মাধ্যমে সুপারিশ ছাড়া অন্য কিছু আশা করেনি। কেননা আল্লাহর কাছে তাদের বিশেষ মর্যাদা আছে। একথার দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণীঃ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ ﴾ "আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা অন্যকে ওলী হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা বলেঃ আমরা তো এদের পূজা এজন্যেই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।" (সূরা যুমারঃ ৩)

আর আপনি যে বললেন, 'কিভাবে আপনি নবী-রাসূল ও পীর-আউলিয়াকে মূর্তির মত মনে করেন?' তার জবাবে বলবোঃ যে সমস্ত কাফেরের কাছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তাদের মাঝে অনেকে ওলী-আউলিয়াদেরকে ডাকতো। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন:

﴿ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴾

"তারা যাদেরকে আহবান করে, তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকটবর্তী হতে পারে, তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে

ভয় করে; তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।" (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৫৭) তাদের মধ্যে অনেকে ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মাতাকে আহবান করে থাকে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন:
﴿وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِى وَأُمِّىَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ "আর আল্লাহ্ যখন বলবেনঃ হে মারিয়াম পুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে মা'বূদ হিসেবে নির্ধারণ করে নাও?" (সূরা মায়েদাঃ ১১৬)
তাদের মধ্যে অনেকে ফেরেশতাদেরকে আহবান করতো। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন:
﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ﴾ "যে দিন আল্লাহ্ সবাইকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেনঃ এরা কি তোমাদেরই পূজা করতো?" (সূরা সাবাঃ ৪০)
গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, যারা মূর্তির কাছে গমণ করতো আল্লাহ্ এই আয়াতগুলোতে তাদেরকে কাফের আখ্যা দিয়েছেন। একইভাবে যারা নবী-রাসূল, ফেরেশতা ও ওলী-আউলিয়া প্রমুখ নেককারদের মুখাপেক্ষী হয়েছে, তাদেরকেও কাফের আখ্যা দিয়েছেন। আর কোন পার্থক্য ছাড়াই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।

আবদুন্ নবীঃ কিন্তু কাফেররা তাদের নিকট থেকে কল্যাণ পাওয়ার আশা করতো। আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে, আল্লাহই শুধুমাত্র উপকার-অপকার ও কর্তৃত্বের মালিক। এগুলো আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো থেকে চাই না। নেককারদের হাতে কোন কিছু নেই। কিন্তু শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে সুপারিশের উদ্দেশ্যে নেককারদের কাছে গমণ করে থাকি।

আবদুল্লাহ্ঃ আপনার এ কথা হুবহু কাফেরদের কথার অনুরূপ। দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণী:
﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ﴾ "ওরা আল্লাহ্ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করে, যে তাদের কোন উপকার এবং অপকার করার ক্ষমতা রাখে না। তারা বলে, এরা আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী।" (সূরা ইউনুসঃ ১৮)

আবদুন্ নবীঃ কিন্তু আমি তো আল্লাহ্ ছাড়া কারো দাসত্ব করি না। আর তাদের স্মরণাপন্ন হওয়া ও তাদেরকে আহবান করা বা তাদের কাছে দু'আ করা তো ইবাদত নয়।

আবদুল্লাহ্ঃ আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনি কি একথা স্বীকার করেন যে, একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করা আল্লাহ্ আপনার উপর ফরয করেছেন? আর এটা তাঁর দাবীও বটে? যেমন তিনি এরশাদ করেন, ﴿وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ﴾ "তাদেরকে তো শুধু এ আদেশই করা হয়েছে যে, তারা ধর্মের প্রতি বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে।" (সূরা বাইয়্যেনাহ্ঃ ৫)

আবদুন্ নবীঃ হ্যাঁ, আল্লাহ আমার প্রতি এটা ফরয করেছেন।

আবদুল্লাহ্ঃ ইবাদতে ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা- যা আল্লাহ্ আপনার উপর ফরয করেছেন, আপনি বিষয়টার ব্যাখ্যা করুন তো?

আবদুন্ নবীঃ আপনি এ প্রশ্নে কি বলতে চাচ্ছেন আমি তা বুঝতে পারছি না। বিষয়টি পরিস্কার করে বর্ণনা করুন।

আবদুল্লাহ্ঃ আমি পরিস্কার করে বর্ণনা দিচ্ছি, আপনি মনোযোগ সহকারে শুনুন। আল্লাহ্ বলেন, ﴿ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ﴾ "তোমরা বিনীত হয়ে গোপনে তোমাদের পালনকর্তাকে ডাক। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আ'রাফঃ ৫৫) এখন বলুন, আল্লাহর কাছে দু'আ করা বা তাঁকে ডাকা কি ইবাদত না ইবাদত নয়?

আবদুন্ নবীঃ হ্যাঁ, তা তো বটেই; বরং দু'আটাই তো আসল ইবাদত। যেমন হাদীছে বলা হয়েছেঃ (الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ) "দু'আ করাই হচ্ছে মূল ইবাদত।" (আবু দাউদ)?

আবদুল্লাহ্ঃ যখন আপনি স্বীকার করছেন যে, দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত হয়, তাই প্রয়োজন পড়লেই রাত-দিন ভয়-ভীতি ও আশা-আকাংখ্যা সহকারে আল্লাহর কাছে দু'আ করছেন। আবার সেই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কোন নবী বা ফেরেশতা বা কবরস্থ নেক লোকের কাছেও দু'আ করে থাকেন, তাহলে কি আপনি ইবাদতে শির্ক করে ফেললেন না ?

আবদুন্ নবীঃ হ্যাঁ, শির্ক তো হয়ে গেল। এটা তো সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য কথা।

আবদুল্লাহ্ঃ এখানে আরেকটি উদাহরণ আছে। তা হচ্ছেঃ আপনি যখন জানলেন যে, আল্লাহ বলেন: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ﴾ "তোমার পালনকর্তার জন্য নামায পড় ও কুরবানী কর।" (সূরা

কাউছারঃ ২) এ ভিত্তিতে আপনি আল্লাহর আনুগত্য করে তাঁর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করলেন বা কুরবানী করলেন, তখন আপনার এই যবেহ ও কুরবানী কি তাঁর ইবাদত হল কি না?

আবদুন্ নবীঃ হ্যাঁ, ইহা তো অবশ্যই ইবাদত।

আবদুল্লাহ্ঃ এখন যদি আপনি কোন নবী বা জিন বা অন্য কোন মাখলুকের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করেন, তবে এই ইবাদতে কি আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করলেন না?

আবদুন্ নবীঃ হ্যাঁ তো শরীক করে ফেললাম। এটা সুস্পষ্ট কথা।

আবদুল্লাহ্ঃ আমি আপনাকে দু'আ এবং কুরবানীর দু'টি উদাহরণ পেশ করলাম। কেননা দু'আ মৌখিক ইবাদতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর কুরবানী হচ্ছে কর্মগত ইবাদতের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সকল ইবাদত এ দু'টোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আরো অনেক ইবাদত আছে। নযর-মানত, শপথ-কসম, সাহায্য প্রার্থনা, উদ্ধার কামনা প্রভৃতিও ইবাদতের মধ্যে শামিল। যে মুশরিকদের ব্যাপারে কুরআন নাযিল হয়েছে, তারা কি ফেরেশতা, নেককার ও লাত প্রভৃতির উপাসনা করতো?

আবদুন্ নবীঃ হ্যাঁ, তারা তো এগুলোর উপাসনা করতো।

আবদুল্লাহ্ঃ তাদের উপাসনার ধরণ কি শুধু এরূপ ছিল না যে, তারা তাদের কাছে দু'আ করতো, তাদের উদ্দেশ্যে কুরবানী করতো, তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতো, তাদের নিকট বিপদ থেকে উদ্ধার কামনা করতো, তাদের কাছে আশ্রয় চাইতো? ওরা যে আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহরই ক্ষমতার আয়ত্বে কাফেররা তো তা স্বীকার করত। আরো স্বীকার করতো যে, আল্লাহই সকল কিছুর তত্বাবধানকারী। তারপরও শুধুমাত্র সুপারিশ ও উসীলার কারণে তারা ওদের কাছে দু'আ করতো ও তাদের আশ্রয় কামনা করতো। এটাতো অতি প্রকাশ্য বিষয়।

আবদুন্ নবীঃ আবদুল্লাহ্ ভাই আপনি কি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর শাফা'আতকে অস্বীকার করেন? তাঁর সুপারিশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চান?

আবদুল্লাহ্ঃ না, আমি উহা অস্বীকার করি না। তা থেকে নিজেকে মুক্তও করতে চাই না; বরং -তাঁর প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক- আমি বিশ্বাস করি তিনি সুপারিশকারী ও তাঁর সুপারিশ গ্রহণযোগ্য। আমি তাঁর শাফা'আতের আশাও করি। কিন্তু সবধরণের শাফা'আতের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা। যেমন তিনি এরশাদ করেন: ﴿قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعًا﴾ "তুমি বল, যাবতীয় শাফাআতের অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ।" (সূরা যুমারঃ ৪৪) আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন শাফা'আত হবে না। কেউ কারো জন্য শাফা'আত করবে না। তিনি আরো এরশাদ করে:

﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ﴾ "তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে কে তাঁর কাছে সুপারিশ করবে?" (সূরা বাক্বারাঃ ২৫৫) কারো জন্য সুপারিশ করা হবে না যে পর্যন্ত তার জন্য অনুমতি না দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ পাক বলেনঃ ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ﴾ "আল্লাহ্ যার প্রতি সন্তুষ্ট সে ছাড়া কারো জন্য সুপারিশ করা হবে না।" (সূরা আম্বিয়াঃ ২৮) আর তাওহীদপন্থী ছাড়া আল্লাহ্ কারো প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। এরশাদ হচ্ছেঃ ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾ "যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু ধর্ম হিসেবে অনুসন্ধান করবে, তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত।" (সূরা আল ইমরান- ৮৫)

সুতরাং সকল শাফা'আতের মালিক যেহেতু একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা, যেহেতু তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ শাফা'আত করতে পারবে না, যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা অন্য কেউ কারো জন্য শাফা'আত করবেন না যে পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহ্ অনুমতি না দিবেন, যেহেতু তাওহীদ পন্থী ছাড়া আল্লাহ্ কারো জন্য অনুমতি দিবেন না, যেহেতু প্রমাণিত হল যে সব শাফা'আত একমাত্র আল্লাহর অধিকারে সেহেতু আমি এই শাফা'আত আল্লাহর কাছেই চাইছি। আমি দু'আ করছি, হে আল্লাহ্! কিয়ামত দিবসে প্রিয় নবীর শাফা'আত থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না। হে আল্লাহ্! আমার ব্যাপারে তোমার রাসূলের শাফা'আত কবূল করো।

আবদুন্ নবীঃ আমরা ঐকমত্য হয়েছি যে, কারো নিকট থেকে এমন কিছু চাওয়া জায়েয নয়, যাতে তার মালিকানা নেই। কিন্তু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তো আল্লাহ্ শাফা'আত দান করেছেন। আর যাকে যা প্রদান করা হয়, তাতে তার মালিকানা প্রমাণিত হয়। এই কারণে আমি তাঁর কাছ থেকে এমন জিনিস চাইব, তিনি যার মালিক। অতএব এটা শির্ক হবে না।

আবদুল্লাহ্ঃ হ্যাঁ, আপনার যুক্তি ঠিক- যদি আল্লাহ্ আপনাকে সে ক্ষেত্রে নিষেধ না করে থাকেন; অথচ এটা তিনি নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ "তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে ডেকো না।" (সূরা জিনঃ ১৮) আর শাফা'আত প্রার্থনা করা একটি দু'আ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে যিনি শাফা'আত প্রদান করেছেন, তিনি তো আল্লাহ্ তা'আলা। আর তিনিই আপনাকে নিষেধ করেছেন যে, তিনি ব্যতীত কারো নিকট থেকে উহা চাইবে না- সে যে কেউ হোক না কেন। তাছাড়া শাফা'আত তো নবী ছাড়া অন্যদেরকেও দেয়া হয়েছে। তাহলে কি আপনি বলবেন, যখন আল্লাহ্ তাদেরকে শাফা'আত প্রদান করেছেন, আমি তার নিকট থেকে শাফা'আত চাইব? আপনি যদি এরূপ করেন, তবে আপনি আবার নেক লোকদের উপাসনায় ফিরে গেলেন- যা আল্লাহ্ কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আর যদি আপনি তাদের নিকট থেকে শাফা'আত না চান, তবে আপনার একথা বাতিল হয়ে গেল যে, আল্লাহ্ যাকে শাফাআত করার অনুমতি দিয়েছেন, আমি তার নিকট থেকে আল্লাহ্ প্রদত্ব বিষয় চাইব।

আবদুন্ নবীঃ কিন্তু আমি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করি না।

আবদুল্লাহ্ঃ আপনি কি মানেন ও স্বীকার করেন যে, ব্যভিচারের চেয়েও কঠিনভাবে আল্লাহ শির্ককে হারাম করেছেন এবং তা ক্ষমা করবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন?

আবদুন্ নবীঃ হ্যাঁ, আমি তা স্বীকার করি। এটা আল্লাহর কালাম থেকেই সুস্পষ্ট।

আবদুল্লাহ্ঃ যে শির্ক আল্লাহ্ হারাম করেছেন, আপনি একটু আগে নিজেকে সে শির্ক থেকে পবিত্র করলেন। আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, কোন্ ধরণের শির্কে আপনি লিপ্ত হন নি? আর কোন ধরণের শির্ক থেকে আপনি নিজেকে মুক্ত মনে করছেন, আপনি আমাকে বলবেন কি?

আবদুন্ নবীঃ শির্ক হচ্ছে মূর্তি পূজা করা। মূর্তির মুখাপেক্ষী হওয়া। মূর্তির কাছে প্রার্থনা করা ও তাকে ভয় করা।

আবদুল্লাহ্ঃ মূর্তীর উপাসনা বা মূর্তি পূজা মানে কি? আপনি কি মনে করেন, কুরায়শ কাফেররা বিশ্বাস করতো যে, ঐ কাঠ আর পাথর দ্বারা নির্মিত মূর্তি সৃষ্টি করে, রিযিক দেয় এবং যে তাদের কাছে দু'আ করে তার কর্ম সম্পাদন করে দেয়? প্রকৃত পক্ষে কাফেররা এ বিশ্বাস করতো না, যেমনটি ইতোপূর্বে আমি আপনার সামনে উল্লেখ করেছি।

আবদুন্ নবীঃ আমিও তা বিশ্বাস করি না; বরং যে ব্যক্তি কাঠ, পাথর অথবা কবরের উপর নির্মিত ঘরের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হবে, তাদের কাছে দু'আ করবে, তাদের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করবে এবং বলবে যে, এগুলো আমাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে, তার বরকতে আল্লাহ্ আমাদেরকে নিরাপদ রাখবেন, তবে এটা হবে মূর্তি পূজা- আমি যা বুঝে থাকি।

আবদুল্লাহ্ঃ আপনি সত্য বলেছেন। কিন্তু এটাই তো আপনাদের কাজ- পাথর আর কবর ও মাজারের উপর নির্মিত ঘর ও গম্বুজের নিকট। তাছাড়া আপনি যে বলেছেন যে, 'শির্ক হচ্ছে মূর্তি পূজা'। আপনি কি মনে করেন মূর্তি পূজা হলেই শির্ক হবে; অন্যথায় নয়? আর নেক লোকদের উপর ভরসা করা, তাদের কাছে দু'আ করা শির্কের অন্তর্ভূক্ত নয়?

আবদুন্ নবীঃ হ্যাঁ এটাই আমার উদ্দেশ্য।

আবদুল্লাহ্ঃ তাহলে অগণিত আয়াতে যে আল্লাহ্ তা'আলা নবী, ওলীর উপর ভরসা করা ও ফেরেশতাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াকে হারাম করেছেন এবং যে এরূপ করবে তাকে কাফের আখ্যা দিয়েছেন সে সম্পর্কে আপনার জবাব কি? ইতোপূর্বে বিষয়টি দলীলসহ আমি উল্লেখ করেছি।

আবদুন্ নবীঃ কিন্তু যারা ফেরেশতা ও নবীদেরকে ডেকেছে তাদেরকে শুধু ডাকার কারণেই কাফের বলা হয়নি; বরং তাদেরকে কাফের আখ্যায়িত করার কারণ ছিল, তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সন্তান মনে করতো, ঈসা মাসীহ (আঃ)কে আল্লাহর পুত্র বিশ্বাস করতো। আর এ বিশ্বাস আমাদের নেই। আমরা বলি না যে, আবদুল কাদের জীলানী আল্লাহর পুত্র বা যায়নাব আল্লাহর কন্যা।

আবদুল্লাহ্ঃ তবে আল্লাহর সন্তান আছে একথা বলাটাই বড় ধরণের একটা কুফরী। আল্লাহ্ বলেন, ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝١ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ "তুমি বল! আল্লাহ্ একক (তাঁর কোন সমকক্ষ ও উপমা নেই)। তিনি অমুখাপেক্ষী (প্রয়োজন বিমুখ) তিনি কাউকে জন্ম দেন না এবং কারো থেকে জন্মগ্রহণও করেননি।" কেউ যদি এটুকুই অস্বীকার করে তবেই সে কাফের হয়ে যাবে, যদিও সূরার শেষ

অংশ অস্বীকার না করে। আল্লাহ্ আরো বলেন:
﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ "আল্লাহ্ তো কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন মা'বূদও নেই; যদি থাকতো তাহলে তো প্রত্যেক মা'বূদ নিজের সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো এবং একজন আরেকজনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো।" (সূরা মু'মেনূনঃ ৯১) অতএব দু'টি কুফরীর (আল্লাহর সাথে কাউকে ডাকা কুফরী এবং কাউকে আল্লাহর সন্তান বলা কুফরী) মধ্যে পার্থক্য করা দরকার।

তাছাড়া গাইরুল্লাহর কাছে দু'আ করা যে কুফরী তার আরেকটি দলীল হচ্ছে, 'লাত' নামক মূর্তি একজন সৎ লোকের নাম হওয়া সত্ত্বেও কাফেররা তার কাছে দু'আ করতো তারা কিন্তু তাকে আল্লাহর পুত্র মনে করতো না। যারা জিনের উপাসনা করে কুফরী করেছে তারাও তাদেরকে আল্লাহর সন্তান মনে করেনি। তাছাড়া চার মাযহাবের কোন ফিকাহবিদ 'মুরতাদের' অধ্যায়ে এমন কথা উল্লেখ করেননি যে, কোন মুসলিম যদি আল্লাহর সন্তান আছে এমন দাবী করে তবেই সে মুরতাদ হবে; বরং তাঁরা বলেছেন যে, আল্লাহর সাথে শির্ক করলেই সে মুরতাদ। অতএব তাঁরাও দু'টি বিষয়ে পার্থক্য করেছেন।

আবদুন্ নবীঃ কিন্তু আল্লাহ তো বলেছেন:﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ "জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর ওলীদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" (সূরা ইউনুসঃ ১৮)

আবদুল্লাহ্ঃ আমরা বিশ্বাস করি যে, কথাটি সত্য। আমরাও উক্ত কথা বলে থাকি। কিন্তু তাদের কোন ইবাদত বা উপাসনা করা যাবে না। তাদের বিষয়ে আমরা শুধু এটুকুই অস্বীকার করি যে, আল্লাহর সাথে সাথে তাঁদের কারো ইবাদত করা যাবে না, তাঁর সাথে তাঁদেরকে শরীক করা যাবে না। অন্যথা তাদেরকে ভালবাসা ও শরঈ বিষয়ে তাঁদের অনুসরণ করা ওয়াজিব। তাদের কারামতের স্বীকৃতি দেয়া আবশ্যক। তাদের কারামত বিদআতী ছাড়া কেউ অস্বীকার করে না। আল্লাহর দ্বীন দু'টি পন্থার মধ্যে মধ্যমপন্থী, দু'টি বিভ্রান্তির মধ্যে হেদায়াত এবং দু'টি বাতিলের মধ্যে সত্য ও আলো।

আবদুন্ নবীঃ যাদের ব্যাপারে কুরআন নাযিল হয়েছে, তারা তো 'লা-ইলাহা ইল্লাহ'র সাক্ষ্য দিত না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মিথ্যা মনে করতো, পুনরুত্থানকে অস্বীকার করতো, কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করতো, বলতো কুরআন যাদু। কিন্তু আমরা 'লা-ইলাহা ইল্লাহ'র সাক্ষ্য প্রদান করি। আরো সাক্ষ্য দেই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। কুরআনকে সত্যায়ন করি, পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করি, নামায পড়ি, রোযা রাখি। তাহলে কিভাবে আমাদেরকে তাদের সমপর্যায়ের মনে করেন?

আবদুল্লাহ্ঃ কিন্তু উলামায়ে কেরামের মধ্যে একথায় কোন মতভেদ নেই যে, কোন লোক যদি একটি বিষয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সত্যায়ন করে এবং অন্য একটি বিষয়ে তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে সে কাফের, সে ইসলামেই প্রবেশ করবে না। এমনিভাবে যদি কুরআনের কিছু অংশকে বিশ্বাস করে এবং কিছু অংশ অমান্য করে সেও কাফের। যেমন: কেউ তাওহীদের স্বীকৃতী দিল কিন্তু নামাযকে অস্বীকার করল, সে কাফের। তাওহীদ ও নামাযকে মেনে নিল কিন্তু যাকাতকে অস্বীকার করল, সেও কাফের। তাওহীদ, নামায, যাকাত সবগুলোই মেনে নিল কিন্তু রোযাকে প্রত্যাখ্যান করল, তবে সেও কাফের। আবার কেউ এই সবগুলোকে মেনে নেয়ার পর যদি হজ্জ ফরয হওয়াকে মানতে না চায়, তবে সে কাফের। এই কারণে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর যুগে যখন কিছু লোক হজ্জ মেনে নিতে চাইল না, তখন তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ নাযিল করেছিলেন:
﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ "মানুষের উপর আল্লাহর দাবী হচ্ছে, যারা এ ঘর পর্যন্ত আসার সামর্থ রাখে, তারা যেন এর হজ্জ পালন করে। আর যে কুফরী করে সে জেনে রাখুক মহান আল্লাহ্ সারা জগতের কারো মুখাপেক্ষী নন।" (সূরা আলে ইমরানঃ ৯৭)
কেউ যদি পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে, সেও সকলের ঐকমত্যে কাফের। এজন্য আল্লাহ্ কুরআনের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের কিছু বিশ্বাস করবে এবং কিছু অস্বীকার করবে, সেই প্রকৃত কাফের। কুরআন নির্দেশ দিয়েছে ইসলামের সবকিছু সাধারণভাবে গ্রহণ করার জন্য। অতএব যে লোক কিছু গ্রহণ করবে আর কিছু প্রত্যাখ্যান করবে সে কুফরী করবে। এখন আপনি কি একথাটি স্বীকার করছেন?

আবদুন্ নবীঃ হ্যাঁ, আমি তা স্বীকার করছি। বিষয়টি কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবদুল্লাহ্ঃ আপনি যখন স্বীকার করছেন, যে ব্যক্তি কিছু বিষয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে সত্যায়ন করে এবং নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে অথবা সব কিছু মেনে নেয়ার পর শুধু পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে, তবে সকল মাযহাবের ঐকমত্যে সে কাফের। কুরআনও এ কথা বলেছে। যেমনটি ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব জেনে রাখুন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন তম্মধ্যে সবচেয়ে বড় ফরয হচ্ছে তাওহীদ। এই তাওহীদ নামায, যাকাত, হজ্জ প্রভৃতির চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এখন কেউ যদি এই বিষয়গুলোর কোন একটিকে অস্বীকার করার কারণে কাফের হয়ে যায়, যদিও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আনীত অন্যান্য সকল বিষয়ের প্রতি সে বিশ্বাস করে ও আমল করে, তবে কিভাবে তাওহীদকে অমান্য করলে সে কাফের হবে না? অথচ তাওহীদই ছিল সকল নবী-রাসূলের ধর্ম ও দাওয়াতের মূল বিষয় বস্তু? সুবহানাল্লাহ্! কি আশ্চর্য রকমের মূর্খতা!

আরো গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, ছাহাবায়ে কেরাম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ইন্তেকালের পর আবু বকর (রাঃ)এর নেতৃত্বে ইয়ামামা এলাকার হানীফা গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। অথচ তারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছিল, ইসলামের কালেমায়ে শাহাদাত 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্' পড়েছিল এবং নামাযও পড়তো আযানও দিতো।

আবদুন্ নবীঃ কিন্তু তারা তো নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে শেষ নবী মানে নি; বরং মুসায়লামাকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করেছিল। আর আমরা বিশ্বাস করি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর পর কোন নবী নেই।

আবদুল্লাহ্ঃ তা ঠিক। কিন্তু আপনারা আলী (রাঃ), আবদুল কাদের জীলানী, খাজাবাবা, শাহজালাল এবং অন্যান্য নবী বা ফেরেশতা বা ওলীগণকে আসমান-যমীনের মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর আসনে উন্নীত করেন। যখন কিনা কোন মানুষকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর মরতবায় উন্নীত করলে সে কাফের হয়ে যাবে, তার জান-মাল হালাল হয়ে যাবে। কালেমায়ে শাহাদাত, নামায প্রভৃতি তার কোন কাজে আসবে না। অতএব তাকে যদি আল্লাহর মরতবায় উন্নীত করা হয়, তবে সে যে কাফের হয়ে যাবে একথা ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখে না।

একইভাবে আলী (রাঃ) যাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন তারাও কিন্তু ইসলামের দাবী করেছিল। তারা আলী (রাঃ)এর সাথী ছিল তারা ছাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে জ্ঞান শিক্ষা করেছিল। কিন্তু তারা আলীর ব্যাপারে এমন কিছু ধারণা করেছিল, যেমন আপনারা আবদুল কাদের জীলানী প্রমুখ সম্পর্কে ধারণা করে থাকেন। কিভাবে ছাহাবায়ে কেরাম তাদের কাফের হওয়া এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছিলেন? আপনি কি মনে করেন ছাহাবীগণ মুসলমানদেরকে কাফের আখ্যা দিয়েছিলেন? নাকি মনে করেন, সাইয়্যেদ, জীলানী, খাজাবাবা প্রভৃতি সম্পর্কে ঐ বিশ্বাস রাখলে কোন অসুবিধা নেই; কিন্তু আলীর প্রতি বিশ্বাস রাখলেই শুধু কাফের হয়ে যাবে?

আরো কথা আছে, আপনার কথামতে পূর্বযুগের লোকেরা শুধু একারণেই কাফের হয়েছিল যে, তারা একদিকে যেমন শির্ক করতো অন্য দিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), কুরআন ও পুনরুত্থান প্রভৃতিকে অস্বীকার করতো। যদি এটাই হয়, তবে প্রত্যেক মাযহাবের উলামায়ে কেরাম 'মুরতাদের বিধান' নামক অধ্যায়ে যা উল্লেখ করেন, তার অর্থ কি? তাঁরা বলেন, মুরতাদ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরী করে। কি কি বিষয়ে কুফরী করলে মুরতাদ হবে, সে সম্পর্কে তাঁরা অনেক কিছু উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেকটা বিষয়ই তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে। এমনকি অনেকে এমন কিছু ছোট ছোট বিষয় উল্লেখ করেছেন, যাতে লিপ্ত হলেও কাফের হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহকে নাখোশকারী কথা মুখে উচ্চারণ করা- যদিও তা অন্তর থেকে না হয়। অথবা উহা খেলার ছলে বা ঠাট্টা-বিদ্রুপের ছলে বলে থাকে। এমনিভাবে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন, ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۝٦٥ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ﴾ "তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর নিদর্শনাবলী ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছিলে। তোমরা ওযরখাহী করো না। ঈমান গ্রহণ করার পর তোমরা কাফের হয়ে গেছো।" (সূরা তাওবাঃ ৬৫-৬৬) এ আয়াতে

আল্লাহ্ যাদের ঈমান গ্রহণের পর কাফের হওয়ার বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন, তারা সেই সমস্ত লোক যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাথে তাবুক যুদ্ধে গমণ করেছিল। ফেরার পথে তারা এমন কিছু কথা সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে উল্লেখ করেছিল, যে কথাগুলো তাদের দাবী অনুযায়ী নিছক ঠাট্টা ও খেলার ছলে হয়েছিল।

আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ বানী ইসরাঈলের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তারা ইসলাম গ্রহণ, জ্ঞান লাভ ও সংশোধনের পর যখন মূসা (আঃ)কে বলেছিল, "আমাদের জন্য মা'বূদ নিযুক্ত করে দিন।" আর শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কিছু ছাহাবী তাঁকে বলেছিলেন, আমাদের জন্য 'যাতু আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বলেছিলেন, তোমাদের এ কথা বনী ইসরাঈলের কথার মতই, যখন তারা মূসা (আঃ)কে বলেছিল, ﴿ٱجْعَل لَّنَآ إِلَـٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ﴾ "আমাদের জন্য একজন মা'বূদ নির্ধারণ করে দিন, যেমন তাদের মা'বূদ রয়েছে।"

আবদুন্ নবীঃ কিন্তু বানী ইসরাইল এবং যারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট 'যাতু আনওয়াত' চেয়েছিল, তারা তো সে কারণে কাফের হয়ে যায়নি?

আবদুল্লাহ্ঃ হ্যাঁ, বানী ইসরাঈলের ঐ লোকেরা এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাথীগণ যা চেয়েছিলেন, তা কিন্তু করেননি। তা করলে কিন্তু তারা কাফের হয়ে যেতেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে নিষেধ করেছিলেন, তাঁর কথা না মেনে 'যাতু আনওয়াত' গ্রহণ করলে তারা কাফের হয়ে যেত।

আবদুন্ নবীঃ কিন্তু আমার কাছে আরেকটি প্রশ্ন আছে। তা হচ্ছে উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)এর ঘটনা, যখন তিনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠকারী ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও তার একাজকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি তাকে বলেছিলেন, "উসামা! 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার পরও কি তুমি লোকটিকে হত্যা করেছো?" (বুখারী) একইভাবে তিনি বলেছেন, "আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলবে।" (মুসলিম) তাহলে আপনি যা বললেন তার মাঝে এবং এ হাদীছ দু'টোর মাঝে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করবেন? আপনি আমাকে সঠিক পথ দেখান। আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

আবদুল্লাহ্ঃ একথা সকলের জানা যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহুদীদের সাথে লড়াই করেছেন এবং তাদেরকে বন্দী করেছেন। অথচ তারাও পাঠ করতো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। ছাহাবীগণও বনু হানীফা গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্' কালেমার সাক্ষ্য দিত, নামায পড়তো। এমনিভাবে আলী (রাঃ) যাদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন। আপনি স্বীকার করেন যে, যে ব্যক্তি পুনরুত্থানকে অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে, তাকে হত্যা করা হালাল হয়ে যাবে- যদিও সে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করে। আপনি আরো স্বীকার করেন যে, যে ব্যক্তি ইসলামের কোন একটি রুকন অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে, তাকে হত্যা করা বৈধ হবে- যদিও সে উক্ত কালেমা পাঠ করে। অতএব ধর্মের শাখা-প্রশাখার কোন একটি অস্বীকার করলে যদি এই কালেমা দ্বারা উপকৃত হতে না পারে, তবে কিভাবে যে তাওহীদ সমস্ত রাসূলের ধর্মের আসল ও মূল তা অস্বীকার করে এই কালেমা দ্বারা উপকৃত হবে? সম্ভবত আপনি এই হাদীছগুলোর অর্থ-তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেননি।

তাহলে শুনুন: উসামার হাদীছের জবাবঃ উসামা (রাঃ) এমন একটি লোককে হত্যা করেছিলেন যে ইসলামের দাবী করেছিল। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, লোকটি শুধুমাত্র জান-মালের ভয়ে কালেমা পাঠ করেছে। তাঁর এধারণা ভুল ছিল। কেননা যে লোক ইসলামের কথা মুখে প্রকাশ করবে, তার নিকট থেকে সুস্পষ্টভাবে ইসলাম বিরোধী কিছু না দেখা পর্যন্ত তাকে স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এজন্য আল্লাহ বলেন:﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُوا۟﴾ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে ভ্রমণে বের হও, তখন সব বিষয়ে তথ্য নিয়ে পদক্ষেপ নিবে।" (সূরা নিসাঃ ৯৪) অর্থাৎ মু'মিন না কাফের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নাও। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, নিশ্চিত না হয়ে কারো বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে না। যখন সুস্পষ্ট ইসলাম বিরোধী কোন কিছু প্রমাণিত হয়ে

যাবে, তখন তাকে হত্যা করতে হবে। কেননা আল্লাহ্ বলেছেন, ﴿فَتَبَيَّنُوٓاْ﴾ "যাচাই করে দেখ"। যদি তাকে হত্যা করা হয় তবে যাচাই করে দেখার কোন উপকার পাওয়া যায় না।

অনুরূপ জবাব হচ্ছে দ্বিতীয় হাদীছ সম্পর্কে। তার উদ্দেশ্যও পূর্বেরটির মত। অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে ইসলাম ও তাওহীদের দাবী করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট থেকে ইসলাম বিনষ্টকারী কোন বিষয় না দেখা যাবে, তার ব্যাপারে হাত গুটিয়ে রাখতে হবে- তাকে হত্যা করা যাবে না। একথার দলীল হচ্ছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উক্ত বাণী: 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার পরও কি তুমি লোকটিকে হত্যা করেছো?" এবং তিনি আরো বলেছেন, "আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' না বলবে।" তিনিই আবার খারেজী সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছেন, "তাদেরকে যেখানে পাবে সেখানেই হত্যা করবে।" (বুখারী) অথচ ওরা সবচেয়ে বেশী ইবাদতকারী সবচেয়ে বেশী কালেমা পাঠকারী। এমনকি ছাহাবায়ে কেরামও তাদের ইবাদত দেখে নিজেদের ইবাদতকে তুচ্ছ মনে করতেন। অথচ ওরা ছাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে জ্ঞান শিক্ষা লাভ করেছিল। কিন্তু 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' তাদের কোন উপকারে আসেনি। বেশী বেশী ইবাদত কোন কাজে আসেনি। ইসলামের দাবীও কোন কল্যাণ নিয়ে আসেনি। যখন তারা ইসলামী শরীয়তের সুস্পষ্ট বিরোধীতায় লিপ্ত হল, তাদেরকে হত্যা করা হল।

আবদুন্ নবীঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ছহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, ক্বিয়ামতের মাঠে সমস্ত মানুষ প্রথমে আদমের কাছে (কিয়ামতের বিপদ থেকে) উদ্ধার কামনা করবে, তারপর নূহ, তারপর ইবরাহীম, তারপর মূসা, তারপর ঈসা (আঃ) এর কাছে উদ্ধার কামনা করবে। কিন্তু সকলেই নিজের অপারগতা প্রকাশ করবেন। শেষে তারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট আসবে। এথেকে প্রমাণ হয় যে, গাইরুল্লাহর কাছে উদ্ধার কামনা করা শির্ক নয়।

আবদুল্লাহ্ঃ মাসআলাটির স্বরূপ সম্বন্ধে আপনি গোলক ধাঁধায় পড়ে গেছেন। মনে রাখবেন জীবিত এবং উপস্থিত মানুষ যদি কোন বিষয়ে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে, তবে তার কাছে তা প্রার্থনা করা জায়েয এটা আমরা অস্বীকার করি না। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,
﴿فَٱسْتَغَٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِۦ﴾ "মূসা (আঃ)এর দলের লোকটি নিজের শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর (মূসার আঃ) কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল।" (সূরা কাসাসঃ ১৫) এমনিভাবে মানুষ যুদ্ধ ইত্যাদিতে সাথীদের নিকটে এমন সাহায্য কামনা করে, যা তাদের সামর্থের মধ্যে। আপনারা যে ওলী-আউলিয়ার কবরের কাছে গিয়ে বা তাদের অনুপস্থিতিতে এমন বিষয়ে সাহায্য কামনা করেন, যাতে আল্লাহ্ ছাড়া কারো হাত নেই, আমরা এটাকেই অস্বীকার করি। আর কিয়ামত দিবসে মানুষ যে নবীদের কাছে সাহায্য চাইবেন, তার অর্থ হচ্ছে, তাঁরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন, যাতে করে আল্লাহ্ তাদের হিসাব নিয়ে জান্নাতীদেরকে হাশরের মাঠের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করেন। আর দুনিয়া ও আখেরাতে এরূপ কাজ জায়েয। আপনি যে কোন সৎ লোকের নিকট আগমণ করবেন- যিনি আপনার সামনে থাকবেন এবং আপনার কথা শুনবেন, আপনি তাকে অনুরোধ করবেন, তিনি আপনার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশায় সাহাবীগণ দু'আ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর কখনো তাঁর কবরের কাছে এসে তাঁরা দু'আর আবেদন করেননি; বরং কবরের কাছে গিয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করার জন্য কেউ ইচ্ছা করলে সাহাবীগণ তার প্রতিবাদ করেছেন।

আবদুন্ নবীঃ ইবরাহীম (আঃ)এর ঘটনা সম্পর্কে আপনার মত কী? যখন তাঁকে আগুনে ফেলে দেয়া হচ্ছিল, তখন জিবরীল (আঃ) শুন্যে এসে তাঁর সম্মুখবর্তী হলেন এবং বললেন, আপনার সাহায্যের দরকার আছে? তখন ইবরাহীম (আঃ) বললেন, আপনার সাহায্যের কোন দরকার নেই। এখন জিবরীলের কাছে সাহায্য কামনা করা যদি শির্ক হতো, তবে তিনি নিজেকে ইবরাহীমের সামনে পেশ করতেন না!?

আবদুল্লাহ্ঃ পূর্বের সংশয়টির মত এটা আরেকটি সংশয়। মূলতঃ এ ঘটনাটিই সঠিক নয়। যদি সঠিক ধরেও নেয়া হয়, তবে তো জিবরীল (আঃ) এমন উপকার করতে চেয়েছিলেন, যা তাঁর সাধ্যের ভিতরে ছিল। যেমন তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, ﴿عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ﴾ "তাঁকে (মুহাম্মাদ ছাঃকে) প্রবল শক্তিধর (একজন ফেরেশতা) শিক্ষা দিয়ে থাকেন।" (সূরা নজমঃ ৫) আল্লাহ যদি

জিবরীল (আঃ)কে অনুমতি দিতেন, তবে তিনি ইবরাহীমের ঐ আগুন ও তার পার্শবর্তী এলাকার যমিন ও পাহাড় সবকিছু উঠিয়ে পূর্ব দিগন্তে বা পশ্চিম দিগন্তে নিক্ষেপ করতে পারতেন, এতে তাঁর কোন অসুবিধা হতো না। ঘটনাটির উদাহরণ হচ্ছেঃ জনৈক বিত্তবান ব্যক্তি অভাবী এক লোকের অভাব দূর করার জন্য তাকে সাহায্য করতে চাইল, কিন্তু লোকটি বিত্তবানের দান গ্রহণ না করে ছবর করল, ফলে আল্লাহ তাকে রিযিক দান করলেন- তাতে কারো কোন মধ্যস্থতা ও আবেদন ছিল না। অতএব কিভাবে এ ঘটনাটিকে মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা ও উদ্ধার কামনার শির্কের সাথে তুলনা করেন, যে শির্ক বর্তমানে আপনারা করে চলেছেন?

ভাই সাহেব! জেনে রাখুন, নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে যাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল, সে যুগের কাফেরদের শির্ক বর্তমান যুগের লোকদের শির্কের চাইতে হালকা ছিল। এর কারণ তিনটিঃ

প্রথমতঃ সে যুগের লোকেরা শুধুমাত্র সুখের সময় আল্লাহর সাথে শির্ক করতো, কিন্তু দুঃখ ও মুসীবতের সময় শির্ক না করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকতো। দলীল আল্লাহর বাণীঃ ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ "যখন তারা নৌকা ভ্রমণে বের হতো, তখন ধর্মকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে তাঁকে আহবান করতো। যখন আল্লাহ্ তাদেরকে স্থলে নিয়ে এসে মুক্তি দিতেন, তখন আবার শির্ক করা শুরু করতো।" (সূরা আনকাবূতঃ ৬৫) আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾ "যখন সমুদ্রের তরঙ্গমালা তাদেরকে মেঘমালার মত আচ্ছন্ন করে, তখন তারা বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহকে ডাকে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান তখন তাদের কেউ কেউ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে থাকে। বস্তুতঃ শুধুমাত্র বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তাঁর নির্দেশনাবলী অস্বীকার করে।" (সূরা লোকমানঃ ৩২) যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধ করেছিলেন, তারা সুখ-সাচ্ছন্দের অবস্থায় আল্লাহকেও ডাকতো এবং অন্যকেও ডাকতো। কিন্তু বিপদে পড়লে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ডাকতো না। সে সময় তারা সকল মূর্তিকে ভুলে যেতো। কিন্তু বর্তমান যুগের মুসলমান নামধারী মুশরিকরা সুখের সময় যেমন গাইরুল্লাহকে ডাকে, বিপদের সময়ও তেমন গাইরুল্লাহকে ডাকে; বরং বিপদ-মুছীবতের সময় বেশী করে গাইরুল্লাহকে ডাকে। ইয়া রাসূলুল্লাহ্, ইয়া হুসাইন বলে ডাকে। খাজা বাবা, শাহজালাল, মাইজ ভান্ডারী, এনায়েত পুরী, বায়েজিদ বোস্তামী প্রভৃতি মাজারে মাজারে ধর্ণা দিয়ে বেড়ায়। কিন্তু এই বাস্তবতা বুঝার লোক কোথায়?

দ্বিতীয়তঃ পূর্ব যুগের লোকেরা গাইরুল্লাহর সাথে এমন লোককে ডাকতো যারা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা ছিল। ওরা নবী বা ওলী বা ফেরেশতা বা কমপক্ষে গাছ ও পাথরকে ডাকতো যারা আল্লাহর আনুগত্য করতো তাঁর নাফরমানী করতো না। কিন্তু বর্তমান যুগের লোকেরা এমন কিছু মানুষকে ডেকে থাকে, যারা সবচেয়ে বড় ফাসেক। যে লোক নেক ব্যক্তি এবং আল্লাহর আনুগত্যকারী পাথর ও গাছের মধ্যে কিছু বিশ্বাস করে, সে ঐ ব্যক্তির চেয়ে কম অপরাধী যে প্রকাশ্য ফাসেক ও পাপী লোকের ভিতরে কিছু বিশ্বাস করে।

তৃতীয়তঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগের লোকদের শির্ক সাধারণভাবে তাওহীদে উলুহিয়্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তারা তাওহীদে রুবুবিয়্যাতে শির্ক করতো না। কিন্তু শেষ যুগের লোকেরা তাদের বিপরীত। তারা ব্যাপকহারে তাওহীদে রুবুবিয়্যাতেও শির্ক করে থাকে। তাওহীদে উলুহিয়্যার মধ্যে তাদের শির্ক তো রয়েছেই। তারা পৃথিবীর পরিচালনার ক্ষেত্রে জীবন-মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়গুলোকে প্রকৃতির কাজ বলে বিশ্বাস করে। এসবের পিছনে যে একজন স্রষ্টা আছেন তা স্বীকার করতে চায় না।

সম্ভবতঃ আমি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসআলা উল্লেখ করে আমার কথা শেষ করতে চাই, যার মাধ্যমে আপনি পূর্বের কথাগুলো ভালভাবে বুঝতে পারবেন। তা হচ্ছে, একথায় কোন মতভেদ নেই যে, তাওহীদকে অবশ্যই অন্তরের বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কর্মে পরিণত করতে হবে। তাওহীদ চেনার পর তদানুযায়ী আমল না করলে সে সীমালঙ্ঘণকারী কাফেরে পরিণত হবে। যেমন ছিল ফেরাউন ও ইবলীস।

এক্ষেত্রে বহু লোক ভুল করে থাকে। তারা বলে, এটা সত্য কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা আমাদের পক্ষে

সম্ভব নয়। আমাদের দেশে এসব চলবে না। আমাদের জাতির কাছে এধরণের কাজ ঠিক নয়। এগুলো করতে চাইলে মানুষের মতামত নিতে হবে। সমাজের সাথে মিশে তাদেরকেও কিছু ছাড় দিতে হবে। অন্যথা মানুষের অমঙ্গল থেকে বাঁচা যাবে না। এই মিসকীন জানে না যে, অধিকাংশ কাফেরের লিডাররা সত্য জেনেছে কিন্তু খোঁড়া যুক্তির ওয়ুহাত খাড়া করে সেই সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, ﴿ اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ "ওরা অল্প মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহর আয়াতকে বিক্রয় করে দিয়েছে। অতঃপর তাঁর পথকে বন্ধ করে দিয়েছে। নি:সন্দেহে তারা কতই না নিকৃষ্ট কাজ করেছে।" (সূরা তাওবাঃ ৯)

যারা বাহ্যিকভাবে তাওহীদ অনুযায়ী আমল করে কিন্তু তা বুঝে না এবং অন্তর দিয়ে বিশ্বাসও করে না, তারা মুনাফেক। তারা প্রকৃত কাফেরের চাইতে বেশী নিকৃষ্ট। কেননা আল্লাহ্ বলেন, ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ "নিশ্চয় মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্ব নিম্ন স্তরে অবস্থান করবে।" (সূরা নিসাঃ ১৪৫)

মানুষের কথাবার্তার প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আপনি এই বিষয়টি পরিস্কারভাবে বুঝতে পারবেন। দেখবেন ওরা হক জানে ও চেনে কিন্তু তদানুযায়ী আমল করে না। কেননা আমল করতে গেলে দুনিয়ার কাজ-কর্মে বাধা আসবে বা উপার্জন কমে যাবে। যেমন ছিল কারূন। অথবা আমল করতে গেলে সম্মান কমে যাবে, যেমন ছিল হামান। অথবা পদ ও ক্ষমতা হারাবে, যেমন ছিল ফেরাউন।

আবার অনেককে দেখবেন মুনাফেকদের মত প্রকাশ্যে আমল করে কিন্তু আন্তরিকভাবে নয়। সে লোক অন্তরে কি বিশ্বাস করে সে সম্পর্কে জানতে চাইলে দেখবেন সে কিছুই জানে না।

কিন্তু কুরআনের দু'টি আয়াতের মর্ম অনুধাবন করা আপনার প্রতি আবশ্যকঃ

প্রথম আয়াতঃ পূর্বে উল্লেখ হয়েছে- আল্লাহ্ বলেন, ﴿ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ "তোমরা ওয়ুহাত পেশ করো না। ঈমান গ্রহণ করার পর তোমরা কাফের হয়ে গেছো।" (সূরা তওবাঃ ৬৫-৬৬) আপনি যখন জানলেন যে, রোমের বিরুদ্ধে যারা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে তাবুক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তাদের মধ্যে কতিপয় লোক খেলাধুলা ও ঠাট্টার ছলে একটিমাত্র কথা বলার কারণে কাফের হয়েছিল। তখন আপনি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন, যে লোক সম্পদের কমতি বা পদ ও সম্মান হারানোর ভয়ে বা কারো মন রক্ষা করার জন্য কুফরী কথা মুখে উচ্চারণ করে বা কুফরী কাজ করে, সে ঐ ব্যক্তির চাইতে বড় অপরাধি যে ঠাট্টার ছলে কুফরী কথা উচ্চারণ করে। কেননা ঠাট্টা-বিদ্রুপকারী মানুষকে হাঁসানোর জন্য মুখে যে কথা উচ্চারণ করে, সাধারণত অন্তরে তা বিশ্বাস করে না। কিন্তু যে লোক স্বার্থহানীর আশংকায় বা মানুষের নিকট থেকে সম্মান ও সম্পদ লাভের লালসায় কুফরী কথা উচ্চারণ করে বা কুফরী কাজে লিপ্ত হয়, সে শয়তানকে তার অঙ্গিকার সত্যায়ন করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ﴾ "শয়তান তোমাদেরকে অভাবের অঙ্গিকার করে[1] এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়।" (সূরা বাকারাঃ ২৬৮) এবং শয়তানের ধমকীকে ভয় করে: ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ﴾ "শয়তানতো তার বন্ধুদেরকে ভয় দেখায়।" (সূরা আল ইমরানঃ ১৭৫) সে লোক মহান করুণাময়ের অঙ্গীকারকে সত্য বলে বিশ্বাস করেনি: ﴿ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ﴾ "আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের অঙ্গীকার করেন।" (সূরা বাকারাঃ ২৬৮) মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করেনি: ﴿ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ "তোমরা তাদেরকে ভয় করো না; যদি ঈমানদার হয়ে থাক তবে তোমরা আমাকে ভয় করো।" (সূরা আল ইমরানঃ ১৭৫) অতএব এই যার অবস্থা সে কি রহমানের বন্ধু হওয়ার যোগ্যতা রাখে নাকি শয়তানের বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হয়?

দ্বিতীয় আয়াতঃ আল্লাহ্ বলেন: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾
"কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্যে হৃদয় উম্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্য আছে মহা শাস্তি; তবে তার জন্যে নয়, যাকে কুফরীর

---

[1]. অর্থাৎ শয়তান তোমাদেরকে ভয় দেখায়, তোমরা যদি আল্লাহর পথে অর্থ খরচ কর, তবে অভাবী হয়ে যাবে।

জন্যে বাধ্য করা হয়েছে, কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচল।" (সূরা নাহালঃ ১০৬) এদের মধ্যে আল্লাহ্ কারো মিথ্যা ওযুহাত গ্রহণ করেননি। তবে যাকে জবরদস্তী করে কুফরী করতে বাধ্য করা হয়েছে অথচ তার অন্তরে ঈমান অবিচল ও সুদৃঢ়, আল্লাহ্ তার ওযর গ্রহণ করবেন। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কারণে যারা কুফরী করবে চাই ভয়ে হোক বা লোভ-লালসায় হোক বা কারো মন রক্ষা করার কারণে হোক অথবা নিজ দেশ বা বংশ-পরিবারের পক্ষাবলম্বন করার জন্য হোক বা সম্পদ রক্ষার কারণে হোক বা হাসি-ঠাট্টার ছলে হোক অথবা অন্য কোন কারণে হোক- তাদের কারো ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা উল্লেখিত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, একজন মানুষকে শুধুমাত্র মুখের কথা বা কর্মের ব্যাপারে বাধ্য করা যেতে পারে, কিন্তু অন্তরের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কাউকে বাধ্য করা যেতে পারে না। আল্লাহ্ বলেন: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْءَاخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴾ "এই কারণে যে, তারা আখেরাতের জীবনের উপরে দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং এই জন্যে যে, আল্লাহ্ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না।" (সূরা নাহালঃ ১০৭) এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্তরের বিশ্বাসের কারণে এবং মূর্খতা ও ধর্মের প্রতি ঘৃণা রাখার কারণে বা কুফরীকে ভালবাসার কারণে তাদেরকে আযাব দেয়া হবে না; বরং এ জন্যে আযাবের সম্মুখিন হবে যে, তার জন্য দুনিয়ার যে অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে তাকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছে, দুনিয়াকে আখেরাতের চাইতে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। (আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন)

এসব কিছু জানার পরও কি (আল্লাহ্ আপনাকে হেদায়াত করুন) মাওলার দরবারে তওবা করবেন না? তাঁর কাছে ফিরে আসবেন না? শির্কী আকীদা-বিশ্বাস পরিত্যাগ করবেন না? শুনলেন তো বিষয়টি কত ভয়ানক। মাসআলাটি কত জটিল। বক্তব্যও সুস্পষ্ট।

আবদুন্ নবীঃ আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাঁর কাছে তওবা করছি। সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ ছাড়া আমি যে সকল বস্তুর ইবাদত করতাম সবকিছু প্রত্যাখ্যান করলাম। পূর্বে আমার দ্বারা যা হয়ে গেছে সে ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন। আমার সাথে দয়া, ক্ষমা ও করুণার আচরণ করেন। আর মৃত্যু পর্যন্ত যেন তাওহীদ ও বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। তাঁর কাছে আরো প্রার্থনা করছি- ভাই আবদুল্লাহ্- তিনি যেন আপনাকে এই নসীহতের কারণে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করেন। কেননা দ্বীন হচ্ছে নসীহতের নাম। আর আপনি যে, আমার নাম (আবদুন্ নবী) শুনে তা অপছন্দ করেছেন তাই আপনাকে বলতে চাই, আমি নিজের নাম পরিবর্তন করে (আবদুর্ রহমান) রাখলাম। আর আমার আভ্যন্তরিন বিশ্বাসগত বিভ্রান্ত অন্যায়ের যে আপনি প্রতিবাদ করেছেন তার জন্যও আল্লাহ্ যেন আপনাকে পুরস্কৃত করেন। কেননা ঐ আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আমি মৃত্যু বরণ করলে কখনই নাজাত পেতাম না।

কিন্তু সর্বশেষ আমি আপনার কাছে একটি আবেদন রাখছি। আপনি আমাকে সেই সমস্ত গর্হিত কাজগুলোর কথা বলবেন যাতে অধিকাংশ মানুষ লিপ্ত।

আবদুল্লাহ্ঃ ঠিক আছে। তাহলে মনোযোগ সহকারে শুনুন:

✱ সাবধান! কুরআন-সুন্নাহর কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলে, সে ক্ষেত্রে ফিতনা ও অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে শুধু বিরোধপূর্ণ বিষয়ের অনুসরণ যেন আপনার পরিচয় না হয়। কেননা ঐ বিষয়ের প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। কিন্তু আপনার পরিচয় যেন জ্ঞান-বিদ্যায় পারদর্শী এমন লোকদের মত হয় যারা অস্পষ্ট ও সন্দেহ মূলক বিষয়ে বলেন: ﴿ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ "আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এসব কিছু আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে।" (সূরা আল ইমরানঃ ৭) বিরোধপূর্ণ বিষয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ" "যে বিষয়ে তোমার সন্দেহ হয় তা ছেড়ে দিয়ে সন্দেহ মুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হও।" (আহমাদ, তিরমিযী) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, "فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ" "যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বিষয় থেকে বেচে থাকে, সে নিজের ধর্ম ও ইজ্জতকে পবিত্র রাখে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে লিপ্ত হয়, সে হারামে পতিত হয়।" (বুখারী ও মুসলিম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, "وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ" "গুনাহর কাজ তো ওটাই যা তোমার অন্তরে খটকা সৃষ্টি করে এবং মানুষ উহা দেখে ফেলুক তা তুমি অপছন্দ কর।"

(মুসলিম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন:

اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ (ثَلاثَ مَرَّاتٍ) الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ

"তোমার অন্তরের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস কর, নিজেকে এর সমাধান জিজ্ঞেস কর। (কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন) যে কাজে মনে প্রশান্তি সৃষ্টি হয় সেটাই নেককাজ। আর যে কাজে মনে খটকা জাগে এবং অন্তরে বাধা সৃষ্টি করে সেটাই গুনাহের কাজ। আর যদি লোকদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস কর তো লোকেরা তোমাকে ফতোয়া দিবে।" (আহমাদ, দারেমী, হাদীছ হাসান দ্রঃ ছহীহ তারগীব তারহীব হা/১৭৩৪)

✱ সাবধান! প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। কেননা এ বিষয়ে আল্লাহ্ কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন, ﴿أَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ﴾ "তুমি কি তাকে দেখেছ যে নিজের প্রবৃত্তিকে মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে।" (সূরা ফুরকানঃ ৪৩)

✱ সাবধান! মানব রচিত কোন মতাদর্শের অন্ধানুকরণ করবেন না। বাপ-দাদার দোহাই দেবেন না। কেননা সত্য গ্রহণের পথে গোঁড়ামী ও অন্ধানুকরণ বড় একটি বাঁধা। সত্য হচ্ছে মুমিনের নিকট হারানো সম্পদের মত মূল্যবান। মুমিন যেখানেই সত্য পাবে তা গ্রহণ করার জন্য সেই বেশী হকদার। আল্লাহ্ বলেন:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾
"আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর; তখন তারা বলে- বরং আমরা তারই অনুসরণ করব যার উপর আমরা আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকে পেয়েছি। যদিও তাদের পিতৃ পুরুষদের কোন জ্ঞানই ছিল না এবং তারা সুপথগামীও ছিল না।" (সূরা বাকারাঃ ১৭০)

✱ সাবধান! কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবেন না। কেননা এটা সকল অন্যায়ের গোড়া। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" "যে ব্যক্তি কোন জাতীর সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে।" (আহমাদ, আবু দাউদ)

✱ সাবধান! কখনো গাইরুল্লাহর উপর ভরসা করবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,
﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ﴾ "যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করবে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হবেন।" (সূরা তালাকঃ ৩)

✱ আল্লাহর নাফরমানী করে সৃষ্টিকুলের কারো আনুগত্য করবেন না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "لاَطَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ" "স্রষ্টার নাফারমানী করে সৃষ্টিকুলের কারো আনুগত্য করা যাবে না।" (আহমাদ, হাকেম)

✱ সাবধান! আল্লাহর উপর কুধারণা রাখবেন না। কেননা হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেছেন, "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي" "আমার বান্দা আমার উপর যেরূপ ধারণা পোষণ করবে আমি সেরূপই তার সাথে আচরণ করব।" (বুখারী ও মুসলিম)

✱ সাবধান! বিপদে পড়ার আশংকায় বা বিপদোদ্ধারের জন্য রিং, পাথর, সুতা, তাবীজ-কবচ ইত্যাদি পরিধান করবেন না।

✱ সাবধান! বদনযর প্রভৃতি থেকে বাঁচার জন্য তাবীজ ব্যবহার করবেন না। কেননা তাবীজ ব্যবহার করা শির্ক। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ" "যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকাবে, তাকে সেই বস্তুর প্রতি সোপর্দ করে দেয়া হবে।" (আহমাদ, তিরমিযী)

✱ সাবধান! পাথর, গাছ, পুরাতন চিহ্ন, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি দ্বারা বরকত কামনা করবেন না। কেননা এ ধরণের বস্তু থেকে বরকত নেয়া শির্ক।

✱ সাবধান! কোন বিষয়ে পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করবেন না। বা কোন বস্তুতে কুলক্ষণ নির্ধারণ করবেন না। কেননা উহা শির্ক। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ثَلاثًا" "(ভাগ্য গণনা এবং সুলক্ষণ বা কুলক্ষণ নির্ধারণ করার জন্য) পাখি উড়ানো শির্ক। পাখি উড়ানো শির্ক।" নবীজী কথাটি তিনবার বলেন। (আহমাদ, আবু দাউদ)

✱ যে সকল যাদুকর ও জ্যোতিষী অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে বলে দাবী করে তাদের কথা বিশ্বাস করা থেকে সাবধান! তারা কাগজে মানুষের বিভিন্ন বুরুজের (রাশিচক্র) উল্লেখ করে তাদের সুখ-দুঃখের সংবাদ দেয়। তাদের কথা বিশ্বাস করা শির্ক। কেননা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ অদৃশ্যের

খবর জানে না।

✸ সাবধান! নক্ষত্র এবং ঋতুর দিকে বৃষ্টি বষর্ণকে সম্পর্কিত করবেন না। কেননা উহা শির্ক; বরং বৃষ্টি আল্লাহর নির্দেশেই নাযিল হয়।

✸ সাবধান! গাইরুল্লাহর নামে শপথ করবেন না। যার নামে শপথ করতে চান সে যেই হোক না কেন তার নামে শপথ করা শির্ক। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

"مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ" "যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করবে, সে শির্ক করবে বা কুফরী করবে।" (আহমাদ, আবু দাউদ) যেমন নবীর নামে শপথ করা, আমানত, ইজ্জত, যিম্মাদারী, জীবন, পিতা-মাতা, সন্তান ইত্যাদির নামে শপথ করা।

✸ সাবধান! যুগকে গালি দিবেন না। বাতাস, সূর্য, ঠান্ডা, গরম, প্রভৃতিকে গালি দেবেন না। এগুলোকে গালি দেয়া মানে আল্লাহকে গালি দেয়া। কেননা তিনিই এগুলো সৃষ্টি করেছেন।

✸ সাবধান! বিপদে পড়লে 'যদি' বলবেন না। (যদি এরূপ করতাম তবে এরূপ হত বা যদি এরূপ না করতাম তবে এরূপ হত না।) কেননা এধরণের কথা শয়তানের কর্মকে উন্মুক্ত করে। তাছাড়া এতে আল্লাহর নির্ধারিত তকদীরের বিরোধিতা করা হয়। এধরণের পরিস্থিতিতে বলবেন: 'আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি যা চেয়েছেন তা করেছেন।'

✸ সাবধান! কবরগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করবেন না। কেননা যে মসজিদে কবর আছে তাতে নামায হবে না। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শেষ জীবনে মুমুর্ষূ অবস্থায় বলেছেন: لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا "ইহুদী-খৃষ্টানদের উপর আল্লাহর লা'নত। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে।" ওদের কার্যকলাপ থেকে উম্মতকে সতর্ক করার জন্যই নবীজী একথা বলেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবীজী এ কথা না বললে ছাহাবীগণ তাঁকে বাইরে কবর দিতেন।' (বুখারী ও মুসলিম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন:

« إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُونَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ فَلا تَتَّخِذُوْا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ فَإِنِّيْ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ »

"তোমাদের পূর্বের লোকেরা তাদের নবী ও নেক লোকদের কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে। তোমরা কবর সমূহকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে একাজ থেকে নিষেধ করছি।" (মুসলিম)

✸ সাবধান! মিথ্যুকরা যে সমস্ত হাদীছ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে সম্বন্ধ করে থাকে তা বিশ্বাস করবেন না। মিথ্যুকরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উসীলা এবং উম্মতের নেক লোকদের নামে উসীলা করার জন্য নবীজীর নামে মিথ্যা হাদীছ রচনা করেছে। এধরণের সকল হাদীছ জাল, মিথ্যা ও বানোয়াট। যেমন: 'তোমরা আমার সম্মানের উসীলা করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর। কেননা আল্লাহর নিকট আমার সম্মান অনেক বেশী।' আরো জাল হাদীছ হচ্ছে: 'যখন কোন বিষয়ে তোমরা অপারগ হয়ে যাবে, তখন কবরবাসীদের নিকট যাবে।' আরো বানোয়াট হাদীছ হল, 'আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক ওলীর কবরে একজন করে ফেরেশতা নিয়োগ করে রাখেন। সে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে।' আরো মিথ্যা হাদীছের নমূনা হচ্ছে: 'তোমাদের মধ্যে কোন মানুষ যদি পাথরের উপর সুধারণা পোষণ করে, তবে সে পাথর তার উপকারে আসবে।' ইত্যাদি আরো বহু বানোয়াট জাল হাদীছ সমাজের সর্বস্তরে প্রচলিত আছে।

✸ সাবধান! ধর্মীয় উপলক্ষে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান করবেন না। যেমন: মীলাদ মাহফিল, ইসরা-মেরাজ দিবস পালন, (নেসফে শাবান) বা মধ্য শাবানের রাতে ইবাদত-বন্দেগী ইত্যাদি। এগুলো নবাবিস্কৃত ইসলামী লেবাসে ইসলাম বিরোধী কাজ। যার পক্ষে শরীয়তে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কোন প্রমাণ নেই। প্রমাণ নেই সাহাবায়ে কেরামের কর্ম থেকে যারা আমাদের চাইতে নবীজীকে বেশী ভালবাসতেন। আমাদের চাইতে কল্যাণ জনক কাজ বেশী করতেন। যদি এ সমস্ত কাজে নেকী থাকতো তবে আমাদের পূর্বে তাঁরা অবশ্যই তা করতেন। পরবর্তীতে করার প্রতি মানুষকে বলে যেতেন এবং উৎসাহ দিতেন।

কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর ব্যাখ্যাঃ

(লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) কালেমাটিতে দু'টি অংশ বিদ্যমানঃ একটি 'না' বাচক, পরেরটি 'হ্যাঁ' বাচক। প্রথমতঃ (লা-ইলাহা) আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ প্রকৃতভাবে ইলাহ্ বা মা'বূদ হতে পারে একথাকে অস্বীকার করা। দ্বিতীয়তঃ (ইল্লাল্লাহ্) প্রকৃত ইলাহ্ বা মা'বূদ এককভাবে আল্লাহ্ একথাকে সাব্যস্ত করা। আল্লাহ্ সুবহানাহু বলেন, ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾ "যখন ইবরাহীম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন, তোমরা যাদের দাসত্ব কর, তাদের সাথে আমি সম্পর্ক ছিন্ন করছি। তবে আমার সম্পর্ক তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (যুখরুফঃ ২৬, ২৭) সুতরাং আল্লাহর ইবাদত করলেই হবে না, ইবাদতকে নিরঙ্কুশভাবে তাঁর জন্যেই সাব্যস্ত করতে হবে। অতএব তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহকে একক মেনে নিয়ে শির্ক এবং শির্কের অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ব্যতীত তাওহীদ তথা ইসলাম গ্রহণীয় হবে না।

বর্ণিত হয়েছে যে, (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) জান্নাতের চাবী। কিন্তু যে কেউ এই কালেমা পড়লেই কি তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে? ওয়াহাব বিন মুনাব্বেহ (রহঃ)কে জিজ্ঞেস করা হল, (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) কি জান্নাতের চাবী নয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু যে কোন চাবীরই দাঁতের প্রয়োজন। দাঁত বিশিষ্ট চাবী যদি নিয়ে আসেন তবেই না দরজা খুলতে পারবেন। অন্যথা আপনি দরজা খুলতে পারবেন না।

নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে অসংখ্য হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যার সমষ্টি দ্বারা উক্ত চাবীর দাঁতের পরিচয় লাভ করা যায়। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,"যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করবে..।" "যে ব্যক্তি কালেমার প্রতি অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তা পাঠ করবে..।" "যে ব্যক্তি অন্তর থেকে সত্যিকারভাবে এই কালেমা পাঠ করবে.." প্রভৃতি। উল্লেখিত হাদীছ সমূহ এবং আরো অন্যান্য হাদীছ দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ হওয়ার বিষয়টিকে কালেমার অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান রাখার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মৃত্যু দম পর্যন্ত কালেমার উপর সুদৃঢ় থাকতে ও তার তাৎপর্যের প্রতি বিনীত থাকতে বলা হয়েছে।

কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' জান্নাতের চাবী হিসেবে উপযুক্ত হওয়ার জন্য সামষ্টিক দলীল সমূহ দ্বারা উলামায়ে কেরাম কতিপয় শর্তারোপ করেছেন। অবশ্যই এই শর্ত সমূহ পূর্ণ করতে হবে এবং তার বিপক্ষে সকল বাধা বিদূরিত হতে হবে। এই শর্তমালাই হচ্ছে উক্ত চাবীর দাঁত। শর্তগুলো নিম্নরূপঃ

জ্ঞানঃ

প্রত্যেক কথার একটা অর্থ আছে। তাই কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র অর্থ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ওয়াজিব। এমনভাবে শিখবে যাতে কোন অজ্ঞতা না থাকে। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সকলের জন্য উলুহিয়্যাত বা মা'বূদ হওয়ার যোগ্যতাকে অস্বীকার করা এবং এই যোগ্যতা একমাত্র আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা। তাই কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র অর্থ হচ্ছেঃ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ্ বলেন, ﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ "কিন্তু যারা সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে এবং তারা জেনে-শুনেই তা করে থাকে।" (সূরা যুখরুফঃ ৮৬) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করবে একথা প্রকৃতভাবে জেনে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম)

দৃঢ় বিশ্বাসঃ	কালেমার নিগুড় অর্থের প্রতি মজবুত ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করা- যাতে বিন্দু মাত্র সংশয়, সন্দেহ বা ধারণা থাকবে না। বরং বিশ্বাসের ভিত্তি হবে অকাট্য, স্থীর ও অটল এবং বলিষ্ঠতার উপর। আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের বৈশিষ্ট উল্লেখ করতে গিয়ে এরশাদ করেন, ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ "ঈমানদার তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এরপর কোন সন্দেহ পোষণ করেনি। আর তারা স্বীয় জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। বস্তুতঃ তারাই সত্যপরায়ণ।" (সূরা হুজুরাতঃ ১৫) অতএব এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট হবে না; বরং সে ব্যাপারে অন্তরে বলিষ্ঠ বিশ্বাস রাখতে হবে। যদি এরূপ বলিষ্ঠতা অন্তরে অনুভব না করা যায় এবং সেখানে কোন রকমের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সন্দেহের উদয় হয়, তবে তা সুস্পষ্ট মুনাফেকী। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যে বান্দাই সন্দেহ মুক্ত অবস্থায় এ দু'টি কথা নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম)
গ্রহণ করাঃ	যখন জানলেন ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলেন, তখন এই সুদৃঢ় জ্ঞানের প্রভাব থাকা উচিত। আর তা হচ্ছে এই কালেমার দাবীকে অন্তর ও যবান দ্বারা মেনে নেয়া ও গ্রহণ করা। কেননা যে ব্যক্তি তাওহীদের দা'ওয়াতকে গ্রহণ করবে না; বরং তা প্রত্যাখ্যান করবে, সে কাফের হিসেবে গণ্য হবে। চাই তার প্রত্যাখ্যান অহংকারের কারণে হোক বা অবাধ্যতার কারণে হোক বা হিংসা-বিদ্বেষের কারণে হোক। যে সকল কাফের অহংকার করে উক্ত কালেমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ "যখন তাদেরকে বলা হয় একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা অহংকারে ফেটে পড়ে। আর বলে, আমরা কি একজন পাগল কবির কারণে আমাদের উপাস্যদেরকে ছেড়ে দিব?" (সূরা ছাফ্ফাতঃ ৩৫, ৩৬)
অনুগত হওয়াঃ	এই তাওহীদ ও কালেমার আবেদনের প্রতি অনুগত হওয়া। এটাই হচ্ছে চুড়ান্ত সত্যকথা এবং কর্ম জীবনে ঈমানের বাহ্যিক পরিচয়। আল্লাহর শরীয়ত মোতাবেক কর্ম সম্পাদন এবং যা নিষেধ করা হয়েছে তা পরিত্যাগ করার মাধ্যমেই কালেমার সত্যিকার বাস্তবায়ন হবে। আল্লাহ্ বলেন, ﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ "যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে এবং ভাল কাজ করে সে সুদৃঢ় হাতলকে ধারণ করল। আর সব কিছুর পরিণাম আল্লাহর নিকট।" (সূরা লোক্বমানঃ ২২) আর এটাই হচ্ছে পূর্ণ আনুগত্য।
সত্যবাদিতাঃ	নিজ কথা ও দাবীতে সত্যবাদী হওয়া যা মিথ্যার পরিপন্থী। যদি শুধু মুখে উচ্চারণ করে কিন্তু অন্তরে তা বিশ্বাস না করে, তবে সে কপট-মুনাফেক। আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফেকদের দুশ্চরিত্রের কথা উল্লেখ করে বলেন, ﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ "ওরা এমন কথা মুখে বলে, যা তাদের অন্তরে নেই।" (সূরা ফাতাহঃ ১১)
ভালবাসাঃ	মু'মিন এই কালেমাকে ভালবাসবে। এর তাৎপর্য ও দাবী অনুযায়ী আমল করতেও ভালবাসবে। যারা আমল করে তাদেরকে ভালবাসবে। বান্দা যে তার রবকে ভালবাসে তার আলামত হচ্ছে, আল্লাহ্ যা ভালবাসেন সেও তা ভালবাসবে- যদিও নিজের মন তার বিরোধিতা করে। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যাকে ভালবাসেন তাকে ভালবাসবে। যাকে তাঁরা ঘৃণা করেন তাকে ঘৃণা করবে। তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে, তাঁর পথে চলবে ও তাঁর হেদায়াতকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করবে।
একনিষ্ঠতাঃ	এই কালেমা পাঠ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু আশা করবে না। আল্লাহ্ বলেন, ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ "তাদেরকে এছাড়া অন্য কোন আদেশ করা হয়নি যে, তারা একনিষ্ঠভাবে একাগ্রচিত্তে এক আল্লাহর ইবাদত করবে।" (সূরা বাইয়্যেনাঃ ৫) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ» "যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।" (বুখারী)

'মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্' এর ব্যাখ্যাঃ

মৃত ব্যক্তিকে কবরে তিনটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। উত্তর দিতে পারলে মুক্তি পাবে। উত্তর দিতে না পারলে ধ্বংস হয়ে যাবে, শাস্তির সম্মুখিন হবে। তম্মধ্যে অন্যতম প্রশ্ন হচ্ছেঃ 'তোমার নবী কে'? এ প্রশ্নের উত্তর সেই ব্যক্তি দিতে পারবে যাকে দুনিয়াতে আল্লাহ এর শর্ত সমূহ বাস্তবায়ন করার তাওফীক দিয়েছেন এবং কবরে তাকে দৃঢ় রেখেছেন ও জবাব শিখিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর সে উপকৃত হবে পরকালে সেই দিনে যখন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না।

'মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্'কে বাস্তবায়ন করার শর্তমালা নিম্নরূপঃ

নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর আদেশের আনুগত্য করাঃ	আল্লাহ্ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর আনুগত্য করার। তিনি এরশাদ করেন, ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ "যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করবে, সে আল্লাহরই আনুগত্য করবে।" (সূরা নিসাঃ ৮০) তিনি আরো বলেন, ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴾ "আপনি বলুন! তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।" (সূরা আল ইমরানঃ ৩১) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إلا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى" "আমার উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি নয় যে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করে। তাঁরা বললেন, কে এমন আছে জান্নাতে যেতে অস্বীকার করে? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে যাবে। আর যে আমার অবাধ্য হবে সেই জান্নাতে যেতে অস্বীকার করবে।" (বুখারী) যে ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ভালবাসবে, সে অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করবে। কেননা আনুগত্যই হচ্ছে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। যে ব্যক্তি অনুসরণ না করেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ভালবাসার দাবী করে, সে নিজ দাবীতে মিথ্যুক ও ধোকাবাজ।
তিনি যে বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য হিসেবে বিশ্বাস করাঃ	অতএব নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে যে সকল বিষয় ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে, তার কোন একটি যদি কেউ খেয়াল বশতঃ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে মিথ্যা মনে করে, তবে সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী সাব্যস্ত হবে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিথ্যা ও ভুল থেকে নিরাপদ ও নিষ্পাপ। ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴾ "তিনি প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে কোন কথা বলেন না।" (সূরা নাজমঃ ৩)
তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকাঃ	তম্মধ্যে সর্বাধিক বড় ও প্রথম নিষেধ হচ্ছে শির্ক। এরপর হচ্ছে, কাবীরা গুনাহ্ ও ধ্বংসাত্মক পাপসমূহ এবং সর্বশেষে ছোট পাপ ও অপছন্দনীয় কাজ সমূহ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর প্রতি মুসলিম ব্যক্তির ভালবাসা অনুযায়ী তার ঈমান বৃদ্ধি হয়। আর ঈমান বৃদ্ধি হলেই নেক কাজের প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। কুফরী, ফাসেক্বী ও অবাধ্যতার কাজে ঘৃণা সৃষ্টি হয়।
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর মাধ্যমে আল্লাহ যে শরীয়ত প্রণয়ন করেছেন তা ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় তাঁর ইবাদত না করাঃ	ইবাদতের মূলনীতি হচ্ছে, যে কোন ইবাদত নিষিদ্ধ। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা নিয়ে এসেছেন সে মোতাবেক আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। এ জন্যে তিনি এরশাদ করেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ "যে ব্যক্তি এমন আমল করবে, যার পক্ষে আমার নিকট থেকে কোন নির্দেশনা নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।" (মুসলিম)

ফায়েদাঃ জেনে রাখা আবশ্যক, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ভালবাসা ফরয। সাধারণভাবে ভালবাসাই যথেষ্ট নয়; বরং সবকিছু থেকে এমনকি নিজের জীবনের চেয়ে তাঁকে বেশী ভালবাসা আবশ্যক। আর যে ব্যক্তি কাউকে ভালবাসে সে তাকে এবং তার মতামতকে সব কিছুর উপর প্রাধান্য দেয়। অতএব নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ভালবাসায় সত্যবাদী সেই ব্যক্তি, যার মধ্যে নিম্ন লিখিত আলামতগুলো প্রকাশ্যে দেখা যাবেঃ সে কথায়- কাজে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ-অনুকরণ করবে, তাঁর আদেশ মেনে চলবে, নিষেধ থেকে বেঁচে থাকবে, তাঁর শিখানো আদব-শিষ্টাচারের উপর নিজের জীবনকে পরিচালনা করবে। সুখে-দুঃখে এবং পছন্দ-অপছন্দ সকল অবস্থাতে তাঁকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করবে। কেননা অনুসরণ ও অনুকরণ হচ্ছে ভালবাসার বাহ্যিক ফলাফল। আনুগত্য ছাড়া ভালবাসা সত্যে পরিণত হয় না।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ভালবাসার কিছু আলামত আছে। তম্মধ্যে কপিতয় হচ্ছেঃ **(১)** বেশী বেশী তাঁর নাম উল্লেখ করা ও তাঁর নামে দরূদ পড়া। ভালবাসার বস্তু আলোচনায় আসে বেশী। **(২)** তাঁর সাথে সাক্ষাতের আকাংখ্যা রাখা। প্রত্যেক প্রেমিক প্রিয়তমের সাক্ষাতের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকে। **(৩)** তাঁর আলোচনা করার সময় তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধাভরে উল্লেখ করা। (ইসহাক (রহঃ) বলেন, নবী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর মৃত্যুর পর ছাহাবীগণ তাঁর কথা আলোচনা করার সময় বিনীত হতেন, তাঁদের শরীর শিহরে উঠত এবং তাঁরা কাঁদতেন।) **(৪)** তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকে ঘৃণা করেন তাকে ঘৃণা করা। যার সাথে শত্রুতা রেখেছেন তার সাথে শত্রুতা রাখা। যে সমস্ত মুনাফেক ও বিদআতী তাঁর সুন্নাতের বিরোধিতা করে এবং তাঁর দ্বীনের মধ্যে বিদআত সৃষ্টি করে, তাদের থেকে দূরে থাকা ও সাবধান থাকা। **(৫)** নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাকে ভালবাসেন তাকে ভালবাসা। তম্মধ্যে তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর স্ত্রী এবং মুহাজের ও আনসার ছাহাবায়ে কেরাম অন্যতম। এদের সাথে যারা শত্রুতা পোষণ করে তাদেরকে শত্রু ভাবা এবং যারা তাঁদেরকে ঘৃণা করে তাদেরকে ঘৃণা করা আবশ্যক। **(৬)** তাঁর সম্মানিত চরিত্রে নিজ চরিত্রকে সুসজ্জিত করতে সচেষ্ট হওয়াঃ কেননা তিনি ছিলেন সর্বত্তোম চরিত্রের অধিকারী। এমনকি আয়েশা (রাঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'তাঁর চরিত্র হচ্ছে আল কুরআন।' অর্থাৎ- কুরআনের নির্দেশের বাইরে তিনি কোন কিছুই করবেন না এটা ছিল তাঁর নীতি।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর বৈশিষ্টঃ তিনি ছিলেন সর্বাধিক সাহসী বীর-বিক্রম। বিশেষ করে কঠিন যুদ্ধের সময় তিনি থাকতেন সবচেয়ে বেশী সাহসী। তিনি ছিলেন উদার ও দানশীল। বিশেষ করে রামাযান মাসে তাঁর দানের হস্ত আরো ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন হতো। সৃষ্টিকুলের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক কল্যাণকামী। সবচেয়ে বড় ধৈর্যশীল। নিজের জন্য কখনো প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশের ক্ষেত্রে ছিলেন বড়ই কঠোর। মানুষের মধ্যে ছিলেন সর্বাধিক বিনয়ী ও ধীরস্থীরতা অবলম্বনকারী । তিনি ছিলেন পর্দার অন্তরালের কুমারী নারীর চাইতে অধিক লাজুক। সকল মানুষের মধ্যে নিজ পরিবারের নিকট ছিলেন সর্বোত্তম। সৃষ্টিকুলের সকলের উপর সর্বাধিক করুণাশীল। এছাড়া আরো বহু মূল্যবান বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন তিনি।

হে আল্লাহ্ রহমত নাযিল কর আমাদের নবীর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, স্ত্রীবর্গ, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং কি্বয়ামত পর্যন্ত সঠিকভাবে তাঁদের সকল অনুসারীর উপর।

পবিত্রতাঃ

নামায হচ্ছে ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। পবিত্রতা ব্যতীত নামায বিশুদ্ধ হবে না। আর পানি অথবা মাটি ছাড়া অন্য কোন বস্তু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে না।

পানির প্রকারভেদঃ (১) পবিত্র পানিঃ যে পানি নিজে পবিত্র এবং অন্যকেও পবিত্র করতে পারে তাকে পবিত্র পানি বলে। এই পানি দ্বারা ওযু-গোসল করা যাবে এবং নাপাক দূর করা যাবে। **(২) নাপাক পানিঃ** অল্প পানিতে নাপাকি মিশ্রিত হলে অথবা অধিক পানিতে নাপাকী পড়ার কারণে তার স্বাদ বা গন্ধ বা রং পরিবর্তন হলে তাকে নাপাক পানি বলে।

একটি সতর্কতাঃ নাপাকীর মাধ্যমে পানির বৈশিষ্ট- স্বাদ, রং এবং গন্ধ, এ তিনটির কোন একটি পরিবর্তন না হলে বেশী পানি নাপাক হবে না। আর সামান্য পানিতে নাপাকী পড়লেই তা নাপাক হয়ে যাবে। যে পরিমাণ পানিকে বেশী পানি বলা হয় তা হচ্ছেঃ দু'কুল্লা তথা প্রায় ২১০ লিটার পরিমাণ পানি।

পাত্রঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ছাড়া যে কোন পবিত্র বাসন-পাত্র গ্রহণ করা ও ব্যবহার করা জায়েয। স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানি নিয়ে পবিত্রতার জন্য ব্যবহার করলে পবিত্র হয়ে যাবে, কিন্তু গুনাহগার হবে। কাফেরদের কাপড়-চোপড় ও বাসন-পাত্রে নাপাকী আছে জানা না থাকলে তা ব্যবহার করা বৈধ।

মৃত পশুর চামড়াঃ মৃত পশুর চামড়া নাপাক। মৃত পশু দু'ভাগে বিভক্তঃ (১) কখনই তার গোশত খাওয়া জায়েয নয়। (২) গোশত খাওয়া হালাল কিন্তু যবেহ ছাড়াই মারা গেছে। প্রথমটির চামড়া সর্বাবস্থায় নাপাক ও হারাম। আর দ্বিতীয়টির চামড়া শোধন করার পর ব্যবহার করা জায়েয। তবে শুকনা বস্তু রাখার কাজে ব্যবহার করবে, তরল পদার্থ রাখার কাজে ব্যবহার করবে না।

ইস্তেন্‌জাঃ পেশাব বা পায়খানার রাস্তা পরিস্কার করাকে ইস্তেন্‌জা বলা হয়। যদি পানি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিস্কার করা হয় তবে তার নাম ইস্তেন্‌জা। আর পাথর বা টিসু ইত্যাদি দ্বারা পরিস্কার করাকে ইস্তেজ্‌মার বলা হয়। ইস্তেজমারের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে: পবিত্র, বৈধ, পরিস্কারকারী এবং খাদ্যে ব্যবহার হয়না এমন বস্তু হতে হবে। সর্ব নিম্ন তিনটি বা ততোধিক পাথর ব্যবহার করবে। প্রত্যেকবার পেশাব বা পায়খানা করার পরই ইস্তেন্‌জা বা ইস্তেজমার করা আবশ্যক।

সতর্কতাঃ পেশাব-পায়খানার ক্ষেত্রে যা হারামঃ কাজ শেষ হলে বিনা কারণে সেখানে বসে থাকা, পানি উত্তোলনের স্থান (পুকর, নদীর ঘাট এবং কুপ বা টিউবওয়েল পাড়) প্রভৃতি স্থানে পেশাব-পায়খান করা, চলাচলের রাস্তা, গাছের দরকারী ছায়ায়, ফলদার বৃক্ষের নীচে এবং খোলা জায়গায় কিবলা সম্মুখে রেখে পেশাব-পায়খান করা হারাম।

পেশাব-পায়খানার ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হচ্ছেঃ ধৌত করলে তিনবার করা বা কুলুখ নিলে তিনবার নেয়া।

পেশাব-পায়খানার ক্ষেত্রে যা মাকরূহঃ আল্লাহর যিকির সম্বলিত কোন কিছু সাথে নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা, পেশাব-পায়খানায় রত অবস্থায় কথা-বার্তা বলা, ছিদ্র বা ফাটা মাটিতে পেশাব করা, ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা, ঘরের মধ্যে ক্বিবলা মুখী হয়ে বসে পেশাব-পায়খানা করা মাকরূহ। হারাম ও মাকরূহ প্রতিটি কাজ অপারগতা ও অধিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে জায়েয।

মেসওয়াকঃ নরম কাঠ দিয়ে মেসওয়াক করা সুন্নাত। যেমন 'আরাক' নামক গাছের ডাল বা শিকড়। যে সকল অবস্থায় মেসওয়াক করা মুস্তাহাবঃ নামায, কুরআন তেলাওয়াত, ওযুতে কুলি করার পূর্বে, নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে, মসজিদে এবং গৃহে প্রবেশের সময়, মুখের দুর্গন্ধ দূর করা প্রভৃতি সময় মেসওয়াক করা মুস্তাহাব।

পবিত্রতার কাজে এবং মেসওয়াক করার সময় ডান দিক থেকে শুরু করা সুন্নাত। আর ময়লা আবর্জনা দূর করার ক্ষেত্রে বাম হাত ব্যবহার করা সুন্নাত।

ওযুঃ ওযুর ফরয ৬টিঃ (১) মুখমন্ডল ধৌত করা, কুলি করা ও নাক ঝাড়াও এর অন্তর্ভূক্ত। **(২)** আঙ্গুলের প্রান্তভাগ থেকে নিয়ে কনুই পর্যন্ত দু'হাত ধৌত করা। **(৩)** দু'কানসহ পূর্ণ মাথা মাসেহ করা। **(৪)** টাখনুসহ দু'পা ধৌত করা। **(৫)** ধারাবাহিকতা রক্ষা করা **(৬)** পরস্পর ধৌত করা।

ওযুর ওয়াজিবঃ শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' বলা, রাত শেষে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করানোর পূর্বে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা।

ওযুর সুন্নাতঃ মেসওয়াক করা, প্রথমে দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা, মুখমন্ডল ধৌত করার পূর্বে কুলি করা ও নাক ঝাড়া, রোযাদার না হলে বেশী করে কুলি ও নাকে পানি দেয়া। ঘন দাড়ি

খিলাল করা, হাত-পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা, প্রতিটি অঙ্গের ডান দিক আগে করা, প্রতিটি অঙ্গ দু'বার বা তিনবার ধৌত করা, ডান হাত দ্বারা নাকে পানি দেয়া এবং বাম হাত দ্বারা নাক ঝাড়া, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মর্দন করা, পরিপূর্ণরূপে ওযু করা, ওযু শেষ করে দু'আ পাঠ করা।

ওযুর মাকরূহ বিষয়ঃ ভীষণ ঠান্ডা ও কঠিন গরম পানিতে ওযু করা, এক অঙ্গ তিনবারের অধিক ধৌত করা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পানি ঝেড়ে ফেলা, চোখের ভিতর অংশ ধৌত করা, কিন্তু ওযু শেষে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মোছা জায়েয।

সতর্কতাঃ কুলি করার সময় সম্পূর্ণ মুখের মধ্যে পানি ঘুরানো আবশ্যক। আর নাকে পানি দেয়ার সময় নিঃশ্বাসের সাথে ভিতরে পানি নেয়া আবশ্যক; শুধু হাত দিলেই হবে না। অনুরূপভাবে নাক ভালভাবে ঝাড়তে হবে।

ওযুর পদ্ধতিঃ প্রথমে অন্তরে নিয়ত করবে, তারপর বিসমিল্লাহ্ বলে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে। অতঃপর কুলি করবে ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়বে এবং মুখমন্ডল ধৌত করবে। (মুখমন্ডলের সীমানা হচ্ছে: সাধারণভাবে মাথার চুল গজানোর স্থান থেকে নিয়ে থুতনির নীচ পর্যন্ত দৈর্ঘে এবং এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত প্রস্থে। এরপর আঙ্গুলের প্রান্তভাগ থেকে নিয়ে কনুইসহ দু'হাত ধৌত করবে। অতঃপর মাথার সম্মুখ দিক থেকে নিয়ে পশ্চাদ অংশ পর্যন্ত সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করবে। দু'কানের উপরের শুভ্র অংশও যেন মাসেহের অন্তর্ভূক্ত হয়। দু'কান মাসেহ করবে। দু'তর্জনী দু'কানের ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দু'বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে কানের বাইরের অংশ মাসেহ করবে। সবশেষে দু'পা টাখনুসহ ধৌত করবে।

সতর্কতাঃ দাড়ী যদি হালকা হয়, তবে ভিতরের চামড়া পর্যন্ত ধৌত করা আবশ্যক। কিন্তু ঘন হলে বাইরের অংশ ধৌত করলেই হবে।

মোজার উপর মাসেহ করাঃ চামড়া প্রভৃতি দ্বারা বানানো মোজাকে 'খুফ্' বলে। আর উল বা সুতা প্রভৃতি দ্বারা বানানো মোজাকে 'জাওরাব' বলে। শুধুমাত্র ছোট পবিত্রতার ক্ষেত্রে উভয়টাতে মাসেহ করা জায়েয। তবে এর জন্য কিছু শর্ত আছেঃ **(১)** পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করার পর মোজাদ্বয় পরিধান করা। (দ্বিতীয় পা ধৌত করার পর মোজা পরবে) **(২)** পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার পর মোজা পরবে। **(৩)** যে স্থান ধৌত করা ফরয তা ঢেকে মোজা পরবে। **(৪)** জিনিসটি বৈধ হতে হবে। **(৫)** মোজাদ্বয় পবিত্র বস্তু দ্বারা নির্মিত হতে হবে।

পাগড়ীঃ পাগড়ীর উপর মাসেহ করার শর্ত হচ্ছে: **(১)** পুরুষের পাগড়ীতে মাসেহ হবে। **(২)** মাথার সাধারণ অংশ ঢাকা থাকবে। **(৩)** ছোট পবিত্রতার ক্ষেত্রে পাগড়ীর উপর মাসেহ করবে। **(৪)** পবিত্রতা অর্জন পানি দ্বারা হতে হবে।

মাসেহের সময় সীমাঃ মুক্বীমের জন্য একদিন এক রাত। মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত। ৮০ কি:মি: দূরত্ব অতিক্রম করে নামায কসর করা যায় এমন সফরে মাসেহ করা জায়েয।

কখন থেকে মাসেহ শুরু হবে? মোজা পরিধান করে ওযু ভঙ্গের পর প্রথমবার মাসেহ করার সময় থেকে সময়সীমা শুরু হয়ে পরবর্তী দিন ঠিক ঐ (মাসেহের) সময় পর্যন্ত চলবে। অর্থাৎ- ২৪ ঘন্টা।

মোজার কতটুকু অংশ মাসেহ করতে হবে: দু'হাতে পানি নিয়ে তা ফেলে দিবে। ভিজা হাতের আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে তা দ্বারা দু'পায়ের আঙ্গুল থেকে নিয়ে উপরের দিকে অধিকাংশ অংশ মাসেহ করবে। মাসেহ একবার করবে।

উপকারিতাঃ মুসাফির অবস্থায় মাসেহ করেছে অতঃপর মুক্বীম হয়েছে, অথবা মুক্বীম অবস্থায় মাসেহ করেছে অতঃপর সফর শুরু করেছে, অথবা সর্বপ্রথম মাসেহ কখন করেছে সে ব্যাপারে সন্দেহ হয়েছে, তখন এসকল ক্ষেত্রে মুকীমের মতই মাসেহ করবে।

ব্যান্ডেজ বা পট্টিঃ ভাংগা হাড় জোড়া দেয়ার জন্য যে দু'টি কাঠ দিয়ে বেঁধে রাখা হয় তার উপর বা ক্ষত স্থানে যে পট্টি বাঁধা হয় তার উপর মাসেহ করা জায়েয। এই মাসেহের শর্ত হচ্ছে ঃ **(১)** প্রয়োজনের বেশী স্থানে যেন ব্যান্ডেজ না বাঁধা হয়। **(২)** ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ এবং ওযুর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে বিরতী না নিয়ে পরস্পর করবে। প্রয়োজনের বেশী স্থানে ব্যান্ডেজ থাকলে তা খুলে ফেলা আবশ্যক। কিন্তু তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে তার উপরেই মাসেহ করবে।

কতিপয় উপকারিতাঃ ✸ উত্তম হচ্ছে দু'পা একসাথে দু'হাত দিয়ে মাসেহ করা। ডান হাত দিয়ে ডান পা এবং বাম হাত দিয়ে বাম পা। ✸ মোজার নীচে বা পিছন অংশ মাসেহ্ করার প্রয়োজন নেই আর তা শরীয়ত সম্মতও নয়। উপরের অংশ মাসেহ না করে শুধুমাত্র নীচে বা পিছনের অংশ মাসেহ করলে যথেষ্ট হবে না। ✸ মাসেহ না করে মোজা ধোয়া এবং একবারের অধিক মাসেহ করা মাকরূহ। ✸ পাগড়ীর অধিকাংশ অংশ মাসেহ করতে হবে।

ওযু ভঙ্গের কারণঃ (১) পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া। যেমন, বায়ু ও পেশাব-পায়খানা, মযী ও বীর্য। (২) জ্ঞান লোপ পাওয়া। নিদ্রার কারণে হোক অথবা বেহুঁশ হওয়ার কারণে হোক। তবে বসে বসে বা দন্ডায়মান অবস্থায় সামান্য নিদ্রাতে ওযু নষ্ট হবে না। (৪) (পেশাব-পায়খানা) ব্যতীত শরীর থেকে নাপাক জিনিস অধিক পরিমাণে নির্গত হওয়া। যেমন অধিক রক্ত।[১] (৫) উটের মাংশ ভক্ষণ করা। (৬) লজ্জাস্থান (কাপড়ের ভিতরে) হাত দ্বারা স্পর্শ করা। (৭) পুরুষ বা স্ত্রী পরস্পরকে উত্তেজনার সাথে কোন পর্দা ব্যতীত স্পর্শ করা।[২] (৮) ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যাওয়া।

কোন মানুষ যদি নিজ পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চয়তায় থাকে অতঃপর অপবিত্র হয়েছে কিনা এরূপ সন্দেহ হয় বা এর বিপরীত অবস্থা (অপবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল, কিন্তু পবিত্রতা অর্জন করেছে কিনা এরূপ সন্দেহ) হলে নিশ্চিয়তার উপর ভিত্তি করবে।

গোসলঃ গোসল ফরয হওয়ার কারণঃ (১) জাগ্রতাবস্থায় উত্তেজনার সাথে বীর্য নির্গত হওয়া। অথবা নিদ্রাবস্থায় উত্তেজনার সাথে বা বিনা উত্তেজনায় বীর্যপাত হওয়া (২) পুরুষ লিঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রী লিঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করানো যদিও বীর্যপাত না হয় (৩) কাফেরের ইসলাম গ্রহণ করা। যদিও সে কাফের মুরতাদ হয়। ইসলামে ফিরে আসলে তাকে গোসল করতে হবে (৪) ঋতু স্রাব হওয়া। (৫) নেফাস হওয়া (৬) মুসলিম ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলে তাকে গোসল দেয়া জীবিতদের উপর ফরয।

ফরয গোসলের নিয়মঃ ফরয গোসলের জন্যে অন্তরে নিয়ত করে নাক ও মুখের ভিতরসহ সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করলেই ফরয গোসল আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু নয়টি বিষয়ের মাধ্যমে ফরয গোসল পরিপূর্ণ হবেঃ (১) নিয়ত করবে (২) বিসমিল্লাহ্ বলবে (৩) পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করানোর পূর্বে ভালভাবে তা ধৌত করবে (৪) লজ্জাস্থান এবং তার আশপাশ ধৌত করবে (৫) ওযু করবে (৬) মাথায় তিন চুল্লু পানি ঢালবে (৭) সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করবে (৮) দু'হাত দ্বারা সারা শরীরকে মর্দন করবে (৯) সকল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করবে।

ছোট নাপাকী থাকলে যা করা হারামঃ (১) কুরআন স্পর্শ করা (২) নামায পড়া (৩) তওয়াফ করা।

বড় নাপাকী থাকলে যা করা হারামঃ আগের বিষয়গুলোসহ (৪) কুরআন পাঠ করা (৫) ওযু না করে মসজিদে অবস্থান করা।

মাকরূহ হচ্ছেঃ নাপাক হলে ওযু ব্যতীত ঘুমিয়ে থাকা। গোসলের সময় পানি অপচয় করা।

তায়াম্মুমঃ তায়াম্মুমের শর্ত সমূহঃ (১) পানি না থাকা (২) তায়াম্মুম যে মাটি দ্বারা হবে তা হবে: পবিত্র, বৈধ, ধুলা বিশিষ্ট ও আগুনে পুড়ে যায়নি এমন। **তায়াম্মুমের রুকনঃ** সমস্ত মুখমন্ডল মাসেহ করা, তারপর দু'হাত কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করা, ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ও পরস্পর করা। **তায়াম্মুম বিনষ্টকারী বিষয়ঃ** (১) ওযু ভঙ্গকারী প্রতিটি বিষয় তায়াম্মুম নষ্ট করে (২) তায়াম্মুম করার পর পানি এসে গেলে (৩) তায়াম্মুম করার কারণ দূর হলে, যেমন- অসুস্থতার কারণে তায়াম্মুম করেছে কিন্তু সুস্থ হয়ে গেছে। **তায়াম্মুমের সুন্নাতঃ** (১) বড় নাপাকী থেকে তায়াম্মুম করলে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ও পরস্পর করা সুন্নাত। (২) নামাযের শেষ সময়ে তায়াম্মুম করা। (৩) তায়াম্মুম শেষ করে ওযুর দু'আ পাঠ করা। **তায়াম্মুমের মাকরূহ বিষয়ঃ** বারবার মাটিতে হাত মারা।

---

[১]. রক্ত অল্প-বেশী বের হলে ওযু ভঙ্গের বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। কোন কোন মাযহাবে অধিক পরিমণে রক্ত বের হওয়াকে ওযু ভঙ্গের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এর পক্ষে নির্ভরযোগ্য কোন দলীল পাওয়া যায় না। -অনুবাদক

[২]. অনুরূপভাবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হবে একথার পক্ষেও নির্ভরযোগ্য কোন দলীল নেই। বরং নবী (ছাঃ) কখনো তাঁর স্ত্রীদের কাউকে চুম্বন করতেন অতঃপর নামায পড়তে যেতেন কিন্তু ওযু করতেন না। (মুসলিম)
উল্লেখিত মাসআলা দু'টি সম্পর্কে শায়খ সালেহ ফাওযান বলেনঃ বিষয় দুটো বিদ্বানদের মাঝে মতভেদপূর্ণ। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এসব ক্ষেত্রে ওযু ভঙ্গ হওয়ার পক্ষে নির্ভরযোগ্য দলীল নেই। তবে তিনি বলেন, মতভেদ থেকে বাঁচার জন্যে যদি ওযু করে নেয় তবে তা উত্তম হবে। (মুলাখ্খাস ফেকহী ১/৬১-৬২) (আল্লাহ্ অধিক জ্ঞান রাখেন) -অনুবাদক

তায়াম্মুমের পদ্ধতিঃ প্রথমে নিয়ত করে 'বিসমিল্লাহ্' বলবে, তারপর দু'হাত পবিত্র মাটিতে একবার মারবে। অতঃপর প্রথমে দু'হাতের করতল দিয়ে দাড়িসহ সম্পূর্ণ মুখমন্ডল মাসেহ করবে। তারপর দু'হাত মাসেহ করবে। প্রথমে বাম হাতের করতল দিয়ে ডান হাতের উপর অংশ কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করবে, শেষে ডান হাতের করতল দিয়ে বাম হাতের উপর অংশ কব্জি পর্যন্ত মাসেহ করবে।

নাপাক বস্তু দূর করাঃ নাপাক বস্তু দু'প্রকারঃ (১) বস্তুগতঃ যা মূলতই নাপাক, উহা কখনো পবিত্র করা যাবে না। যেমন শুকর, যতই তাকে পানি দ্বারা ধৌত করা হোক পবিত্র হবে না। (২) হুকুমগতঃ যে বস্তু মূলতঃ পাক, কিন্তু তাতে নাপাকী পড়ার কারণে তা অপবিত্র হয়। যেমন, কাপড়, মাটি ইত্যাদি।

বস্তু		হুকুম
প্রাণীকুল	নাপাক	কুকুর, শুকর এবং যে সমস্ত পশু-পাখির গোস্ত হারাম ও বিড়ালের চাইতে বড় যে সমস্ত যন্তু-জানোয়ার। এ প্রাণীগুলো এবং তাদের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বস্তুও নাপাক। এ সমস্ত প্রাণীর পেশাব, গোবর, লালা, ঘাম, বীর্য, দুধ, শ্লেষা এবং বমি সব কিছু নাপাক।
	পাক	১) মানুষ। মানুষের বীর্য, ঘাম, থুথু, দুধ, শ্লেষা, কফ, নারীর যৌনাঙ্গের সাধারণ (পানি) সিক্ততা প্রভৃতি পাক-পবিত্র। অনুরূপভাবে মানুষের শরীরের যাবতীয় অংশ ও অতিরিক্ত বিষয় পবিত্র। কিন্তু মানুষের শুধুমাত্র পেশাব, পায়খানা, মযী, ওয়াদী, এবং রক্ত নাপাক।
		২) গোস্ত খাওয়া হালাল এমন সকল প্রাণী। এগুলোর পেশাব, গোবর, লালা, ঘাম, বীর্য, দুধ, শ্লেষা এবং বমি সব কিছু পাক-পবিত্র।
		৩) গোস্ত খাওয়া হারাম কিন্তু তা থেকে দূরে থাকা কঠিন। যেমন, গাধা, বিড়াল, ইঁদুর ইত্যাদি। এগুলোর শুধুমাত্র থুথু বা মুখের লালা ও ঘাম পবিত্র।
মৃত প্রাণী		মানুষ ব্যতীত যাবতীয় মৃত প্রাণী অপবিত্র। তাছাড়া মাছ, ফড়িং এবং রক্ত নেই এমন পোকা-মাকড় যেমন বিচ্ছু, পিঁপড়া, মশা, মাছি ইত্যাদি পবিত্র।
জড় পদার্থ		এগুলো সবই পবিত্র। যেমন, মাটি, পাথর প্রভৃতি।

উপকারিতাঃ ✷ রক্ত, পুঁজ বা ফোঁড়া থেকে নির্গত দুষিত রস প্রভৃতি অপবিত্র। অবশ্য পবিত্র প্রাণী থেকে বের হয়ে এগুলোর সামান্য বস্তু যদি গায়ে লাগে তবে নামায প্রভৃতি অবস্থায় তাতে কোন ক্ষতি হবে না। ✷ দু'প্রকার রক্ত পবিত্রঃ (১) মাছ (২) শরীয়তী পদ্ধতিতে যবেহকৃত প্রাণীর গোস্তের মধ্যে এবং রগের মধ্যে যে রক্ত থাকে তা। ✷ গোস্ত খাওয়া হালাল এমন প্রাণীর কোন অংশ জীবিত অবস্থায় কেটে ফেলা হলে তা নাপাক। এমনিভাবে জমাট রক্ত ও মুযগা বা মাংসের আকার ধারণকারী ভ্রূণ যদি গর্ভ থেকে পতিত হয়ে যায়, তবে তা নাপাক। ✷ নাপাকী দূরীকরণের জন্য নিয়তের দরকার নেই। যদি বৃষ্টি প্রভৃতির মাধ্যমে দূর হয়ে যায়, তবে তা পবিত্র হয়ে যাবে। ✷ নাপাক বস্তু হাত দ্বারা স্পর্শ করলে বা তার উপর দিয়ে হেঁটে গেলে ওযু নষ্ট হবে না। তবে তা ধুয়ে ফেলা এবং শরীর বা কাপড়ের যে স্থানে লাগে তা দূর করা আবশ্যক।

✷ নাপাক বস্তু কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে পবিত্র করতে হবেঃ (১) পবিত্র পানি দিয়ে তাকে ধুয়ে ফেলতে হবে। (২) পানি থেকে বের করে কাপড় ইত্যাদি বস্তু চিপে নিবে। (৩) শুধুমাত্র ধুয়ে নাপাকী দূর না হলে মর্দন করে উঠাবে। (৪) কুকুরের মুখ দেয়া নাপাকী সাতবার ধৌত করতে হবে অষ্টমবার মাটি বা সাবান দিয়ে ধৌত করবে।

কয়েকটি সতর্কতাঃ ✷ নাপাকী যদি মাটির উপর তরল জাতীয় হয়, তবে তার উপর পানি ঢেলে দেয়াই যথেষ্ট, যাতে করে তার রং ও গন্ধ দূর হয়ে যায়। কিন্তু নাপাকী প্রত্যক্ষ বস্তু জাতীয় হলে, যেমনঃ পায়খানা, তবে মূল বস্তু এবং তার চিহ্ন দূর করা আবশ্যক। ✷ নাপাকী যদি এমন হয় যা পানি ছাড়া দূর করা সম্ভব নয়, তবে তা পানি দিয়েই দূর করা আবশ্যক। ✷ কোন্ জায়গায় নাপাকী আছে তা যদি জানা না থাকে, তবে যে স্থান ধুলে মনে নিশ্চয়তা আসবে, সে স্থানই ধৌত করবে। ✷ কোন মানুষ নফল নামায পড়ার নিয়তে ওযু করলে তা দ্বারা ফরয নামাযও পড়া যাবে। ✷ নিদ্রা গেলে বা বায়ু নির্গত হলে ইস্তেন্জা করার দরকার নেই। কেননা বায়ু নাপাক বস্তু নয়। তবে নামাযের ইচ্ছা করলে তখন ওযু করা আবশ্যক।

নারীদের স্বাভাবিক স্রাবের বিধি-বিধানঃ
প্রথমতঃ হায়েয ও ইস্তেহাজা

মাসআলাঃ	হুকুমঃ
ঋতুর জন্য নারীর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ বয়সঃ	সর্বনিম্ন বয়স হচ্ছে, নয় বছর। এই বয়সের কমে যদি স্রাব দেখা যায়, তবে তা ইস্তেহাজা[১] হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু সর্বোচ্চ বয়সের কোন সীমা নেই।
সর্বনিম্ন কতদিন হায়েয চলতে পারেঃ	একদিন এক রাত (২৪ ঘন্টা) এই সময়ের কম সময় হলে তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে।
সর্বোচ্চ কতদিন হায়েয চলতে পারেঃ	পনের দিন। নির্গত স্রাব যদি এই সময়ের চাইতে বেশী প্রবাহিত হয়, তবে তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে।
দু'ঋতুর মধ্যবর্তী কতদিন পবিত্র থাকতে পারেঃ	তের দিন। এই সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার আগে স্রাব দেখা দিলে তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে।
অধিকাংশ নারীর হায়েযের দিন হচ্ছেঃ	ছয় দিন বা সাত দিন।
অধিকাংশ নারীর পবিত্রতার দিন হচ্ছেঃ	তেইশ দিন বা চব্বিশ দিন।
গর্ভাবস্থায় রক্ত দেখা গেলে কি তা হায়েয হিসেবে গণ্য হবে?	গর্ভবতী নারী থেকে যা কিছু নির্গত হয়- রক্ত, কুদরা[২] বা ছুফরা[৩]- সবকিছু ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে।
ঋতুবতী কিভাবে জানতে পারবে যে সে পবিত্র হয়েছে?	দু'ভাবে নারীরা তা জানতে পারবে: (ক) যদি কাছ্ছা বাইযা[৪] নির্গত হতে দেখে তবে বুঝবে পবিত্র হয়ে গেছে। (খ) কাছ্ছা বাইযা দেখতে না পেলে যদি লজ্জাস্থানে শুস্কতা অনুভব করে এবং রক্ত, কুদরা ও ছুফরার কোন চিহ্ন দেখতে না পায়, তবে মনে করবে পবিত্র হয়ে গেছে।
পবিত্রাবস্থায় নারীর জরায়ু থেকে যে তরল পদার্থ বের হয় তার হুকুমঃ	যদি পাতলা অথবা সাদা আঠাল জাতীয় হয়, তবে তা পবিত্রতার অন্তর্ভূক্ত। যদি রক্ত বা কুদরা বা ছুফরা নির্গত হয়, তবে তা নাপাক। কিন্তু এ সবকিছুই ওযু ভঙ্গের কারণ। যদি সর্বদা নির্গত হতে থাকে তবে তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে।
লজ্জাস্থান থেকে কুদরা ও ছুফরা বের হলেঃ	যদি হায়েযের সাথে মিলিত হয়ে তার আগে বা পরে বের হয়, তবে তা হায়য হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে বের হলে তা ইস্তেহাজা।
কারো প্রত্যেক মাসের দিন নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই যদি পবিত্র হয়ে যায়ঃ	তবে রক্ত বন্ধ হয়ে পবিত্রতার চিহ্ন দেখতে পেলে পবিত্রতার হুকুম প্রজোয্য হবে- যদিও তার হায়েযের স্বাভাবিক নির্দিষ্ট দিন সমূহ শেষ না হয়।
স্বাভাবিক নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বা পরে হায়েয আসাঃ	রক্ত স্রাব আসলে যদি হায়েযের পরিচিত বৈশিষ্ট তাতে পরিলক্ষিত হয়, তবে যে কোন সময় তা নির্গত হোক হায়েয বা ঋতু হিসেবে গণ্য হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, দু'হায়েযের মধ্যবর্তী সময় যেন (পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময়) তের দিনের বেশী হয়। অন্যথা তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে।
হায়েয স্বাভাবিক নির্দিষ্ট দিনের কম বা বেশী হলেঃ	কম হোক বা বেশী হোক তা হায়েয হিসেবেই গণ্য হবে। তবে শর্ত হচ্ছে, যেন হায়েযের সর্বোচ্চ সীমা পনের দিনের বেশী না হয়।
কোন নারীর স্রাব যদি পূর্ণ একমাস বা ততোধিক দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকেঃ	এধরণের নারীর কয়েকটি অবস্থাঃ (১) বিগত মাসের ঋতুর সময় ও দিন সম্পর্কে অবগত আছে তখন সে পূর্বের দিন ও সময় অনুযায়ী আমল করবে। রক্তের গুণাগুণে পার্থক্য থাক বা না থাক সে দিকে লক্ষ্য করবে না। (২) বিগত মাসের ঋতুর সময় সম্পর্কে অবগত আছে, কিন্তু কতদিন ছিল তা জানে না। তখন অধিকাংশ নারীর যে কয়দিন ঋতু হয় সে অনুযায়ী ছয় দিন বা সাত দিন ঋতু গণনা করবে। (৩) বিগত মাসে কত দিন ঋতু ছিল সে সম্পর্কে অবগত আছে। কিন্তু সময় কখন ছিল তা জানে না, সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক চন্দ্র মাসের প্রথমে উক্ত দিন সমূহ ঋতু হিসেবে গণনা করবে।

[১]. **হায়েযঃ** সুস্থাবস্থায় সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার কারণ ছাড়া সৃষ্টিগততাবে নারীর গর্তাশয় থেকে যে স্বাভাবিক রক্ত স্রাব হয় তাকে হয়েয বলে। **ইস্তেহাজাঃ** অসুস্থতার কারণে নারীর গর্ভাশয় থেকে নির্গত নষ্ট রক্তকে বা অনিয়মিত ঋতু স্রাবকে ইস্তেহাজা বলা হয়। হায়েয এবং ইস্তে হাজার মধ্যে পার্থক্য: ১) হায়েয বা ঋতুর রক্ত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু ইস্তেহাযার রক্ত উজ্জল লাল- যেন উহা নাক থেকে নির্গত রক্ত। ২) ঋতুর রক্ত মোটা, কখনো টুকরা টুকরা আকারে বের হয়। কিন্তু ইস্তেহাযার রক্ত পাতলা যেন যখম থেকে রক্ত বের হচ্ছে। ৩) হায়েযের রক্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উৎকট দুর্গন্ধ থাকে। কিন্তু ইস্তেহাজায় সাধারণ রক্তের মত গন্ধ থাকে। হায়েয অবস্থায় যা হারামঃ ঋতুবতীর জন্য নামায-রোযা, কা'বা ঘরের তওয়াফ, মসিজদে অবস্থান, কুরআন স্পর্শ ও তেলাওয়াত, স্বামীর সাথে সহবাস এবং ঋতু অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম। আর ইস্তেহাজা থাকলে এগুলো কোনটাই হারাম নয়।

[২]. নারীর জরায়ু থেকে গাঢ় বাদামী রংয়ের যে রক্ত বের হয় তাকে 'কুদরা' বলে।

[৩]. নারীর জরায়ু থেকে হলদে রংয়ের যে রক্ত বের হয় তাকে 'ছুফরা' বলে।

[৪]. হায়েয শেষে পবিত্রতার সময় নারীর জরায়ু থেকে যে সাদা তরল পদার্থ বের হয় তাকে 'কাছ্ছা বাইযা' বলে। এটি পবিত্র কিন্তু বের হলে ওযু করা আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ নেফাস

মাসআলাঃ	হুকুমঃ
নারীর সন্তান ভুমিষ্ট হয়েছে কিন্তু রক্তের কোন চিহ্ন নেইঃ	তখন নেফাসের হুকুম প্রজোয্য হবে না। গোসল করাও ওয়াজিব নয় এবং নামায রোযাও ছাড়ার দরকার নেই।
যদি সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার চিহ্ন দেখতে পায়ঃ	সন্তান ভুমিষ্টের বেশ আগে যদি রক্ত বা পানি নির্গত হতে দেখে, তবে তা নেফাসের অন্তর্গত হবেনা। তখন তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে।
সন্তান ভুমিষ্টের সময় যে রক্ত বের হয়ঃ	এটা হচ্ছে নেফাসের রক্ত। এসময় যদিও সন্তান বের হয়নি বা সামান্য বের হয়েছে। এসময় ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা করা ওয়াজিব নয়।
কখন নেফাসের জন্য দিন গণনা শুরু করবে?	সন্তান পূর্ণরূপে ভুমিষ্ট হওয়ার পর থেকে।
নেফাসের সর্বনিম্ন সময় কত দিন?	এর সর্বনিম্ন কোন সীমা নেই। সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার পরপরই যদি স্রাব বন্ধ হয়ে যায়, তবে গোসল করে নামায ইত্যাদি আদায় করা ওয়াজিব।
নেফাসের সর্বোচ্চ সময় কত দিন?	চল্লিশ দিন। এর বেশী হলে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। তখন গোসল করে নামায ইত্যাদি আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু গর্ভধারণের পূর্বের ঋতুর নিয়ম অনুযায়ী যদি স্রাব দেখা যায়, তবে তা ঋতু হিসেবে গণ্য করবে।
যে নারী জমজ বা ততোধিক সন্তান প্রসব করেঃ	প্রথম সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার পর থেকে থেকেই নেফাসের সময় গণনা শুরু করবে।
অকাল প্রসূত ভ্রূণ পতিত হওয়ার পর স্রাবঃ	ভ্রূণের বয়স যদি আশি দিন বা তার চাইতে কম হয়, তবে নির্গত রক্ত ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু নব্বই দিনের পর পতিত হলে, তা নেফাসের স্রাব হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু আশি ও নব্বই দিনের মধ্যবর্তী সময়ে গর্ভপাত হলে, ভ্রূণের আকৃতির উপর হুকুম নির্ভর করবে। যদি ভ্রূণে মানুষের আকৃতি দেখা যায়, তবে তা নেফাস হিসেবে গণ্য হবে। অন্যথায় ইস্তেহাজা গণ্য করবে।
চল্লিশ দিন শেষ হওয়ার পূর্বে পবিত্র হয়ে পুনরায় যদি স্রাব দেখা যায়ঃ	চল্লিশ দিনের মধ্যে নারী যে পবিত্রতা দেখতে পায় তা পবিত্রতা হিসেবেই গণ্য হবে। তখন গোসল করে নামায ইত্যাদি আদায় করবে। কিন্তু চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি পুনরায় স্রাব দেখা যায়, তখন তা নেফাস হিসেবে গণ্য করবে। আর এই নিয়মে চল্লিশ দিন পূর্ণ করবে।

সতর্কতাঃ

- ইস্তেহাজা হলে নামায-রোযা আদায় করা ওয়াজিব কিন্তু প্রত্যেক নামাযের সময় ওযু করা আবশ্যক।
- সূর্যাস্তের পূর্বে হায়েয বা নেফাস থেকে পবিত্র হলে, সে দিনের যোহর ও আসর নামায আদায় করা তার উপর আবশ্যক। অনুরূপভাবে ফজরের পূর্বে পবিত্র হলে সে রাত্রের মাগরিব ও এশা নামায আদায় করা আবশ্যক।
- নামাযের সময় হওয়ার পর নামায পড়ার পূর্বে যদি নারীর হায়েয বা নেফাস শুরু হয়, তবে পবিত্র হওয়ার পর উক্ত নামায কাযা আদায় করতে হবে না।
- হায়েয বা নেফাস থেকে পবিত্র হলে গোসল করার সময় চুলের খোপা খোলা আবশ্যক। কিন্তু বড় নাপাকীর গোসলে খোপা খোলা আবশ্যক নয়।
- হায়েয ও নেফাস হলে যৌনাঙ্গে সহবাস করা হারাম। যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্যভাবে আনন্দ-বিনোদন করা জায়েয।
- ইস্তেহাযা থাকলে যৌনাঙ্গে সহবাস করা মাকরূহ। কিন্তু স্বামী বিশেষ প্রয়োজন মনে করলে সহবাস করতে পারে।
- সাময়িকভাবে রক্তস্রাব বন্ধ করার জন্য ঔষধ ব্যবহার করা নারীর জন্য জায়েয। বিশেষ করে হজ্জ-ওমরার কার্যাদী পূর্ণ করার জন্য বা রামাযানের ছিয়াম পূর্ণ করার জন্য। কিন্তু শর্ত হচ্ছে ঔষধ যেন শারীরিক ক্ষতির কারণ না হয়।

ইসলামে নারীর মর্যাদাঃ

ঈমান ও আমল অনুযায়ী মর্যাদা ও প্রতিদানের দিক থেকে নারী-পুরুষে ভেদাভেদ নেই- উভয়ে আল্লাহর নিকট সমান। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ "নারীরা তো পুরুষদেরই সহদোর।" (আবু দাউদ) নারী হকদার হলে তা দাবী করার অধিকার আছে তার, অথবা নিপীড়িত হলে তা থেকে মুক্ত হওয়ার অধিকারও আছে। কেননা ইসলাম ধর্মে সম্বোধন সূচক যে সকল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাতে নারী পুরুষের সাথেই। তবে যে সমস্ত বিষয়ে উভয়ের মাঝে পার্থক্য উল্লেখ করা হয়েছে তা অবশ্যই ভিন্ন। ইসলামের অবশিষ্ট বিধি-বিধানের তুলনায় সেই পার্থক্য খুবই সামান্য। তাছাড়া ইসলাম সৃষ্টিগত ও শক্তি-সামর্থগত দিক থেকে নারী-পুরুষের বৈশিষ্টের প্রতি গুরুত্বসহ লক্ষ্য রেখেছে। আল্লাহ্ বলেন, ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ "সে কি জানেনা কে সৃষ্টি করেছে? আর তিনিই সুক্ষ্মদর্শী সংবাদ রক্ষক।" (সূরা মুল্‌কঃ ১৪)

নারীর কিছু কর্ম আছে যা তার জন্যেই বিশেষ। পুরুষের কিছু কর্ম আছে যা তার জন্যেই বিশেষ। একজনের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপরের অনুপ্রবেশ সংসার জীবনের ভারসাম্য নষ্ট করে দিবে। নারী নিজ গৃহে অবস্থান করলেও তাকে পুরুষের সমপরিমাণ প্রতিদান দেয়া হবে।

আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট আগমণ করলেন। তখন নবীজী সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে বসে ছিলেন। আসমা বললেন, আপনার জন্যে আমার বাবা-মা কুরবান হোক! আমি নারী সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে আপনার নিকট আগমণ করেছি। আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমার প্রাণ আপনার জন্যে উৎসর্গ। পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তের নারী মাত্রেই যে কেউ আমার এই আগমণের সংবাদ শুনুক বা না শুনুক সে আমার অনুরূপ মত পোষণ করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আপনাকে সত্য দ্বীনসহ নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর নিকট প্রেরণ করেছেন। তাই আমরা আপনার প্রতি এবং সেই মা'বূদের ঈমান এনেছি যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন। আমরা নারী সমাজ চার দেয়ালের ঘেরার মধ্যে আপনাদের গৃহের মধ্যে বসে বন্দী অবস্থায় দিন যাপন করি, আপনাদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করি, আপনাদের সন্তান গর্ভে ধারণ করি। আর আপনারা পুরুষ সমাজকে আমাদের উপর মর্যাদাবান করা হয়েছে। জুমআ, জামাআত, রুগীর পরিচর্যা, জানাযায় অংশ গ্রহণ, হাজ্জের পর হাজ্জ সম্পাদন এবং সর্বোত্তম কাজ আল্লাহর পথে জিহাদে আনপারা অংশ নিয়ে থাকেন। আপনাদের মধ্যে কোন পুরুষ হাজ্জ বা উমরা বা জিহাদের পথে বের হলে আমরা আপনাদের ধন-সম্পদ সংরক্ষণ করে থাকি। আপনাদের জন্যে কাপড় বুনাই, আনপাদের সন্তানদের লালন-পালন করে থাকি। অতএব হে আল্লাহর রাসূল! আপনারা যে প্রতিদান পেয়ে থাকেন তাতে কি আমরা শরীক হব না? বর্ণনাকারী বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের প্রতি পূরাপূরি মুখ ফিরালেন, তারপর বললেন, তোমরা কি কখনো শুনেছো ধর্মীয় বিষয়ে এ নারীর প্রশ্নের চেয়ে উত্তম কথা বলতে কোন নারীকে? তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ভাবতেই পারিনি একজন নারী এত সুন্দর কথা বলতে পারে। এবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন অতঃপর বললেন, "ওহে নারী তুমি ফিরে যাও এবং তোমার পিছনের সকল নারীকে জানিয়ে দাও যে, তোমাদের কারো নিজ স্বামীর সাথে সদ্ভাবে সংসার করা, স্বামীর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করা এবং তার মতামতের অনুসরণ করা উপরোক্ত সকল ইবাদতের ছওয়াবের বরাবর।" (বায়হাকী) অপর বর্ণনায় আছে, একদা কতিপয় নারী রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট এসে আরয করল হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদ করে তো পুরুষরা সকল মর্যাদা নিয়ে গেল? আমাদের জন্যে কি এমন কোন আমল নেই যা দ্বারা আমরা আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের অনুরূপ ছওয়াব পেতে পারি? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তোমাদের একজন নিজ গৃহের পরিচর্যায় লিপ্ত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর পথে জিহাদকারীর ন্যায় ছওয়াব লাভ করবে।" (বায়হাকী, হাদীছটি যঈফ, দ্রঃ সিলসিলা যঈফাঃ হা/২৭৪৪) বরং নিকটাত্মীয় কোন নারীর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখলেও তাতে বিরাট প্রতিদান রয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ذَوَاتَيْ قَرَابَةٍ يَحْتَسِبُ النَّفَقَةَ عَلَيْهِمَا حَتَّى

يُغْنِيَهُمَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ يَكْفِيَهُمَا كَانَتَا لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ "যে ব্যক্তি দু'জন কন্যা বা দু'জন ভগ্নি বা নিকটাত্মীয় দু'জন নারীর ভরণ-পোষণ বহণ করবে এমনকি আল্লাহ্ তাদের উভয়কে যথেষ্ট করে দিবেন, তবে তারা জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য পর্দা স্বরূপ হয়ে যাবে।" (আহমাদ, ত্বাবরানী, হাদীছটি হাসান, দ্রঃ সহীহ্ তারগীব তারহীব হা/২৫৪৭)

নারীদের কতিপয় বিধি-বিধানঃ

✸ গায়র মাহরাম[১] নারীর সাথে নির্জনে মিলিত হওয়া পুরুষের জন্য হারাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ "মাহরাম ব্যতীত কোন পুরুষ যেন কোন নারীর সাথে নির্জনে মিলিত না হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

✸ মসজিদে গিয়ে নারীর নামায আদায় করা বৈধ। কিন্তু ফেতনার আশংকা থাকলে মসজিদে যাওয়া উচিত নয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নারীরা এখন যা করছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা দেখলে হয়তো তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন। যেমনটি বানী ইসরাঈলের নারীদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। (বুখারী ও মুসলিম) পুরুষ মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করলে যেমন তাকে বহুগুণ ছওয়াব দেয়া হয়; নারী নিজ গৃহে নামায আদায় করলেও তাকে অনুরূপ ছওয়াব দেয়া হবে। জনৈক নারী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে আবেদন করল হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার সাথে আমি নামায আদায় করতে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "আমি জানি তুমি আমার সাথে নামায আদায় করতে ভালবাস। কিন্তু তোমার জন্যে ক্ষুদ্র কুঠরীতে নামায পড়া, বাড়ীতে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর বাড়ীতে নামায পড়া মহল্লার মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম। আর মহল্লার মসজিদে নামায পড়া আমার মসজিদে (মসজিদে নববীতে) নামায পড়ার চাইতে উত্তম।" (আহমাদ, হাদীছটি হাসান দ্রঃ সহীহ তারগীব তারহীব হা/ ৩৪০) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ "নারীদের সর্বত্তোম মসজিদে হচ্ছে তার ঘরের সবচেয়ে নির্জনতম স্থান।" (আহমাদ, হাদীছটি হাসান দ্রঃ সহীহ তারগীব তারহীব হা/ ৩৪১)

✸ মাহারাম সাথী না পেলে নারীর হাজ্জ-উমরা করা ফরয নয়। কেননা মাহ্রাম ব্যতীত নারীর সফর বৈধ নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لا تُسَافِرْ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ "কোন নারী মাহরাম ব্যতীত যেন তিন দিনের অধিক দূরত্ব স্থানে সফর না করে।" অপর বর্ণনায় একদিন ও একরাতের অধিক দূরত্ব সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

✸ নারীর কবর যিয়ারত এবং লাশের সাথে গমণ নিষেধ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لعن الله زوارات القبور "অধিকহারে কবর যিয়ারতকারী নারীদের উপর আল্লাহর লা'নত।" (তিরমিযী) উম্মে আত্বিয়া (রাঃ) বলেন, জানাযার লাশের সাথে চলতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের উপর কঠরোতা আরোপ করা হয়নি।" (বুখারী ও মুসলিম)

✸ নারী চুলে যে কোন রং ব্যবহার করতে পারে, তবে বিবাহের প্রস্তাবকারী পুরুষকে ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্য না থাকলে কালো রং ব্যবহার করা মাকরূহ।

✸ উত্তরাধিকার সম্পদে নারীর জন্যে আল্লাহ্ যে অংশ নির্ধারণ করেছেন তা তাকে প্রদান করা ওয়াজিব; তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হারাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنْ قَطَعَ مِيرَاثَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "যে ব্যক্তি উত্তরাধীকারীকে প্রাপ্য মীরাছ থেকে বঞ্চিত করবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতের মীরাছ থেকে বঞ্চিত করবেন।" (ইবনে মাজাহ্)

✸ স্বামীর উপর ওয়াজিব হচ্ছে স্ত্রীর প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহণ করা। যা ছাড়া স্ত্রী চলতে পারবে না যেমন- খাদ্য, পানীয় , বস্ত্র ও বাসস্থান প্রভৃতির উত্তমভাবে ব্যবস্থা করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ﴾ "বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সিমীত পরিমাণে রিযিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তা থেকে

---

[১]. মাহ্রাম পুরুষ বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ যে সমস্ত পুরুষের সাথে নারীর চিরকালীন বিবাহ্ হারাম। যেমনঃ পিতা, দাদা এভাবে যতই উপরে যায়, পুত্র, পুত্রের পুত্র এভাবে যতই নীচে যায়। ভাই এবং তার ছেলেরা, বোনের ছেলেরা, চাচা, মামা, শ্বশুর, স্বামীর অন্য পক্ষের ছেলেরা, দুগ্ধ সম্পর্কের পিতা, পুত্র, ভাই। নিজ মেয়ের জামাই, মায়ের স্বামী।

ব্যয় করবে।" (সূরা তালাকঃ ৭) নারীর স্বামী না থাকলে তার পিতা বা ভ্রাতা বা পুত্রের উপর আবশ্যক হচ্ছে তার খরচ বহণ করা। নিকটাত্মীয় না থাকলে এলাকার স্থানীয় লোকদের তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা মুস্তাহাব। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ "বিধবা এবং অভাবী-মিসকীনদের প্রয়োজন পূরণে প্রচেষ্টাকারী আল্লাহর পথে মুজাহিদের ন্যায় অথবা রাত্রে তাহাজ্জুদ আদায়কারী ও দিনে নফল সিয়াম আদায়কারীর ন্যায় প্রতিদান লাভ করবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

✸ তালাকপ্রাপ্তা নারী বিবাহ না করলে তার শিশু সন্তানের লালন-পালন করার হকদার তারই বেশী। আর যতদিন শিশু মায়ের কোলে থাকবে ততদিন শিশুর ভরণ-পোষণ চালানো পিতার উপর ওয়াজিব।

✸ নারীকে প্রথমে সালাম দেয়া মুস্তাহাব নয়; বিশেষ করে সে যদি যুবতী হয় বা তাকে সালাম দিলে ফেতনার আশংকা থাকে।

✸ প্রতি শুক্রবার (সপ্তাহে একবার) নারীর নাভীমূল ও বগল পরিস্কার করা এবং নখ কাটা মুস্ত াহাব। তবে চল্লিশ দিনের বেশী দেরী করা নাজায়েয।

✸ মুখমন্ডলের চুল উঠানো হারাম- বিশেষ করে ভ্রুযুগলের চুল উপড়ানো নিষেধ। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لَعَنَ اللَّهُ النَّامِصَةَ وَالْمُتَنَمِّصَةَ "যে নারী চুল উপড়ানোর কাজ করে এবং যার উপড়ানো হয় উভয়ের উপর আল্লাহর লা'নত।" (আবু দাউদ)

✸ **শোক পালনঃ** মৃতের জন্য তিন দিনের বেশী শোক পালন করা কোন নারীর জন্য জায়েয নেই। তবে মৃত ব্যক্তি স্বামী হলে চার মাস দশ দিন শোক পালন করা ওয়াজিব। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا "আল্লাহ্ এবং শেষ দিবসে বিশ্বাসী নারীর তার স্বামী ব্যতীত কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হালাল নয়।" (মুসলিম) শোক পালনের জন্য নারী নিজের সৌন্দর্য গ্রহণ, যাফরান ইত্যাদির সুগন্ধি লাগানো থেকে বিরত থাকবে। যে কোন ধরণের গয়না, রঙ্গিন লাল হলুদ ইত্যাদি কাপড় পরিধান করবে না। মেহেদী বা রং (মেকআপ) কালো সুরমা বা সুগন্ধীযুক্ত তৈল ইত্যাদি ব্যবহার করবে না। তবে নখ কাটা, নাভীমূল পরিস্কার করা, গোসল করা জায়েয আছে। পরিধানের জন্য কালো বা এরকম নির্দিষ্ট কোন রংয়ের পোষাক নেই। যে গৃহে স্বামী মারা গেছে সেখানেই নারীর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত সেই গৃহ থেকে বের হওয়া হারাম। কোন প্রয়োজনে বের হতে চাইলে দিনের বেলায় বের হবে।

✸ **পর্দাঃ** নারী নিজ গৃহ থেকে বের হলে সমস্ত শরীর চাদর বা বোরকা দ্বারা আবৃত করা ওয়াজিব। শরীয়ত সম্মত পর্দার শর্তাবলীঃ (১) নারী তার সমস্ত শরীর ঢেকে দেবে। (২) পর্দার পোষাকটি যেন নিজেই সৌন্দর্য না হয়। (৩) পর্দার কাপড় মোটা হবে পাতলা নয়। (৪) প্রশস্ত ঢিলা-ঢালা হবে; সংকীর্ণ হবে না। (৫) আতর সুবাশ মিশ্রিত হবে না। (৬) কাফের নারীদের পোষাকের সাথে সদৃশপূর্ণ হবে না। (৭) পুরুষের পোষাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না। (৮) উক্ত পোষাক যেন নারীদের মাঝে প্রসিদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে না হয়।

নারী যাদের সাথে পর্দা করবে বা করবে না তারা তিন শ্রেণীর লোকঃ (১) স্বামী, তার সাথে কোন পর্দা নেই। স্বামী যেভাবে ইচ্ছা স্ত্রীকে দেখতে পারে। (২) নারী এবং মাহরাম পুরুষ, সাধারণত নারীর শরীরের যে অংশ বাইরে থাকে এরা তা দেখতে পারবে। যেমনঃ মুখমন্ডল, মাথার চুল, কাঁধ, হাত, বাহু, পদযুগল ইত্যাদি। (৩) অন্যান্য পুরুষ (পরপুরুষ), একান্ত প্রয়োজন ছাড়া এরা নারীর শরীরের কোন অংশ দেখতে পাবে না। যেমন বিবাহ বা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে নারীকে দেখা জায়েয। নারীর সৌন্দর্য তার মুখমন্ডলেই। তাই মুখমন্ডল দেখেই বেশীর ভাগ মানুষ ফেতনায় জড়িয়ে পড়ে। ফাতেমা বিনতে মুনযের (রাঃ) বলেন, "আমরা পরপুরুষের সামনে মুখমন্ডল ঢেকে ফেলতাম।" (হাকেম) আয়েশা (রাঃ) বলেন, "আমরা ইহরাম অবস্থায় বিদায় হাজ্জে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাথে ছিলাম। উষ্টারোহী পুরুষরা আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করত,

তারা আমাদের নিকটবর্তী হলে আমরা মাথার উপরের উড়নাকে মুখমন্ডলের উপর ঝুলিয়ে দিতাম। ওরা চলে গেলে আবার মুখমন্ডল খুলে দিতাম।" (আবু দাউদ)

✷ কোন পোষাকে যদি মানুষ বা প্রাণীর ছবি থাকে, তবে তা পরিধান করা হারাম। এমনিভাবে তা ঘরে লটকিয়ে রাখা বা জানালা বা দরজার পর্দা হিসেবে ব্যবহার করা বা বিক্রয় করা হারাম। এটা কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত।

✷ **ইদ্দতঃ** ইদ্দত কয়েক প্রকারঃ **১) গর্ভবতী নারীর ইদ্দত:** গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দেয়া হোক বা তার স্বামী মৃত্যু বরণ করুক গর্ভের সন্তান প্রসব হলেই ইদ্দত শেষ। **২) যে নারীর স্বামী মারা গেছে:** তার ইদ্দত হচ্ছে চার মাস দশ দিন। **৩) হায়েয অবস্থায় যাকে তালাক দেয়া হয়েছে:** তার ইদ্দত হচ্ছে তিন হায়েয। তৃতীয় হায়েয শেষ হওয়ার পর পবিত্রতা শুরু হলেই তার ইদ্দত শেষ। **৪) পবিত্রাবস্থায় যাকে তালাক দেয়া হয়েছে:** তার ইদ্দত হচ্ছে তিন মাস। রেজঈ তালাকের ইদ্দত পালনকারীনীর উপর ওয়াজিব হচ্ছে স্বামীর কাছেই থাকা। এই ইদ্দত চলাবস্থায় স্বামী তার যে কোন অঙ্গ দেখার ইচ্ছা করলে বা তার সাথে নির্জন হতে চাইলে তা জায়েয আছে। হতে পারে এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে আবার ঐক্যমত সৃষ্টি করে দিবেন। স্ত্রীকে ফেরত নেয়ার বাক্যঃ স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে 'আমি তোমাকে ফেরত নিলাম' বা তার সাথে 'সহবাসে লিপ্ত হয়' তবেই তাকে ফেরত নেয়া হয়ে যাবে। ফেরত নেয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর অনুমতির দরকার নেই।

✷ নারী অভিভাবক ব্যতীত নিজেই নিজের বিবাহ বসবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ "যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া নিজের বিবাহ সম্পন্ন করবে, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল।" (তিরমিযী, আবু দাউদ)

✷ পরচুলা ব্যবহার করা, শরীরের খোদাই করে অংকন করা নারীর জন্য হারাম। এ দু'টি কাজ কাবীরা গুনাহের অন্তর্গত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ "যে নারী পরচুলা ব্যবহার করে ও যে পরচুলা লাগিয়ে দেয় এবং যে নারী শরীরে খোদাই করে অংকন করে ও যে করিয়ে দেয় তাদের সকলের উপর আল্লাহর লা'নত।" (বুখারী ও মুসলিম)

✷ বিনা কারণে স্বামীর নিকট তালাক চাওয়া হারাম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ "যে নারী কোনরূপ অসুবিধা ছাড়াই (বিনা কারণে) স্বামীর নিকট তালাক চায়, তার জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণ হারাম।" (আবু দাউদ)

✷ সদ্ভাবে স্বামীর আনুগত্য করা নারীর উপর ওয়াজিব। বিশেষ করে স্ত্রীকে যদি বিছানায় (সহবাসের জন্য) আহবান জানায়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ "কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রীকে বিছানায় আহবান করে, কিন্তু স্ত্রী তার আহবান প্রত্যাখ্যান করে, অতঃপর স্বামী রাগম্বিত অবস্থায় রাত কাটায়, তবে প্রভাত হওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাগণ সে স্ত্রীকে অভিশাপ দেয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

✷ নারী যদি জানে যে রাস্তায় পরপুরুষ থাকবে, তবে বাইরে যাওয়ার সময় আতর-সুগন্ধি লাগানো হারাম। নবী বলেন, إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا يَعْنِي زَانِيَةً "নারী আতর-সুগন্ধি লাগিয়ে যদি মানুষের সামনে দিয়ে হেঁটে যায়- যাতে তারা সুঘ্রাণ পায়, তবে ঐ নারী এরূপ এরূপ অর্থাৎ ব্যভিচারীনী।" (আবু দাউদ)

নামাযঃ

আযান ও ইকামতঃ মুকীম অবস্থায় পুরুষদের জন্য আযান ও ইকামত প্রদান করা ফরযে কেফায়া। আর একক নামাযী ও মুসাফিরের জন্য সুন্নাত। নারীদের জন্য মাকরূহ। সময় হওয়ার পূর্বে আযান ও ইকামত প্রদান করা জায়েয নয়। তবে মধ্যরাতের পর ফজরের প্রথম আযান (তাহাজ্জুদের আযান) প্রদান করা জায়েয।

নামাযের শর্ত সমূহঃ (১) ইসলাম (২) জ্ঞান থাকা (৩) ভাল-মন্দ পার্থক্য করার জ্ঞান থাকা (৪) সাধ্যানুযায়ী পবিত্রতা অর্জন করা (৫) নামাযের সময় হওয়া; যোহর নামাযের সময়ঃ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর থেকে শুরু হয় এবং অবশিষ্ট থাকে (সূর্য ঢলার পর) কোন বস্তুর ছায়া তার বরাবর হওয়া পর্যন্ত। আসরের নামাযের সময়ঃ কোন বস্তুর ছায়া তার বরাবর হওয়ার পর থেকে শুরু হয় এবং উহা দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত বাকী থাকে। এটা হল আসর নামাযের উত্তম সময়। বিশেষ প্রয়োজনে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এ নামায পড়া যাবে। মাগরিবের সময়ঃ সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু হয় এবং পশ্চিমাকাশে লাল রেখা অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকে। এশার সময়ঃ পশ্চিমাকাশে লাল রেখা অস্তমিত হওয়ার পর থেকে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত এ নামাযের সময় প্রলম্বিত। রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর যদি এ নামায আদায় করা সম্ভব হয় তবে তা উত্তম। বিশেষ প্রয়োজনে এ নামায সুবহে ছাদেক পর্যন্ত পড়া যায়। ফজর নামাযের সময়ঃ সুবহে সাদেক (পূর্বাকাশে সাদা রেখা) উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। (৬) সতর ঢাকা[১] (৭) সাধ্যানুযায়ী শরীর, পোষাক এবং নামাযের স্থানকে নাপাকী থেকে পবিত্র করা। (৮) সাধ্যানুযায়ী কিবলামুখী হওয়া (৯) নিয়ত করা।

নামাযের রুকনঃ নামাযের রুকন ১৪টি। ১. ফরয নামাযের ক্ষেত্রে সামর্থ থাকলে দন্ডায়মান হওয়া। ২. তাকবীরে তাহরীমা। ৩. সূরা ফাতেহা পাঠ করা। ৪. প্রত্যেক রাকাতে রুকূ' করা। ৫. রুকূ' হতে উঠা। ৬. রুকূ' থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। ৭. সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করা। ৮. দুই সিজদার মাঝে বসা। ৯. শেষ তাশাহহুদের জন্য বসা। ১০. শেষোক্ত তাশাহ্হুদ পাঠ করা। ১১. শেষ তাশাহহুদে নবী (সাঃ) এর উপর দরূদ পাঠ করা। ১২. দু'টি সালাম দেওয়া। ১৩. সমস্ত রুকন আদায়ে ধীরস্থীরতা অবলম্বন করা। ১৪. ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা।

এই রুকনগুলো ছাড়া নামায বিশুদ্ধ হবে না। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত কোন একটি রুকন ছুটে গেলে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

নামাযের ওয়াজিবঃ নামাযের ওয়াজিব ৮টিঃ ১. তকবীরে তাহরীমা ব্যতীত সমুদয় তাকবীর। ২. রুকূ'তে একবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' বলা। ৩. 'সামি আল্লাহুলিমান হামিদাহ্' বলা ইমাম এবং একক ব্যক্তির জন্য। ৪. 'রাব্বানা লাকাল হামদ্' বলা ইহা সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ৫. সিজদায় একবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' বলা। ৬. দু'সিজদার মাঝে 'রাব্বেগফেরলী' বলা। ৭. প্রথম তাশহ্হুদের জন্য বসা। ৮. প্রথম তাশহ্হুদ পাঠ করা।

এই ওয়াজিব কাজগুলোর কোন একটি ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ভুলক্রমে ছুটে গেলে সাহু সিজদা দিতে হবে।

নামাযের সুন্নাতঃ সুন্নাত দু'প্রকারঃ কর্মগত সুন্নাত, মৌখিক সুন্নাত। সুন্নাত পরিত্যাগ করার কারণে নামায বাতিল হয় না- যদিও ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করে।

মৌখিক সুন্নাত: ছানার দু'আ পাঠ করা, আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পাঠ করা, আমীন বলা এবং উচ্চৈঃকণ্ঠের নামাযে জোরে বলা, ফাতিহার পর সহজসাধ্য স্থান থেকে কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ করা, ইমাম হলে জোরে কিরাত পাঠ করা (মুক্তাদীর জোরে কিরাত নিষেধ, একক ব্যক্তি

---

[১]. সতরঃ যে গোপন অঙ্গ প্রকাশিত হলে মানুষ লজ্জা পায় তাকে সতর বলা হয়। সাত বছর বয়সের বালকের সতর হচ্ছে শুধুমাত্র দু'টি লজ্জাস্থান। দশ বা ততোর্ধ বয়সের পুরুষের জন্য সতর হচ্ছে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। প্রাপ্ত বয়স্কা স্বাধীন নারীর মুখমন্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দু'হাত ব্যতীত সমস্ত শরীর সতর। নামাযের সময় নারীর এই অঙ্গগুলো ঢাকা মাকরূহ। তবে পরপুরুষ সামনে এলে তা ঢাকা ওয়াজিব। নারী যদি এমন অবস্থায় নামায পড়ে বা তওয়াফ করে যে তার বাহু বা চুল খোলা রয়েছে, তবে তার ইবাদত বাতিল হবে। কঠিন সতর হচ্ছে: সামনের ও পিছনের রাস্তা। নামাযের বাইরে থাকলেও তা ঢেকে রাখা ওয়াজিব। বিনা প্রয়োজনে তা প্রকাশ করা মাকরূহ যদিও অন্ধকারে বা নির্জনে থাকে।

স্বাধীন), 'রাব্বানা লাকাল হামদু' বলার পর 'হামদান্ কাছীরান্ তাইয়্যেবান্ মুবারাকান্ ফীহ্ মিল্আস্ সামাওয়াতি ওয়া মিল্আল্ আরযি..' পাঠ করা। সিজদাহ্ ও রুকূ'তে একবারের বেশী তাসবীহ বলা, সালামের পূর্বে দু'আ মাছুরা পাঠ করা।

কর্মগত সুন্নাতঃ দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর ধারণ করা। তাকবীরে তাহরীমা, রুকূ'তে যাওয়া, রুকূ' থেকে উঠা এবং প্রথম তাশাহুদ থেকে উঠে তৃতীয় রাকাতে দন্ডায়মান হওয়ার সময় রফউল ইয়াদায়ন করা। সিজদার স্থানে তাকানো। দন্ডায়মান অবস্থায় দু'পায়ের মাঝে ফাঁক রাখা। সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দু'হাটু, অতঃপর দু'হাত, অতঃপর কপাল এবং নাক মাটিতে রাখা।[১] দু'পার্শ্বদেশ হতে উভয় বাহুকে, পেটকে দু'রান থেকে এবং দু'রানকে পায়ের নলা থেকে পৃথক রাখা, দু'হাতকে দু'হাটু থেকে পৃথক রাখা, পিছনে দু'পাকে মিলিয়ে খাড়া রাখা এবং আঙ্গুল সমূহের নিম্নভাগ মাটির সাথে লাগিয়ে রাখা, দু'হাতের আঙ্গুল সমূহ একত্রিত করে কাঁধ বরাবর করতল বিছিয়ে রাখা। সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় দু'হাত দিয়ে দু'হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো।[২] দু'সিজদার মাঝে এবং প্রথম তাশাহুদে 'ইফতেরাশ'[৩] করা এবং শেষ তাশহহুদে 'তাওয়ার্রুক' করা। দু'সিজদার মাঝে এবং তাশাহুদে বসার সময় দু'হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর মিলিত রেখে হাত দু'টিকে দু'রানের উপর বিছিয়ে রাখা। তবে ডান হাতকে কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ করে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা গোলাকৃতি করবে এবং তর্জনী আঙ্গুল খাড়া রেখে দু'আ ও আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দেয়ার সময় তা দ্বারা ইশারা করবে। আর সালাম দেয়ার সময় ডান দিকে ও বাম দিকে তাকাবে, প্রথমে ডান দিকে তাকাবে।

সাহু সিজদাঃ শরীয়ত সম্মত কোন কথা যদি এমন সময় পাঠ করে, যেখানে পাঠ করার অনুমতি নেই, তবে সে কারণে সাহু সিজদা করা সুন্নাত। যেমন সিজদায় গিয়ে কুরআন পাঠ করল। নামাযের কোন সুন্নাত পরিত্যাগ করলে সাহু সিজদা করা জায়েয। কিন্তু কয়েকটি স্থানে সাহু সিজদা করা ওয়াজিব: যেমন যদি রুকু' বা সিজদা বা ক্বিয়াম বা বসা বৃদ্ধি করে অথবা নামায শেষ করার পূর্বেই সালাম ফিরিয়ে দেয়, অথবা এমন কোন ভুল উচ্চারণ করে যাতে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় বা কোন ওয়াজিব ছুটে যায় অথবা কোন কাজ বেশী হয়ে গেল এরূপ সন্দেহ হয়। সাহু সিজদা ওয়াজেব হওয়ার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তা ছেড়ে দিলে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

দু'টি সিজদা প্রদানের মাধ্যমে সাহু সিজদা করতে হয়। সাহু সিজদা সালামের পূর্বেও দেয়া যায় পরেও দেয়া যায়। সাহু সিজদা করতে যদি ভুলে যায় এবং দীর্ঘ সময় পার হয়ে যায়, তবে তা রহিত হয়ে যাবে।

নামাযের পদ্ধতিঃ নামাযের জন্য কিবলামুখী হয়ে দন্ডায়মান হবে। বলবে "আল্লাহু আকবার" ইমাম এই তাকবীর এবং পরবর্তী সমস্ত তাকবীর মুক্তাদীদের শোনানোর জন্য জোরে বলবে, অন্যরা নীরবে বলবে। তাকবীর শুরু করার সময় দু'হাত দু'কাঁধ বরাবর উত্তোলন করবে, তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা বুকের উপর স্থাপন করবে। দৃষ্টি থাকবে সিজদার স্থানে। তারপর হাদীছে প্রমাণিত যে কোন একটি ছানা পাঠ করবে। যেমন: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ উচ্চারণঃ 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া

---

[১]. শায়খ আলবানী লিখেছেনঃ হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখবে। এটাই সুন্নাত সম্মত। কেননা অন্য একটি ছহীহ্ হাদীছে বর্ণিত হয়েছেঃ তিনি ﷺ মাটিতে হাঁটু রাখার পূর্বে হস্তদ্বয় রাখতেন। (ইবনু খুযায়মা, দারাকুতনী। হাকিম হাদীছটি বর্ণনা করে তা সহীহ্ বলেন ও যাহাবী তাতে একমত পোষণ করেন) হাঁটুর আগে হাত রাখার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন, ইমাম মালেক। ইমাম আহমাদও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। মারওয়াযী (মাসায়েল গ্রন্থে) ছহীহ্ সনদে ইমাম আওয়াযাঈ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমি লোকদেরকে পেয়েছি তারা হাঁটু রাখার আগে হাত রাখতেন।'- অনুবাদক।

[২]. প্রথম রাকাত শেষ করে দ্বিতীয় রাকাতে দাঁড়ানোর পূর্বে জালসা ইস্তেরাহা করা সুন্নাত। অর্থাৎ প্রথম রাকাতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে সামান্য একটু আরাম করে বসে তারপর দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ানো। (দ্রঃ ছহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, হা/ ৭৮০) বুখারীর বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ানোর সময় দু'হাত দ্বারা মাটিতে ভর দিয়ে উঠতেন। [দ্র: ছিফাতুছ্ ছালাত- আলবানী পৃ: ১৫৪ আরবী]

[৩]. ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসাকে 'ইফতেরাশ' বলা হয়। আর বাম পাকে ডান পায়ের নীচে দিয়ে বের করতঃ বাম পাছা দিয়ে যমিনে থেবড়ে বসাকে 'তাওয়ার্রুক' বলা হয়।

তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা। অর্থঃ "হে আল্লাহ! তুমি অতিব পবিত্র, যাবতীয় প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য। তোমার নাম বরকতময়, তোমার মহত্ম ও সম্মান সুউচ্চ। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই।" এরপর আউযুবিল্লাহ্.. ও বিসমিল্লাহ্.. পাঠ করবে। (এগুলো নীরবে বলবে) তারপর ফাতিহা পাঠ করবে, মুক্তাদীর জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে ইমামের প্রত্যেক আয়াতের মাঝে নীরবতার সময় উহা পাঠ করে নেয়া, কিন্তু নামায নীরব হলে সূরা ফাতিহা নিজে নিজে পড়ে নেয়া ওয়াজিব। এরপর কুরআনের সহজ কোন স্থান থেকে পাঠ করবে। ফজরের নামাযে তেওয়াল মুফাচ্ছাল পড়বে (সূরা ক্বাফ থেকে নাবা পর্যন্ত সূরাগুলোকে তেওয়াল মুফাচ্ছাল বলা হয়) মাগরিবে পড়বে ক্বেছারে মুফাচ্ছাল (সূরা 'শারাহ্' থেকে 'নাস' পর্যন্ত সূরাগুলোকে কেছারে মুফাচ্ছাল বলা হয়) পড়বে এবং অন্যান্য নামাযে পড়বে আউসাত মুফাচ্ছাল (সূরা নাযেআত থেকে 'যুহা' পর্যন্ত সূরাগুলোকে আউসাতে মুফাচ্ছাল বলা হয়)। ইমাম ফজরের নামাযে এবং মাগরিব ও এশার প্রথম দু'রাকাতে জোরে কিরাত পাঠ করবেন। বাকী নামাযে নীরবে কিরাত করবেন। তারপর তাকবীরে তাহরিমার মত দু'হাত উত্তোলন করে তাকবীর দিয়ে রুকূ' করবেন। অতঃপর দু'হাতের আঙ্গুল সমূহ ছড়িয়ে দিয়ে তা হাঁটুর উপর রাখবে, পিঠকে প্রশস্ত করে মাথা ও পিঠ বরাবর রাখবে। তারপর দু'আ পাঠ করবে: سبحان ربي العظيم (সুবহানা রাব্বীয়্যাল আযীম) তিনবার। রুকূ' থেকে মাথা উঠাবার সময় পাঠ করবে سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ্) এই সময়ও তাকবীরে তাহরিমার মত দু'হাত উত্তোলন করবে। সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দন্ডায়মান হলে পাঠ করবে: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ উচ্চারণঃ 'রাব্বানা ওঁয়া লাকাল্ হামদু হামদান্ কাছীরান্ তাইয়্যেবান্ মুবারাকান্ ফীহ্ মিল্আস্ সামাওয়াতি ওয়া মিল্আল্ আরযি ওয়া মিল্আ মা-শি'তা মিন শাইয়িন বা'দু'। "হে আমাদের প্রভু! তোমার জন্যই অধিকহারে বরকত পূর্ণ পবিত্র সমস্ত প্রশংসা। তোমার জন্য আকাশ এবং পৃথিবী পূর্ণ প্রশংসা এবং এতদুভয় ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তা ভর্তি প্রশংসা তোমার জন্য।" তারপর তাকবীর বলে সিজদা করবে। দু'পার্শ্বদেশ হতে উভয় বাহুকে, পেটকে দু'উরু থেকে পৃথক রাখবে, দু'হাতকে কাঁধ বরাবর রাখবে। পিছনের দু'পাকে মিলিয়ে খাড়া রাখবে এবং আঙ্গুল সমূহের নিম্নভাগ মাটির সাথে লাগিয়ে তা কিবলামুখী রাখার চেষ্টা করবে। তারপর তিনবার পাঠ করবে: سبحان ربي الأعلى (সুবহানা রাব্বিয়্যাল আ'লা) তাছাড়া হাদীছে প্রমাণিত যে কোন দু'আ বা নিজ ইচ্ছামত যে কোন দু'আ পাঠ করতে পারবে। তারপর তাকবীর দিয়ে সিজদা থেকে মাথা উঠাবে। বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া রেখে আঙ্গুল সমূহ বাঁকা করে কিবলামুখী রাখবে। অথবা দু'পা খাড়া রেখে আঙ্গুল সমূহ কিবলার দিকে রেখে দু'গোড়ালীর উপর বসবে। এসময় পাঠ করবে : رَبِّ اغْفِرْ لِي (রাব্বেগ্ফেরলী) দু'বার। ইচ্ছা করলে এ দু'আও পড়তে পারে: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي "রাব্বেগ্ফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াজবুরনী, ওয়ার ফা'নী, ওয়ার যুকনী, ওয়াহ্দেনী। অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, রহম করুন, ঘাটতি পুরন করুন, সম্মানিত করুন, রিযিক দান করুন, হেদায়াত করুন।

তারপর প্রথম সিজদার মত দ্বিতীয় সিজদা করবে। তাকবীর দিয়ে মাথা উঠাবে এবং পায়ের উপর ভর দিয়ে সোজা উঠে দাঁড়াবে। এরপর প্রথম রাকাতের মত দ্বিতীয় রাকাত আদায় করবে। দু'রাকাত শেষ হলে তাশাহুদ পড়ার জন্য ইফতেরাশ করে বসবে। ডান হাতকে ডান রানের উপর এবং বাম হাতকে বাম রানের উপর বিছিয়ে রাখবে। ডান হাতকে কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ করে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা গোলাকৃতি করবে এবং তর্জনী আঙ্গুল খাড়া রেখে তা দ্বারা ইশারা করবে এবং পাঠ করবে: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াত্ তাইয়্যেবাতু আস্ সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্ সালামু আলাইনা ওয়া আলা ঈবাদিল্লাস্ সালেহীন। অর্থঃ সব রকম মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক এবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ কর্মশীল বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

এরপর নামায তিন রাকাত বা চার রাকাত বিশিষ্ট হলে তাকবীর দিয়ে উঠে দাঁড়াবে। বাকী নামায পূর্বের নিয়মে পড়বে। কিন্তু এ রাকাতগুলোতে জোরে কেরাত পড়বে না। শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। অতঃপর শেষ তাশাহুদে তাওয়ার্‌রুক করে বসবে। বাম পাকে ডান পায়ের নীচে দিয়ে বের করতঃ বাম নিতম্ব দিয়ে যমিনে থেবড়ে বসাকে 'তাওয়ার্‌রুক' বলা হয়। (যে নামাযে দু'বার তাশাহুদ আছে, তার শেষ তাশাহুদে তাওয়ার্‌রুক করবে।) তারপর প্রথমে যে তাশাহুদ পাঠ করেছিল তা পাঠ করবে এবং দরূদ পাঠ করবে:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ্ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ্ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাক্তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর ঐরূপ রহমত নাযিল কর যেরূপ নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর বরকত নাযিল কর যেমনটি বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। এরপর এই দু'আটি পাঠ করা সুন্নাত:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবরি ওয়ামিন আযাবিন্ নার, ওয়ামিন ফিতনাতিল মাহ্য়া ওয়াল্ মামাতি, ওয়ামিন ফিতনাতিল্ মাসীহিদ্দাজ্জাল। অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের শাস্তি হতে, জাহান্নামের শাস্তি হতে জীবনের ও মরণ কালীন ফিতনা (কঠিন পরীক্ষা) হতে এবং দাজ্জালের ফিতনা (অনিষ্ট) হতে।" (বুখারী) এছাড়া প্রমাণিত আরো বিভিন্ন দু'আ পড়তে পারে। অতঃপর দু'দিকে সালাম দিবে। প্রথমে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলবে: আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ তারপর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুরূপ বলবে। সালামের পর যে সমস্ত যিকির হাদীছে বর্ণিত হয়েছে তা পাঠ করা সুন্নাত।

অসুস্থ ব্যক্তির নামাযঃ দাঁড়িয়ে নামায পড়লে যদি অসুখ বেড়ে যায় বা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম হয় তবে বসে বসে নামায আদায় করবে। বসে না পারলে পার্শ্বদেশে শুয়ে নামায আদায়

---

১. **সালাম ফেরানোর পর নিম্ন লিখিত নিয়মে যিকির পাঠ করবেঃ**

১) তিনবার আস্তাগফেরুল্লাহ্ বলবে।

২) তারপর বলবেঃ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আন্তাস্‌সালাম ওয়ামিন কাস্‌সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল্ জালালে ওয়াল ইকরাম।

৩) لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَلا نَعْبُدُ إِلا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল্ মুলকু ওয়ালাহুল্ হামদু, ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন্নিয়মাতু ওয়ালাহুল্ ফায্লু ওয়ালাহুছ্ ছানাউল্ হাসানু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলেসীনা লাহুদ্দীন্ ওয়ালাও কারেহাল কাফেরুন। অর্থঃ "আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তারই জন্য রাজত্ব, তারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হতে বিরত থাকা ও আনুগত্য করার ক্ষমতা লাভ করা যায় না। আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই। আর আমরা তিনি ছাড়া অন্যের ইবাদত করি না। একমাত্র তাঁর অধিকারে সমস্ত নেয়ামত, তাঁরই জন্য সমস্ত সম্মান মর্যাদা, আর তাঁরই জন্য উত্তম স্তুতি। আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই। তার নিমিত্তে আমরা ধর্ম পালন করি একনিষ্ঠভাবে। যদিও কাফেররা তা মন্দ ভাবে।"

৪) اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ আল্লাহুম্মা লা-মা-নেআ লেমা আত্বায়তা ওয়ালা মু'তিয়া লেমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু। অর্থঃ "হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তা রোধকারী কেউ নেই। এবং আপনি যা রোধ করেন তা দানকারী কেউ নেই। আর কোন মর্যাদাবানের মর্যাদা আপনার নিকট থেকে কোন উপকার আদায় করে দিতে পারে না।"

৫) এরপর দশবার পাঠ করবে: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল্ মুলকু ওয়ালাহুল্ হামদু, ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

৬) তারপর 'সুবহা-নাল্লাহ' বলবে ৩৩ বার, 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে ৩৩ বার এবং 'আল্লাহু আকবার' বলবে ৩৩ বার এবং একশত পূর্ণ করার জন্য বলবে: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ।

৭) এরপর আয়াতুল কুরসী (সূরা বাক্বারা ২৫৫ নং আয়াত) পাঠ করবে।

৮) আর প্রত্যেক নামাযের পর একবার করে পাঠ করবে: সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক ও সূরা নাস। তবে ফজর ও মাগরিব নামাযের পর সূরাগুলো তিনবার করে পাঠ করবে।

করবে। এটাও যদি সম্ভব না হয়, তবে পিঠের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে নামায পড়বে। রুকূ'-সিজদা করতে অপারগ হলে, তার জন্য চোখ দ্বারা ইশারা করবে। (কিন্তু বালিশ বা টেবিলের উপর সিজদা দেয়া জায়েয নয়।) অসুস্থ অবস্থায় কোন নামায ছুটে গেলে তা কাযা আদায় করবে। সময়মত সকল নামায আদায় করা কষ্টকর হলে দু'নামাযকে একত্রিত আদায় করবে। যোহর-আছর এক সাথে এবং মাগরিব-এশা এক সাথে আদায় করবে। আর ফজর নামায যথাসময়ে আদায় করবে।

মুসাফিরের নামাযঃ (৮০) কি. মি. বা তার চাইতে বেশী দূরত্বে বৈধ কোন কাজে সফর করলে নামায কসর করবে। চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযকে দু'রাকাত করে আদায় করবে। সফর অবস্থায় কোন স্থানে চার দিনের বেশী অবস্থান করার নিয়ত করলে, সেখানে পৌঁছার পর থেকেই নামায পূর্ণ পড়বে- কসর করবে না। মুসাফির যদি মুক্বীমের পিছনে নামায আদায় করে, বা মুকীম অবস্থায় ভুলে যাওয়া নামায সফরে গিয়ে মনে পড়ে অথবা তার বিপরীত (সফরের ভুলে যাওয়া নামায মুকীম হওয়ার পর মনে পড়ে) তবে এসকল অবস্থায় নামায পূর্ণ পড়বে- কসর করবে না। মুসাফিরের নামায পূর্ণ পড়াও জায়েয, তবে কসর করে পড়াই উত্তম।

জুমআর নামাযঃ জুমআর নামায যোহর নামাযের চাইতে উত্তম। জুমআ একটি আলাদা নামায। এটা যোহর নামাযের পরিবর্তে তার অর্ধেক নামায নয়। তাই জুমআর নামায চার রাকাত পড়া জায়েয নয়। যোহরের নিয়তে পড়লেও জুমআর নামায আদায় হবে না। জুমআর নামাযের[১] সাথে আছরকে একত্রিত করে পড়া যাবে না- যদিও একত্রিত পড়ার কারণ পাওয়া যায়।

বিতর নামাযঃ এ নামায সুন্নাতে মুআক্কাদা- ওয়াজিব নয়। এর সময় হচ্ছে: এশার নামাযের পর থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত। তবে শেষ রাতে পড়া উত্তম। বিতর নামায সর্বনিম্ন এক রাকাত এবং সর্বোচ্চ ১১ রাকাত পড়া যায়। প্রতি দু'রাকাত পড়ে সালাম ফেরাবে। এ নিয়মই হচ্ছে উত্তম। অথবা একসাথে চার বা ছয় বা আট রাকাত পড়বে। তারপর এক রাকাত বিতর পড়বে। অথবা তিন বা পাঁচ বা সাত বা[২] নয় এক সাথে পড়বে। সর্বনিম্ন উত্তম বিতর হচ্ছে তিন রাকাত নামায দু'সালামে আদায় করা। এ সময় সুন্নাত হচ্ছে প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে কাফেরূন এবং তৃতীয় রাকাতে ইখলাস পাঠ করা। বিতরের পর বসে বসে দু'রাকাত নামায পড়া জায়েয।

জানাযা নামাযঃ কোন মুসলমান মৃত্যু বরণ করলে তাকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো, জানাযা নামায পড়া ও তাকে বহণ করে দাফন করা ফরযে কেফায়া। তবে ধর্ম যুদ্ধে নিহত শহীদকে গোসল ও কাফন পরানো ব্যতীতই দাফন করতে হবে। তার জানাযা নামায পড়া জায়েয। সে যে অবস্থায় ও যে কাপড়ে থাকবে সেভাবেই তাকে দাফন করবে। পুরুষকে তিনটি সাদা কাপড়ে কাফন পরাবে আর নারীকে পাঁচটি কাপড়ে। লুঙ্গি যা নীচের দিকে থাকবে, খেমার বা ওড়না যা দিয়ে মাথা ঢাঁকবে, কামীছ (জামা) এবং দু'টি বড় লেফাফা বা কাপড়। (অবশ্য তিন কাপড়েও তাকে কাফন দেয়া জায়েয)।

জানাযা পড়ানোর জন্য সুন্নাত হচ্ছে ইমাম ও একক ব্যক্তি পুরুষের বুক বরাবর এবং নারীর মধ্যস্থান বরাবর দাঁড়াবে। চার তাকবীরে জানাযা পড়বে। প্রতি তাকবীরের সাথে দু'হাত উত্তোলন করবে। প্রথমবার তাকবীর দিয়ে নীরবে আউযুবিল্লাহ্.. বিসমিল্লাহ্.. বলে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। তারপর দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে দরূদে ইবরাহীম পাঠ করবে। এরপর তৃতীয় তাকবীর প্রদান করে জানাযার দু'আ পড়বে। তারপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে সামান্য একটু চুপ সালাম ফেরাবে।

কবরকে অর্ধ হাতের অধিক উঁচু করা হারাম। এমনিভাবে কবরে ঘর তৈরী করে তা চুনকাম করা, চুম্বন করা, আতর-সুগন্ধি মাখানো, কোন কিছু লিখা, কবরের উপর বসা বা হেঁটে যাওয়া

---

[১]. কমপক্ষে তিনজন মানুষের উপস্থিতিতে জুমআর নামায আদায় করা যায়। উচ্চকণ্ঠে ক্বেরাতের মাধ্যমে জুমআর নামায দু'রাকাত আদায় করতে হয়। এ নামাযের আগে দু'টি খুতবা প্রদান করা ওয়াজিব। কুরআন ও হাদীছ থেকে নিজ ভাষায় খুতবা প্রদান করা উত্তম। এই খুতবা শোনা মুক্তাদীদের উপর ওয়াজিব, এসময় কথা বললে, জুমআর ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। জুমআর নামাযের পূর্বে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায ছাড়া নির্ধারিত কোন সুন্নাত নেই, পরে দু'রাকাত বা চার রাকাত সুন্নাত পড়বে।- অনুবাদক

[২]. দু'আ কুনূত বিতর নামাযের জন্য আবশ্যক নয়। জানা থাকলে পড়া মুস্তাহাব; অন্যথায় নয়। রুকুর আগে বা পরে যে কোন সময় দু'আ কুনূত পাঠ করা যায়। দু'হাত তুলে একাকী থাকলেও উচ্চস্বরে এ দু'আ পড়া যায়। তবে এর জন্য উল্টা তাকবীর দেয়া বিধিসম্মত নয়। অনুরূপভাবে বিতর নামাযকে মাগরিবের মত করে পড়াও জায়েয নয়।

ইত্যাদি সবকিছু **হারাম**। এমনিভাবে কবরকে আলোকিত করা, তওয়াফ করা, তার উপর ঘর বা মসজিদ তৈরী করা অথবা মৃতকে মসজিদে দাফন করা **হারাম**। কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হলে তা ভেঙ্গে ফেলা ওয়াজিব।

✱ শোকবাণীর ক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধতা নেই। তবে মৃতের পরিবারকে শোক বার্তা জানানোর সময় এই দু'আ পাঠ করা সুন্নাতঃ উচ্চারণঃ ইন্না লিল্লাহি মা আখাযা ওয়া লাহু মা আ'তা, ওয়া কুল্লা শাইয়িন ঈনদাহু বি আজালিন্ মুসাম্মা ফাস্‌বির্ ওয়াহ্‌তাসিব। "নিশ্চয় আল্লাহ্ যা নেন এবং দেন তার অধিকারী একমাত্র তিনিই। তাঁর নিকট প্রতিটি বস্তুর একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। তাই তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর এবং আল্লাহর নিকট থেকে এর প্রতিদান প্রার্থনা কর।" (বুখারী ও মুসলিম) তাছাড়া একথাও বলতে পারেঃ "আল্লাহ্ আপনাকে বিরাট পুরস্কার দিন এবং আপনার শোককে শান্তিময় করুন এবং আপনার মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করুন। কোন মুসলমানের কাফের আত্মীয় মৃত্যু বরণ করলে তাকে শোক জানানোর সময় বলবেঃ "আল্লাহ্ আপনাকে বিরাট পুরস্কার দিন এবং আপনার শোককে শান্তিময় করুন।" কাফেরের মুসলিম আত্মীয় মৃত্যু বরণ করলে তাকে শোকবাণী দেয়া জায়েয নয়।

✱ কোন মানুষ যদি বুঝতে পারে যে, তার মৃত্যুর পর পরিবারের লোকেরা উচ্চস্বরে ক্রন্দন করবে, তবে এ বিষয়ে সতর্ক করে তাদেরকে ওছীয়ত করা ওয়াজিব। অন্যথায় তাদের ক্রন্দনের কারণে তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে।

✱ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, শোকবার্তা নেয়ার জন্য বসে থাকা মাকরূহ। অর্থাৎ মানুষের শোক বার্তা গ্রহণ করার জন্য মৃতের বাড়ীতে পরিবারের লোকজন একত্রিত হওয়া নাজায়েয। বরং নারী-পুরুষ প্রত্যেকে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, কারো শোক জানানোর অপেক্ষায় বসে থাকবে না।

✱ প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে খাদ্য প্রস্তুত করে মৃতের পরিবারের জন্য প্রেরণ করা সুন্নাত। কিন্তু মৃতের বাড়ীতে সমাগত লোকদের জন্য খানা-পিনার আয়োজন করা বা তাদের নিকট থেকে খানা-পিনা খাওয়া প্রভৃতি মাকরূহ।

✱ সফর না করে যে কোন মুসলমানের কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। কাফেরের কবরও যিয়ারত করা বৈধ (কিন্তু তার জন্য দু'আ করা যাবে না।) এমনিভাবে কোন কাফেরকে কোন মুসলমানের কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করা যাবে না। (হতে পারে সে তা থেকে শিক্ষা নিতে পারে।)

✱ গোরস্থানে প্রবেশ করে মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে এরূপ দু'আ পাঠ করা সুন্নাতঃ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ উচ্চারণঃ আস্‌সালামু আলাইকুম আহলাদ্‌দিয়ারি মিনাল্ মু'মেনীনা ওয়াল মুসলিমীন, ওয়া ইন্ শাআল্লাহু বিকুম লালাহিকূন, য়ার্‌রহামুল্লাহুল্ মুসতাক্‌দেমীনা মিন্না ওয়াল্ মুস্‌তা'খেরীন, নাস্‌আলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল্ আ'ফিয়াতা, আল্লাহুম্মা লা তাহরিম্‌না আজরাহুম ওয়ালা তুফিল্লানা বা'দাহুম, ওয়াগ্‌ফির্ লানা ওয়া লাহুম। **অর্থঃ** 'হে কবরের অধিবাসী মু'মিনগণ! অথবা বলবেঃ হে কবরের মু'মিন মুসলিম অধিবাসীগণ! আপনাদের প্রতি শান্তির ধারা বর্ষিত হোক। নিশ্চয় আমরাও আপনাদের সাথে এসে মিলিত হবো ইনশাআল্লাহ্। আমাদের মধ্যে যারা আগে চলে গেছেন এবং যারা পরে যাবেন তাদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া করুন। আমরা আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তাদের ছওয়াব হতে বঞ্চিত করবেন না এবং তাদের মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন না। আর আমাদের ও তাদেরকে ক্ষমা করুন।' (মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

দু'ঈদের নামাযঃ ঈদের নামায ফরযে কেফায়া[১]। উহার সময় হচ্ছে চাশত নামাযের সময়। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর যদি ঈদ সম্পর্কে জানা যায়, তবে পরবর্তী দিন এ নামাযের কাযা আদায় করতে হবে। এ নামায প্রতিষ্ঠিত করার শর্তসমূহ জুমআর মতই। তবে ঈদের নামাযে খুতবার শর্ত নেই। ঈদগাহে নামায পড়লে আগে-পরে কোন নফল-সুন্নাত নামায পড়তে হবে না। (কিন্তু মসজিদে পড়লে বসার পূর্বে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়বে।) **ঈদের নামাযের পদ্ধতিঃ** ঈদের নামায দু'রাকাত। প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমার পর আঊযুবিল্লাহ্.. বলার আগে

---

[১]. (অধিকাংশের মতে ইহা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, কতিপয় মুহাক্কেকীন ইহাকে ওয়াজিবও বলেছেন।)

অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর প্রদান করবে। আর দ্বিতীয় রাকাতে কেরাত শুরু করার পূর্বে অতিরিক্ত পাঁচটি তাকবীর দিবে। প্রতিটি তাকবীরের সময় দু'হাত উত্তোলন করবে। তারপর আঊযুবিল্লাহ্.. বিসমিল্লাহ্.. পাঠ করে প্রকাশ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। সূরা ফাতিহার পর প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা (সাব্বেহিস্মা রাব্বিকাল্ আ'লা...) পাঠ করবে। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা গাশিয়া পাঠ করবে। নামায শেষে জুমআর মত দু'টি খুতবা প্রদান করবে। কিন্তু খুতবায় অধিক পরিমাণে তাকবীর পাঠ করা সুন্নাত। ঈদের নামায যদি সাধারণ নফল নামাযের মত পড়ে, তাও জায়েয আছে। কেননা অতিরিক্ত তাকবীর সমূহ সুন্নাত।

সূর্য অথবা চন্দ্র গ্রহণের নামাযঃ এ নামায আদায় করা সুন্নাত। এর সময় হচ্ছে সূর্য বা চন্দ্রের গ্রহণ শুরু হওয়ার পর থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত। গ্রহণ শেষ হয়ে গেলে এ নামায কাযা আদায় করতে হবে না। দু'রাকাতের মাধ্যমে এ নামায আদায় করতে হয়। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর দীর্ঘ একটি সূরা পাঠ করবে। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে রুকূ' করবে। রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে সামিআল্লাহ্... রাব্বানা ... ইত্যাদি বলে সেজদা করবে না; বরং আবার হাত বেঁধে সূরা ফাতিহা পড়বে ও দীর্ঘ একটি সূরা পাঠ করবে। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে রুকূ' করবে। রুকূ' থেকে মাথা উঠিয়ে সামিআল্লাহ্... রাব্বানা... ইত্যাদি বলে যথানিয়মে দীর্ঘ সময় ধরে দু'টি সেজদা করবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাত একই নিয়মে আদায় করবে। তাশাহুদ পড়ে সালাম ফেরাবে। কোন মানুষ যদি ইমামের প্রথম রুকুর পূর্বে নামাযে প্রবেশ করতে না পারে, তবে উহা তার রাকাত হিসেবে গণ্য হবে না।

ইস্তেস্কা (বৃষ্টি প্রার্থনার) নামাযঃ দুর্ভিক্ষ, খরা ও অনাবৃষ্টি দেখা দিলে ইস্তেসকার নামায পড়া সুন্নাত। এ নামাযের সময়, পদ্ধতি ও বিধান ঈদের নামাযের মতই। তবে এ নামাযের পর একটি মাত্র খুতবা প্রদান করবে। সুন্নাত হচ্ছে অবস্থা পরিবর্তনের আশায় প্রত্যেক মুছল্লী নিজের গায়ের চাদর (পোষাক) উল্টিয়ে পরবে।

✸ **নফল নামাযঃ** নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি প্রতিদিন ফরয ছাড়া ১২ রাকাত (সুন্নাত) নামায পড়তেন। উহা হচ্ছেঃ ফজরের পূর্বে দু'রাকাত, যোহরের পূর্বে (২+২) চার রাকাত পরে দু'রাকাত, মাগরিবের পর দু'রাকাত এবং এশার পর দু'রাকাত। এ ছাড়া নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে আরো অনেক নফল নামাযের কথা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছেঃ যেমন আছরের পূর্বে চার রাকাত। মাগরিবের আযানের পর দু'রাকাত, বিতর নামাযের পর দু'রাকাত।

নামাযের নিষিদ্ধ সময়ঃ যে সকল সময়ে নামায পড়া নিষেধ প্রমাণিত হয়েছে, সে সময় সাধারণ নফল নামায পড়া হারাম। সময়গুলো হচ্ছে, (১) ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে এক তীর পরিমাণ সূর্য উঠা পর্যন্ত। (২) সূর্য ঠিক মাথার উপর থাকার সময়- পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্বে। (৩) আসর নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কিন্তু যে সমস্ত নামাযের কারণ আছে তা এই সময়গুলোতে পড়া জায়েয। যেমনঃ তাহিয়্যাতুল মসজিদ, তাওয়াফ শেষে দু'রাকাত, ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত, জানাযার নামায, তাহিয়্যাতুল ওযু, তেলাওয়াত ও শুকরিয়ার সেজদা।

✸ **মসজিদের বিধি-বিধানঃ** প্রয়োজন অনুসারে মসজিদ তৈরী করা ওয়াজিব। মসজিদ আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় স্থান। মসজিদের মধ্যে গান, বাদ্য, হাততালি, অবৈধ কবিতা আবৃত্তি, নারী-পুরুষ সংমিশ্রণ, সহবাস, বেচা-কেনা ইত্যাদি হারাম। কেউ বেচা-কেনা করলে 'আল্লাহ্ যেন তোমাকে ব্যবসায় লাভবান না করেন' এরূপ বলা সুন্নাত। হারানো বস্তু মসজিদে খোঁজ করা বা ঘোষণা দেয়া হারাম। কাউকে খোঁজাখুজি করতে শুনলে তাকে এরূপ বলা সুন্নাতঃ 'আল্লাহ তোমাকে যেন জিনিসটি ফেরত না দেন।" মসজিদের মধ্যে যে সমস্ত কাজ করা বৈধঃ যেমন শিশুদের শিক্ষা দান- যদি তাদের থেকে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে, বিবাহের আকদ করা, বিচার-ফায়সালা, বৈধ কবিতা পাঠ, ই'তিকাফ প্রভৃতির সময় নিদ্রা যাওয়া, মেহমানের রাত্রি যাপন, রুগীর অবস্থান, দুপুরে নিদ্রা প্রভৃতি। মসজিদের মধ্যে অনর্থক কথা-কাজ, ঝগড়া-ফাসাদ, অতিরিক্ত কথা, উচ্চৈঃকণ্ঠে চিৎকার, বিনা প্রয়োজনে পারাপারের রাস্তা বানানো ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা সুন্নাত। মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবী অতিরিক্ত কথা-বার্তা বলা মাকরূহ। বিবাহ বা শোকানুষ্ঠান বা অন্য কোন কারণে মসজিদের কার্পেট, বাতি বা কারেন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নয়।

যাকাতঃ

যাকাতের প্রকারভেদঃ চার প্রকার সম্পদে যাকাত আবশ্যক **প্রথমঃ** চতুস্পদ জন্তু। **দ্বিতীয়ঃ** যমিন থেকে প্রাপ্য সম্পদ। **তৃতীয়ঃ** মূল্যবান বস্তু **চতুর্থঃ** ব্যবসায়িক পণ্য।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তঃ পাঁচটি শর্ত পূর্ণ না হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। **প্রথমতঃ** মুসলামান হওয়া **দ্বিতীয়তঃ** স্বাধীন হওয়া **তৃতীয়তঃ** সম্পদ নেছাব পরিমাণ হওয়া **চতুর্থতঃ** সম্পদে পূর্ণ মালিকানা থাকা **পঞ্চমতঃ** বছর পূর্ণ হওয়া। যমিন থেকে প্রাপ্য সম্পদে শেষের শর্তটি প্রজোয্য নয়।

চতুম্পদ জন্তুর যাকাতঃ চতুস্পদ জন্তু তিনভাগে বিভক্তঃ উট, গরু ছাগল। **এসব পশুতে যাকাতের শর্ত হচ্ছে দু'টিঃ ১)** পশুগুলো সারা বছর বা বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে চরে খাবে। **২)** উহা বংশ বৃদ্ধির জন্য রাখা হবে। অবশ্য ব্যবসার জন্য তা প্রস্তুত করা হলে তাতে ব্যবসা পণ্যের ন্যায় যাকাত দিতে হবে। আর যদি কৃষি কাজের জন্য উহা রাখা হয় তবে তাতে কোন যাকাত নেই।

উটের যাকাতঃ

সংখ্যাঃ	১-৪ উট	৫-৯	১০-১৪	১৫-১৯	২০-২৪	২৫-৩৫	৩৬-৪৫	৪৬-৬০	৬১-৭৫	৭৬-৯০	৯১-১২০
যাকাতের পরিমাণ	যাকাত নেই	একটি ছাগল	দু'টি ছাগল	তিনটি ছাগল	চারটি ছাগল	১টি বিনতে মাখায	১টি বিনতে লাবুন	১টি হিক্কাহ	১টি জাযাআহ	২টি বিনতে লাবুন	২টি হিক্কাহ

১২০ এর বেশী উট হলে প্রতি পঞ্চাশটি উটে ১টি হিক্কাহ যাকাত দিতে হবে। আর প্রতি চল্লিশটিতে একটি বিনতে লাবূন দিতে হবে।
বিনতে মাখাযঃ এক বছর বয়সের উটনী, বিনতে লাবূনঃ দু'বছরের উটনী, হিক্কাহঃ তিন বছরের উটনী, জাযাআঃ চার বছরের উটনী।

গরুর যাকাতঃ

সংখ্যাঃ	১-২৯ গরু	৩০-৩৯	৪০-৫০
যাকাতের পরিমাণ	যাকাত নেই	তাবী' বা তাবীআ	মুসিন্ন বা মুসীন্না

ষাটের অধিক গরু হলে প্রতি ৩০টিতে একটি তাবীআ আর প্রতি চল্লিশটিতে একটি মুসিন্না যাকাত দিবে।
তাবী'ঃ পূর্ণ এক বছর বয়সের বাছুর, তাবীআঃ পূর্ণ এক বছরের গাভী, মুসিন্নঃ পূর্ণ দুবছরের বাছুর, মুসিন্নাঃ পূর্ণ দু'বছরের গাভী।

ছাগলের যাকাতঃ

সংখ্যাঃ	১-৩৯ ছাগল	৪০-১২০	১২১-২০০	২০১-৩৯৯
যাকাতের পরিমাণ	যাকাত নেই	একটি ছাগল	দু'টি ছাগল	তিনটি ছাগল

ছাগলের সংখ্যা ৪০০ বা ততোধিক হলে, প্রত্যেক ১০০টিতে ১টি ছাগল। নিম্ন লিখিত ছাগল যাকাত হিসেবে গ্রহণ করা হবে নাঃ পাঁঠা, বৃদ্ধ, কানা, বাচ্চাকে দুধ দিচ্ছে এমন বকরী, গর্ভবতী এবং পালের মধ্যে সবচেয়ে মুল্যবান ছাগল। ছাগল যদি ভেড়া হয়, তবে তার বয়স ছয় মাস হতে হবে। আর সাধারণ ছাগল হলে ১বছর হতে হবে।

যমিন থেকে উৎপাদিত সম্পদের যাকাতঃ

যমিন থেকে উৎপন্ন শষ্যে ও ফলমূলে তিনটি শর্তে যাকাত ওয়াজিবঃ **(১)** যে সমস্ত শস্য দানা ও ফল-মূল ওজন ও গুদাম জাত করা যায়। যেমন: শস্য দানার মধ্যে যব ও গম এবং ফল-মূলের মধ্যে আঙ্গুর ও খেজুর। কিন্তু যা ওজন করা যায় না ও গুদামজাত করা যায় না যেমন: শাক-সব্জি প্রভৃতি, তাতে যাকাত নেই। **(২)** নেছাব পরিমাণ হওয়া। আর শস্যের নেছাব হচ্ছে, ৬৫৩ কেঃজিঃ বা তার চাইতে বেশী। **(৩)** যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময় ফসলের মালিক হওয়া। আর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময় হচ্ছে, উহা খাওয়ার উপযুক্ত হওয়া। ফলের ক্ষেত্রে উপযুক্ত হওয়ার চিহ্ন হচ্ছে লাল বা হলুদ রং ধারণ করা। আর শস্য দানার ক্ষেত্রে উপযুক্ত হওয়ার চিহ্ন হচ্ছে, দানা শক্ত ও শুকনা হওয়া।

যমিন থেকে উৎপন্ন শষ্যে ও ফলমূলে যাকাতের পরিমাণঃ পানি সেচের পরিশ্রম ব্যতীত- যেমন বৃষ্টি বা নদীর পানিতে- ফসল উৎপন্ন হলে উশর (১০%) যাকাত দিতে হবে। কিন্তু কষ্ট ও পরিশ্রম করে কুপ বা টিউবওয়েল বা মেশিন দ্বারা পানি সেচের মাধ্যমে যদি ফসল উৎপন্ন হয়, তবে তাতে উশরের অর্ধেক (৫%) যাকাত দিতে হবে। কিন্তু যদি কিছু সময় সেচের মাধ্যমে ও কিছু সময় বিনা সেচে উৎপাদিত হয়, তবে অধিকাংশের হিসেবে যাকাত দিবে। সেচের মাধ্যমে কতদিন আর বিনা সেচে কতদিন তার হিসেবে যাকাত দিবে।

মূল্যবান বস্তুর যাকাতঃ মূল্যবান বস্তু দু'ভাগে বিভক্তঃ **(১) স্বর্ণঃ** ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ না হলে তাতে কোন যাকাত নেই। **(২) রৌপ্যঃ** ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য না হলে তাতে কোন যাকাত নেই। নগদ অর্থ ও কাগজের মুদ্রা যদি যাকাত ফরয হওয়ার সময় স্বর্ণ বা রৌপ্যের যে কোন একটির সর্বনিম্ন মূল্য পরিমাণ হয়, তবে তাতে যাকাত দিতে হবে। স্বর্ণ ও রৌপ্যে যাকাতের পরিমাণ হচ্ছে, চল্লিশ ভাগের একভাগ বা আড়াই শতাংশ (২,৫%)।

ব্যবহারের জন্য প্রস্তুতকৃত বৈধ গয়নাতে কোন যাকাত নেই। কিন্তু ভাড়া ও সম্পদ হিসেবে রাখার জন্য হলে তাতে যাকাত দিতে হবে। স্বর্ণ-রৌপ্যের গয়না ব্যবহারের যে সাধারণ প্রচলন আছে, তাই নারীদের জন্য বৈধ। বাসন-পাত্রে সামান্য রৌপ্য ব্যবহার বৈধ। পুরুষের জন্য সামান্য রৌপ্য আংটি বা চশমায় ব্যবহার করা বৈধ। কিন্তু সামান্য স্বর্ণও বাসন-পাত্রে ব্যবহার করা হারাম। আর পুরুষের জন্য সামান্য স্বর্ণ অন্য বস্তুর পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয। যেমন, জামার বোতাম, দাঁতের বাঁধন ইত্যাদি। তবে খেয়াল রাখতে হবে তা যেন কোন ক্রমেই নারীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়।

কারো নিকট যদি এমন সম্পদ থাকে যা বাড়ে ও কমে, আর প্রত্যেক সম্পদের বছর পূর্ণ হলে আলাদা আলাদাভাবে যাকাত বের করা দুস্কর হয়, তবে বছরের মধ্যে যে কোন একটি দিন নির্দিষ্ট করে দেখবে সে দিন তার নিকট কত সম্পদ আছে, তা থেকে (২,৫%) যাকাত বের করে দিবে- যদিও কিছু সম্পদে বছর পূর্ণ না হয় তাতে কোন অসুবিধা নেই। বেতনের টাকা, বাড়ী, দোকান, যমিন ইত্যাদি ভাড়ার টাকা থেকে কিছু সঞ্চিত না থাকলে, তাতে যাকাত নেই- যদিও তা পরিমাণে বেশী হয়। কিন্তু যা সঞ্চিত করে রাখা হবে, তাতে বছর পূর্ণ হলে যাকাত দিতে হবে। কিন্তু প্রতিবারের সঞ্চিত টাকার হিসাব যদি আলাদাভাবে রাখা সম্ভব না হয়, তবে পূর্বের নিয়মে বছরের যে কোন এক সময় সম্পূর্ণ সঞ্চিত অর্থের যাকাত বের করে দিবে।

ঋণের যাকাতঃ সম্পদ যদি ঋণ হিসেবে কোন ধনী লোকের কাছে থাকে অথবা এমন স্থানে থাকে যেখান থেকে তা সহজেই পাওয়া যাবে, তবে তা হাতে পাওয়ার পর বিগত সবগুলো বছরের যাকাত দিবে- তা যতই বেশী হোক। কিন্তু তা যদি পুনরুদ্ধার করা কঠিন হয় যেমন কোন অভাবী লোকের কাছে ঋণ থাকে, তবে তাতে কোন যাকাত নেই। কেননা সে তো তা ব্যবহার করতে সক্ষম নয়।

ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাতঃ চারটি শর্ত পূর্ণ না হলে ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত নেইঃ (১) পণ্যের মালিক হওয়া (২) উহা দ্বারা ব্যবসার উদ্দেশ্য করা (৩) সম্পূর্ণ পণ্যের মূল্য যাকাতের নেসাব পরিমাণ হওয়া। আর উহা হচ্ছে, স্বর্ণ বা রৌপ্যের মধ্যে যে কোন একটির সর্বনিম্ন মূল্য পরিমাণ (৪) বছর পূর্ণ হওয়া। এই চারটি শর্ত পূর্ণ হলে, পণ্যের মূল্য থেকে যাকাত বের করতে হবে। যদি তার নিকট স্বর্ণ বা রৌপ্য বা নগদ অর্থ থাকে, তবে তা ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্যের সাথে একত্রিত করে নেসাব পূর্ণ করবে। ব্যবসায়িক পণ্য যদি ব্যবহারের নিয়তে রাখা হয়, যেমনঃ কাপড়, বাড়ী, গাড়ী ইত্যাদি তবে তাতে[১] যাকাত নেই। আবার যদি তাতে ব্যবসার নিয়ত করে, তবে নতুন করে বছর গণনা শুরু করবে।

[১]. ব্যবসায়িক পণ্যের নেসাবঃ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ অথবা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্যের মূল্য সমপরিমাণ অর্থ। দু'টির মধ্যে যার মূল্য কম তার মূল্য বরাবর হলেই যাকাত বের করবে।

যাকাতুল ফিতর (ফিতরা)ঃ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফিতরা আদায় করা ফরয। ঈদের রাতে এবং ঈদের দিন নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্যের অতিরিক্ত সম্পদ যদি তার কাছে থাকে, তবে তাকে ফিতরা দিতে হবে। এর পরিমাণ হচ্ছেঃ নারী-পুরুষ প্রত্যেক লোকের পক্ষ থেকে এলাকার প্রধান খাদ্য থেকে সোয়া দু'কিলো পরিমাণ। ঈদের রাতে যদি এমন লোকের মালিকানা অর্জিত হয় যার ভরণ-পোষণ তার উপর আবশ্যক (যেমন, কৃতদাস ইত্যাদি) তবে তারও ফিতরা বের করবে। ঈদের দিন নামাযের পূর্বে ফিতরা বের করা মুস্তাহাব। ঈদের নামাযের পর পর্যন্ত দেরী করা জায়েয নয়। ঈদের একদিন বা দু'দিন পূর্বে বের করা জায়েয। একাধিক লোকের ফিতরা একত্রিত করে একজন লোককে যেমন দেয়া জায়েয, তেমনি একজন লোকের ফিতরা ভাগ করে একাধিক লোকের মাঝে বন্টন করা জায়েয।

যাকাত বের করাঃ যাকাত ফরয হওয়ার সাথে সাথে বের করা ওয়াজিব। শিশু এবং পাগলের সম্পদের যাকাত তার অভিভাবক বের করবে। সুন্নাত হচ্ছে, যাকাতের মালিক নিজেই প্রকাশ্যে উহা বন্টন করবে। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির জন্য শর্ত হচ্ছে উহা বের করার সময় নিয়ত করা। সাধারণ সাদকার নিয়ত করে সমস্ত সম্পদ বন্টন করে দিলেও উহা যাকাত হিসেবে আদায় হবে না। নিজ এলাকার গরীবদের মাঝে যাকাত বন্টন করা উত্তম। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অন্য এলাকায় পাঠানো যায়। নেসাব পরিমাণ সম্পদে অগ্রিম দু'বছরের যাকাত আদায় করা জায়েয ও বিশুদ্ধ।

যাকাতের হকদার কারা? তারা আটজনঃ (১) ফকীর (২) মিসকীন (৩) যাকাত আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারী (৪) যাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হয় (৫) কৃতদাস (৬) ঋণগ্রস্ত (৭) আল্লাহর পথের লোক (৮) মুসাফির। এদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী যাকাত দেয়া যাবে। তবে যাকাত আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীকে নির্ধারিত বেতন অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে- যদিও সে ব্যক্তিগতভাবে সম্পদশালী হয়। খারেজী ও বিদ্রোহী সম্প্রদায় যদি ক্ষমতা গ্রহণ করে তবে তাদেরকে যাকাত প্রদান করা জায়েয। কোন শাসক যদি যাকাত দাতার নিকট থেকে জোর করে বা তার ইচ্ছায় যাকাত গ্রহণ করে, তবে তা যথেষ্ট হবে। যাকাত নিয়ে সে ইনসাফ করুক বা অন্যায় করুক।

যাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়ঃ কাফের, কৃতদাস, ধনী, যাদের খরচ বহন করা যাকাত প্রদানকারীর উপর ফরয এবং বানু হাশেম। যাকাতের হকদার নয় এমন লোককে না জেনে প্রদান করার পর যদি জানতে পারে, তবে যাকাত আদায় করা যথেষ্ট হবে না। কিন্তু গরীব ভেবে ধনী লোককে যাকাত দেয়ার পর জানতে পারলে, তা যথেষ্ট হবে।

নফল ছাদকাঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ "মৃত্যুর পর মু'মিনের যে সমস্ত আমল ও নেকীর কাজ তার নিকট পৌঁছে থাকে তা হচ্ছে, ইসলামী বিদ্যা যা অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে ও প্রচার করেছে। রেখে যাওয়া নেক সন্তান (তার দু'আ)। একটি কুরআন যার উত্তরাধীকার হিসেবে কাউকে রেখে গেছে, অথবা একটি মসজিদ বা মুসাফিরদের জন্য কোন গৃহ নির্মাণ করে গেছে। অথবা একটি নদী প্রবাহিত করে গেছে (মানুষের জন্য পানির ব্যবস্থা করে গেছে)। অথবা জীবদ্দশায় সুস্থ থাকা কালে নিজের সম্পদ থেকে কিছু সাদকা বের করেছে- এগুলোর ছওয়াব মৃত্যুর পর তার কাছে পৌঁছতে থাকবে।" (ইবনে মাজাহ্, হাদীছ হাসান দ্রঃ ছহীহ্ ইবনে মাজাহ্ হা/২৪২)

ছিয়ামঃ

যাদের উপর রামাযানের ছিয়াম ফরযঃ প্রত্যেক মুসলমান, বিবেকবান, প্রাপ্ত বয়স্ক, ছিয়াম আদায়ে সক্ষম, হায়েয-নেফাস থেকে মুক্ত ব্যক্তির উপর ছিয়াম আদায় করা ফরয। শিশু যদি ছিয়াম আদায়ে সক্ষম হয়, তবে শিক্ষার জন্য তাকে সে নির্দেশ দিতে হবে। নিম্ন বর্ণিত যে কোন একটি মাধ্যমে রামাযান মাস শুরু হয়েছে প্রমাণিত হবেঃ (১) রামাযানের চাঁদ দেখা। প্রাপ্ত বয়স্ক বিশ্বস্ত মুসলিম- যদিও সে নারী হয়- তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে। (২) শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়া। ফজর হওয়ার পর থেকে নিয়ে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছিয়াম রাখতে হবে। ফরয ছিয়ামের জন্য ফজরের পূর্বে অবশ্যই নিয়ত করতে হবে।

ছিয়াম বিনষ্টকারী বিষয়ঃ (১) যৌনাঙ্গে সহবাস করা। এ কারণে তাকে উক্ত ছিয়ামের কাযা আদায় করতে হবে ও কাফ্ফারা দিতে হবে। কাফ্ফারা হচ্ছেঃ একজন কৃতদাস মুক্ত করা, না পারলে ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোযা রাখা, এটাও সম্ভব না হলে ষাটজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করা। কেউ যদি একাজেও সক্ষম না হয়, তবে তাকে কোন কিছুই করতে হবে না। (২) বীর্যপাত করা- চুম্বন বা স্পর্শ বা হস্তমৈথুনের মাধ্যমে। তবে স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভঙ্গ হবে না। (৩) ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করা। ভুলক্রমে পানাহারে রোযা ভঙ্গ হবে না। (৪) শিঙ্গা বা রক্তদানের মাধ্যমে রক্ত বের করা। তবে পরীক্ষা করার জন্য সামান্য রক্ত বের করলে বা জখম ও নাক থেকে অনিচ্ছাকৃত রক্ত বের হলে রোযা ভঙ্গ হবে না। (৫) ইচ্ছাকৃত বমি করা। রোযাদারের কণ্ঠনালিতে যদি ধুলা ঢুকে পড়ে বা কুলি করতে গিয়ে ও নাকে পানি দিতে গিয়ে যদি অনিচ্ছাকৃত পানি গিলে ফেলে, অথবা চিন্তা করতে করতে বীর্যপাত হয়ে গেলে, অথবা স্বপ্নদোষ হলে, অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে রক্ত বের হলে বা বমি হলে রোযা নষ্ট হবে না।

রাত আছে এই ধারণায় যদি খানা খেতে থাকে এবং পরে জানতে পারে যে, দিন হয়ে গেছে, তবে তাকে কাযা আদায় করতে হবে। কিন্তু ফজর হয়েছে কিনা এই সন্দেহ করে খেলে রোযা নষ্ট হবে না। আর সূর্য অস্ত গেছে এই সন্দেহ করে দিনের বেলায় খেয়ে ফেললে তাকে কাযা আদায় করতে হবে।

রোযা ভঙ্গকারীদের বিধি-বিধানঃ বিনা কারণে রামাযানের রোযা ভঙ্গ করা হারাম। যে নারীর ঋতু (হায়েয) বা নেফাস হয়েছে তার রোযা ভঙ্গ করা ওয়াজিব। এমনিভাবে কোন মানুষের জান বাঁচানোর জন্য রোযা ভঙ্গ করার দরকার হলে ভঙ্গ করা ওয়াজিব। বৈধ কোন সফরে রোযা রাখা কষ্টকর হলে বা অসুস্থতার কারণে রোযা রাখায় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে রোযা ভঙ্গ করা সুন্নাত। দিনের বেলায় সফর শুরু করলে গৃহে থাকাবস্থাতেই রোযা ভঙ্গ করা জায়েয। গর্ভবতী ও সন্তানকে দুগ্ধদায়ী নারী যদি রোযা রাখার কারণে নিজের স্বাস্থ্যের বা বাচ্চার ক্ষতির আশংকা করে, তবে তার জন্যও রোযা ভঙ্গ করা বৈধ। তবে এদেরকে শুধুমাত্র কাযা আদায় করতে হবে। কিন্তু গর্ভবতী ও দুগ্ধদায়ী নারী শুধুমাত্র বাচ্চার ক্ষতির আশংকা করলে রোযা ভঙ্গ করবে এবং তা কাযা করার সাথে প্রতি দিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে।

অতি বৃদ্ধ ও সুস্থ হওয়ার আশা নাই এমন দুরারোগে আক্রান্ত ব্যক্তি রোযা রাখতে অপারগ হলে, রোযা ভঙ্গ করে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে। তাকে কাযা আদায় করতে হবে না।

ওযরের কারণে কোন মানুষ যদি কাযা রোযা আদায় করতে দেরী করে এমনকি পরবর্তী রামাযান এসে যায়, তবে তাকে শুধুমাত্র কাযা আদায় করলেই চলবে। কিন্তু বিনা ওযরে দেরী করলে কাযা করার সাথে সাথে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে। ওযরের কারণে কাযা আদায় করতে না পেরে মৃত্যু বরণ করলে কোন কিছু আবশ্যক হবে না। কিন্তু কাযা আদায় না করার কোন ওযর ছিল না তবুও করেনি, এমতাবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে, তবে প্রতিদিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে। মৃতের নিকটাত্মীয়ের জন্য সুন্নাত হচ্ছে, রামাযানের কাযা রোযা এবং মানতের রোযা- যা সে আদায় না করেই মৃত্যু বরণ করেছে- সেগুলো তার পক্ষ থেকে আদায় করে দেয়া।

ওযরের কারণে রোযা ভঙ্গ করেছে, তারপর দিন শেষ হওয়ার আগেই ওযর দূরীভূত হয়ে গেছে, তখন সে ইমসাক করবে (খানা-পিনা থেকে বিরত থাকবে)।[১] রামাযানের দিনের বেলায় যদি কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করে বা ঋতুবতী নারী পবিত্র হয় বা রুগী সুস্থ হয়, বা মুসাফির ফেরত আসে বা বালক-বালিকা প্রাপ্তবয়স্ক হয় বা পাগল সুস্থ বিবেক হয়, তবে তাদেরকে ঐ দিনের রোযা কাযা আদায় করতে হবে- যদিও তারা দিনের বাকী অংশ খানা-পিনা থেকে বিরত থাকে।

নফল ছিয়ামঃ সর্বোত্তম নফল ছিয়াম হচ্ছে একদিন রোযা রাখা একদিন না রাখা। তারপর প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার। তারপর প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখা, উত্তম হচ্ছে আইয়্যামে বীয তথা প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ। সুন্নাত হচ্ছে: মুহার্‌রাম ও শা'বান মাসের অধিকাংশ দিন, আশুরা দিবস (মুহার্‌রমের ১০ তারিখ), আরাফাত দিবস ও শাওয়াল মাসের ছয়দিন রোযা রাখা। মাকরূহ হচ্ছে: শুধুমাত্র রজব মাসে রোযা রাখা, এককভাবে শুক্রবার ও শনিবার রোযা রাখা, সন্দেহের দিন রোযা রাখা (শাবান মাসের ২৯ তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে চাঁদ দেখা না গেলে, তিরিশ তারিখকে সন্দেহের দিন বলা হয়।) **কখন রোযা রাখা হারামঃ** মোট পাঁচ দিন: ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন এবং আইয়্যামে তাশরীক তথা জিলহজ্জের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ। তবে তামাত্তু বা কেরাণ হজ্জকারীর উপর যদি দম (জরিমানা) ওয়াজিব থাকে, তাহলে তার জন্য এই তিন দিন রোযা রাখা হারাম নয়।

সতর্কতাঃ

- বড় নাপাকীতে লিপ্ত ব্যক্তি, হায়েয ও নেফাস বিশিষ্ট নারী যদি ফজরের পূর্বে পবিত্র হয়, তবে তাদের জন্য সাহুর খাওয়া এবং রোযার নিয়ত করা জায়েয। তারা দেরী করে ফজরের আযানের পর গোসল করলেও কোন দোষ নেই। তাদের ছিয়াম বিশুদ্ধ হবে।
- রামাযান মাসে নারী যদি মুসলমানদের সাথে ইবাদতে শরীক থাকার উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে ঋতু বন্ধ করার ঔষধ ব্যবহার করে এবং তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকে, তবে তা জায়েয আছে।
- রোযাদার যদি নিজের থুথু বা কফ মুখের ভিতরে থেকেই গিলে ফেলে, তবে তা জায়েয আছে।
- নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الإِفْطَارَ وَأَخَّرُوا السُّحُورَ "আমার উম্মত ততদিন কল্যাণের মাঝে থাকবে, যতদিন তারা দ্রুত (সূর্যাস্তের সাথে সাথে) ইফতার করবে এবং দেরীতে (ফজরের পূর্ব মুহূর্তে) সাহুর খাবে।" (ইবনে মাজাহ, আহমাদ) তিনি আরো বলেন, لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ "ধর্ম ততকাল বিজয়ী থাকবে মানুষ যতকাল দ্রুত ইফতার করবে, কেননা ইহুদী-খৃষ্টানরা দেরী করে ইফতার করে।" (আবু দাউদ)
- ইফতারের সময় দু'আ করা মুস্তাহাব। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,রোযাদারের জন্য ইফতারের সময় একটি মুহূর্ত রয়েছে যখন সে দু'আ করলে তার দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। (ইবনে মাজাহ) ইফতারের সময় এই দু'আ বলা সুন্নাতঃ (ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ) উচ্চারণ:যাহাবায্‌যামাউ অব্‌তাল্লাতিল উরুকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ্। অর্থ: পিপাসা দূরীভূত হয়েছে শিরা-উপশিরা তরতাজা হয়েছে। আল্লাহ্ চাহেতো ছাওয়াবও নিশ্চিত হয়েছে।" (আবু দাউদ)
- ইফতারের সময় সুন্নাত হচ্ছে: কাঁচা খেজুর দিয়ে ইফতার করা, না পেলে সাধারণ খেজুর দিয়ে, না পেলে পানি দ্বারা ইফতার করবে।

---

[১]. কিন্তু এর বিপরীত মতও পাওয়া যায়। অর্থাৎ তাকে দিনের অবিশিষ্ট অংশ পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে না। কেননা সে তো শরীয়তের অনুমতি নিয়েই রোযা ভঙ্গ করেছে। অর্থাৎ সারাদিন তাকে খানা-পিনার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং ওযর দূর হওয়ার পর দিনের বাকী অংশ ছিয়াম অবস্থায় থাকাতে শরীয়তের ফায়েদা কি? (বিস্তারিত দেখুন, শায়খ ইবনু উছাইমীন প্রণীত ফতোয়া আরকানুল ইসলাম প্রশ্ন নং ৪০০)

- মতভেদ থেকে দূরে থাকার জন্য রোযাদারের চোখে সুরমা এবং নাকে ও কানে ড্রপ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকাই ভাল। তবে চিকিৎসার জন্য হলে কোন অসুবিধা নেই- যদিও ঔষধের স্বাদ গলায় অনুভব করে, কোন অসুবিধা নেই- তার ছিয়াম বিশুদ্ধ।
- বিশুদ্ধ মতে রোযাদার সবসময় মেসওয়াক করতে পারে। এটা মাকরূহ নয়।
- রোযাদারের উপর ওয়াজিব হচ্ছে, গীবত, চুগলখোরী ও মিথ্যা প্রভৃতি থেকে বিরত থাকা। কেউ তাকে গালিগালাজ করলে বলবেঃ আমি রোযাদার। জিহ্বা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহ ও অন্যায় থেকে সংযত করার মাধ্যমে ছিয়ামের পবিত্রতা রক্ষা হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ "যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা কর্ম পরিত্যাগ না করে, তার পানাহার পরিত্যাগ করার মাঝে আল্লাহর কোন দরকার নেই।" (বুখারী ও মুসলিম)
- ছিয়াম আদায়কারী কোন মানুষকে যদি খাদ্যের দা'ওয়াত দেয়া হয়, তবে তার জন্য দু'আ করা সুন্নাত। কিন্তু রোযা না থাকলে দা'ওয়াত প্রদানকারীর খাদ্যে অংশ নিবে।
- সারা বছরের মধ্যে সর্বোত্তম রাত হচ্ছে 'লায়লাতুল কাদর'। বিশেষভাবে রামাযানের শেষ দশকে এ রাত পাওয়া যায়। তম্মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ২৭শে রাত। এই এক রাতের নেক আমল এক হাজার মাসের নেক আমলের চাইতে উত্তম। এর কিছু আলামত আছেঃ সে রাতের প্রভাতে সূর্য সুভ্র নরম হবে তার আলো তেজবিহীন হবে এবং আবহাওয়া মোলায়েম হবে। যে কোন মুসলমান 'লাইলাতুল কাদর' পেতে পারে কিন্তু সে তা নাও জানতে পারে। এজন্য করণীয় হচ্ছে, রামাযানে বেশী বেশী নফল ইবাদত করার প্রতি সচেষ্ট থাকা- বিশেষ করে শেষ দশকে। রামাযানের তারাবীহ যেন না ছুটে সে দিকে খেয়াল রাখবে। জামাতের সাথে তারাবীহ পড়লে ইমামের নামায শেষ হওয়ার আগে যেন মসজিদ ছেড়ে চলে না যায়। কেননা ইমাম যখন নামায শেষ করেন, তখন তার সাথে নামায শেষ করলে পূর্ণ রাত্রি কিয়ামুল্লায়ল করার ছওয়াব পাবে।

নফল ছিয়াম শুরু করলে পূর্ণ করা সুন্নাত- ওয়াজিব নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে নফল ছিয়াম ছেড়ে দিলে কোন দোষ নেই। এজন্য কাযাও করতে হবে না।

ই'তেকাফঃ বিবেকবান একজন মুসলমানের আল্লাহর ইবাদত করার জন্য মসজিদে নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করাকে ই'তেকাফ বলে। এর জন্য **শর্ত হচ্ছেঃ** ই'তেকাফকারী বড় নাপাকী থেকে পবিত্র অবস্থায় থাকবে। একান্ত প্রয়োজন না থাকলে মসজিদ থেকে বের হবে না। যেমনঃ পানাহার, পেশাব-পায়খানা, ফরয গোসল ইত্যাদি। বিনা কারণে মসজিদ থেকে বের হলে, স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হলে ই'তেকাফ বাতিল হয়ে যাবে। সবসময় ই'তেকাফ করা সুন্নাত, তবে রামাযানে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে শেষ দশকে। স্বামীর অনুমতি না নিয়ে কোন নারী যেন ই'তেকাফ না করে। ই'তেকাফকারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে ইবাদত, তাসবীহ-তাহলীল ও আনুগত্যের কাজে অধিকাংশ সময় ব্যয় করা। সাধারণ বৈধ কাজ-কর্মে বেশী বেশী লিপ্ত না হওয়া উচিত। তবে অপ্রয়োজনীয় বিষয় থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

হজ্জ ও উমরাঃ

জীবনে একবার মাত্র হজ্জ ও উমরা আদায় করা ফরয। উহা ফরয হওয়ার শর্তাবলী: (১) ইসলাম (২) বিবেক থাকা (৩) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া (৪) স্বাধীন হওয়া (৫) সামর্থবান হওয়া, অর্থাৎ- পাথেয় ও বাহন থাকা। কোন ব্যক্তি অলসতা বশতঃ হজ্জ না করে মৃত্যু বরণ করলে, তার সম্পদ থেকে হজ্জ-উমরার খরচের পরিমাণ অর্থ বের করে তার নামে বদলী হজ্জ করাতে হবে। কাফের বা পাগল ব্যক্তি হজ্জ-উমরা করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। শিশু ও কৃতদাস করলে তা বিশুদ্ধ হবে, কিন্তু নিজের ফরয হজ্জ আদায় হবে না।[১] ফকীর, মিসকীন প্রভৃতি অসামর্থ ব্যক্তি যদি ঋণ করে হজ্জ আদায় করে, তবে তার হজ্জ বিশুদ্ধ হবে।[২]

যে ব্যক্তি বদলী হজ্জ করতে যাবে অথচ পূর্বে নিজের ফরয হজ্জ আদায় করেনি, তার ঐ হজ্জ নিজের হজ্জ হিসেবে গণ্য হবে, বদলী হজ্জ হিসেবে গ্রহণীয় হবে না।

ইহরামঃ ইহরামকারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে: গোসল করা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা, আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করা, সেলাই করা কাপড় খুলে ফেলা, পরিস্কার সাদা দু'টি কাপড় একটি লুঙ্গি অন্যটি চাদর হিসেবে পরিধান করা। তারপর হজ্জ বা উমরার জন্য অন্তরে নিয়ত করে ইহরাম বাঁধার জন্য বলা: লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা উমরাতান, বা লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা হাজ্জান, বা লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা হাজ্জান ওয়া উমরাতান। হজ্জ বা উমরা পূর্ণ করতে পারবে না এরকম আশংকা করলে এই দু'আ বলে শর্ত করা: 'আল্লাহুম্মা ইন্ হাবাসানী হাবেসুন, ফামাহেল্লী হাইছু হাবাসতানী।'

হজ্জ তিন প্রকারঃ তামাত্তু, কেরাণ ও ইফরাদ। যে কোন এক প্রকারের হজ্জ আদায় করা যায়। তবে উত্তম হচ্ছে তামাত্তু হজ্জ। **তামাত্তু বলা হয়:** হজ্জের মাসে উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে উমরাহ সম্পন্ন করা, অতঃপর সেই বছরেই যিলহজ্জের ৮ তারিখে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা। **ইফরাদ:** শুধুমাত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধা। **কিরাণ:** হজ্জ ও উমরা আদায় করার জন্য এক সাথে নিয়ত করা। অথবা শুধু ওমরার নিয়ত করার পর তওয়াফ শুরুর পূর্বে তার সাথে হজ্জেরও নিয়ত জড়িত করে ফেলা।

হজ্জ-উমরাকারী পূর্ব নিয়মে ইহরাম বাঁধার পর নিজের বাহনে আরোহণ করে এই তালবিয়া পাঠ করবে: তালবিয়াঃ (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ) 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'য়মাতা লাকা ওয়াল্ মুলক্, লা–শারীকা লাকা'। খুব বেশী বেশী এবং উচৈঃস্বরে এই তালবিয়া পাঠ করবে। কিন্তু নারীরা নিম্নস্বরে পাঠ করবে।

ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়ঃ নয়টি: (১) মাথার চুল কাটা বা মুন্ডন করা, (২) নখ কাটা, (৩) পুরুষের সেলাই করা কাপড় পরিধান করা। তবে লুঙ্গি না পেলে পায়জামা পরিধান করতে পারবে। অথবা সেন্ডল না পেলে মোজা পরিধান করবে। এ অবস্থায় মোজাকে টাখনুর নিচ পর্যন্ত কেটে নিতে হবে। এতে কোন ফিদিয়া লাগবে না। (৪) পুরুষের মাথা ঢাকা, (৫) শরীরে ও কাপড়ে আতর-সুগন্ধি লাগানো, (৬) শিকার হত্যা করা তথা বৈধ বন্য প্রাণী শিকার। (৭) বিবাহের আকদ করা। এরূপ করা হারাম, তবে তাতে কোন ফিদিয়া দিতে হবে না। (৮) উত্তেজনার সাথে যৌনাঙ্গ ব্যতীত স্ত্রীকে আলিঙ্গন করা। এতে ফিদিয়া দিতে হবে: একটি ছাগল যবেহ করবে, অথবা তিনদিন রোযা রাখবে, অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে। (৯) যৌনাঙ্গে সহবাস করা। প্রথম হালালের পূর্বে সহবাস করলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে, সেই বছর হজ্জের অবশিষ্ট কাজ পূর্ণ করতে হবে, পরবর্তী বছর উক্ত হজ্জ কাযা আদায় করতে হবে। সেই সাথে ফিদিয়া স্বরূপ একটি উট যবেহ করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। তবে প্রথম হালালের পর সহবাস করলে হজ্জ বাতিল হবে না কিন্তু ফিদিয়া স্বরূপ একটি উট যবেহ করতে হবে। যদি উমরার ইহরামে সহবাস করে তবে উমরা বাতিল হয়ে যাবে, তার কাযা আদায় করতে হবে এবং ফিদিয়া স্বরূপ একটি ছাগল যবেহ করতে হবে। সহবাস ব্যতীত অন্য কোন কারণে হজ্জ বা উমরা বাতিল হবে না। নারীর বিধান পুরুষের মতই, তবে নারী সেলাই করা কাপড় পরতে পারবে। নারী নেকাব এবং হাত মোজা পরিধান করবে না।

ফিদিয়া বা জরিমানাঃ[৩] ফিদিয়া দু'প্রকার: (১) **ইচ্ছাধীন:** উহা হচ্ছে মাথামুন্ডন বা আতর-সুগন্ধি ব্যবহার বা নখ কাটা বা মাথা ঢাকা বা পুরুষের সেলাই করা কাপড় পরিধান প্রভৃতিতে ফিদিয়া দেয়ার

---

[১]. অর্থাৎ শিশু প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর এবং কৃতদাস স্বাধীন হওয়ার পর তাদেরকে আবার হজ্জ-উমরা আদায় করতে হবে।

[২]. কিন্তু এরূপ করা উচিত নয়।

[৩]. ইহরামের নিষিদ্ধ কোন কাজ ভুল বশত বা অজ্ঞতা বশতঃ করে ফেললে কোন ফিদিয়া বা জরিমানা আবশ্যক হবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃত ও জেনে-শুনে করলেই তাতে ফিদিয়া আবশ্যক হবে।

ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে। তিনটি রোযা রাখবে অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে- প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ সা' (দেড় কিলো) খাদ্য প্রদান করবে। অথবা একটি ছাগল যবেহ করবে। প্রাণী শিকার করলে অনুরূপ একটি চতুস্পদ জন্তু যবেহ করবে। কিন্তু অনুরূপ জন্তু না পাওয়া গেলে তার মূল্য ফিদিয়া হিসেবে বের করবে। **(২) ধারাবাহিক:** তাম্মাত্তুকারী ও কিরাণকারীর জন্য আবশ্যক হচ্ছে একটি ছাগল কুরবানী দেয়া। সহবাস করলে তার ফিদিয়া হচ্ছে একটি উট। এই ফিদিয়া দিতে না পারলে হজ্জের মধ্যে তিনটি এবং গৃহে ফিরে গিয়ে সাতটি রোযা রাখবে। ফিদিয়ার ছাগল বা খাদ্য হারাম এলাকার ফকীর ছাড়া অন্য কাউকে দেয়া যাবে না।

মক্কায় প্রবেশঃ হাজী সাহেব মসজিদে হারামে প্রবেশ করার সময় সেই দু'আ পাঠ করবে যা সাধারণ মসজিদে প্রবেশ করার সময় পড়তে হয়। তারপর তামাত্তুকারী হলে উমরার তওয়াফ আর ইফরাদ ও কেরাণকারী হলে তওয়াফে কুদূম শুরু করবে। তওয়াফের পূর্বে ইযতেবা করবে তথা ইহরামের চাদরকে ডান বগলের নীচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর রাখবে এবং ডান কাঁধ খোলা রাখবে। প্রথমে হাজরে আসওয়াদের কাছে গিয়ে তাকে চুম্বন করবে বা হাত দিয়ে স্পর্শ করবে এবং হাতকে চুম্বন করবে অথবা দূর থেকে হাত দ্বারা ইশারা করবে কিন্তু হাতকে চুম্বন করবে না। সে সময় পাঠ করবে: 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আক্বার'। এরূপ প্রত্যেক চক্করেই করবে। কা'বা ঘরকে বামে রেখে সাত চক্কর তওয়াফ করবে। প্রথম তিন চক্করে সাধ্যানুযায়ী রমল করবে (ছোট ছোট কদমে দ্রুত চলাকে রমল বলা হয়) আর অবশিষ্ট চার চক্কর সাধারণভাবে চলবে। রুকনে ইয়ামানীর সামনে এসে সম্ভব হলে উহা হাত দ্বারা স্পর্শ করবে (কিন্তু চুম্বন করবে না) রুকনে ইয়ামানী এবং হজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এই দু'আ পড়বেঃ (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّـــار) "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযাবান্নার।" তাওয়াফ অবস্থায় কোন দু'আ নির্দিষ্ট না করে পছন্দনীয় ও জানা যে কোন দু'আ যিকির যে কোন ভাষায় পাঠ করবে। তারপর সম্ভব হলে মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে গিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করবে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফেরূন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা ইখলাছ পড়বে। অতঃপর যম্‌যম্ এর পানি পান করবে ও বেশী করে পান করার চেষ্টা করবে। আবার ফিরে এসে সহজ হলে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করবে। এরপর 'মুলতাযিমে'র নিকট গিয়ে দু'আ করবে। (কা'বা ঘরের দরজা ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানকে মুলতাযিম বলা হয়)। তারপর সাঈ করার জন্য ছাফা পর্বতের দিকে অগ্রসর হবে। উপরে উঠে বলবে, أبدأ بما بدأ الله بـــه 'আল্লাহ্ প্রথমে যে পাহাড়ের নাম উল্লেখ করেছেন, আমি সেখান থেকে শুরু করছি।' তারপর এই আয়াতটি পাঠ করবে:

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾

উচ্চারণ: 'ইন্নাস্ সাফা ওয়াল মার্‌ওয়াতা মিন শাআয়িরিল্লাহি ফামান হাজ্জাল বায়তা আও ই'তামারা, ফালা জুনাহা আলাইহি আঁই ইয়াত্তওয়াফা বিহিমা, ওয়া মান তাত্বওআ' খাইরান ফাইন্নাল্লাহা শাকেরুন আলীম।' অর্থ: "নিশ্চয় 'ছাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত, অতএব যে ব্যক্তি এই গৃহের 'হজ্জ' অথবা 'উমরা' করে তার জন্যে এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ করা দোষণীয় নয়, এবং কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করলে আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞাত।" (সূরা বাক্বারা- ১৫৮) কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাওহীদ, তাক্‌বীর, তাহমীদ ইত্যাদি পাঠ করবে। তিনবার বলবে: (لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْـــكُ وَلَــهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.)

উচ্চারণ: 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু লাশারীকা লাহু, লাহুল্ মুল্‌কু, ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়াদাহু, ওয়া নাছারা আব্‌দাহু, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহ্‌দাহু।' এরপর দু'হাত তুলে জানা যে কোন দু'আ পাঠ করবে। এরপর ছাফা থেকে নেমে মারওয়া পর্বতের দিকে চলবে। পুরুষের জন্য মুস্তাহাব হল, দু'সবুজ বাতির মধ্যবর্তী স্থানে জোরে দৌড়ানো। মারওয়া পর্যন্ত বাকী রাস্তা হেঁটে চলবে। সেখানে গিয়ে ছাফায় যা করেছে তা করবে। (তবে সেখানে উল্লেখিত আয়াত পড়বে না।) মারওয়া থেকে নেমে ছাফার দিকে গমণ করবে এবং প্রথম চক্করে যা করেছে এবারেও তা করবে। এভাবে সাত চক্কর পূর্ণ করবে। ছাফা থেকে মারওয়া গমণ ১ম চক্কর, মারওয়া থেকে ছাফা প্রত্যাবর্তন ২য় চক্কর। এভাবে ৭ম চক্কর মারওয়ায় এসে শেষ করবে। এরপর মাথার চুল মুড়িয়ে বা খাটো করে হালাল হয়ে যাবে। মুন্ডন করা উত্তম। তবে তামাত্তুকারীর জন্য খাটো করাই উত্তম। কেননা এরপর সে হজ্জ সম্পাদন করবে। আর কেরাণ ও ইফরাদকারী তওয়াফে কুদূমের পর হালাল হবে না। ঈদের দিন জামরা আকাবায় কঙ্কর মারার পর তারা হালাল হবে। উল্লেখিত কাজগুলোতে নারী পুরুষের মতই, তবে সে তওয়াফ ও সাঈতে দৌড়াবে না।

হজ্জের পদ্ধতিঃ ইয়াওমুত্ তারবিয়্যাহ্ তথা জিলহজ্জের ৮ তারিখ তামাত্তুকারী মক্কায় নিজ গৃহ

থেকে 'লাব্বাইকা হাজ্জান' বলে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। অতঃপর যোহরের পূর্বে মিনায় পৌঁছে সেখানে যোহর থেকে ফজর পাঁচ ওয়াক্ত নামায (চার রাকাআত বিশিষ্ট নামায) কছর করে সময়মত আদায় করবে এবং সেখানে ৯ তারিখের রাত্রি যাপন করবে। ৯ তারিখে সূর্যোদয়ের পর আরাফাতে গমণ করবে। পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলার পর যোহর ও আছরের নামায এক আযানে দুই ইকামতে কছর করে আদায় করবে। (উরানা) নামক উপত্যকা ব্যতীত আরাফাতের সকল স্থানই অবস্থান স্থল। আরাফাতে অবস্থানকালে এই দু'আটি বেশী বেশী পাঠ করবে: **لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ। উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল্ মুলকু ওয়ালাহুল্ হামদু, ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর।** আর অধিকহারে দু'আ, তওবা ও আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতী পেশ করতে সচেষ্ট হবে। সূর্যাস্তের পর প্রশান্তি ও ধীরস্থীরতার সাথে মুযদালিফার দিকে গমণ করবে। সে সময় তালবিয়া পাঠ করবে ও আল্লাহর যিকির করবে। মুযদালিফায় পৌঁছে সর্বপ্রথম মাগরিব ও এশার নামায এক আযানে ও দুই ইকামতে আদায় করবে। সেখানে **রাত্রি যাপন করবে**। রাতে কোন প্রকার ইবাদতে মাশগুল না হয়ে সরাসরি ঘুমিয়ে পড়বে। প্রথম ওয়াক্তে ফজর নামায আদায় করে মাশআরুল হারামে কিব্‌লামুখী হয়ে দু'আ করবে। তারপর সূর্যোদয়ের পূর্বে মিনার দিকে রাওয়ানা হবে। 'বাত্বনে মুহাস্সার' (মুযদালিফা ও মিনার মধ্যবর্তী অঞ্চল) নামক স্থানে সম্ভব হলে দ্রুত গতিতে চলবে। মিনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম **জামরা আকাবায় উচ্চৈঃস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বলে একে একে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবে**। শর্ত হচ্ছে প্রতিটি কঙ্কর যেন হাওযের মধ্যে পতিত হয়, যদিও তা স্তম্ভে না লাগে। কঙ্কর নিক্ষেপ শুরু করার সময় তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিবে। তারপর কুরবানী করবে। অতঃপর মাথার চুল মুন্ডন করবে বা খাটো করবে। মুন্ডন করা উত্তম। (মহিলাগণ চুলের অগ্রভাগ থেকে আঙ্গুলের গিরা সমপরিমাণ কাটবে।) কংকর নিক্ষেপ এবং মাথা মুন্ডনের পর ইহরাম অবস্থায় যা হারাম ছিল, স্ত্রী সহবাস ব্যতীত সবকিছু হালাল হয়ে যাবে। এটাকে প্রথম হালাল বলা হয়। অতঃপর মক্কা গিয়ে রমল বিহীন **তাওয়াফে ইফাযাহ্ করবে**। হজ্জ পূর্ণ হওয়ার জন্য এটা আবশ্যকীয় একটি রুকন। এরপর তামাত্তুকারী সাফা-মারওয়া সাঈ করবে। কিরাণ ও ইফরাদকারী তওয়াফে কুদূমের সাথে সাঈ না করে থাকলে- তারাও সাঈ করবে। এই তাওয়াফ-সাঈ শেষ হলে সবকিছু এমনকি স্ত্রী সহবাসও হালাল হয়ে যাবে। এটাকেই দ্বিতীয় হালাল বলা হয়। এরপর মিনা ফেরত এসে সেখানের রাত্রিগুলো যাপন করবে। এখানে কমপক্ষে দু'রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব। মিনায় কমপক্ষে দু'দিন কঙ্কর মারা ওয়াজিব। প্রতিদিন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার পর তিন জামরায় সাতটি করে কঙ্কর মারবে। প্রথম দিন (১১ যিলহজ্জ) প্রথমে ছোট জমরায় সাতটি কঙ্কর মারবে। তারপর সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় দু'আ করবে। অতঃপর মধ্যবর্তী জামরায় অনুরূপভাবে কঙ্কর মারবে ও দু'আ করবে। শেষে একই নিয়মে বড় জামরায় কঙ্কর মেরে সেখানে আর দাঁড়াবে না। দ্বিতীয় দিন (১২ যিলহজ্জ) একই নিয়মে তিন জামরায় কঙ্কর মারবে। যদি চলে যেতে চায়, তবে (১২ যিলহজ্জ) সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করবে। মিনা থাকাবস্থায় সূর্য অস্তমিত হয়ে গেলে, সেই রাত মিনায় থাকা ও পরের দিন পূর্ব নিয়মে তিন জামরায় কঙ্কর মারা ওয়াজিব। তবে ১২ তারিখে কঙ্কর মেরে বের হওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা করেছে কিন্তু ভীড়ের কারণে সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করতে পারেনি, তাহলে সূর্যাস্তের পর হলেও মিনা ত্যাগ করতে কোন অসুবিধা নেই। ক্বিরাণকারীর যাবতীয় কর্ম ইফরাদকারীর মতই। তবে কিরাণকারীকে তামাত্তুকারীর মত কুরবানী করতে হবে। মক্কা ত্যাগ করার ইচ্ছা করলে বিদায়ী তওয়াফ করবে। সর্বশেষ কাজ আল্লাহর ঘরের তওয়াফ না করে যেন মক্কা ত্যাগ না করে। তবে ঋতু ও নেফাস বিশিষ্ট নারীদের থেকে বিদায়ী তওয়াফ রহিত হয়ে যাবে। বিদায়ী তওয়াফ করার পর ব্যবসা বা অন্য কোন কাজে যদি জড়িত হয়ে যায়, তবে পুনরায় বিদায়ী তওয়াফ করবে। বিদায়ী তওয়াফ না করে যদি মক্কা ত্যাগ করে, তবে নিকটে থাকলে ফিরে এসে তওয়াফ করবে। ফিরে আসা সম্ভব না হলে ফিদিয়া স্বরূপ একটি কুরবানী মক্কায় পাঠিয়ে দিবে।

হজ্জের রুকনঃ চারটি: **(১)** ইহরাম: উহা হচ্ছে নির্দিষ্ট কর্মের মাধ্যমে হজ্জ-উমরার নিয়ত করা। **(২)** আরাফাতে অবস্থান **(৩)** তওয়াফে ইফাযা **(৪)** হজ্জের সাঈ। **হজ্জের ওয়াজিবঃ** আটটি: **(১)** মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা **(২)** সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা। **(৩)** মুযদালিফায় রাত্রী যাপন করা। **(৪)** ১১, ১২ যিলহজ্জের রাতগুলো মিনায় যাপন করা। **(৫)** জামরা সমূহে পাথর মারা। **(৬)** ক্বিরাণ ও তামাত্তুকারীর কুরবানী করা। **(৭)** চুল কামানো বা ছোট করা। **(৮)** বিদায়ী তাওয়াফ করা।

ওমরার রুকন তিনটিঃ **১)** ইহরাম **২)** তওয়াফ **৩)** সাঈ। **ওয়াজিব** ২টিঃ **১)** মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা **২)** চুল কামানো বা ছোট করা।

যে ব্যক্তি কোন রুকন ছেড়ে দিবে, তার হজ্জ বা উমরা পূর্ণ হবে না। যে ব্যক্তি ওয়াজিব ছেড়ে দিবে, তাকে দম দেয়ার মাধ্যমে তা পূর্ণ করতে হবে। সুন্নাত ছেড়ে দিলে কোন অসুবিধা নেই।

কা'বা ঘরের তওয়াফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত তেরটিঃ (১) ইসলাম **(২)** বিবেক **(৩)** নির্দিষ্ট নিয়ত **(৪)** তওয়াফের সময় হওয়া **(৫)** সাধ্যানুযায়ী সতর ঢাকা **(৬)** পবিত্রতা অর্জন। (শিশুদের জন্য এ বাধ্যবাধকতা নেই) **(৭)** নিশ্চিতভাবে সাত চক্কর শেষ করা **(৮)** তওয়াফের সময় কা'বা ঘরকে বামে রাখা (কোন তওয়াফে ভুল হয়ে গেলে তা পুনরায় করবে। **(৯)** তওয়াফ চলাবস্থায় পিছনে ফিরে না যাওয়া **(১০)** সামার্থ থাকলে হেঁটে হেঁটে তওয়াফ করা। **(১১)** সাত চক্কর পরস্পর করা **(১২)** তওয়াফ যেন মসজিদে হারামের ভিতরে হয়। **(১৩)** তওয়াফ শুরু হবে হাজরে আসওয়াদ থেকে।

তওয়াফের সুন্নাত সমূহঃ হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করা ও চুম্বন করা, সে সময় তাকবীর দেয়া (বিসমিল্লাহ্ আল্লাহু আকবার বলা) রুকনে ইয়ামানীকে হাত দ্বারা স্পর্শ করা, সময় মত ইযতেবা ও রমল করা এবং হেঁটে চলা, তওয়াফ চলাবস্থায় দু'আ ও যিকির পাঠ করা, কা'বা ঘরের নিকটবর্তী থাকার চেষ্টা করা, তওয়াফ শেষে মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাকাত নামায পড়া।

সাঈর শর্ত নয়টিঃ (১) ইসলাম **(২)** বিবেক **(৩)** নিয়ত **(৪)** পরস্পর করা **(৫)** সামর্থ থাকলে হেঁটে সাঈ করা **(৬)** সাত চক্কর পূর্ণ করা **(৭)** দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের সম্পূর্ণটার সাঈ করা **(৮)** বিশুদ্ধ তওয়াফের পর সাঈ করা **(৯)** সাঈ শুরু হবে ছাফাতে শেষ হবে মারওয়াতে।

সাঈর সুন্নাতী কাজঃ ছোট-বড় নাপাকী থেকে পবিত্র থাকা, সতর ঢাকা, সাঈ অবস্থায় দু'আ ও যিকির পাঠ করা, নিয়ম মাফিক নির্দিষ্ট স্থানে দৌড়ানো ও হাঁটা, দু'পাহাড়ের উপরে উঠা, তওয়াফের পর পরই সাঈ করা।

সতর্কতাঃ নির্দিষ্ট দিনেই কঙ্কর নিক্ষেপ শেষ করে ফেলা উত্তম। কিন্তু যদি পরবর্তী দিন দেরী করে বা সবগুলো দিনের কঙ্কর নিক্ষেপ দেরী করে আইয়্যামে তাশরীকের শেষ দিনে নিক্ষেপ করে, তবে তা জায়েয আছে।

কুরবানীঃ কুরবানী করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। কোন মানুষ যদি কুরবানী করার ইচ্ছা করে, তবে যিলহজ্জের চাঁদ উঠার পর থেকে নিয়ে কুরবানী করা পর্যন্ত তার চুল, নখ ইত্যাদি কাটা হারাম।

আকীকাঃ আকীকা করা সুন্নাত। সন্তান ছেলে হলে দু'টি ছাগল যবেহ করবে। (সামর্থ না থাকলে একটি দিলেও যথেষ্ট হবে।) সন্তান মেয়ে হলে একটি ছাগল। সন্তান জন্মের সপ্তম দিবসে এই ছাগল যবেহ করতে হবে। সপ্তম দিবসে আরো সুন্নাত হচ্ছে, ছেলে সন্তানের মাথা মুন্ডন করে চুল বরাবর রৌপ্য সাদকা করা। আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় নাম হচ্ছেঃ আবদুল্লাহ্ ও আবদুর রহমান। গাইরুল্লাহর দাস হবে এমন অর্থবোধক নাম রাখা হারাম। যেমন আবদুন্ নবী (নবীর দাস) আবদুর্ রাসূল (রাসূলের দাস)।

হজ্জের কার্যাদী ধারাবাহিকভাবে নিম্নে প্রদান করা হলঃ

হজ্জ	শুরু: ইহরাম ও তালবিয়া	তারপর	তারপর	তারপর	৮তাং যোহরের পূর্বে	৯তাং সূর্য উঠার পর	সূর্যাস্তের পর	১০ তাং ফজরের পর সূর্য উঠার পূর্বে:				১১,১২ ও ১৩	মক্কা ত্যাগ
তামাত্তু	লাব্বাইকা উমরাতান মুতামাত্তেআন বিহা ইলাল হাজ্জ	উমরার তওয়াফ	উমরার সাঈ	পূর্ণ হালাল	হজ্জের ইহরাম, মিনা গমণ	আরাফাতে যোহর-আছর একসাথে যোহরের সময় আদায় করা, সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'আ করা	মুযদালিফায় গমণ, মাগরিব-এশা একসাথে আদায়, মধ্যরাত পর্যন্ত সেখানে থাকা, ফজরের পর পর্যন্ত থাকা সুন্নাত	মিনায় গমণ ও জামরা আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ	কুরবানী করা	মাথার চুল মুন্ডন বা খাটো, তওয়াফে এফাযা, এই চারটির যে কোন দুটি করলে প্রথম হালাল হয়ে যাবে, চারটাই করলে পূর্ণ হালাল	হজ্জের সাঈ	সূর্য ঢলার পর ছোট মধ্যবর্তী ও বড়টিতে সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ	বিদায়ী তওয়াফ ঋতু ও নেফাস থাকলে তা রহিত হয়ে যাবে
কিরান	লাব্বাইকা উমরাতান ও হাজ্জান	তওয়াফে কুদূম	হজ্জের সাঈ	ইহরাম না খোলা	মিনায় গমণ				কুরবানী করা		-		
ইফরাদ	লাব্বাইকা হাজ্জান								-		-		

✸ মসজিদে নববী যিয়ারতঃ যে ব্যক্তি মসজিদে নববী(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর মধ্যে প্রবেশ করবে, সে প্রথমে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করবে। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কবরের কাছে এসে কিবলা পিছনে রেখে তাঁর সম্মুখে দন্ডায়মান হবে। যেন তাঁকে স্বচোখে দেখছে একথা মনে করে হৃদয়ে তাঁর প্রতি পূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা রেখে তাঁকে সালাম প্রদান করবে। বলবেঃ السلام عليك يـــا رســـول الله আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ্ যদি আরো কিছু বাড়িয়ে বলে তবে তা উত্তম। এরপর একহাত পরিমাণ ডান দিকে অগ্রসর হবে তারপর বলবেঃ السلام عليك يا أبـــا بكـــر الصديق، السلام عليك يا عمر الفاروق. اللهم اجزهِما عن نبيهما وعن الإسلام خـــيرًا উচ্চারণঃ আস্সালামু আলাইকা ইয়া আবা বাক্ও সিদ্দীক, আস্সালামু আলাইকা ইয়া ওমার ফারূক, আল্লাহুম্মা আজ্যেহিমা আন্ নাবিয়্যেহিমা ওয়া আনিল্ ইসলামি খায়রা। "হে আল্লাহ্ তাঁদের দু'জনকে তাঁদের নবী ও ইসলামের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করো।" তারপর নবীজীর হুজরা শরীফকে বামে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে ও দু'আ করবে।

বিভিন্ন উপকারিতাঃ

✷ **গুনাহঃ** কয়েকভাবে গুনাহকে মার্জনা করা হয়। যেমনঃ সত্য ও বিশুদ্ধ তওবা, ইস্তেগফার, নেকীর কাজ, কোন বিপদে পড়লে, দান-সাদকা, মানুষের দু'আ ইত্যাদি। এরপরও যদি কিছু গুনাহ রয়ে যায় তবে এবং আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা না করেন, তবে তার গুনাহ্ পরিমাণ শাস্তি কবরে অথবা কিয়ামত দিবসে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে প্রদান করা হবে। লোকটি যদি তাওহীদের উপর মৃত্যু বরণ করে, তবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে পবিত্র হওয়ার পর তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। কিন্তু যদি কুফরী বা শির্ক বা মুনাফেকী নিয়ে মৃত্যু বরণ করে, তবে চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। মানুষের উপর পাপাচার ও গুনাহের অনেক কুপ্রভাব রয়েছে। অন্তরের উপর পাপের কুপ্রভাব: পাপের মাধ্যমে অন্তরে একাকিত্ব, অন্ধকার, লাঞ্ছনা, রোগ সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহর কাছে পৌঁছতে অন্তরে বাধা সৃষ্টি হয়। ধর্মের উপর পাপের কুপ্রভাবঃ পূর্বের কুপ্রভাবগুলোর সাথে সাথে পাপের কারণে আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হবে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), ফেরেশতা ও মু'মিনদের দু'আ থেকে মাহরূম হবে। রিযিকের উপর কুপ্রভাবঃ পাপের কারণে রিযিক থেকে মাহরূম হয়, নেয়ামত দূরীভূত হয় এবং সম্পদের বরকত মিটে যায়। ব্যক্তি জীবনে পাপের কুপ্রভাবঃ জীবনের বরকতকে মিটিয়ে দেয়, সংসার জীবনে সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়, প্রতিটি কাজ কঠিন হয়ে যায়। আমলে কুপ্রভাবঃ পাপের কারণে আমল কবূল হতে বাধার সৃষ্টি হয়। সমাজে কুপ্রভাবঃ সমাজে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্রে উর্ধ্ব মূল্য সৃষ্টি হয়, শাসক ও শত্রুদের আধিপত্য হয়, বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ হয়.. ইত্যাদি।

✷ **দুশ্চিন্তাঃ** প্রত্যেক ব্যক্তির পরম কামনা হচ্ছে আন্তরিক প্রশান্তি ও আনন্দ লাভ দুঃখ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি। হৃদয়ে প্রশান্তি থাকলেই সংসার জীবন সুখ-স্বর্গে ভরে উঠে। কিন্তু এই আনন্দ ও প্রশান্তি হাসিল করার কতিপয় ধর্মীয়, স্বাভাবিক ও বাস্তব উপকরণ রয়েছে। এগুলো মু'মিন ছাড়া কেউ সংগ্রহ করতে পারবে না। তম্মধ্যে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলোঃ (১) আল্লাহর উপর দৃঢ় ঈমান। (২) আল্লাহর যাবতীয় আদেশ মেনে চলা ও নিষেধ থেকে বেঁচে থাকা (৩) কথা, কাজ ও আচার-আচরণে সৃষ্টিকুলের উপর সদাচরণ করা। (৪) কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকা বা দ্বীনী ও দুনিয়াবী জ্ঞানার্জনের কাজে লিপ্ত থাকা। (৫) ভবিষ্যত বা অতীত বিষয় নিয়ে বেশী চিন্তা-ভাবনা না করা; বরং বর্তমান সময় ও বর্তমানের কাজকে বড় মনে করে তাতে মনোযোগ প্রদান করা। (৬) অধিকহারে আল্লাহর যিকির করা (৭) প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় আল্লাহর নিয়ামতের কথা আলোচনা করা। (৮) নিজ অবস্থার নিম্ন পর্যায়ের লোকের দিকে দেখা, দুনিয়াবী বিষয়ে অধিক অবস্থা সম্পন্ন লোকের দিকে না দেখা। (৯) দুঃশ্চিন্তা নিয়ে আসবে এমন সব কারণ দূর করার চেষ্ট করা। আর আনন্দ ও খুশির কারণ অনুসন্ধান করা। (১০) দুঃশ্চিন্তা দূর করার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সকল দু'আ পাঠ করতেন, সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার স্মরণাপন্ন হওয়া।

উপকারিতাঃ ইবরাহীম খাওয়াছ (রহঃ) বলেন, অন্তরের চিকিৎসা হচ্ছে পাঁচটি বিষয়েঃ গবেষণার সাথে কুরআন তেলাওয়াত করা, পেটকে ভুক্ত রাখা, রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়া, শেষ রাতে আল্লাহর কাছে কাকুতী-মিনতী ও রোনাজারী করা, নেক লোকদের সংসর্গে থাকা।

✷ **বিবাহঃ** যৌন উত্তেজনা অনুভবকারী ব্যক্তি যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ভয় না করে, তবে তার জন্য বিবাহ করা সুন্নাত। উত্তেজনা অনুভব না করলে বিবাহ করা বৈধ। কিন্তু ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা করলে বিবাহ্ করা ওয়াজিব। যে কোন নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম। অনুরূপভাবে বয়স্কা নারী ও দাড়ী বিহীন কিশোরের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করাও হারাম। কোন নারীর সাথে নির্জন হওয়া হারাম। কোন জন্তুকে দেখে যদি যৌন উত্তেজনা অনুভব করে, তবে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং তার সাথে নির্জন হওয়া হারাম। বিবাহের শর্তমালাঃ কয়েকটি শর্তের ভিত্তিতে কোন নারীকে বিবাহ করা পুরুষের জন্য হালাল: (১) বর এবং কনেকে নির্দিষ্ট করা। একজন অভিভাবকের যদি একের অধিক কন্যা থাকে, তবে এরূপ বলা জায়েয হবে না যে, এগুলোর যে কোন একজনের সাথে তোমার বিবাহ দিলাম। (২) প্রাপ্ত বয়স্ক, শরীয়তের বিধি-নিষেধ মানতে বাধ্য এমন বরের পক্ষ থেকে সম্মতি এবং স্বাধীন ও বিবেকবান কনের সম্মতি। (৩) অভিভাবক: কোন নারী নিজে নিজের বিবাহ সম্পাদন করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। এমনিভাবে অভিভাবক নয় এমন কোন ব্যক্তি তার বিবাহ্ দিয়ে দিলেও তা বিশুদ্ধ হবে না। তবে সেই কনের (ধর্ম ও চরিত্রের দিক থেকে) উপযুক্ত বরের সাথে বিবাহ দিতে অভিভাবক অস্বীকার করলে অন্য ব্যক্তি অভিভাবক হয়ে তার বিবাহ্ দিতে পারবে।

নারীর অভিভাবক হওয়ার ব্যাপারে প্রথম হকদার হচ্ছে তার পিতা তারপর তার দাদা এভাবে যত উপরে যায়। এরা কেউ না থাকলে, অভিভাবক হবে তার ছেলে তারপর ছেলের ছেলে (নাতি) এভাবে যত নীচে যায়। তারপর হক রাখে সহদোর ভাই। তারপর বৈমাত্রেয় ভাই। তারপর ভাইয়ের ছেলে (ভাতিজা)...। **(৪)** স্বাক্ষ্য: বিবাহের জন্য আবশ্যক হল দু'জন স্বাক্ষী থাকা। যারা হবে পুরুষ, প্রাপ্ত বয়স্ক, বিবেকবান ও ন্যায়নিষ্ঠ। **(৫)** বিবাহে বাধা সৃষ্টি করে এমন কোন বিষয় না থাকা। যেমন: দুগ্ধপান বা রক্তের সম্পর্ক বা বৈবাহিক সম্পর্ক।

কোন কোন নারীকে বিবাহ করা হারামঃ বিবাহ হারাম নারী দু'ভাগে বিভক্তঃ

প্রথমতঃ সর্বদা হারাম: এরা কায়েকভাগে বিভক্তঃ **(১)** রক্তের সম্পর্কের কারণে বিবাহ হারাম। তারা হচ্ছে: মা, নানী, দাদী যতই উপরে যাক। নিজ কন্যা এবং নিজ ছেলে বা মেয়ের কন্যা এভাবে যতই নীচে যাক। বোন, বোনের মেয়ে এবং তার ছেলের মেয়ে বা মেয়ের মেয়ে। সাধারণভাবে ভাইয়ের মেয়ে এবং সেই মেয়ের মেয়ে এবং তার ছেলের মেয়ে বা মেয়ের মেয়ে এভাবে যতই নীচে যায়। ফুফু ও খালা যতই উপরে যাক। **(২)** দুগ্ধের সম্পর্কের কারণে বিবাহ হারাম। রক্তের সম্পর্কের কারণে যা হারাম দুগ্ধের সম্পর্কের কারণেও তা হারাম। এমনকি বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয় দুগ্ধের সম্পর্কের কারণেও তা হারাম। **(৩)** বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে বিবাহ হারাম। তারা হচ্ছে: স্ত্রীর মাতা ও স্ত্রীর দাদী, নানী। স্ত্রীর অন্য স্বামীর মেয়েরা যতই তারা নীচে যায়।

দ্বিতীয়তঃ স্বল্পকালের জন্য হারাম। এরা দু'ভাগে বিভক্ত: **(১)** একত্রিত করণের কারণে। যেমন: দু'বোনকে একসাথে বিবাহ করা হারাম। এমনিভাবে স্ত্রীর খালা বা ফুফুকে একসাথে বিবাহ বন্ধনে রাখা হারাম। **(২)** অন্য কোন কারণে যাকে বিবাহ করা হারাম। কিন্তু ঐ কারণটি দূর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন: আরেক[১] জনের বর্তমান স্ত্রী। (যতক্ষণ ঐ ব্যক্তির বন্ধনে থাকবে ততক্ষণ তাকে বিবাহ করা হারাম)

উপকারিতাঃ পছন্দ নয় এমন কোন পাত্রীকে বিবাহ করার জন্য ছেলেকে চাপ দেয়ার অধিকার পিতা-মাতার নেই। এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আনুগত্য করাও ছেলের উপর ওয়াজিব নয়। এ বিষয়ে তাদের কথা না শুনলে অবাধ্য হিসেবে গণ্য হবে না।

✸ তালাকঃ স্ত্রী যদি হায়েয বা নেফাস অবস্থায় থাকে তবে তাকে তালাক দেয়া হারাম। এমনিভাবে পবিত্র হওয়ার পর যদি তার সাথে সহবাস করে তবে তাকেও তালাক দেয়া হারাম। কিন্তু উক্ত অবস্থায় তালাক দিয়ে দিলে তালাক হয়ে যাবে। বিনা দোষে তালাক দেয়া মাকরূহ। প্রয়োজনে তালাক দেয়া বৈধ। দাম্পত্য জীবনে ক্ষতির সম্ভাবনা লক্ষ্য করলে তালাক দেয়া সুন্নাত। তালাকের ব্যাপারে পিতা-মাতার আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়। স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে একবারে একের অধিক তালাক প্রদান করা হারাম। এমন সময় তালাক দেয়া ওয়াজিব যখন মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর তার সাথে সহবাস করেনি। সে সময় একটি তালাক দিবে। এরপর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আর কোন তালাক না দিয়ে তাকে সেভাবেই রেখে দিবে। তালাক যদি রেজঈ[২] হয় তবে স্বামীর গৃহ থেকে বের হওয়া হারাম। অনুরূপভাবে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেও তাকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়া স্বামীর জন্য হারাম। 'তালাক' শব্দ মুখে উচ্চারণ করার মাধ্যমে তালাক পতিত হয়ে যাবে। তালাকের কথা শুধুমাত্র অন্তরে নিয়ত করলেই তালাক পতিত হবে না।

✸ শপথঃ শপথের কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার জন্য চারটি শর্ত রয়েছেঃ **(১)** দৃঢ়ভাবে শপথ করার ইচ্ছা করবে। শপথের ইচ্ছা না করে সাধারণভাবে মুখে উচ্চারণ করলে তা শপথের অন্তর্ভূক্ত হবে না। তখন তাকে বলা হবে 'বেহুদা শপথ'। যেমন কথার ফাঁকে বলল: (لا والله) আল্লাহর কসম এরূপ না, অথবা বলল (بلى والله) আল্লাহর কসম হ্যাঁ এরকমই। **(২)** ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় কোন বিষয়ে শপথ করবে। অতীত কোন বিষয়ে না জেনে শপথ করলে অথবা উক্ত বিষয়ে নিজেকে সত্যবাদী ধারণা করে শপথ করলে তা শপথ হিসেবে গণ্য হবে না এবং তাতে কাফ্ফারাও আসবে না। অথবা জেনে শুনে মিথ্যা শপথ করলেও তাতে কাফ্ফারা নেই। (কিন্তু এধরণের শপথকে ইয়ামীনে গুমূস বলে, এরকম শপথ কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত) অথবা ভবিষ্যতের কোন বিষয়ে নিজেকে সত্যবাদী ধারণা করে শপথ

---

[১]. এ ক্ষেত্রে সূরা নিসার ২৩ ও ২৪ নং আয়াত দ্রষ্টব্য।

[২]. যে তালাকের পর স্ত্রীকে পুনরায় ফেরত নেয়া যায় তাকে রেজঈ তালাক বলে।

করল, কিন্তু পরে বাস্তবতা তার ধারণার বিপরীত প্রমাণ হল, তাতেও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। (৩) শপথকারী ইচ্ছাকৃতভাবে শপথ করবে। জোর যবরদস্তী শপথ করালে তা ভঙ্গ করলেও কাফ্ফারা দিতে হবে না। (৪) শপথ ভঙ্গ করবে। অর্থাৎ যা না করার শপথ করেছিল তা করবে অথবা যা করার শপথ করেছিল তা পরিত্যাগ করবে। কোন ব্যক্তি শপথ করে যদি ইনশাআল্লাহ্ বলে তবে দু'টি শর্তের মাধ্যমে তাতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। (ক) শপথ বাক্য বলার সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ্ (আল্লাহ্ যদি চান) বলা এবং (খ) শপথকে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করা। যেমন বলল: "আল্লাহর শপথ, আল্লাহ্ যদি চান"।
শপথ করার পর যদি দেখে যে এর বিপরীত কাজের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে, তবে সুন্নাত হচ্ছে শপথ ভঙ্গ করে কাফ্ফারা প্রদান করা এবং যাতে কল্যাণ রয়েছে তা বাস্তবায়ন করা।

✸ **শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারাঃ** দশজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করা। প্রত্যেককে অর্ধ ছা' (দেড় কিলো) পরিমাণ খাদ্য দিবে। অথবা তাদেরকে পোষাক প্রদান করবে। অথবা একজন কৃতদাস মুক্ত করবে। এগুলোর কোন একটি সম্ভব না হলে একাধারে তিনটি রোযা রাখবে। মিসকীনদের খাদ্য বা কাপড় প্রদান করার সামর্থ থাকা সত্বেও যদি রোযা রাখে তবে কাফ্ফারা আদায় হবে না। শপথ ভঙ্গ করার পূর্বে বা পরে কাফ্ফারা আদায় করা জায়েয। একটি বিষয়ে একবারের অধিক যদি শপথ ভঙ্গ করে, তবে একটি কাফ্ফারা দিলেই যথেষ্ট হবে। শপথের বিষয় ভিন্ন ভিন্ন হলে কাফ্ফারাও সে অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্নভাবে দিতে হবে।

✸ **নযর-মানতঃ** মানত কয়েক প্রকার: (১) সাধারণ মানত: যেমন বলল, 'আমি আরোগ্য লাভ করলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কিছু মানত করব।' নির্দিষ্ট করে কোন কিছু প্রদান করার নিয়ত করেনি। তখন আরোগ্য লাভের পর শপথের কাফ্ফারা পরিমাণ সম্পদ দান করবে। (২) ঝগড়া ক্রোধের কারণে মানত: এটা হচ্ছে মানতকে কোন শর্তের সাথে সম্পর্কিত করা। আর তাতে উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন কিছু করা থেকে বিরত থাকা অথবা কোন কিছু করার প্রতিজ্ঞা করা। যেমন বলল, 'আমি যদি তোমার সাথে কথা বলি তবে এক বছর রোযা রাখার মানত করলাম' এর হুকুম হচ্ছে: সে যা মানত করেছে তা পুরা করবে। অথবা তার সাথে কথা বলে মানত ভঙ্গ করবে এবং শপথের কাফ্ফারা প্রদান করবে। (৩) বৈধ কাজের মানত: যেমন বলল, 'আমি আমার কাপড় পরিধান করার জন্য আল্লাহর কাছে মানত করলাম' এর হুকুম হচ্ছে: হয় কাপড় পরিধান করে মানত পূর্ণ করবে অথবা শপথের কাফ্ফারা প্রদান করবে। (৪) মাকরূহ কাজে মানত: যেমন বলল: 'আমার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য আমি আল্লাহর কাছে মানত করলাম' এর হুকুম হচ্ছে: মানত পূর্ণ না করে শপথের কাফ্ফারা প্রদান করা সুন্নাত। কিন্তু মানত পুরা করলে কোন কাফ্ফারা লাগবে না। (৫) গুনাহের কাজে মানত করা। যেমন বলল, 'আমি চুরি করার জন্য আল্লাহর কাছে মানত করলাম' এই মানত পূর্ণ করা হারাম। তবে মানত পুরা করে চুরি করলে গুনাহগার হবে কিন্তু কাফ্ফারা দিতে হবে না। অনুরূপভাবে কবর, মাজার বা পীর-ওলীর উদ্দেশ্যে মানত করা কঠিন গুনাহের কাজ অর্থাৎ শির্ক। যেমন বলল, 'আমার সন্তান হলে বা অসুখ ভাল হলে উমুক মাজারে শির্ণী দিব বা উমুক দরবারে ছাগল বা গরু বা টাকা দান করব।' এই শির্কী মানত পূরা করা জায়েয নয়। (৬) আনুগত্যের কাজে মানত: যেমন বলল, 'আল্লাহর কাছে মানত করলাম যে আমি এই এই নামায পড়ব'। সেই সাথে একাজের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য করল। তাহলে যদি কোন শর্তের সাথে তার মানতটিকে সম্পর্কিত করে যেমন রোগ মুক্তি, তবে শর্ত পূর্ণ হলে মানত পুরা করা ওয়াজিব। কিন্তু কোন শর্তের সাথে সম্পর্কিত না করলেও সাধারণভাবে তা পুরা করা ওয়াজিব।

✸ **দুগ্ধপানঃ** রক্তের সম্পর্কের কারণে যে সমস্ত নারীকে বিবাহ করা হারাম, দুগ্ধপান করার কারণে তাদেরকে বিবাহ করা হারাম। এর জন্য তিনটি শর্ত রয়েছেঃ (১) যে নারীর দুধ পান করছে তার সন্তান প্রসবের কারণে স্তনে দুধ আসতে হবে অন্য কোন কারণে নয়। (২) জন্মের প্রথম দু'বছরের মধ্যে দুধ পান করতে হবে। (৩) নিশ্চিতভাবে পাঁচ বা ততোধিক বার দুধ পান করবে। একবার দুধ পান করার অর্থ হচ্ছে: একবার স্তন চুষে ছেড়ে দেয়া। পরিতৃপ্ত হওয়া উদ্দেশ্য নয়। দুধ পানের কারণে তার খরচ বহণ করা যেমন আবশ্যক নয় তেমনি সে মীরাছও পাবে না।

✸ **ওসীয়তঃ** মৃত্যুর পর পাওনাদারের হক আদায় করে দেয়ার জন্য ওসীয়ত করা ওয়াজিব। তাই হকদারের প্রাপ্য আদায় করে দেয়ার জন্য ওসীয়ত করবে। যে ব্যক্তি অনেক সম্পদ রেখে যাচ্ছে তার জন্য ওসীয়ত করা সুন্নাত। তাই এক পঞ্চমাংশ সম্পদ উত্তরাধিকারী নয় এমন ফকীর নিকটাত্মীয়ের

জন্য সাদকা স্বরূপ ওসীয়ত করে যাওয়া মুস্তাহাব। নিকটাত্মীয় না থাকলে কোন আলেম বা নেককার মিসকীনের জন্য ওসীয়ত করবে। ফকীরের উত্তরাধিকার থাকলে তার পক্ষ থেকে কারো জন্য ওসীয়ত করা মাকরূহ। তবে উত্তরাধিকাররা সম্পদশালী হলে ওসীয়ত করা বৈধ। অনাত্মীয় কারো জন্য এক তৃতীয়াংশের বেশী সম্পদ ওসীয়ত করা হারাম। আর উত্তরাধিকারীর জন্য সামান্য হলেও ওসীয়ত করা হারাম। কিন্তু যদি ওসীয়ত করেই যায় এবং তার মৃত্যুর পর অন্যান্য উত্তরাধিকারীরা তাতে অনুমতি প্রদান করে তবে জায়েয হবে। ওসীয়তকারী যদি বলে, আমি ওসীয়ত ফেরত নিলাম, বা বাতিল করে দিলাম বা পরিবর্তন করলাম ইত্যাদি তবে তার ওসীয়ত বাতিল হয়ে যাবে। ওসীয়ত লিখার সময় সূচনাতে এই কথাগুলো লিখা মুস্তাহাবঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, এটা অমুক (নিজের নাম উল্লেখ করবে) ব্যক্তির পক্ষ থেকে ওসীয়ত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। জান্নাত সত্য জাহান্নাম সত্য। কিয়ামত অবশ্যই আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রত্যেক কবরবাসীকে আল্লাহ্ তা'আলা পুনরুত্থিত করবেন। আমার পরিবারের লোকদের আমি ওসীয়ত করছি যে, তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজেদের মাঝে সমঝোতার ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করে। তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে তবে যেন আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। আমি আরো ওসীয়ত করছি যেমন ইবরাহীম ও ইয়াকুব (আঃ) তাঁদের সন্তানদের ওসীয়ত করেছিলেনঃ ﴿يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ﴾ "হে আমার সন্তানরা! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ইসলাম ধর্মকে নির্বাচন করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না।" (এরপর যার জন্য যা ওসীয়ত করতে চায় তা উল্লেখ করবে।)

✱ **দরূদঃ** নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি দরূদ পাঠের সময় দরূদ ও সালাম একত্রিত করা মুস্তাহাব। দরূদ ও সালামের যে কোন একটিকে যথেষ্ট মনে করবে না। নবী ছাড়া কারো জন্য দরূদ পাঠ করবে না। যেমন এরূপ বলা যাবে নাঃ আবু বকর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা ওমর (আলাইহিস্ সালাম) এরূপ বলা অপছন্দনীয় মাকরূহ। তবে সকলের ঐকমত্যে নবী ছাড়া অন্যদের জন্যও নবীদের সাথে মিলিয়ে দরূদ ও সালাম পেশ করা জায়েয। যেমনঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ ওয়া আসহাবিহি ও আযওয়াজিহি ওয়া যুর্‌রিয়্যাতিহি। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তাঁদের পর সমস্ত আলেমে দ্বীন, আবেদ এবং সকল নেককারদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রহমতে দু'আ করা মুস্তাহাব। যেমন বলবেঃ আবু হানিফা, মালেক, শাফেঈ, আহমাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বা বলবেঃ (রাহেমাহুমুল্লাহ্)।

✱ **পশু যবেহঃ** পশুর মাংস খাওয়া হালাল করার জন্য তাকে যবেহ করা ওয়াজিব। পশুর মধ্যে শর্ত হচ্ছেঃ (১) পশুটি হালাল প্রাণীর অন্তর্ভূক্ত হতে হবে। (২) পশুটি হাতের নাগালের মধ্যে হতে হবে। (৩) প্রাণীটি স্থলচর হতে হবে। যবেহ করার জন্য চারটি শর্ত রয়েছেঃ (ক) যবেহকারী বিবেকবান হতে হবে। (খ) যবেহ করার অস্ত্রটি ধারালো হতে হবে। কিন্তু দাঁত বা নখ দ্বারা যবেহ করা জায়েয নেই। (গ) কণ্ঠনালী, শ্বাসনালী ও গলার পার্শ্ববর্তী দু'টি রগ বা যে কোন একটি কাটতে হবে। (ঘ) যবেহ করার জন্য ছুরি চালানোর সময় বলবেঃ বিসমিল্লাহ্। ভুলে গেলে তা রহিত হয়ে যাবে। আরবী ছাড়া অন্য ভাষাতে বললেও জায়েয হবে। বিসমিল্লাহ্ বলার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলা সুন্নাত। অর্থাৎ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

✱ **শিকারঃ** অর্থাৎ প্রাণী শিকার করা। যে ধরণের প্রাণী শিকার করবে তার কয়েকটি শর্তঃ (১) প্রাণীটি হালাল প্রাণীর অন্তর্ভূক্ত হতে হবে। (২) স্বভাবগতভাবে উহা বন্য হবে। (৩) উহা হাতের নাগালের বাইরে হবে। তা শিকার করার হুকুম হচ্ছেঃ শিকারের ইচ্ছা করে বধ করা বৈধ। কিন্তু খেলা-ধুলা করার জন্য শিকার করা মাকরূহ। শিকার তাড়া করতে গিয়ে মানুষকে কষ্ট দিলে শিকার করা হারাম। চারটি শর্তের ভিত্তিতে শিকার করা জায়েযঃ (১) শিকারকারী এমন ব্যক্তি হবে যার জন্য পশু যবেহ করা জায়েয। (২) শিকার করার অস্ত্র এমন হতে হবে যা দ্বারা যবেহ করলে পশু হালাল হয়। আর তা হচ্ছে ধারালো অস্ত্র যেমন তীর বা বর্শা। শিকার যদি হিংস্র প্রাণীর মাধ্যমে হয় যেমন বাজপাখি, কুকুর তবে তা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। (৩) শিকার করার নিয়ত থাকতে হবে। অর্থাৎ- শিকারের উদ্দেশ্যে অস্ত্র নিক্ষেপ করা। কিন্তু শিকারীর বিনা নিয়তে যদি শিকার হয়ে যায়, তবে তা খাওয়া হালাল হবে না। (৪) অস্ত্র নিক্ষেপের সময় 'বিসমিল্লাহ্' বলবে। এ সময় বিসমিল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলে তা রহিত হবে না। বিসমিল্লাহ্ না বললে তা খাওয়া হারাম হবে।

✸ **খাদ্যঃ** পানাহারের প্রত্যেক বস্তুকে খাদ্য বলে। আসল হচ্ছে সব ধরণের খাদ্যই হালাল। তবে তিনটি শর্তের ভিত্তিতে প্রত্যেক খাদ্য হালাল হবে: (১) খাদ্যটি পবিত্র হতে হবে। (২) তাতে কোন ধরণের ক্ষতি বা নেশা থাকবে না। (৩) খাদ্যটি যেন ময়লা-আবর্জনা জাতীয় না হয়।
অপবিত্র বস্তু খাদ্য হিসেবে হারাম। যেমন রক্ত ও মৃত প্রাণী। ক্ষতিকারক বস্তু হারাম যেমন বিষ। ময়লা-আবর্জনা হারাম যেমন গোবর, পেশাব, উকুন, পোকা-মাকড় ইত্যাদি।[1] স্থলচর প্রাণীর মধ্যে যা হারামঃ গৃহপালিত গাধা, (সকল হিংস্র প্রাণী) যা দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ধরে শিকার করে। যেমনঃ সিংহ, বাঘ, চিতা বাঘ, নেকড়ে বাঘ, কুকুর, শুকর, বানর, বিড়াল, শিয়াল, কাঠ বিড়াল ইত্যাদি তবে ভল্লুক এর অন্তর্ভূক্ত নয়। পাখির মধ্যে যা নখর দিয়ে শিকার করে তা হারামঃ যেমন উকাব নামক এক প্রকার শিকারী পাখি, বাজ পাখি, Falcon ঈগল, পেঁচা, বাশাক নামক এক প্রকার ছোট শিকারী পাখি। যে সকল পাখি মৃত প্রাণী খায় তা হারামঃ যেমন শকুন, সারস পাখি, মিশরীয় শকুন পাখি বিশেষ। আরবের শহরবাসীরা যে সকল প্রাণীকে অরুচীকর মনে করে তা হারাম। যেমনঃ বাদুড়, ইঁদুর, মৌমাছি, মাছি, হুদহুদ, সাপ, বোলতা বা ভিমরুল, প্রজাপতি, শজারু, মোটা সজারু। পোঁকা-মাকড় হারামঃ যেমন কীট-পতঙ্গ, বড় ইঁদুর, গোবরে পোঁকা, টিকটিকি ইত্যাদি। শরীয়তে যে সকল প্রাণীকে হত্যা করার নির্দেশ এসেছে তা হারাম। যেমন, বিচ্ছু। অথবা যা হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তাও হারাম। যেমন, পিঁপড়া। খাওয়া বৈধ ও অবৈধ এরকম দু'টি প্রাণীর মিলনে যে প্রাণী জন্ম নিয়েছে তা খাওয়া হারাম। যেমন, সিমউ- উহা ভাল্লুক ও নেকড়ে বাঘের মিলনে জন্ম লাভ করে। তবে দু'টি ভিন্ন জাতের বৈধ প্রাণীর মিলনে যা জন্ম লাভ করে তা হারাম নয়। যেমন খচ্চর -উহা বন্য গাধা ও ঘোড়ার মিলনে জন্ম লাভ করে। এ ছাড়া যাবতীয় প্রাণী বৈধ। যেমন গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু ও ঘোড়া এবং বন্য প্রাণী যেমনঃ জিরাফ, খরগোশ, সান্ডা, হরিণ। পাখির মধ্যে যেমনঃ উট পাখি, মুরগী, ময়ুর, তোতা পাখি, কবুতর, চড়ুই, হাঁস, রাজ হাঁস এবং পানির পাখি সবগুলোই হালাল। সমুদ্রের পানিতে বসবাসকারী প্রাণীর মধ্যে ব্যাঙ, সাপ ও কুমির ব্যতীত সবকিছু হালাল। নাপাক পানি সেচের মাধ্যমে যদি কোন ফসল বা ফল উৎপাদন হয়, তবে উহা খাওয়া জায়েয। কিন্তু তাতে যদি নাপাকীর স্বাদ বা দুর্গন্ধ পাওয়া যায় তবে উহা হারাম হবে। কয়লা, মাটি, ধুলা-বালি ইত্যাদি খাওয়া মাকরূহ। পিঁয়াজ, রসূন ইত্যাদি রান্না ব্যতীত খাওয়া মাকরূহ। অত্যধিক ক্ষুধার কারণে যদি হারাম খাদ্য খেতে বাধ্য হয়, তবে ক্ষুধা মিটানোর জন্য সর্বনিম্ন যতটুকু খাওয়া দরকার শুধু ততটুকু খাওয়া ওয়াজিব।

✸ ব্যভিচার হচ্ছে শির্কের পর অন্যতম বড় গুনাহ। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, 'মানুষ খুনের পর ব্যভিচারের চেয়ে বড় পাপ কোনটি আমি জানি না।' ব্যভিচার বিভিন্ন ধরণের। মাহরাম নারী বা স্বামী আছে এমন নারী বা প্রতিবেশী নারী বা নিকটাত্মীয় নারী প্রভৃতির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া সর্বাধিক বড় পাপ ও সবচেয়ে বেশী জঘণ্য অপরাধ। আরো নিকৃষ্ট অশ্লীল কাজ হচ্ছে লেওয়াত বা পুরুষে পুরুষে সমকামিতায় লিপ্ত হওয়া। এজন্য অধিকাংশ বিদ্বান মত প্রকাশ করেছেন যে, লেওয়াতকারী ও যার সাথে তা করা হয় উভয়কে হত্যা করতে হবে- যদিও উভয়ে অবিবাহিত হয়।[2] শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন, মুসলিম শাসক যদি লেওয়াতকারীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতে চায় তবে তার জন্য তা জায়েয হবে। একথা আবু বকর সিদ্দীক ও একদল ছাহাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।

✸ কাফেরদের ঈদ উৎসবে উপস্থিত হওয়া বা তাদেরকে অভিনন্দন জানানো হারাম। তাদেরকে প্রথমে সালাম দেয়া হারাম। তবে তারা আগেই সালাম দিলে জবাব দেয়া ওয়াজিব। জবাব দেয়ার সময় শুধু বলবে, 'ওয়ালাইকুম'। কাফের ও বিদআতীদের সম্মানে দন্ডায়মান হওয়া হারাম। তাদের সাথে মুসাফাহা করা মাকরূহ। কিন্তু তাদেরকে শোকবার্তা জানালে এবং অসুস্থ হলে তাদের শুশ্রূষা করলে যদি শরীয়ত সম্মত কোন কল্যাণ দেখা যায়, (যেমন তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দেয়া, বা ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরা ইত্যাদি) তবে জায়েয; অন্যথায় হারাম।

---

[1]. সতর্কতাঃ গোশত খাওয়া হালাল এমন প্রাণীর গোবর ও পেশাব পবিত্র। তা গায়ে লাগলে ওযু ভঙ্গ হবে না।
[2]. বরং এ ক্ষেত্রে হাদীছের নির্দেশ হচ্ছেঃ "লূত (আঃ)এর সম্প্রদায় যে কাজ করত, তা যদি কেউ করে তবে তাকে এবং যার সাথে করা হয় উভয়কে হত্যা কর।" (আবু দাউদ, তিরমিযী। ইমাম আলবানী (রঃ) ইরওয়াউল গালীলে হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। হাদীছ নং- ২৩৫০।)

শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁকঃ

পৃথিবীতে আল্লাহর প্রচলিত নিয়ম-নীতির প্রতি কেউ গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, বিপদ-মুসীবত আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি অবধারিত নীতি। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেনঃ ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ "আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা-অভাব দিয়ে। আরো পরীক্ষা করব সম্পদ, জান ও ফসলের ঘাটতি করে। এসকল ক্ষেত্রে যারা ধৈর্য ধারণ করে আপনি তাদের সুসংবাদ প্রদান করুন।" (সূরা বাকারাঃ ১৫৫) যারা মনে করে যে নেক লোকদের কোন বিপদ নেই, তাদের ধারণা ভুল; বরং **বিপদ-মুসীবতই হচ্ছে ঈমানের পরিচয়**। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করা হল কোন্ মানুষ সবচেয়ে বেশী বিপদগ্রস্ত হয়? তিনি বললেন,

"الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ مِنَ النَّاسِ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلابَةٌ زِيدَ فِي بَلائِهِ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ"

"নবীগণ, তারপর নেককারগণ, তারপর তাদের নিকটবর্তীগণ। ধর্মের দৃঢ়তা অনুযায়ী মানুষকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। ধর্মীয় দিক থেকে যদি সে সুদৃঢ় হয় তবে তার বিপদাপদও বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। তার ধর্মীয় দিক যদি হালকা হয় তবে তার বিপদাপদও হালকা ধরণের হয়।" (ইবনে মাজাহ)

বিপদাপদ হচ্ছে বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালবাসার একটি অন্যতম আলামত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاهُمْ" "আল্লাহ্ যখন কোন জাতীকে ভালবাসেন তাদেরকে বিপদে আক্রান্ত করেন।" (আহমাদ, তিরমিযী) **এছাড়া বিপদাপদ হল বান্দার প্রতি আল্লাহর কল্যাণের একটি অন্যতম পরিচয়।** রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"আল্লাহ্ যখন তাঁর বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়াতে তড়িৎ তার শাস্তির ব্যবস্থা করেন। আর আল্লাহ্ যখন বান্দার অকল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন গুনাহ করার পরও তাকে শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর সেই শাস্তি ক্বিয়ামত দিবসে পূর্ণরূপে দান করবেন।" (তিরমিযী) **বিপদ-মুসীবত সামান্য হলেও তা গুনাহ্ মাফ হওয়ার অন্যতম মাধ্যম।** নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إلا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا" "কোন মুসলমান যদি কাঁটা দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয় বা তার চেয়ে কোন বড় বিপদে পড়ে, তবে এমনভাবে আল্লাহ্ তা দ্বারা তার পাপকে মোচন করেন যেমন গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ে।" (বুখারী ও মুসলিম) এজন্য বিপদগ্রস্ত মুসলিম ব্যক্তি যদি নেককার হয়, তবে তার বিপদ পূর্বকৃত পাপের কাফ্ফারা স্বরূপ হয়ে যায়। অথবা তা দ্বারা তার মর্যাদা উন্নীত করা হয়। কিন্তু সে যদি গুনাহগার হয় তবে বিপদাপদ তার পাপের কাফ্ফারা স্বরূপ হয় এবং পাপের ভয়াবহতার কথা তাকে স্মরণ করানোর জন্য হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ "জলে ও স্থলে যে সকল বিপদ-বিপর্যয় প্রকাশিত হয় তা মানুষের কর্মদোষের কারণেই হয়। যাতে করে তার মাধ্যমে তাদের কর্মের কিছুটার শাস্তি প্রদান করা হয়। যাতে করে তারা সৎ পথে ফিরে আসে।" (সূরা রূমঃ ৪১)

বিপদ-মুসীবতের প্রকারভেদঃ কল্যাণের বিপদ। যেমন ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধি। **অকল্যাণের বিপদ**। যেমন: ভয়-ভীতি, ক্ষুদা-দারিদ্রতা, জান-মালের ক্ষতি ইত্যাদি। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, ﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ "আমি তাদেরকে কল্যাণ ও অকল্যাণের ফিতনায় ফেলে পরীক্ষা করে থাকি।" (সূরা আম্বিয়াঃ ৩৫) আরো মারাত্মক বিপদ হচ্ছে অসুস্থতা ও মৃত্যু। যার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, হিংসা-বিদ্বেষ করে বদনযর ও যাদুতে আক্রান্ত করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين" "আল্লাহর নির্ধারণ ও ফায়সালার পর আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মানুষ মারা যায় বদনযরের কারণে।" (মুসনাদে তায়ালেসী ও বায্যার, হাদীছটি হাসান দ্রঃ সিলসিলা ছহীহা হা/৭৪৭)

যাদু ও বদনযর থেকে বাঁচার উপায়ঃ সতর্কতা চিকিৎসার চাইতে উত্তম। অতএব সতর্কতার প্রতি সচেতন থাকা জরুরী। যে সমস্ত বিষয় আমাদেরকে যাদু ও বদ নযর থেকে বাঁচাতে পারে তম্মধ্যে

অন্যতম হচ্ছেঃ ✸ ঈমান ও তাওহীদ দ্বারা নিজেকে শক্তিশালী করা। সুদৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস রাখা যে, পৃথিবীর যাবতীয় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে। সেই সাথে বেশী বেশী সৎ কাজে লিপ্ত থাকা।

✸ আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা ও তাঁর উপর ভরসা করা। কোন সমস্যা দেখা[১] দিলেই যেন তা অসুখ বা বদনযর ধারণা না করে। কেননা ধারণা ও খেয়ালই একটি অসুস্থতা।

✸ কোন লোক যদি সমাজে পরিচিত হয় যে, তার বদনযর আছে বা সে যাদুকর তবে তার থেকে দূরে থাকা উচিত। তাদের ভয়ে নয়; বরং উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার কারণে তাদের থেকে দূরে থাকবে।

✸ সর্বদা আল্লাহর যিকির করা এবং আশ্চর্য ও আনন্দময় কিছু দেখলে তার বরকতের জন্য দু'আ করা। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيُبَرِّكْهُ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ "কোন মানুষ যদি নিজের মধ্যে বা নিজ সম্পদের মধ্যে বা কোন মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে আনন্দময় কিছু দেখে তবে তার জন্য যেন বরকতের দু'আ করে। কেননা বদনযর সত্য।" (আহমাদ, হাকেম হাদীছটি ছহীহ দ্রঃ সিলসিলা ছহীহা হা/২৫৭২) বরকতের দু'আ করার নিয়ম হচ্ছে বলবে: 'বারাকাল্লাহু লাকা'। 'তাবারাকাল্লাহ্' বলবে না।

✸ যাদু ইত্যাদি থেকে বাঁচার শক্তিশালী একটি মাধ্যম হচ্ছে, প্রতিদিন সকালে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মদীনার (আজওয়া) নামক সাতটি খেজুর খাওয়া।

✸ আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণাপন্ন হওয়া, তাঁর উপর ভরসা করা, তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণ করা এবং যাদু ও বদনযর থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যার যিকির সমূহ যথারীতি পাঠ করা। আল্লাহর হুকুমে এই যিকিরগুলোর বিশেষ প্রভাব আছে। আর তার কারণ দু'টি: ১) এগুলোর মধ্যে যা বলা হয়েছে তা সত্য ও সঠিক একথার প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর হুকুমে এগুলো উপকারী। ২) উহা নিজের মুখে উচ্চারণ করে নিজের কানে শোনে এবং অন্তর উপস্থিত রেখে পাঠ করে। কেননা উহা দু'আ। আর উদাস অন্তরের দু'আ কবূল করা হয় না। যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ছহীহ্ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

যিকির-আযকার পাঠ করার সময়ঃ সকালের যিকির সমূহ ফজরের নামাযের পর পাঠ করবে। কিন্তু সন্ধ্যার যিকির সমূহ আছরের পর পাঠ করতে হবে। কেউ যদি উক্ত যিকির সমূহ যথাসময়ে পাঠ করতে ভুলে যায় বা অলসতা করে, তবে যখনই স্মরণ হবে পাঠ করে নিবে।

বদনযর প্রভৃতিতে আক্রান্ত হওয়ার আলামতঃ শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁক ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে কোন দ্বন্দ্ব নেই। শারীরিক ও মানসিক সবধরণের রোগের চিকিৎসা রয়েছে পবিত্র কুরআনে। বদনযরে আক্রান্ত হওয়ার পর মানুষ হয়তো বাহ্যিকভাবে শারীরিক রোগ থেকে মুক্ত থাকবে, কিন্তু তারপরও সাধারণতঃ বিভিন্ন ধরণের উপসর্গ দেখা যেতে পারে। যেমন বিভিন্ন সময় মাথা ব্যথা অনুভব করবে। মুখমন্ডলের রং পরিবর্তন হয়ে হলুদ হয়ে যাবে। বেশী বেশী ঘাম নির্গত হবে। বেশী বেশী পেশাব করবে। খানা-পিনার আগ্রহ কমে যাবে। শরীরের বিভিন্ন পার্শ্বে ঠান্ডা বা গরম বা কখনো গরম কখনো ঠান্ডা অনুভব করবে। হার্টের উঠা-নামা বা বুক ধড়ফড় করবে। পিঠের নিম্নাংশে বা দু'স্কন্ধে বিভিন্ন সময় ব্যথা অনুভব করবে। অন্তরে দুঃশ্চিন্তা ও সংকীর্ণতা অনুভব হবে। রাতে অনিদ্রা হবে। অস্বাভাবিক ক্রোধ বা ভয়ের কঠিন প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে। বেশী বেশী ঢেকুর বা উদগিরণ হবে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলবে। একাকীত্বকে পছন্দ করবে। অলস ও শ্রমবিমুখ হবে। নিদ্রার প্রতি আগ্রহী হবে। স্বাস্থ্যগত অন্যান্য সমস্যা দেখা দিবে যার ডাক্তারী কোন কারণ নেই। রোগের দুর্বলতা ও কাঠিন্যতা অনুযায়ী এই আলামতগুলো বা কিছুটা দেখা যেতে পারে।

---

[১]. চিকিৎসকগণ উল্লেখ করেছেন যে, দুই তৃতীয়াংশ শারীরিক অসুখ মানুষের মানসিক কারণে- অসুস্থতার কথা চিন্তা করা থেকে সৃষ্টি হয়। অথচ সে রোগের কোন অস্তিত্বই নেই।

আবশ্যক হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তি শক্তিশালী ঈমান ও সুদৃঢ় হৃদয়ের অধিকারী হবে। কোন ওয়াস্‌ওয়াসা যেন তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ না পায়। কোন উপসর্গ অনুভব করলেই আমি রোগে আক্রান্ত এরূপ ধারণা যেন মনের মধ্যে স্থান না পায়। কেননা 'ধারণা' রোগের চিকিৎসা করা খুবই কঠিন। অবশ্য কারো কারো মধ্যে উক্ত উপসর্গগুলো থেকে কিছু কিছু দেখা যেতে পারে অথচ তারা সুস্থ। আবার কখনো কিছু উপসর্গ দেখা যায় শারীরিক অসুস্থতার কারণে, কখনো ঈমানের দুর্বলতার কারণে। যেমন অন্তরে সংকীর্ণতা অনুভব, দুশ্চিন্তা, অলসতা ইত্যাদি। তখন আল্লাহর সাথে সম্পর্কের বিষয়কে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত।

রোগ যদি বদনযরের কারণে হয়, তবে আল্লাহর হুকুমে নিম্ন লিখিত যে কোন একটি মাধ্যমে চিকিৎসা নেয়া যেতে পারেঃ

১) যার বদনযর লেগেছে তাকে যদি জানা যায়: তবে তাকে গোসল করিয়ে (গোসলকৃত) পানি নিবে এবং তার ছোঁয়া কোন জিনিস সংগ্রহ করবে। অতঃপর সেই পানি দ্বারা বদনযরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে গোসল করাবে এবং তাকে পান করতে দিবে।

২) যার বদনযর লেগেছে তাকে জানা না গেলে: শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁক, দু'আ ও শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে আরোগ্য লাভের চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু যাদুতে আক্রান্ত হলে আল্লাহর হুকুমে নিম্ন লিখিত যে কোন একটির মাধ্যমে চিকিৎসা হতে পারেঃ

১) কোথায় যাদু করা হয়েছে তা জানা গেলে: সেই যাদুকৃত বস্তু বের করে নিয়ে আসতে হবে। অতঃপর সেখানে গিরা ইত্যাদি থাকলে মুআব্‌বেযাতাইন (সূরা নাস ও ফালাক) পড়ে তা খুলতে হবে। তারপর ঐ বস্তুকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবে।

২) শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁকঃ কুরআনের আয়াত বিশেষ করে মুআব্‌বেযাতাইন (সূরা নাস ও ফালাক), সূরা বাকারা, দু'আ ইত্যাদি দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করবে। (অচিরেই ঝাড়-ফুঁকের কিছু দু'আ উল্লেখ করা হবে)

৩) নুশরা দ্বারা যাদু প্রতিহত করা। উহা দু'ভাগে বিভক্ত: (ক) হারাম: উহা হচ্ছে যাদু দ্বারা যাদুকে প্রতিহত করা এবং যাদু থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যাদুকরের কাছে যাওয়া। (খ) জায়েযः এর পদ্ধতি হচ্ছে সাতটি বরই পাতা নিয়ে তা পিশে ফেলবে তারপর তাতে তিনবার করে সূরা কাফেরূন, ইখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করে ফুঁ দিবে। তারপর উহা পানিতে মিশিয়ে তা পান করবে এবং তা দ্বারা গোসল করবে। (আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত বারবার এই পদ্ধতি ব্যবহার করবে। আল্লাহ্ চাহে তো উপকার হবে।) (মুসান্নাফ আবদুর্ রাজ্জাক)

৪) যাদু বের করাঃ যদি পেটের মধ্যে যাদুর ক্রিয়া অনুভব হয় তবে ঔষধ ইত্যাদি দিয়ে তা পায়খানার মাধ্যমে বের করে দেয়ার চেষ্টা করবে। যদি অন্য কোন স্থানে থাকে তবে শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে তা বের করার চেষ্টা করবে।

ঝাড়-ফুঁকঃ এর জন্য কিছু শর্ত আছেঃ (১) ঝাড়-ফুঁক হতে হবে কুরআনের আয়াত এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে প্রমাণিত দু'আর মাধ্যমে। (২) উহা আরবী ভাষায় হতে হবে। তবে দু'আ আরবী ছাড়া অন্য ভাষাতেও হতে পারে। (৩) এই বিশ্বাস রাখবে যে, ঝাড়-ফুঁকের মধ্যে কোন প্রভাব নেই। আরোগ্য শুধুমাত্র আল্লাহই দিতে পারেন।

ঝাড়-ফুঁকের প্রভাব বেশী পেতে চাইলে কুরআন পাঠ করবে আরোগ্যের নিয়তে ও জিন-ইনসানের হেদায়াতের নিয়তে। কেননা কুরআন হেদায়াতের জন্য এবং আরোগ্যের জন্য নাযিল হয়েছে। তবে জিনকে হত্যা করার নিয়তে কুরআন পড়বে না। অবশ্য জিনকে বের করা অসম্ভব হয়ে পড়লে পূর্বের নিয়মে ঝাড়-ফুঁক করে যদি সে নিহতও হয় তাতে কোন অসুবিধা নেই।

যিনি ঝাড়-ফুঁক করবেন তার জন্য কতিপয় শর্তঃ (১) তিনি মুসলমান হবেন। নেককার ও পরহেজগার হবেন। যত বেশী আল্লাহভীরু হবেন ততই তার ঝাড়-ফুঁকে কাজ বেশী হবে।

(২) ঝাড়-ফুঁকের সময় একনিষ্ঠ হৃদয় নিয়ে আল্লাহর দিকে নিজেকে ধাবিত করবেন। যাতে করে মুখ যা বলবে অন্তর যেন তা অনুধাবন করে। উত্তম হচ্ছে মানুষ নিজে নিজেকে ঝাড়-ফুঁক করবে।

কেননা সাধারনতঃ অন্যের অন্তর ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া নিজের বিপদ ও প্রয়োজন সে নিজে যেমন অনুভব করে অন্যে তা অনুভব করতে পরবে না। বিপদগ্রস্তরা আল্লাহর দারস্থ হলে তাদের ডাকে সাড়া দেয়ার অঙ্গিকার তিনি তাদেরকে দিয়েছেন।

যাকে ঝাড়-ফুঁক করা হবে তার জন্য কতিপয় শর্তঃ

১) সে মু'মিন ও নেককার হওয়া মুস্তাহাব। ঈমান অনুযায়ী প্রভাব হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ "আমি কুরআনে যা নাযিল করেছি তাতে মু'মিনদের জন্য রয়েছে আরোগ্য ও রহমত। আর জালেমদের ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি করবে না।" (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৮২) (২) সত্যিকারভাবে আল্লাহর স্মরণাপন্ন হবে যে, তিনি তাকে আরোগ্য দান করবেন। (৩) আরোগ্য পেতে দেরী হচ্ছে কেন এরূপ অভিযোগ করবে না। কেননা ঝাড়-ফুঁক এক ধরণের দু'আ। দু'আ কবূল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করলে হয়তো তা কবূলই হবে না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي" "তোমাদের একজনের দু'আ কবূল করা হবে, যতক্ষণ সে তাড়াহুড়া না করবে আর একথা না বলবে যে, এত দু'আ করলাম কিন্তু কবূল হল না।" (বুখারী ও মুসলিম)

ঝাড়-ফুঁকের কয়েকটি নিয়ম আছেঃ (১) ঝাড়-ফুঁকের সাথে হালকা থুথু বের করবে। (২) থুথুসহ ফুঁক দেয়া ছাড়াই ঝাড়-ফুঁকের দু'আ পড়া। (৩) আঙ্গুলে সামান্য থুথু নিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে তা দ্বারা ব্যাথার স্থানে মাসেহ করা। (৪) ঝাড়-ফুঁকের দু'আ পড়ে ব্যথার স্থানে হাত ফেরানো।

ঝাড়-ফুঁকের জন্য আয়াত ও হাদীছঃ সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারার শেষের দু'আয়াত, সূরা কাফেরূন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস।

﴿ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ উচ্চারণঃ ফাসাইয়াক্ফীহুমুল্লাহু ওয়া হুওয়াস্ সামীউল আলীম। (সূরা বাকারাঃ ১৩৭)

﴿ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ উচ্চারণঃ ইয়া ক্বাওমানা আজীবূ দাঈয়াল্লাহি ওয়া আমিনূ বিহি ইয়াগ্ ফির লাকুম মিন যুনূবিকুম ওয়া য়ুজিরকুম মিন আযাবিন আলীম। (সূরা আহকাফঃ ৩১)

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৮২) উচ্চারণঃ ওয়া নুনায্যিলু মিনাল কুরআনি মা হুওয়া শিফাউঁ ওয়া রাহমাতুল্ লিল্ মু'মেনীনা ওয়া লা- ইয়াযীদুয্ যালেমীনা ইল্লা খাসারা।

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ উচ্চারণঃ আম্ ইয়াহ্সুদূনান্ নাসা আলা মা আতাহুমুল্লাহু মিন ফায্লিহি।(সূরা নেসাঃ ৫৪)

﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ উচ্চারণঃ ওয়া ইযা মারিয্তু ফাহওয়া ইয়াশ্ফীন। (সূরা শু'আরাঃ ৮০)

﴿ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ উচ্চারণঃ ওয়া ইয়াশফি সুদূরা ক্বাওমিম্ মু'মেনীন। (সূরা তাওবাঃ ১৪)

﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ﴾ উচ্চারণঃ কুল হুওয়া লিল্লাযীনা আমানূ হুদাঁওয়া শিফা-। (সূরা ফুস্সিলাতঃ ৪৪)

﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ (সূরা হাশরঃ ২১) উচ্চারণঃ লাও আনযালনা হাযাল কুরআনা আলা জাবালিল্ লারাআইতাহু খাশেআ'ন্ মুতাসাদ্দেআ'ন্ মিন খাশিয়াতিল্লাহ্।

﴿ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ ﴾ উচ্চারণঃ ফার্জিঈল বাসারা হাল্ তারা মিন্ ফুতূর। (সূরা মুলকঃ ৩)

﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴾ উচ্চারণঃ ওয়া ইন্ঁ ইয়াকাদুল্লাযীনা কাফারূ লায়ুয্লিকূনাকা বি আব্সারিহিম্ লাম্মা সামেউয্ যিকরা, ওয়া ইয়াকূলূনা ইন্নাহু লামাজ্নূন। (সূরা কলমঃ ৫১)

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴾ উচ্চারণঃ ওয়া আওহায়না ইলা মূসা আন্ আল্কে আ'সাকা ফাইযা হিয়া তালকাফু মা ইয়া'ফেকূন। ফা ওয়াকাআ'ল্ হাক্কু ওয়া বাতালা মা কানূ ইয়া'মালূন। ফা গুলিবূ হুনালিকা ওয়ান্ কালাবূ সাগেরীন্। (সূরা আ'রাফঃ ১১৭-১১৯)

﴿قَالُواْ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُواْۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِۦ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٦٨﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوٓاْۖ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَٰحِرٍۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ﴾

উচ্চারণঃ ক্বালূ ইয়া মূসা ইম্মা আন তুলক্বিয়া ওয়া ইম্মা আন্ নাকূনা আওঅলা মান আলকা। ক্বালা বাল আলকূ ফাইযা হিবালুহুম ও ঈসিয়্যুহুম য়ুখাইয়্যালু ইলায়হি মিন সিহরিহিম আন্নাহা তাসআ'। ফা আওজাসা ফী নাফসিহি খীফাতাম্ মূসা। কুলনা লা তাখাফ্ ইন্নাকা আন্তাল্ আ'লা। ওয়া আল্কে মা ফী ইয়ামীনেকা তালক্বাফু মা সানাউ ইন্নামা সানাউ কায়দু সাহের্ ওয়ালা য়ুফলিহুস্ সাহেরু হায়ছু আতা। (সূরা ত্বাহাঃ ৬৫-৬৯)

﴿ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ (সূরা তাওবাঃ ২৬) উচ্চারণঃ ছুম্মা আন্যালাল্লাহু সাকীনাতাহু আলা রাসূলিহি ওয়া আলাল্ মু'মেনীন।

﴿فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا﴾ উচ্চারণঃ ফা আন্যালাল্লাহু সাকীনাতাহু আলা রাসূলিহি ওয়া আলাল্ মু'মেনীনা ওয়া আলযামাহুম্ কালেমাতাত্ তাক্বওয়া। (সূরা ফাতাহঃ ২৬)

﴿فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ﴾

﴿لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾

উচ্চারণঃ লাক্বাদ রাযিয়াল্লাহু আনিল্ মু'মেনীনা ইয্ য়ুবাউনাকা তাহ্তাশ্ শাজারাতি ফাআ'লেমা মা ফী কুলূবিহিম ফাআন্যালাল্লাহুস্ সাকীনাতা আলাইহিম ওয়া আছাবাহুম ফাতহান্ ক্বারীবা। (সূরা ফাতাহঃ ১৮)

﴿هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓاْ إِيمَٰنًا مَّعَ إِيمَٰنِهِمْ﴾ উচ্চারণঃ হুওয়াল্লাযী আন্যালাস্ সাকীনাতা ফী কুলূবিল্ মু'মেনীনা লিইয়ায্দাদূ ঈমানাম্ মাআ' ঈমানিহিম। (সূরা ফাতাহঃ ৪)

হাদীছঃ

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ উচ্চারণঃ আস্আলুল্লাহাল্ আযীম রাব্বাল্ আরশিল্ আ'যীম আন্ইয়াশ্ফিয়াকা। "সুবিশাল আরশের প্রভু সুমহান আল্লাহ্র কাছে আমি প্রার্থনা করছি, তিনি আপনাকে আরোগ্য দান করুন।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী, হাদীছটির সনদ উত্তম) এ দু'আটি সাতবার পড়বে।

أُعِيْذُكَ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ উচ্চারণঃ উঈযুবিকালিমা-তিল্লাহিত্ তা-ম্মাতি মিন কুল্লি শায়তানিন্ ওয়া হাম্মাতিন্ ওয়া মিন্ কুল্লি আ'ইনিন্ লাম্মাহ্। "আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণী সমূহের মাধ্যমে আমি তোমাদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি সকল প্রকার শয়তান থেকে, বিষধর প্রাণীর অনিষ্ট থেকে এবং সকল প্রকার বদ নযর থেকে।" (বুখারী) তিনবার।

أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً উচ্চারণঃ আয্হিবিল্ বা'স রাব্বান্ নাস, এশফে আন্তাশ্ শাফী লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআন্ লা য়ুগাদেরু সাকামা। "হে মানুষের প্রভু, বিপদ দূরীভূত করে দাও, আরোগ্য দান কর- এমন আরোগ্য যার পর আর কোন রোগ অবশিষ্ট না থাকে, কেননা তুমিই একমাত্র আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্য ছাড়া আর কারো আরোগ্য নেই।" (বুখারী, মুসলিম) তিনবার।

اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আয্হিব্ আন্হু হার্‌রাহা ওয়া বার্‌দাহা ওয়া ওয়াসাবাহা। "হে আল্লাহ্ তার থেকে গরম, ঠান্ডা ও ক্লান্তি দূর করে দাও।" একবার।

حَسْبِيَ اللهُ لا إله إلا هو عليه تَوَكَّلْتُ وهو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ উচ্চারণঃ হাস্‌বিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুওয়া রাব্বুল আ'রশিল আযীম। "আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তাঁর প্রতি ভরসা করছি, তিনি মহান আরশের অধিপতি।" (সাতবার)

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লাহি আরক্বিকা মিন কুল্লি শাইয়িন য়ু'যীকা ওয়া মিন শার্‌রি কুল্লি নাফ্‌সিন্ আও আয়নিন্ হাসেদিন্, আল্লাহু য়াশফীকা বিস্‌মিল্লাহি আরক্বিকা। "আমি আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি- তোমাকে কষ্টদানকারী সকল বস্তু হতে, এবং

প্রত্যেক ব্যক্তির অথবা হিংসুক ব্যক্তির নযরের অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ্ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি।" (বুখারী ও মুসলিম) তিনবার। শরীরের যে স্থানে ব্যথা অনুভূত হয় সেখানে হাত রেখে "বিসমিল্লাহ্" বলবেন তিনবার। তারপর এই দু'আ পড়বেন:

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَـا أَجِـدُ وَأُحَـاذِرُ উচ্চারণঃ আউযুবি ঈয্যাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহি মিন্ শার্‌রি মা আজেদু ওয়া উহাযিরু। "আল্লাহর ইর্জ্জত ও ক্ষমতার উসীলায় যে অনিষ্ট আমি অনুভব করছি এবং যার ভয় করছি তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" (মুসলিম) সাতবার।

কয়েকটি সতর্কতাঃ

১) বদনযরকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট কুসংস্কারকে বিশ্বাস করা জায়েয নয়। যেমন তার পেশাব পান করা। আর তার স্পর্শকৃত বস্তু পাওয়া গেলে তা দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যাবে না এমন বিশ্বাস করাও যাবে না।

২) বদনযর লাগবে এই আশংকায় তাবীজ লটকানো বা চামড়া বা রিং বা তাবীজের মালা পরিধান করা জায়েয নেই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ "যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকাবে, তাকে সেই বস্তুর প্রতি সোপর্দ করা হবে।" (তিরমিযী) তাবীজ যদি কুরআনের আয়াত লিখে হয় তবে তাতে মতবিরোধ আছে, তবে উত্তম হচ্ছে তা পরিত্যাগ করা।

৩) গাড়ীর মধ্যে 'মাশাআল্লাহ্ তাবারাকাল্লাহ্' লিখে, তলোয়ার, চাকু, চোখ আঁকিয়ে লটকিয়ে দেয়া, কুরআন রাখা, অথবা বাড়ীতে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত লিখে লটকিয়ে রাখা জায়েয নয়। কেননা এগুলো দ্বারা বদনযর থেকে বাঁচা যাবে না। বরং এগুলো নিষিদ্ধ তাবীজের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতে পারে।

৪) রুগী দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে তার দু'আ কবূল হবে। আরোগ্য হতে দেরী হচ্ছে কেন একথা বলবে না। যদি বলা হয় যে আরোগ্যের জন্য সারা জীবন ঔষধ খেতে হবে তবে ভীত হয় না। কিন্তু যদি দীর্ঘ সময় ঝাড়-ফুঁক করা হয় তবে অস্থির হয়ে যায়। অথচ ঝাড়-ফুঁকের জন্য যে আয়াত পাঠ করা হয় তার প্রত্যেকটা অক্ষরে নেকী পাওয়া যাবে। আর একটি নেকীকে দশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। রুগীর উপর আবশ্যক হচ্ছে বেশী বেশী দু'আ, ইস্তেগফার করা এবং বেশী বেশী দান-সাদকা করা। কেননা এগুলোর মাধ্যমে আরোগ্য আশা করা যায়।

৫) দলবদ্ধ হয়ে ঝাড়-ফুঁকের দু'আ পাঠ করা সুন্নাতের খেলাফ। এর প্রভাবও দুর্বল। অনুরূপভাবে শুধুমাত্র টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে শোনাও ঠিক না। কেননা এতে নিয়ত উপস্থিত থাকে না। অথচ ঝাড়-ফুঁককারীর নিয়ত থাকা অন্যতম শর্ত। যদিও টেপরেকর্ডারের কেরাত শোনাতে কল্যাণ আছে। আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত ঝাড়-ফুঁকের দু'আ বারবার পাঠ করা সুন্নাত। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে গেলে ঝাড়-ফুঁক কমিয়ে দিবে যাতে করে বিতৃষ্ণাভাব সৃষ্টি না হয়। বিনা দলীলে আয়াত ও দু'আ পাঠ করার ক্ষেত্রে সংখ্যা নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়।

৬) কিছু কিছু আলামত আছে যা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, ঝাড়-ফুঁককারী যাদু বা শির্কী ঝাড়-ফুঁক ব্যবহার করছে; কুরআন দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করছে না। বাহ্যিকভাবে ধর্মীয় কিছু পরিচয় থাকলেও ধোকায় পড়া যাবে না। শুরুতে কুরআন থেকে হয়তো কিছু পাঠ করবে কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই অন্যকিছু পড়া শুরু করবে। আবার অনেকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ঘনঘন মসজিদে যাবে। আপনার সামনে ঠোঁট নাড়িয়ে যিকির পাঠ করবে। সাবধান এদের আক্বীদা ও মূল পরিচয় না জেনে যেন ধোকায় না পড়েন।

যাদুকর ও ভেল্কীবাজদেরকে চেনার উপায়ঃ ✸ সে রোগী এবং তার বাবা-মার নাম জিজ্ঞেস করবে। অথচ নাম জানা না জানার সাথে চিকৎসার কোন সম্পর্ক নেই। ✸ রুগীর ব্যবহৃত কোন বস্তু যেমন টুপি বা কাপড় বা চুল ইত্যাদি তলব করবে। ✸ জিনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট বৈশিষ্টের কোন প্রাণী যবেহ করার কথা বলবে। কখনো যবেহকৃত প্রাণীর রক্ত নিয়ে রুগীর গায়ে মাখাবে। ✸ ঝাড়-ফুঁক করার সময় দুর্বোধ্য শব্দে গুনগুন করে মন্ত্র পাঠ করবে বা লিখে দিবে। ✸ তাবিজ-কবচ যেমন: নম্বরের মাধ্যমে বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরের মাধ্যমে ছক আঁকিয়ে রুগীকে প্রদান করবে। ✸

রুগীকে নির্দিষ্ট কিছু দিন অন্ধকার ঘরের মধ্যে নির্জনে একাকী থাকার জন্য নির্দেশ দিবে। ✸ নির্দিষ্ট কিছু দিনের জন্য রুগীকে পানি স্পর্শ করতে নিষেধ করবে।✸ রুগীকে এমন কিছু প্রদান করবে যা মাটিতে বা কবরস্থানে বা নিজ গৃহে পুঁতে রাখতে বলবে বা কাগজে কিছু লিখে দিবে যা পুড়িয়ে ধোঁয়া নেয়ার জন্য বলবে। ✸ রুগীকে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে (অতীত, ভবিষ্যত) সম্পর্কে কিছু খবর প্রদান করবে যা একমাত্র সে ছাড়া অন্য কেউ জানে না। অথবা রুগীর কথা বলার পূর্বেই তার নাম, ঠিকানা ও কি অসুখ হয়েছে ইত্যাদি বলে দিবে। ✸ রুগী তার কাছে যাওয়া মাত্র ব্যবস্থাপত্র দিয়ে দিবে বা টেলিফোন বা ডাকের মাধ্যমে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিবে।

৭ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা হচ্ছে জিন মানুষের উপর আছর করতে পারে। দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণীঃ ﴿ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ﴾ “যারা সুদ খায় তারা কিয়ামত দিবসে ঐ ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে মোহাবিষ্ট করে থাকে।” (সূরা বাকারাঃ ২৭৫) তাফসীরবিদগণ ঐকমত্য হয়েছেন যে, আয়াতে المس। বা স্পর্শ বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে শয়তানী-পাগলামী যা জিনের স্পর্শ ও আছরের কারণে মানুষের মধ্যে দেখা যায়; ফলে মানুষ দিশেহারা হয়ে যায়।

যাদুঃ যাদু আছে তার প্রভাবও আছে। কেননা আল্লাহ্ বলেনঃ
﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ﴾ “তাদের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ খেয়াল হল, যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে।” (সূরা ত্বাহাঃ ৬৬) কুরআন সুন্নাহ্র দলীল অনুযায়ী যাদুর প্রভাব প্রমাণিত। যাদু করা হারাম এবং ভয়ানক কাবীরা গুনাহ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ
« اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا:يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ:الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ... » “তোমরা সাতটি ধ্বংসত্মাক পাপ থেকে বেঁচে থাক। তাঁরা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল পাপগুলো কি কি? তিনি বললেনঃ আল্লাহর সাথে শির্ক করা, যাদু করা... ।” (বুখারী ও মুসলিম) আল্লাহ্ বলেন,
﴿إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ “আমরা শুধু পরীক্ষার জন্য, সুতরাং (যাদু শিখে) তুমি কুফরী করো না।” (সূরা বাকারাঃ ১০২) যাদু দু’ভাগে বিভক্তঃ (১) গিরা ও মন্ত্র। এর মাধ্যমে যাদুকর জিন-শয়তানকে ব্যবহার করে, যাতে করে যাদুকৃত ব্যক্তির ক্ষতি সাধন করা যায়। (২) ঔষধ জাতীয় বস্তু ব্যবহার করে যাদুকৃত ব্যক্তির ব্রেন, ইচ্ছা ও মনের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করা। একে বিরত রাখা ও ধাবিত করার যাদু বলে। অর্থাৎ- যাদুকৃত ব্যক্তি যা চায় তা থেকে বিরত রাখবে, অথবা যে বিষয়ে তার মন চায় না তাতে আগ্রহ সৃষ্টি করে দিবে। এ ধরণের যাদুতে যাদুকৃত ব্যক্তির ধারণা পাল্টে যাবে, মনে খেয়াল সৃষ্টি হবে যে বস্তুটি বিপরীত আকার ধারণ করেছে, অথবা তা নড়াচড়া করছে বা চলছে ইত্যাদি। প্রথম প্রকার যাদু সুস্পষ্ট শির্ক। কেননা তাতে শয়তানদের ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহর সাথে কুফরী না করলে শয়তানরা যাদুকরকে কখনই সাহায্য করবে না। আর দ্বিতীয় প্রকার যাদু ধ্বংসকারী ও কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত। যাদুর যাবতীয় প্রভাব আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন বলেই হয়ে থাকে।

দু'আঃ

সৃষ্টিকুলের প্রত্যেকেই অভাবী এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তার মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ তা'আলা অভাব মুক্ত - তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর আবশ্যক করে দিয়েছেন তারা তাঁর কাছে দু'আ করবে। তিনি এরশাদ করেন, ﴿ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ "তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত করতে অহংকার প্রদর্শন করে; অচিরেই তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।" (সূরা গাফেরঃ ৬০) এ আয়াতে "ইবাদত করতে" অর্থ হচ্ছে দু'আ করতে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ "যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে চায় না তিনি তার প্রতি রাগম্বিত হন।" (তিরমিযী) তাছাড়া বান্দা আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে তিনি তার প্রতি খুশি হন। যারা বারবার তাঁর কাছে ধর্ণা দেয় তিনি তাদের ভালবাসেন এবং তাদেরকে নিকটবর্তী করে নেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাহাবীগণ এ বিষয়টি অনুধাবন করেছিলেন তাই তুচ্ছ বিষয় হলেও তা আল্লাহর কাছে চাইতেন। সৃষ্টিকুলের কারো কাছে সাহাবীগণ প্রার্থনার হস্তকে প্রসারিত করতেন না। এটা এ কারণেই সম্ভব হয়েছিল যে, তাঁরা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়েছিলেন তাঁর নৈকট্য লাভ করেছিলেন এবং তিনিও তাঁদেরকে নৈকট্য দান করেছিলেন। কেননা তাঁদের দৃষ্টি ছিল আল্লাহর এই বাণীর প্রতি, ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ "আমার বান্দা যদি আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; আমি তো নিকটেই আছি।" (সূরা বাকারাঃ ১৮৬) আল্লাহর নিকট দু'আর বিশেষ একটি স্থান আছে; বরং দু'আ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত বিষয়। দু'আর মাধ্যমে কখনো ফায়সালাকেও রদ করা হয়। দু'আ কবূল হওয়ার কারণ পাওয়া গেলে এবং কবূল না হওয়ার বাধা দূরীভূত হলে মুসলিম ব্যক্তির দু'আ গ্রহণ করা হয়। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উল্লেখ করেছেন যে, দু'আকারী তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি অবশ্যই পাবে। তিনি এরশাদ করেন:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ قَالَ: اللَّهُ أَكْثَرُ

"যে কোন মুসলিম আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করবে- যে দু'আয় কোন গুনাহ্ থাকবে না, কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে না। তাহলে আল্লাহ্ তাকে নিম্ন লিখিত তিনটির যে কোন একটি দান করবেন: ১) তার দু'আ দুনিয়াতেই কবূল করা হবে। ২) আখেরাতে তার জন্য উহা সঞ্চয় করে রাখা হবে। ৩)তার দু'আর অনুরূপ একটি বিপদ থেকে তাকে মুক্ত করা হবে।" তারা (ছাহাবীগণ) বললেন, তাহলে আমরা বেশী বেশী দু'আ করব। তিনি বললেন, "আল্লাহ্ আরো বেশী দানকারী।" (আহমাদ)

দু'আর প্রকারভেদঃ দু'আ দু'প্রকারঃ (১) ইবাদতের দু'আ যেমনঃ নামায, রোযা ইত্যাদি। (২) নির্দিষ্টভাবে কোন বস্তু চাওয়ার জন্য দু'আ।

কোন্ আমল উত্তমঃ কুরআন তেলাওয়াত উত্তম নাকি যিকির করা নাকি দু'আ ও প্রার্থনা? জবাব হচ্ছেঃ সর্বোত্তম আমল হচ্ছে পবিত্র কুরআন পাঠ তারপর উত্তম হচ্ছে যিকির ও আল্লাহর প্রশংসা মূলক কথা তারপর হচ্ছে দু'আ ও প্রার্থনা। এটা হচ্ছে সাধারণ কথা। কিন্তু স্থান ও সময় ভেদে কখনো নিম্ন মর্যাদার কাজ উচ্চ মর্যাদার কাজের চেয়ে বেশী উত্তম হতে পারে। যেমন আরাফাত দিবসে (আরাফাতের মাঠে) কুরআন পাঠের চেয়ে দু'আ করাই উত্তম। ফরয নামাযান্তে কুরআন তেলাওয়াতের চাইতে হাদীছে প্রমাণিত যিকির-আযকার পাঠ করাই উত্তম ও সুন্নাত।

দু'আ কবুল হওয়ার কারণঃ দু'আ কবূল হওয়ার জন্য প্রকাশ্য কিছু কারণ আছে, কিছু অপ্রকাশ্য কারণ আছে।

১) দু'আ কবূল হওয়ার প্রকাশ্য কারণঃ (ক) দু'আর পূর্বে কিছু নেক আমল করা। যেমন: সাদকা, ওযু, নামায, কিবলামূখী হয়ে হাত উঠিয়ে দু'আ করা। প্রথমে আল্লাহর উপযুক্ত প্রশংসা করা। যে বিষয়ে দু'আ করবে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী চয়ন করে তার উসীলা করবে। যদি জান্নাত প্রার্থনা করতে চায় তবে তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা ভিক্ষার মাধ্যমে দু'আ করবে। যদি জালেম বা অত্যাচারীর উপর বদ দু'আ করতে চায় তবে আল্লাহর গুণবাচক নাম রাহমান, রাহীম, কারীম ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ করবে না; বরং আল জাব্বার (মহা ক্ষমতাবান) আল কাহ্হার (মহা প্রতাপশালী) ইত্যাদি শব্দ উল্লেখ করবে। (খ) দু'আ কবূল হওয়ার আরো উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে: দু'আর প্রথমে, মধ্যে ও শেষে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি দরূদ পাঠ করা। (গ) নিজের পাপের স্বীকারোক্তি দেয়া। (ঘ) আল্লাহ যে সমস্ত নে'য়ামত দান করেছেন তার শুকরিয়া আদায় করা। (গ) যে সমস্ত সময়ে দু'আ কবূল হবে বলে প্রমাণিত হয়েছে তা নির্বাচন করে কাজে লাগানো। যেমন:

✸ রাতে ও দিনের মধ্যেঃ রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে যখন আল্লাহ্ দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন। আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে, ওযুর পর, সিজদায় গিয়ে, নামাযে সালাম ফেরানোর পূর্বে, নামাযের শেষে, কুরআন খতম করার সময়, মোরগের ডাক শোনার সময়, সফরাবস্থায়, মাযলুম (অত্যাচারিতের) দু'আ। বিপদগ্রস্তের দু'আ, সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দু'আ। কোন মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতে তার জন্য দু'আ, যুদ্ধের সময় শত্রুর সম্মুখবর্তী হওয়ার সময় দু'আ। ✸ সপ্তাহের মধ্যেঃ জুমআর দিন, বিশেষ করে এদিনের (আছরের পর) শেষ সময়ে দু'আ কবূল হয়। ✸ মাসের মধ্যেঃ রামাযান মাসে ইফতারের সময়, শেষ রাতে সাহূর খাওয়ার সময়, লাইলাতুল কদরে এবং আরাফাত দিবসে। ✸ সম্মানিত স্থান সমূহেঃ সাধারণভাবে সকল মসজিদ, কা'বার নিকটে-বিশেষ করে মুলতাযিমের কাছে, মাকামে ইবরাহীমের নিকট, ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে, হজ্জের সময় আরাফাত, মুযদালিফা ও মিনার মাঠে। যমযম পানি পান করার সময়।

২) দু'আ কবূল হওয়ার অপ্রকাশ্য কারণঃ দু'আর পূর্বেঃ খাঁটিভাবে তওবা করা, কারো সম্পদ আত্মসাত করে থাকলে তা ফেরত দেয়া। পানাহার, পোষাক, বাসস্থান প্রভৃতি হালাল কামাই থেকে হওয়া। বেশী বেশী নেককাজ করা, হারাম বিষয় থেকে দূরে থাকা, সন্দেহ ও খাহেশাতের বিষয় থেকে পূত-পবিত্র থাকা। **দু'আবস্থায়ঃ** অন্তর উপস্থিত রাখা, আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা, দু'আ কবূল হওয়ার দৃঢ় আশা পোষণ করা, আল্লাহর স্মরণাপন্ন হওয়া ও তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতী করা, একই কথা বারবার উল্লেখ করা। বিষয়টিকে তাঁর কাছে সোপর্দ করা, তিনি ছাড়া কারো প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা এবং দু'আ কবূল হবে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

দু'আ কবূল না হওয়ার কারণঃ মানুষ কখনো দু'আ করে কিন্তু তা কবূল করা হয় না বা দেরীতে কবূল করা হয়। তার অনেক কারণ আছে। যেমন: ✸ আল্লাহর কাছে দু'আ করে আবার গাইরুল্লাহর কাছেও দু'আ করে। ✸ দু'আয় খুঁটিনাটি বিষয় উল্লেখ করাঃ যেমন জাহান্নামের গরম থেকে, সংকীর্ণতা থেকে, অন্ধকার থেকে... আশ্রয় প্রার্থনা করা। কিন্তু শুধুমাত্র জাহান্নাম থেকে আশ্রয় কামনা করাই যথেষ্ট। ✸ মুসলিম ব্যক্তির নিজের উপর বা অন্য কারো উপর অন্যায়ভাবে বদদু'আ করা। ✸ গুনাহের কাজে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের জন্য দু'আ করা। ✸ আল্লাহর ইচ্ছার সাথে দু'আকে সম্পর্ক করা। যেমনঃ 'হে আল্লাহ্ তুমি যদি চাও তবে আমাকে মাফ কর' ইত্যাদি। বরং দৃঢ়ভাবে আল্লাহর কাছে চাইবে। ✸ দু'আ কবূল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করা। যেমন বলে, এত দু'আ করলাম কিন্তু কবূল হল না। ✸ ক্লান্ত হওয়াঃ অর্থাৎ ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে দু'আ করা ছেড়ে দেয়া। ✸ গাফেল ও উদাস অন্তরের দু'আ। ✸ আল্লাহর সামনে দু'আর আদব রক্ষা না করা। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক লোককে নামাযের মধ্যে দু'আ করতে শুনলেন, কিন্তু সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উপর দরূদ পড়েনি। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, عَجل هَذا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَال لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالثَّنَاء عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُصَل عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاء "এ লোকটা খুব তাড়াহুড়া করল।" তারপর তাকে ডেকে বললেনঃ "কোন মানুষ যখন দু'আ করতে চায়, তখন সে যেন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে, তারপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর দরূদ পাঠ করে এরপর যা ইচ্ছা যেন দু'আ করে।" (আবু দাউদ, তিরমিযী) ✸ কোন অসম্ভব বস্তুর জন্য দু'আ করা। যেমন চিরকাল দুনিয়াতে বেঁচে থাকার দু'আ করা। ✸ দু'আয় কৃত্রিমভাবে কবিতা আওড়ানো। আল্লাহ্ বলেন, (ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) "তোমরা বিনয়াবনত হয়ে গোপনে তোমাদের পালনকর্তাকে আহবান কর। নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘণকারীদের ভালবাসেন না।" (সূরা আ'রাফঃ ৫৫) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কবিতা মেলানোর মত করে দু'আ পড়বে না। আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর ছাহাবীগণ এথেকে বেঁচে থাকতেন।" (বুখারী) ✸দু'আয় অতিরিক্ত চিৎকার করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا﴾ "তোমার নামাযে কণ্ঠকে উচ্চ করো না অতিশয় ক্ষীণও করো না বরং এর মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করো।" (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ১১০) আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'দু'আয় কণ্ঠস্বরকে নীচু কর।"

দু'আর ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত ধারাবাহিকতা অবলম্বন করা উচিতঃ প্রথমতঃ আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করবে। দ্বিতীয়তঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে। তৃতীয়তঃ তওবা করবে ও নিজের গুনাহের কথা স্বীকার করবে। চতুর্থতঃ আল্লাহ্ যে নে'য়ামত দান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা আদায় করবে। পঞ্চমতঃ নিজের প্রার্থনা পেশ করবে। এক্ষেত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সালাফে সালেহীন থেকে প্রমাণিত দু'আগুলো পাঠ করার চেষ্টা করবে। ষষ্ঠতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি আবার দরূদ পড়ে দু'আ শেষ করবে।

মুখস্থের জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ দু'আঃ

দু'আ পাঠের সময়ঃ	দু'আঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ
নিদ্রার পূর্বে ও পরে	بِاسْمِكَ اللهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا উচ্চারণঃ বিসমিকা আল্লাহুম্মা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া। অর্থঃ "হে আল্লাহ্! তোমার নামে মৃত্যু বরণ করছি, তোমার নামেই জীবিত হব। " **নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে পাঠ করবেঃ** اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ উচ্চারণঃ আল হামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্ নুশূর। অর্থঃ "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন। আর তার কাছেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"
নিদ্রাবস্থায় ভীত হলে :	أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ উচ্চারণঃ আউযু বিকালিমা-তিল্লাহিত্ তা-ম্মা-তি মিন গাযাবিহি ওয়া ঈক্বাবিহি ওয়া শার্‌রি ঈবাদিহি ওয়া মিন হামাযাতিশ্ শায়াতীনি ওয়া আঁইয়াহ্যুরূন। অর্থঃ "আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণী সমূহ দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে। তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে। শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে ও তার উপস্থিতি থেকে।"
স্বপ্নে কিছু দেখলে ঃ	কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পছন্দনীয় কিছু দেখলে মনে করবে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। সে জন্য আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং তা মানুষকে বলবে। কিন্তু অপছন্দনীয় কিছু দেখলে, মনে করবে এটা শয়তানের পক্ষ থেকে। তখন শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। কারো সামনে তা প্রকাশ করবে না। তাহলে তার কোন ক্ষতি হবে না।
গৃহ থেকে বের হলে :	اللّٰهُمَّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আউযুবিকা আন্ আযেল্লা আও উযাল্লা আও আযিল্লা আও উযাল্লা আও আয্‌লেমা আও উযলামা আও আজহালা আও য়ুজহালা আলাইয়্যা। অর্থঃ "হে আল্লাহ্ আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে, আমি কাউকে বিভ্রান্ত করি বা কেউ আমাকে বিভ্রান্ত করুক বা কাউকে পদচ্যুত করি বা কেউ আমাকে পদচ্যুত করুক বা কারো প্রতি অত্যাচার করি বা কেউ আমার উপর অত্যাচার করুক বা মূর্খতা সুলভ কোন কাজ করি বা কেউ আমার উপর অশোভনীয় কিছু করুক।" بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بِاللّٰهِ উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্। অর্থঃ "আমি আল্লাহর নামে বের হচ্ছি। আল্লাহর উপর ভরসা করছি। আল্লাহর শক্তি ও সামর্থ ব্যতীত কোন উপায় নেই।"
মসজিদে প্রবেশ করলে ঃ	**প্রথমে ডান পা প্রবেশ করবে এবং বলবে:** بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহ্ ওয়াস্ সালামু আলা রাসূলিল্লাহ্, আল্লাহুম্মাগ্ ফির লী যুনূবী, ওয়াফ্‌তাহ্ লী আবওয়াবা রাহমাতিকা।অর্থঃ আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি, সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমার পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দাও।
মসজিদ থেকে বের হলে	**প্রথমে বাম পা বের করবে এবং পাঠ করবেঃ** بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহ্ ওয়াস্ সালামু আলা রাসূলিল্লাহ্, আল্লাহুম্মাগ্ ফির লী যুনূবী, ওয়াফ্‌তাহ্ লী আবওয়াবা ফাযলিকা। অর্থঃ "আল্লাহর নামে বের হচ্ছি, সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমার পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আপনার অনুগ্রহের দরজা আমার জন্য উন্মুক্ত করে দাও।"
নতুন বরকে লক্ষ্য করে দু'আ :	بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকা আলাইকা ওয়া জামাআ' বাইনাকুমা ফী খাইর্। "আল্লাহ্ আপনাকে বরকত দান করুন এবং আপনাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে বরকত, ঐকমত্য ও মিল-মহব্বতের সাথে জীবন যাপনের সামর্থ প্রদান করুন।"
কেউ যদি আপনাকে বলে যে সে আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাকে ভালবাসে ঃ	আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট উপস্থিত ছিল। এমন সময় তাঁদের নিকট দিয়ে একজন লোক হেঁটে গেল। তখন সে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই লোকটিকে ভালবাসি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, 'তুমি তাকে একথা জানিয়েছো?' সে বলল: না। তিনি বললেন, 'তাকে জানিয়ে দাও।' লোকটি তার পিছে পিছে গিয়ে তাকে বলল: আমি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনাকে ভালবাসি। জবাবে সে বলল: যার জন্য আপনি আমাকে ভালবাসেন, তিনিও যেন আপনাকে ভালবাসেন।
মুসলিম ভাই হাঁচি দিলে :	**কোন মানুষ হাঁচি দিলে বলবে:** الحمد لله আল হামদুলিল্লাহ্ তার সাথী বা মুসলিম ভাই উহা শুনে বলবে: يَرْحَمُكَ اللهُ ইয়ার্‌হামুকাল্লাহ্ 'আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন।' তখন হাঁচিদাতা বলবে: يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ ইয়াহ্‌দীকুমুল্লাহু ওয়া য়ুসলিহ্ বালাকুম। "আল্লাহ্ আপনাকে হেদায়ত করুন ও আপনার অবস্থা সংশোধন করে দিন।" কিন্তু কোন কাফের হাঁচি দিয়ে الحمد لله জবাবে বলবেন: يَهْدِيْكُمُ اللهُ "আল্লাহ্ তোমাকে হেদায়ত করুন" তাকে يَرْحَمُكَ اللهُ বলা যাবে না।

বিষয়	দু'আ
দুঃশ্চিন্তা ও মুছীবতের দু'আ ঃ	لا إلَهَ إلا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لا إلَهَ إلا اللهُ رَبُّ السَّموَاتِ وَالأَرْض وَرَبُّ الْعَرْش الْعَظِيم **উচ্চারণঃ** লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল্ আযীমুল্ হালীম, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস্ সামাওয়াতি ওয়াল্ আরযি ওয়া রাব্বুল আরশিল্ আযীম। অর্থঃ "আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি সুমহান মহাসহিষ্ণু। আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি আকাশ ও যমীনের পালনকর্তা এবং সুমহান আরশের অধিপতি।" اللَّهُ اللَّهُ رَبِّى لا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا আল্লাহু আল্লাহু রাব্বী লা-উশরিকু বিহি শাইআ। "আল্লাহ্, আল্লাহই আমার পালনকর্তা, আমি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না।" يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আস্তাগীছ। "হে চিরঞ্জিব চিরস্থায়ী আপনার করুণার মাধ্যমে আপনার কাছে উদ্ধার কামনা করছি।" سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْم সুবহানাল্লাহিল আ'যীম। "আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি সুমহান আল্লাহর।"
শত্রুর উপর বদদু'আ	اللّهُمَّ مُجْرِيَ السَّحَاب وَمُنْزِل الْكِتَاب سَرِيعَ الْحِسَاب هَازِمَ الأَحْزَاب اللّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা মুজরিয়াস্ সাহাব ওয়া মুনযিলাল্ কিতাব সারীয়াল্ হিসাব হাযেমাল আহযাব, আল্লাহুম্মাহ্ যিমহুম ওয়া যাল্যিল্হুম। অর্থঃ "হে আল্লাহ্! তুমি মেঘমালা চালনাকারী, কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, শত্রু দলকে পরাজিত করো। হে আল্লাহ্ তাদেরকে পরাজিত করো এবং তাদের মাঝে কম্পন সৃষ্টি করে দাও।"
রাতে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়া ঃ	**কোন ব্যক্তি যদি রাত্রে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়, অতঃপর এই দু'আ পাঠ করেঃ** لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ **উচ্চারণঃ** উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল্ মুলকু ওয়ালাহুল্ হামদু, ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর। আল হামদু লিল্লাহি, ওয়া সুবহানাল্লাহি, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা- কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্।" তারপর যদি বলে, হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দাও, অথবা অন্য কিছু প্রার্থনা করে, তবে তার দু'আ কবূল করা হবে। আর যদি নামায আদায় করে, তবে নামায কবূল করা হবে।"
কোন বিষয় কঠিন মনে হলে :	اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا و أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা জাআলতাহু সাহলা, ওয়া আন্তা তাজ্আলুল্ হুয্না ইযা শি'তা সাহ্লা। অর্থঃ "হে আল্লাহ্ আপনি যা সহজ করেন তা ছাড়া আরো কোন কিছুই সহজ নয়। আর আপনি চাইলে দুশ্চিন্তাকে সহজ করে দিতে পারেন।"
ঋণ পরিশোধের দু'আ :	اللّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَال উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল্ হাম্মি ওয়াল্ হুযনি ওয়াল্ আজযি ওয়াল্ কাসালি ওয়াল্ বুখ্লি ওয়াল্ জুব্নি ওয়া যালাআদ্ দায়নি ওয়া গালাবাতির্ রিজাল। অর্থঃ "হে আল্লাহ্ আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষের অত্যাচার থেকে।"
টয়লেটের দু'আ ঃ	**টয়লেটে যাওয়ার সময় পাঠ করবে:** أَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল্ খুবুছি ওয়াল্ খাবাএছ। অর্থঃ "হে আল্লাহ্! তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করি-যাবতীয় দুষ্ট জিন ও জিন্নী থেকে।" **বের হলে পাঠ করবে:** غُفْرَانَكَ গুফ্রানাকা "তোমার ক্ষমা চাই হে প্রভু!"
নামাযে ওয়াসওয়াসা হলে	খিনযিব নামক শয়তান নামাযে ওয়াস্ওয়াসা দেয়। নামাযে তা অনুভব করলে পড়বে "আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম" তারপর বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ করবে।
সিজদার দু'আ ঃ	اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী যাম্বী কুল্লাহু দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু ওয়া আওঅলাহু ওয়া আখিরাহু ওয়া আলানিয়্যাতাহু ওয়া সিররাহু। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ্ আমার ছোট-বড়, প্রথম-শেষ এবং গোপন-প্রকাশ্য সবধরণের পাপ ক্ষমা কর।" سُبْحَانَكَ رَبِّى وَبِحَمْدِكَ اللّهُمَّ اغْفِرْ لِى সুবহানাকা রাব্বী ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী "হে আমার পালনকর্তা আপনার প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা কর।" اللّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিরিযাকা মিন সাখাতিক্, ওয়াবি মুআ'ফাতিকা মিন উকূবাতিক্, ওয়া আউযুবিকা মিন্কা লা উহ্সী ছানাআন্ আলাইকা আন্তা কামা আছ্নায়তা আলা নাফসিকা। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ্ নিশ্চয় আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় কামনা করছি। আপনার নিরাপত্তার মাধ্যমে আপনার শাস্তি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আপনার মাধ্যমে আপনার ক্রোধ থেকে আশ্রয় কামনা করছি। আমি আপনার গুণগাণ করে শেষ করতে পারব না। আপনি নিজের প্রশংসা যেভাবে করেছেন আপনি সেরূপই।"
তেলাওয়াতের সেজদায় দু'আঃ	اللّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদ্তু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আস্লামতু সাজাদা ওয়াজ্হিয়া লিল্লাযী খালাকাহূ ওয়া শাক্কা সাম্আহু ওয়া বাসারাহু, তাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালেক্বীন। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ! আপনার জন্য সেজদা করেছি, আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনার কাছে আত্মসমর্পন করেছি। আমার মুখমন্ডল সিজদাবনত হয়েছে সেই সত্ত্বার উদ্দেশ্যে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, আকৃতি দান করেছেন, তাকে শোনা ও দেখার শক্তি দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ কত সুন্দর সৃষ্টিকারী।"

নামায শুরুর (ছানা) দু'আঃ	اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা বায়েদ বাইনী ওয়া বায়না খাত্বায়ায়া কামা বা'আদ্‌তা বায়নাল্ মাশরেকে ওয়াল মাগরেবে, আল্লাহুম্মা নাক্কিনী মিনাল্ খাত্বায়া কামা য়ুনাক্কাছ্ ছাওবুল আব্‌ইয়াযু মিনাদ্ দানাসি, আল্লাহুম্মাগ্ সিল খাত্বায়ায়া বিল মাই ওয়াছ্ ছালজি ওয়াল্ বারদি। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ! তুমি আমার এবং আমার পাপ সমূহের মাঝে এমন দুরত্ব সৃষ্টি কর যেমন দুরত্ব সৃষ্টি করেছো পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ তুমি আমাকে এমনভাবে পাপাচার থেকে পরিস্কার কর যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে ধৌত করে পরিচ্ছন্ন করা হয়। হে আল্লাহ তুমি আমার গুনাহ সমূহ পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও।"
নামাযে দরূদের পর দু'আ ঃ	اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুল্‌মান্ কাছীরান্ ওয়ালা ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্‌তা, ফাগ্‌ফির লী মাগ্‌ফিরাতাম্ মিন্ ঈন্‌দাকা ওয়ার্ হামনী ইন্নাকা আন্‌তাল গাফূরুর্ রাহীম। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ্! আমি নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি। তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না। অতএব তোমার পক্ষ থেকে আমাকে পূর্ণরূপে মাফ করে দাও। আমাকে দয়া কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান।"
নামায শেষ করে পাঠ করবে ঃ	اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা আঈন্নী আলা যিক্‌রিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ঈবাদাতিকা। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ্! আমাকে শক্তি দাও তোমার যিকির করার, কৃতজ্ঞতা করার এবং সুন্দরভাবে তোমার ইবাদত করার।"(আবু দাউদ) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল্ কুফরি, ওয়াল ফাক্‌রি ওয়া আযাবাল্ কাবরি। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরী, অভাব এবং কবরের আযাব থেকে।" (নাসাঈ)
কেউ উপকার করলে :	مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ কারো যদি উপকার করা হয় আর উপকারকারীকে উদ্দেশ্য করে সে বলে: জাযাকাল্লাহু খায়রান "আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।" তবে সে তার যথার্থ প্রশংসা করল। প্রতিউত্তরে সেও তাকে বলবে: وجزاك الله أو إياك ওয়া জাযাকাল্লাহু 'আল্লাহ্ আপনাকেও প্রতিদান দিন' অথবা বলবে: ওয়া ইয়্যাকা 'আপনাকেও'।
বৃষ্টি বর্ষণের সময় দু'আ ঃ	اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا আল্লাহুম্মা সাইয়্যেবান্ নাফেআ। অর্থঃ "হে আল্লাহ্! আমাদেরকে উপকারী বৃষ্টি প্রদান কর।" দু'বার বা তিনবার বলবে। "আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর দয়ায় আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি।" এরপর যে কোন দু'আ করবে। কেননা বৃষ্টি নাযিল হওয়ার সময় দু'আ কবূল হয়।
প্রবল বাতাস বা ঝড় প্রবাহিত হলে:	اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা ফীহা ওয়া খায়রা মা উরসিলাত বিহি, ওয়া আউযুবিকা মিন শার্‌রিহা ওয়া শার্‌রি মা ফীহা ওয়া শার্‌রি মা উর্‌সিলাত বিহ্। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ্ আমি এই বাতাসের কল্যাণ, যে কল্যাণ তাতে নিহিত আছে এবং যে কল্যাণ দিয়ে তাকে প্রেরণ করা হয়েছে তা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। আর আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার কাছে– সে বাতাসের অকল্যাণ থেকে, যে অকল্যাণ তাতে নিহিত আছে তা থেকে এবং যে অকল্যাণসহ তাকে প্রেরণ করা হয়েছে তা থেকে।"
নতুন চাঁদ দেখলে দু'আ:	اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল ইউম্‌নি ওয়াল্ ঈমানি ওয়াস্ সালামাতি ওয়াল্ ইসলামি রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লাহ্। অর্থঃ "হে আল্লাহ্! এই নতুন চাঁদকে আমাদের জন্য নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের জন্য করে দাও। আল্লাহ্ আমাদের ও তোমার (চাঁদের) প্রভু।"
পছন্দনীয় বা অপছন্দনীয় কিছু দেখলে দু'আ	পছন্দনীয় কিছু দেখলে বা ঘটলে পাঠ করবে, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ আল্ হামদু লিল্লাহিল্লাযী বিনি'য়মাতিহি তাতিম্মুস্ সালিহাত। প্রশংসা সেই আল্লাহর যার অনুগ্রহে সকল কাজ সম্পন্ন হয়। আর অপছন্দনীয় কিছু দেখলে বা ঘটলে বলবে, الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ আল হামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল। সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা।
মুসাফিরকে বিদায় দেয়ার দু'আ ঃ	أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ উচ্চারণঃ আস্‌তাউদেউল্লাহা দীনাকা ওয়া আমানাতিকা ওয়া খাওয়াতীমা আমালিকা। অর্থঃ "আপনার দ্বীন, আমানত এবং শেষ আমল আল্লাহর যিম্মাদারীতে দিচ্ছি।" জবাবে মুসাফির তাকে বলবে: أَسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهَ الَّذِي لا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ উচ্চারণঃ আস্‌তাউদিউকুমুল্লাহা আল্লাযী লা তাযীউ ওয়াদায়েউহু। অর্থ "আপনাদেরকে আল্লাহর যিম্মায় রেখে যাচ্ছি। যার যিম্মায় কোন কিছু রাখলে তা নষ্ট হয় না।"

সফরের দু'আ ঃ	প্রথমে তিনবার আল্লাহু আকবার বলবে তারপর এই দু'আ পড়বে: (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুকরেনীন ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালেবূন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হাযাল্ বির্‌রা ওয়াত্তাক্বওয়া ওয়া মিনাল্ আমালি মা তারযা, আল্লাহুম্মা হাওউভিন আলাইনা সাফারানা হাযা ওয়াতভি আন্না বু'দাহু, আল্লাহুম্মা আন্‌তাস্ সাহেবু ফিস্ সাফারি ওয়াল্ খালিফাতা ফিল আহলি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন ওয়াছাআইস্ সাফারী ওয়া কাআবাতিল মানযার ওয়া সূ-ইল মানকালাবি ফিল্ মালি ওয়াল্ আহল। অর্থঃ **"পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই আল্লাহর যিনি এটা আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও উহাকে বশীভূত করতে আমরা সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করব।"** "হে আল্লাহ্ নিশ্চয় আমরা আমাদের এই সফরে আপনার কাছে পূণ্য ও পরহেজগারীতা চাই এবং এমন আমলের তাওফীক চাই যাতে আপনি সন্তুষ্ট। হে আল্লাহ্ আমাদের এই সফরকে সহজ করে দাও, তার দূরত্বকে আমাদের জন্য কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ্ সফরে তুমিই আমাদের সাথী এবং গৃহে রেখে আসা পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণকারী। হে আল্লাহ্! আমরা আপনার কাছে সফরের ক্লান্তি, কষ্টদায়ক কোন দৃশ্য দর্শন হতে এবং সফর থেকে ফিরে এসে পরিবার ও সম্পদের কোন ক্ষয়-ক্ষতির দর্শন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" **সফর থেকে ফিরে এলে আগের দু'আটি পড়বে এবং শেষে এই দু'আটিও পড়বে:** آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ উচ্চারণঃ আয়েবূনা তায়েবূনা আ'বেদূনা লি রাব্বিনা হামেদূন। অর্থঃ "আমরা সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করছি তওবা করতে করতে, ইবাদত করতে করতে, আমাদের পালনকর্তার প্রশংসা করতে করতে।"
শয্যা গ্রহণ করার সময় দু'আঃ	اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা ওয়া ফাওয়াযতু আমরী ইলাইকা ওয়া আলজা'তু যাহরী ইলাইকা রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা লা মালজা ওয়ালা মানজা মিনকা ইল্লা ইলায়কা আমানতু বিকিতাবিকাল্লাযী আনযালতা ওয়া বি নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা ফাইন্ মুত্তু মুত্তু আলাল ফিতরাহ্। অর্থঃ "হে আল্লাহ্ আমি নিজেকে আপনার কাছে সঁপে দিলাম, আমার সকল বিষয় আপনার কাছে সোপর্দ করলাম, আমার পৃষ্ঠকে আপনার দিকে ঝুঁকিয়ে দিলাম। এসব কিছু করলাম আপনার শাস্তির ভয়ে ও আপনার রহমতের আশায়। আপনি ছাড়া কোন আশ্রয় নেই এবং মুক্তিরও উপায় নেই। আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন এবং যে নবীকে প্রেরণ করেছেন তার প্রতি ঈমান আনলাম। الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ لَهُ وَلا مُؤْوِيَ উচ্চারণঃ আল হামদু লিল্লাহিল্লাযী আতা'মানা ওয়া সাক্বানা ওয়া কাফানা ওয়া আওয়ানা ফাকাম্ মিম্মান লা কাফিয়া লাহু ওয়া মু'ভিয়া। অর্থঃ "সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের পানাহার করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূরণ করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দান করেছেন। এমন অনেক লোক আছে যাদের প্রয়োজন পূরণকারী কেউ নেই এবং আশ্রয়দানকারীও কেউ নেই।" سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ উচ্চারণঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বী বিকা ওয়াযা'তু জাম্বী ওয়া বিকা আরফাউহু ইন আমসাকতা নাফসী ফাগ্‌ফির লাহা, ওয়া ইন আরসালতাহা ফাহ্‌ফায্‌হা বিমা তাহ্‌ফাযু বিহি ইবাদাকাস্ সালেহীন। অর্থঃ "তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি হে আল্লাহ্! আপনি আমার পালনকর্তা, আপনার নামে আমার পার্শ্বদেশ বিছানায় রাখছি। আপনার নামেই তা উঠাবো। আপনি যদি নিদ্রাবস্থায় আমার জান কবজ করেন তবে তাকে ক্ষমা করবেন। আর যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখেন তবে তাকে সেভাবেই হেফাযত করবেন যেভাবে আপনার নেক বান্দাদের হেফাযত করে থাকেন।" দু'হাতে ফুঁক দিয়ে তাতে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করবে এবং তা দ্বারা সমস্ত শরীর মাসেহ করবে। প্রতি রাতে সূরা সাজদা ও সূরা মুলক তেলাওয়াত না করে নিদ্রা যাবে না।
মসজিদে যাওয়ার পথে দু'আ :	اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ يَسَارِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাজ্ আল্ ফী ক্বালবী নূরাঁওয়া বাসারী নূরা ওয়া ফী সামঈ নূরা ওয়া আ'ন ইমীনী নূরা ওয়া আন ইয়াসারী নূরা ওয়া ফাওকী নূরা ওয়া তাহতী নূরা ওয়া আমামী নূরা ওয়া খালফী নূরা ওয়াজ্‌আল্ লী নূরা। অর্থঃ "হে আল্লাহ্ তুমি আমার অন্তরে এবং যবানে নূর সৃষ্টি করে দাও, আমার শ্রবণ শক্তিতে ও দর্শন শক্তিতে জ্যোতি সৃষ্টি করে দাও, আমার উপরে, আমার নীচে, আমার ডাইনে, আমার বামে, আমার সামনে, আমার পিছনে আলো সৃষ্টি করে দাও। আমার আত্মায় জ্যোতি দাও এবং জ্যোতিকে আমার জন্য বড় করে দাও। আমার জন্য নূর নির্ধারণ করে দাও এবং আমাকে জ্যোতিময় করে দাও। হে আল্লাহ্ আমাকে নূর দান কর। আমার পেশীতে, মাংসে নূর দাও। আমার রক্তে, আমার চুলে এবং আমার চামড়ায় নূর প্রদান কর।"

ইস্তেখারার দু'আ :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বিইলমিকা ওয়া আস্তাকদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আসআলুকা মিন ফাযলিকাল্ আযীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা আক্বদিরু, ওয়া তা'লামু ওয়ালা আ'লামু, ওয়া আন্তা আল্লামুল গুয়ূব, আল্লাহুম্মা ইন্ কুন্তা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা খায়রুন্ লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আশী ওয়া আ'ক্বেবাতা আমরী আও আ'জেলে আমরী ওয়া আজেলিহি ফাক্দুরহু লী ওয়া ইয়াস্সেরহু লী, ছুম্মা বারেক লী ফীহ্, ওয়া ইন্ কুন্তা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা শাররুন্ লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আশী ওয়া আ'ক্বেবাতা আমরী আও ফী আ'জেলে আমরী ওয়া আজেলিহি ফাস্রিফ্হু আন্নী ওয়াস্রিফনী আনহু, ওয়াকদুর লীয়্যাল্ খায়রা হায়ছু কানা, ছুম্মা রায্যেনী বিহ। অর্থঃ "হে আল্লাহ্ আমি তোমার জ্ঞানের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে কল্যাণ এবং তোমার শক্তির বদৌলতে তোমার কাছে শক্তি কামনা করছি। আর তোমার কাছেই তোমার মহাদান কামনা করছি। কারণ তুমি শক্তির অধিকারী আমি মোটেও শক্তি রাখিনা, আর তুমি সবই জান অথচ আমি কিছুই জানিনা, আর তুমি তো অদৃশ্যেরও জ্ঞানী। তাই হে আল্লাহ্ তুমি যদি জান যে আমার এই কাজটা আমার জন্য ভাল হবে আমার দ্বীনে ও দুনিয়াবী জীবনে এবং পরিণামে কিংবা আমার জলদী কাজে ও বিলম্বিত কাজে তাহলে ঐ কাজের শক্তি আমাকে দাও এবং তা আমার জন্য সহজ করে দাও। অতঃপর তাতে আমার জন্য বরকত দাও।

আর যদি তুমি জান যে আমার এই কাজটা আমার জন্য মন্দ হবে আমার দ্বীনে ও দুনিয়াবী জীবনে এবং পরিণামে কিংবা আমার জলদী কাজে ও বিলম্বিত কাজে তাহলে তা আমা থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকেও তা থেকে দূরে রাখ। আর আমাকে ভাল কাজের উপর ক্ষমতাবান কর, তা যেখানেই থাকুক না কেন। অতঃপর তা দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করে দাও।

নোটঃ এ দু'আ পড়ার সময় (হাযাল আমরা) শব্দের স্থানে ঐ কাজটির উল্লেখ করতে হবে যার জন্য ইস্তেখারা করা হবে। (সহীহ্ বুখারী)

মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আঃ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগ্ ফির্ লাহু ওয়ার্ হাম্হু, ওয়া আ'ফিহি ওয়া'ফু আনহু ওয়া আক্রিম নুযুলাহু ওয়া ওয়াস্সি' মুদখালাহু ওয়াগ্সিলহু বিল্ মাই ওয়াছ্ ছাল্জি ওয়াল্ বার্দি, ওয়া নাক্কিহি মিনাল্ খাত্বায়া কামা য়ুনাক্কাছ্ ছাওবুল্ আব্ইয়াযু মিনাদ্ দানাসি, ওয়াব্দিল্হু দারান্ খায়রান্ মিন দারিহি, ওয়া আহলান্ খায়রান্ মিন আহলিহি, ওয়া যাওজান্ খায়রান্ মিন যাওজিহি, ওয়া আদ্খিল্হুল্ জান্নাতা ওয়া আইয্হু মিন্ আযাবিল কাবরি ওয়া আযাবিন্নার। **অর্থঃ** হে আল্লাহ্! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, তার প্রতি দয়া করুন, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখুন। তাকে মাফ করে দিন। তার আতিথেয়তা সম্মান জনক করুন। তার বাসস্থানকে প্রশস্ত করে দিন। আপনি তাকে ধৌত করুন পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে। তাকে গুনাহ হতে এমনভাবে পরিস্কার করুন যেমন করে সাদা কাপড়কে ময়লা হতে পরিস্কার করা হয়। তাকে তার (দুনিয়ার) ঘরের পরিবর্তে উত্তম ঘর দান করুন। তার (দুনিয়ার) পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার দান করুন। আরো তাকে দান করুন (দুনিয়ার) স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী। তাকে বেহেস্তে প্রবেশ করিয়ে দিন, আর কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব হতে পরিত্রাণ দিন।

দুশ্চিন্তা দূর করার দু'আ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কোন মানুষ যদি দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনায় পতিত হয় অতঃপর নিম্ন লিখিত দু'আটি পাঠ করে, তবে আল্লাহ্ তার দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনাকে দূর করে দিবেন এবং তা আনন্দ ও খুশি দিয়ে পরিবর্তন করে দিবেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'বদুকা ওয়াব্নু আ'বদিকা ওয়াব্নু আমাতিকা নাসিয়াতি বিইয়াদিকা মাযিন্ ফিয়্যা হুকমুকা, আ'দ্লুন্ ফিয়্যা কাযাউকা, আস্আলুকা বি কুল্লিস্মিন্ হুওয়া লাকা সাম্মায়তা বিহি নাফ্সাকা আও আল্লাম্তাহু আহাদান্ মিন্ খালকিকা আও আন্যালতাহু ফী কিতাবিকা আবিস্তা'ছারতা বিহি ফী ঈলমিল গাইবি ঈনদাকা, আন্ তাজআলাল্ কুরআনা রাবীআ ক্বালবী ওয়া নূরা সাদরী ওয়া জালাআ হুয্নী ওয়া যাহাবা হাম্মী। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ্! আমি আপনার বান্দা, আপনারই এক বান্দার সন্তান এবং এক বান্দীর ছেলে, আমার ভাগ্য আপনার হাতে, আমার ব্যাপারে আপনার হুকুম কার্যকর, আমার প্রতি আপনার ফায়সালা ইনাসাফপূর্ণ। আমি প্রার্থনা করছি, আপনার সেই সকল প্রতিটি নামের মাধ্যমে যা দ্বারা আপনি নিজের নাম রেখেছেন অথবা সৃষ্টিকুলের কাউকে আপনি তা শিখিয়েছেন অথবা আপনার কিতাবে উহা নাযিল করেছেন অথবা আপনার অদৃশ্য জ্ঞানে উহা সঞ্চিত করে রেখেছেন- আমি প্রার্থনা করছি যে, কুরআনকে আমার অন্তরের প্রশান্তি ও বক্ষের জ্যোতি স্বরূপ করে দিন এবং আমার সকল দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা দূর হওয়া ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা অপসারণ হওয়ার মাধ্যম বানিয়ে দিন।"

লাভজনক ব্যবসাঃ

মানুষকে আল্লাহ্ সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন এবং নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করার জন্য বিশেষ নে'য়ামত 'কথা বলার' শক্তি প্রদান করেছেন। যার মাধ্যম হচ্ছে রসনা বা জিহবা। এই নে'য়ামতটি ভাল-মন্দ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। যে ব্যক্তি নিজের যবানকে ভাল বিষয়ে ব্যবহার করবে সে দুনিয়ার সৌভাগ্যে উপনীত হবে। আখেরাতে জান্নাতের সর্বোচ্চ আবাস লাভে ধন্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি উহাকে মন্দ ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে সে উভয় জগতে ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পর সময়কে কাজে লাগানোর জন্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহর যিকির।

আল্লাহর যিকিরের ফযীলতঃ এ ব্যাপারে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছেঃ যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَى قَال ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى

"আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিব না যা তোমাদের আমলের মধ্যে সর্বোত্তম, তোমাদের মালিক আল্লাহর নিকট অতি পবিত্র, সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন, স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যয় করার চাইতেও উত্তম এবং শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদের ঘাড়ে প্রহার করবে আর তারা তোমাদের ঘাড়ে প্রহার করবে-অর্থাৎ জিহাদের চাইতেও উত্তম? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ বলুন! তিনি বললেন, তা হলো আল্লাহ্ তা'আলার যিকির"। (তিরমিযী) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন, مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ "যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে না তাদের উদাহরণ জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মত।" (বুখারী) হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا

"আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা করবে সেভাবেই সে আমাকে পাবে। সে আমাকে স্মরণ করলে আমি তার সাথে থাকি। সে যদি নিজের মনের মধ্যে আমাকে স্মরণ করে আমিও তাকে আমার মনের মধ্যে স্মরণ করি। সে যদি কোন সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে আমিও তাকে তাদের চাইতে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। সে যদি আমার দিকে অর্ধ হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই।" (বুখারী) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন,

سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ

"মুফার্‌রেদূনগণ এগিয়ে গেল। সাহাবীগণ বললেন, মুফার্‌রেদূন কারা হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেনঃ অধিকহারে আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ ও নারী।" (মুসলিম) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক সাহাবীকে নসীহত করে বলেন, لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ "তোমার জিহবা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে।" (তিরমিযী)

ছওয়াব বৃদ্ধি হওয়াঃ নেক কাজের ছওয়াব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে অনেকগুণ বেড়ে যায় যেমন কুরআন তেলাওয়াতের ছওয়াব বৃদ্ধি করা হয়। তার কারণ দু'টিঃ (১) অন্তরের ঈমান, একনিষ্ঠতা এবং আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ও তার আনুষঙ্গিক কর্মের কারণে। (২) শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণের মাধ্যমেই যিকির নয়; বরং যিকিরের প্রতি গবেষণাসহ মনোনিবেশ করার কারণে। যদি এই দু'টি কারণ পূর্ণরূপে উপস্থিত থাকে তবে পরিপূর্ণ ছওয়াব দেয়া হবে এবং পরিপূর্ণরূপে গুনাহও মোচন করা হবে।

যিকিরের উপকারিতাঃ শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, মাছের জন্য যেমন পানি দরকার অনুরূপ অন্তরের জন্য যিকির আবশ্যক। মাছকে যদি পানি থেকে বের করা হয় তবে তার অবস্থা কেমন হবে?

* যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর ভালবাসা লাভ করা যায়। তাঁর নিকটবর্তী হওয়া যায়। তাঁর সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুভব করা যায়। তাঁকে ভয় করা যায়। তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করা যায়। তাঁর আনুগত্য করতে সাহায্য পাওয়া যায়।
* যিকিরের মাধ্যমে অন্তরের দুঃখ-বেদনা ও দুশ্চিন্তা দূর হয়। খুশি ও আনন্দ লাভ করা যায়। অন্তর জীবিত থাকে, তাতে শক্তি ও পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়।
* অন্তরের মধ্যে শুন্যতা ও অভাব থাকে আল্লাহর যিকির ছাড়া তা দূর হবে না। এমনিভাবে অন্তরের মধ্যে কঠোরতা আছে আল্লাহর যিকির ছাড়া তা নম্র হবে না।
* যিকির হচ্ছে অন্তরের আরোগ্য ও পথ্য এবং শক্তি। যিকিরের আনন্দ-স্বাদের তুলনায় কোন আনন্দ নেই কোন স্বাদ নেই। অন্তরের রোগ হচ্ছে যিকির থেকে উদাসীনতা।
* যিকিরের স্বল্পতা মুনাফেকীর দলীল। আধিকত্য ঈমানের দৃঢ়তার প্রমাণ এবং আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ভালবাসার দলীল। কেননা মানুষ যা ভালবাসে তাকে বেশী বেশী স্মরণ করে।
* বান্দা যখন যিকিরের মাধ্যমে সুখের সময় আল্লাহকে চিনবে। তিনিও তাকে দুঃখের সময় চিনবেন। বিশেষ করে মৃত্যুর সময়, মৃত্যু যন্ত্রনার সময়।
* যিকির হচ্ছে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার মাধ্যম। যিকিরের কারণে প্রশান্তি নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত আচ্ছাদিত করে এবং ফেরেশতারা ইস্তেগফার করে।
* যিকিরের মাধ্যমে জিহবাকে বাজে কথা, গীবত, চুগোলখোরী, মিথ্যা প্রভৃতি হারাম ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে রক্ষা করা যায়।
* যিকির হচ্ছে সবচেয়ে সহজ ইবাদত। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও ফযীলতপূর্ণ ইবাদত। যিকিরের মাধ্যমে জান্নাতে বৃক্ষরোপন করা হয়।
* যিকিরের মাধ্যমে গাম্ভীর্যতা, কথা-বার্তায় মিষ্টতা ও চেহারায় উজ্জলতা প্রকাশ পায়। যিকির হচ্ছে দুনিয়ার আলো এবং কবর ও পরকালের নূর।
* যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত নাযিল আবশ্যক হয়, ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ করে। যিকিরকারীদের নিয়ে আল্লাহ ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করেন।
* অধিকহারে আল্লাহর যিকিরকারী সর্বশ্রেষ্ঠ আমলকারীদের অন্যতম। যেমন সর্বোত্তম রোযাদার হচ্ছে রোযা অবস্থায় বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করা।
* যিকিরের মাধ্যমে কঠিন বিষয় সহজ হয়, দুর্বোধ্য জিনিস সাবলীল হয়, কষ্ট হালকা হয়, রিযিকের পথ উন্মুক্ত হয়, শরীর শাক্তিশালী হয়।
* যিকিরের মাধ্যমে শয়তান দূরীভূত হয়, তাকে মূলতপাটন করে, তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে।

সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য দু'আ ও যিকির সমূহঃ

	দৈনিক পঠিতব্য দু'আ ও যিকিরঃ	সময় ও সংখ্যা	ছওয়াব ও ফযীলতঃ
১	আয়াতাল কুরসী[১]	সকালে, সন্ধ্যায়, নিদ্রার পূর্বে ও প্রত্যেক ফরয নামাযের পরঃ (একবার)	শয়তান তার নিকটবর্তী হবে না, জান্নাতে প্রবেশ করার অন্যতম কারণ।
২	সূরা বাকারার শেষের দু'টি আয়াত[২]	সন্ধ্যায় এবং নিদ্রার পূর্বে (একবার)	সকল বস্তুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট।
৩	সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস	সকালে ৩বার, সন্ধ্যায় ৩বার	সকল অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্য যথেষ্ট।
৪	بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِيْ الْأَرْضِ وَلاَ فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ **উচ্চারণঃ** বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা- ইয়াযুর্‌রু মাআ'স্‌মিহি শাইয়ুন ফিল আরযি ওয়ালা-ফিস্ সামায়ি ওয়াহুওয়াস্ সামী-উল আলী-ম। **অর্থঃ** শুরু করছি সেই আল্লাহ্‌র নামে, যার নামের সাথে আসমান এবং যমীনের কোন বস্তুই কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তিনি মহাশ্রোতা মহাজ্ঞানী।	সকালে ৩বার, সন্ধ্যায় ৩বার	হঠাৎ কোন বিপদে পড়বে না এবং কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।
৫	أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ **উচ্চারণঃ** আউ-যু বিকালিমা-তিল্লাহিত্ তা-ম্মা-তি মিন শাররি মা' খালাক্ব। **অর্থঃ** "আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ বাণী সমূহের মাধ্যমে -তাঁর সৃষ্টির সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে।"	সন্ধ্যায় ৩বার, নতুন কোন স্থানে গেলে	সকল স্থানে প্রত্যেক ক্ষতি থেকে রক্ষাকারী।
৬	حَسْبِيَ اللهُ لا إله إلا هو عَليه تَوَكَّلْتُ وهو رَبُّ الْعَرشِ الْعَظِيْم **উচ্চারণঃ** হাসবিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা-হুওয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুওয়া রাব্বুল আরশিল আযীম। **অর্থঃ** "আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তাঁর প্রতি ভরসা করেছি, তিনি মহান আরশের অধিপতি।	সকালে ৭বার, সন্ধ্যায় ৭বার	দুনিয়া ও আখেরাতের চিন্তাশীল সকল বস্তুর ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তার জন্য যথেষ্ট হবে।
৭	رَضِيْتُ بالله رَبًّا وبالإسلام دِيْنًا وبِمُحمدٍ نبيًّا ورسولاً **উচ্চারণঃ** রাযিতু বিল্লা-হি রাব্বা, ওয়াবিল ইসলামি দীনা, ওয়াবি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যা ওয়া রাসূলা। **অর্থঃ** "আমি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছি আল্লাহ্‌কে প্রভু ইসলামকে ধর্ম এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নবী ও রাসূল হিসেবে।"	সকালে ৩বার, সন্ধ্যায় ৩বার	আল্লাহ্‌র উপর আবশ্যক হয়ে যায়, তিনি তাকে সন্তুষ্ট করে দিবেন।
৮	**সকালে বলবেঃ** اللهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وبِكَ أَمْسَيْنَا وبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা বিকা আস্‌বাহ্‌না ওয়া বিকা আমসায়না ওয়া বিকা নাহ্‌ইয়া ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান্ নুশূর। **অর্থঃ** হে আল্লাহ্ তোমার অনুগ্রহে সকাল করেছি এবং তোমার অনুগ্রহে সন্ধ্যা করেছি, তোমার করুণায় জীবন লাভ করি এবং তোমার ইচ্ছায় আমরা মৃত্যু বরণ করব, আর কিয়ামত দিবসে তোমার কাছেই পনরুত্থিত হতে হবে। **সন্ধ্যায় বলবেঃ** اللهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وبِكَ أَصْبَحْنَا وبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ আল্লাহুম্মা বিকা আম্‌সয়না ওয়া বিকা আস্‌বাহ্‌না ওয়া বিকা নাহ্‌ইয়া ওয়া বিকা নামূতু ওয়া ইলাইকান্ নুশূর।	সকালে ১বার, সন্ধ্যায় ১বার	এদু'আ পড়ার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

---

[১] ﴿ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾
উচ্চারণঃ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা-হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুমু, লা-তা'খুযুহু সিনাতুঁ ওয়ালা নাওম, লাহু মা ফিস্ সামাওয়াতি, ওয়া মা ফিল আরযি, মান্ যাল্লাযী ইয়াশফাউ ঈনদাহু ইল্লা বিইযনিহী, ইয়া'লামু মা বায়না আয়দীহিম ওয়া মা খালফাহুম ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়িম্ মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শা-আ ওয়াসিআ কুরসিয়্যুহুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরযা ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল আলিয়্যুল আযীম।

[২] ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾
উচ্চারণঃ আমানার্ রসূলা বিমা উনযিলা ইলাইহি মির্ রাব্বিহী ওয়াল্ মু'মেনূনা কুল্লুন্ আমানা বিল্লাহি ওয়া মালা-ইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি লা-নুফার্‌রিকু বায়না আহাদিম্ মিন রুসুলিহি, ওয়া ক্বালূ সামে'না ওয়া আত্বা'না গুফ্‌রানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসীর। লা-ইউকাল্লিফুল্লাহু নাফ্‌সান্ ইল্লা উস্‌আহা লাহা মা কাসাবত্ ওয়া আলাইহা মাক্‌তাসাবাত্, রাব্বানা লা তুআখেযনা ইন্ নাসীনা আউ আখ্‌ত্বা'না রাব্বানা ওয়ালা তাহমেল্ আলাইনা ইসরান্ কামা হামালতাহু আলাল্লাযীনা মিন্ কাবলিনা রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা লা ত্বাকাতালানা বিহ্, ওয়া'ফু আন্না ওয়াগ্‌ফির লানা, ওয়ার্ হামনা আন্‌তা মাওলানা, ফানসুরনা আলাল্ কাউমিল কাফেরীন।

৯	أصْبَحْنَا على فِطْرَةِ الإسلامِ وَ على كَلِمَةِ الإخْلاصِ وعلى دِيْنِ نَبِيِّنَا محمد وعلى مِلَّةِ أبِيْنا إبراهيمَ حَنِيْفًا مُسْلِماً وما كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ **উচ্চারণঃ** আসবাহ্না আলা ফিৎরাতিল ইসলামি, ওয়া আলা কালিমাতিল ইখলাসি, ওয়া আলা দীনে নাবিয়্যেনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা মিল্লাতি আবীনা ইব্রাহীমা হানীফাম্ মুসলিমা, ওয়ামা কানা মিনাল মুশরিকীন। **অর্থঃ** "সকাল করেছি ইসলামের ফিৎরাতের উপর, একনিষ্ঠ বাণীর উপর, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ধর্মের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ)এর মিল্লাতের উপর তিনি একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না।"	সকালে ১বার	নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দু'আটি পাঠ করতেন।
১০	اللهمَّ ما أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نعْمَةٍ أوْ بأحَدٍ مِّنْ خَلقِكَ فمِنْكَ وَحْدَكَ لا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা মা আস্বাহা বী মিন্ নি'মাতিন্ আও বি আহাদিম্ মিন খালক্বিকা ফামিনকা ওয়াহ্দাকা লা-শারীকা লাকা ফালাকাল্ হাম্দু ওয়া লাকাশ্ শুকরু। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ্ আমার সাথে যে নে'য়ামত সকালে উপনিত হয়েছে বা তোমার সৃষ্টি জগতের কারো সাথে, তা সবই একক ভাবে তোমার পক্ষ থেকে তোমার কোন শরীক নেই। সুতরাং কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য। সন্ধ্যায় বলবে: ...ما أمسى بى	সকালে ১বার, সন্ধ্যায় ১বার	সে দিনের ও সে রাতের শুকরিয়া আদায় হয়ে যাবে।
১১	اللهم إنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلائِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لا إله إلا أنتَ وَحْدَكَ لا شَرِيْكَ لَكَ وَأَنَّ محمداً عَبْدُكَ و رَسُوْلُكَ **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ইন্নী আসবাহ্তু, উশহিদুকা ওয়া উশহিদু হামালাতা আরশিকা, ওয়া মালা-ইকাতাকা ওয়া জামীআ' খালক্বিকা, বিআন্নাকা আন্তাল্লা-হু লা-ইলা-হা ইল্লা আন্তা অহ্দাকা লা- শারীকা লাকা ওয়া আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুকা ওয়া রাসূলুকা। **অর্থঃ**"হে আল্লাহ্ তোমার নামে আমি সকাল করেছি। তোমাকে সাক্ষি রাখছি, তোমার আরশ বহন কারী ফেরেশতা, ফেরেশতাকুল এবং তোমার সমস্ত সৃষ্টি জগতকে সাক্ষি রেখে বলছি -নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্, তুমি ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই, তুমি এক তোমার কোন শরীক নেই। এবং মুহাম্মদ ﷺ তোমার বান্দা ও রাসূল। **সন্ধ্যার সময় বলবেঃ** আল্লাহুম্মা ইন্নী আমসায়তু .....।	সকালে ৪ বার, সন্ধ্যায় ৪ বার	যে ব্যক্তি এই দু'আ চারবার পাঠ করবে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন।
১২	اللهم فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهادَةِ، ربَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، اَشْهَدُ أنْ لاإله إلا أنْتَ، أعُوْذُ بكَ مِنْ شَرِّ نَفسيْ، وَشَرِّ الشَّيْطانِ وَشِرْكِهِ، وأنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفسىْ سُوْءً، أوْ أجُرُّهُ إلَى مُسْلِم. **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা ফা-তিরাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরযি, আ'লিমাল গাইবি ওয়াশ্ শাহাদাহ্, রাব্বা কুল্লি শাইয়িন্ ওয়া মালিকাহু, আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, আউযু বিকা মিন শার্রি নাফসী, ওয়া শার্রিশ্ শায়তানে ওয়া শিরকিহি, ওয়া আন আকৃতারিফা আ'লা নাফসী সূআন্, আও আজুর্রাহু ইলা মুসলিম। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ্ তুমি আসমান-যমিনের সৃষ্টি কর্তা, তুমি গোপন-প্রকাশ্য সবকিছুই জান। তুমি সকল বস্তুর প্রভু এবং সব কিছুর মালিক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই। আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে এবং শয়তান ও তার শিরকের অনিষ্ট থেকে। এবং আশ্রয় কামনা করছি নিজের উপর অন্যায় করা থেকে বা সে অন্যায় কোন মুসলিমের উপর চাপিয়ে দেয়া থেকে।"	সকালে ১বার, সন্ধ্যায় ১বার এবং নিদ্রার সময় ১ বার	শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে নিরাপদ থাকবে।
১৩	اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুযনি ওয়াল্ আ'জযি ওয়াল কাসালি ওয়াল বুখ্লি ওয়াল জুবনী ওয়া যালাঈদ্ দাইনি ওয়া গালাবাতির্ রিজাল্। অর্থঃ "হে আল্লাহ্ আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষের অত্যাচার থেকে।"	সকালে ১বার, সন্ধ্যায় ১বার	তার দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর হবে এবং ঋণ পরিশোধ করা হবে।
১৪	اللهمَّ أنْتَ رَبِّيْ لا إله إلا أنتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنا عَبْدُكَ، وأنا على عَهْدِكَ، وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوْذُ بكَ مِنْ شَرِّ ما صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بنعْمَتِك عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إلا أَنْتَ) **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মা আন্তা রব্বী লা-ইলা-হা ইল্লা- আন্তা, খালাক্বতানী ওয়া আনা আ'বদুকা, ওয়া আনা আ'লা আ'হদিকা, ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্ব'তু, আউযুবিকা মিন শার্রি মা সনা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা আ'লাইয়্যা, ওয়া আবূউ বিযাম্বী, ফাগ্ফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগ্ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্তা। **অর্থঃ** "হে আল্লাহ্ তুমি আমার প্রভু প্রতিপালক, তুমি ছাড়া	সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার, সকালে ১বার, সন্ধ্যায় ১বার	যে ব্যক্তি সকালে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে উহা পাঠ করবে, যদি দিনের মধ্যে তার মৃত্যু হয়, তবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদি রাতে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে উহা পাঠ করে এবং রাতের মধ্যে মৃত্যু হয়, তবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

	ইবাদত যোগ্য কোন ইলাহ্ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দা। আমি সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গিকার রক্ষা করছি। আমার কৃত কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি, আমার প্রতি তোমার নেয়া'মত স্বীকার করছি এবং তোমার দরবারে আমার পাপকর্মেরও স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমায় ক্ষমা কর, কেননা তুমি ছাড়া পাপরাশী কেহই ক্ষমা করতে পারে না।"		
১৫	يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِكَ أَسْتَغِيْثُ فَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ উচ্চারণঃ ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বিরাহ্মাতিকা আস্তাগীছ, ফা আসলেহ্ লী শা'নী, ওয়ালা তাকেলনী ইলা নাফসী তারফাতা আইন্। অর্থঃ হে চিরঞ্জিব,চিরস্থায়ী তোমার কাছে আমি সাহায্য প্রর্থনা করছি, সুতরাং আমার সকল অবস্থা সংশোধন করে দাও, এবং এক পলকের জন্য হলেও আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিও না।	সকালে ১বার, সন্ধ্যায় ১বার	নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফাতিমা (রাঃ)কে এ দু'আটি পড়তে নসীহত করেছিলেন।
১৬	اللهمَّ عافِنيْ فِيْ بَدَنيْ، اللهمَّ عافِنيْ فِيْ سَمْعِيْ، اللهمَّ عافِنيْ فِيْ بَصَرِيْ لا إِلهَ إِلا أَنْتَ اللهمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الكفرِ والفقرِ وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لا إِلهَ إِلا أَنتَ উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আ'ফেনী ফী বাদানী, আল্লাহুম্মা আ'ফেনী ফী সামঈ, আল্লাহুম্মা আ'ফেনী ফী বাসারী, লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল্ কুফরী ওয়াল ফাক্রি, ওয়া আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবরি, লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা। অর্থঃ "হে আল্লাহ্! তুমি আমার দেহের নিরাপত্তা দান কর, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তিকে নিরাপদ রাখ। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ্ নেই।" "হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরী ও দারিদ্র্য থেকে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি ক্ববরের আযাব থেকে। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ্ নেই।"	সকালে ৩বার, সন্ধ্যায় ৩বার	নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দু'আ পাঠ করেছেন।
১৭	اللهمَّ إِنِّيْ أَسأَلُكَ العافِيةَ فِيْ الدُّنْيا والآخِرَةِ، اللهمَّ إِنِّيْ أَسأَلُكَ العَفْوَ والعافِيةَ فِيْ دِيْنِيْ ودُنْيَايَ وَأَهْلِيْ ومالِيْ اللهمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وآمِنْ رَوْعَاتِيْ اللهمَّ احْفظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ ، وَعَنْ يَمِيْنِيْ ، وعَنْ شِمالِيْ ، وَمِنْ فَوْقِيْ ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল্ আফিয়াতা ফিদ্দুন্ইয়া ওয়াল আখিরাহ্, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল্ আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুন্ইয়ায়া, ওয়া আহলী ওয়া মালী, আল্লাহুম্মাস্ তুর আওরাতী, ওয়া আমেন রাওআ'তী, আল্লাহুম্মাহ্ ফাযনী মিন্বাইনা ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খালফী, ওয়া আন ইয়ামীনী, ওয়া আ'ন শিমালী, ওয়া মিন ফাওক্বী, ওয়া আ'উযুবি আ'যামাতিকা আন উগতালা মিন তাহতী।"হে আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি, হে আল্লাহ্ আমি প্রার্থনা করছি তোমার কাছে ক্ষমার এবং আমার দ্বীন , দুনিয়া, পরিবার-পরিজন এবং সম্পদের নিরাপত্তা। হে আল্লাহ্ আমার গোপন বিষয় সমূহ (দোষ-ত্রুটি) ঢেকে রাখ এবং আমাকে ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ রাখ। হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে হেফাযত কর আমার সম্মুখ থেকে, পিছন থেকে, ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে এবং উপর দিক থেকে। আর তোমার মহত্বের উসিলা দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিম্ন দিক থেকে মাটি ধসে আমার আকষ্মিক মৃত্যু হওয়া থেকে।"	সকালে ১বার, সন্ধ্যায় ১বার	সকাল ও সন্ধ্যায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দু'আ পাঠ করা ছাড়তেন না।
১৮	سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী আ'দাদা খালকিহী, ওয়া রিযা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা আ'রশিহী, ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী।"পবিত্রতা ঘোষনা করছি আল্লাহর তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা বরাবর। পবিত্রতা বর্ণনা করছি আল্লাহর তাঁর নিজের সন্তুষ্টি বরাবর। পবিত্রতা বর্ণনা করছি আল্লাহর তাঁর আরশের ওযন বরাবর। পবিত্রতা ঘোষনা করছি আল্লাহর বাণী লেখার কালি পরিমাণ।	সাকলে ৩বার	ফজরের পর থেকে সকাল পর্যন্ত যিকিরের সাথে বসে থাকার চাইতে এ দু'আ পাঠ করা উত্তম।

কতিপয় কথা ও কাজের বর্ণনা যাতে রয়েছে অফুরন্ত ছওয়াবঃ

নং	গুরুত্বপূর্ণ কথা বা কাজের বিবরণ:	সুন্নাত থেকে তার ছওয়াবের বর্ণনাঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,
১	لا إله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ	যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার পাঠ করবে لا إله إلا الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল্ মুলকু ওয়ালাহুল্ হামদু, ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। অর্থঃ (আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তারই জন্য রাজত্ব, তারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।) সে দশজন কৃতদাস মুক্ত করার ছওয়াব পাবে, তার জন্য একশতটি পূণ্য লিখা হবে, একশতটি গুনাহ মোচন করা হবে, সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে শয়তান থেকে নিরাপদ রাখা হবে। তার চাইতে উত্তম আমল আর কেউ নিয়ে আসতে পারবে না। কিন্তু তার কথা ভিন্ন যে এর চাইতে বেশী আমল করে।"
২	سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ	"যে ব্যক্তি সকালে এবং সন্ধ্যায় একশতবার পাঠ করবে: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহী। তার সমুদয় পাপ ক্ষমা করা হবে, যদিও উহা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। কিয়ামতের দিন তার চাইতে উত্তম আমল নিয়ে আর কেউ আসতে পারবে না, তবে তার কথা ভিন্ন যে অনুরূপ বা তার চাইতে বেশী আমল করবে।" "দুটি কালেমা উচ্চারণে সহজ, ছওয়াবের পাল্লায় ভারী এবং আল্লাহর কাছে অতিব পছন্দনীয়। উহা হচ্ছে: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহী সুবহানাল্লাহিল্ আযীম। "আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসার সাথে। মহান আল্লাহ্ অতি পবিত্র।"
৩	سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ	"যে ব্যক্তি পাঠ করবে: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ সুবহানাল্লাহিল্ আযীম ওয়াবি হামদিহী। "মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তাঁর প্রশংসার সাথে।" তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে।
৪	لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بِاللَّهِ	আমি কি তোমাকে জান্নাতের একটি গুপ্তধনের সংবাদ দিব না? আমি বললাম, হ্যাঁ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بِاللَّهِ লা-হাওলা ওয়ালা- কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্। "আল্লাহ্র শক্তি ও সামর্থ ছাড়া কোন উপায় নেই।"
৫	জান্নাত কামনা ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা	যে ব্যক্তি তিনবার জান্নাত প্রার্থনা করবে, জান্নাত বলবে হে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, জাহান্নাম বলেবে হে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় দান কর।
৬	বৈঠকের কাফ্ফারা :	"কোন বৈঠকে বসে যদি অতিরিক্ত কথা-বার্তা হয়, আর সেখান থেকে উঠে যাওয়ার পূর্বে এই দু'আটি পড়ে: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ উচ্চারণঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবি হামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা। অর্থঃ (হে আল্লাহ্! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তওবা করছি।) তবে উক্ত বৈঠকের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া হবে।"
৭	নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর প্রতি দরূদ পাঠ :	"যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। তার দশটি গুনাহ মাফ করবেন এবং দশটি মর্যাদা উন্নীত করবেন।" অন্য বর্ণনায়: "তার জন্য দশটি নেকী লিখে দেয়া হবে।"
৮	পবিত্র কুরআনের কিছু সূরা ও আয়াত তেলাওয়াত করা :	"যে ব্যক্তি রাতে ও দিনে পবিত্র কুরআনের পঞ্চাশটি আয়াত তেলাওয়াত করবে তার নাম গাফেলদের মধ্যে লিখা হবে না। যে ব্যক্তি একশত আয়াত পাঠ করবে তার নাম কানেতীনদের মধ্যে লিখা হবে। যে ব্যক্তি দু'শত আয়াত পাঠ করবে, ক্বিয়ামত দিবসে কুরআন তার বিরুদ্ধে নালিশ করবে না। আর যে ব্যক্তি পাঁচশত আয়াত পড়বে, তার জন্য কিন্‌তার (বড় একটি পাহাড়) পরিমাণ নেকী লিখে দেয়া হবে।" "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ.. কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।"
৯	সূরা কাহাফের কিছু আয়াত মুখস্থ করা :	"যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম থেকে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, তাকে দাজ্জাল থেকে রক্ষা করা হবে।"

১০	মুআয্যিনদের ছওয়াব :	"মানুষ, জিন তথা যে কোন বস্তুই মুআয্যিনের কণ্ঠের আযান শুনবে, তারা সবাই তার জন্য কিয়ামত দিবসে সাক্ষ্য দানকারী হবে।" "মুআয্যিনগণ কিয়ামত দিবসে সর্বোচ্চ কাঁধ বিশিষ্ট হবে।" (সবাই তাদেরকে চিনতে পারবে।)
১১	আযানের জবাব দেয়া ও আযান শেষে দু'আ পাঠ :	"যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দু'আ পাঠ করবে: اللهم رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْداً الَّذِيْ وَعَدْتَهُ উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তাম্মাতি, ওয়াস্ সালাতিল ক্বাইমাতি আতে মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাতা ওয়াব্আছহু মাক্বামান্ মাহমূদানিল্লাযী ওয়া'আদ্তাহু। অর্থঃ (হে আল্লাহ্! এই পরিপূর্ণ আহবান এবং এই প্রতিষ্ঠিত নামাযের তুমিই প্রভু। মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে দান কর সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান এবং সুমহান মর্যাদা। তাঁকে প্রতিষ্ঠিত কর প্রশংসিত স্থানে যার অঙ্গিকার তুমি তাঁকে দিয়েছো।) তার জন্য কিয়ামত দিবসে আমার শাফাআত আবশ্যক হয়ে যাবে।"
১২	সঠিকভাবে ওযু করা :	"যে ব্যক্তি ওযু করবে, ওযুকে সুন্দররূপে সম্পাদন করবে, তার পাপ সমূহ শরীর থেকে বের হয়ে যাবে; এমনকি নখের নীচ থেকেও।"
১৩	ওযুর পর দু'আ পাঠ :	যে ব্যক্তি ওযু করবে এবং পরিপূর্ণরূপে ওযুকে সম্পাদন করবে অতঃপর এই দু'আটি পাঠ করবে: أَشْهَدُ أَنْ لاإِلَهَ إِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداًعَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ উচ্চারণঃ আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদুহু লা-শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ্। অর্থঃ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল।) তার জন্য বেহেস্তের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।
১৪	ওযুর পর দু'রাকাত নামায পড়া :	"যে কেহ ওযু করবে এবং ওযুকে সুন্দরভাবে সম্পাদন করবে তারপর স্বীয় মুখমন্ডল ও হৃদয় দ্বারা আগ্রাহান্বিত হয়ে দু' রাকা'আত ছালাত আদায় করবে, তবে তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যাবে।"
১৫	বেশী বেশী মসজিদে যাওয়া :	"যে ব্যক্তি জামা'আত আদায় হয় এমন মসজিদে যাবে, তার প্রতি ধাপে একটি করে পাপ মিটিয়ে দেয়া হবে এবং একটি করে নেকী লেখা হবে। যাওয়া এবং ফিরে আসা উভয় অবস্থায় এরূপ লেখা হবে।"
১৬	জুমআর নামাযের জন্য প্রস্তুতি ও আগে-ভাগে মসজিদে যাওয়া :	"যে ব্যক্তি জুমআর দিনে গোসল করে ও করায় অতঃপর আগেভাগে মসজিদে গমণ করে, বাহনে আরোহণ না করে হেঁটে হেঁটে যায়, ইমামের নিকটবর্তী স্থানে বসে, মনোযোগ দিয়ে খুতবা শোনে, কোন বাজে কাজে লিপ্ত হয় না, তাকে প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে একবছর নফল রোযা পালন ও একবছর তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার ছওয়াব দেয়া হবে।" "কোন ব্যক্তি যদি জুমআর দিনে গোসল করে সাধ্যানুযায়ী পবিত্রতা অর্জন করে এবং তৈল ব্যবহার করে বা বাড়ীর আতর-সুগন্ধি ব্যবহার করে, তারপর মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়। মসজিদে গিয়ে দু'জন লোকের মাঝে ফাঁক না করে যে কোন স্থানে দাঁড়িয়ে যতদূর সম্ভব নামায আদায় করে, অতঃপর ইমামের খুতবার সময় নীরব থাকে, তবে তাকে ক্ষমা করা হবে ঐ জুমআ থেকে নিয়ে পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত।"
১৭	তাকবীরে তাহরিমার সাথে নামায পড়া :	"যে ব্যক্তি আলাহর জন্য ৪০ (চলিশ) দিন নামায জামাতের সাথে প্রথম তাকবীরসহ আদায় করবে, তার জন্য দু'টি মুক্তিনামা লিখা হবে। জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং মুনাফেকী থেকে মুক্তি।" (তিরমিযী)
১৮	ফরয নামায জামাতের সাথে আদায় করা :	"জামাতের সাথে নামায আদায় করলে একাকী নামায পড়ার চাইতে ২৭ (সাতাশ) গুণ সওয়াব বেশী পাওয়া যায়।"
১৯	এশা ও ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করা :	"যে ব্যক্তি এশার নামায জামাতের সাথে আদায় করবে, সে অর্ধেক রাত্রি নফল নামায পড়ার সওয়াব লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাতের সাথে আদায় করবে, সে সারা রাত্রি নফল নামায পড়ার সমান ছওয়াব লাভ করবে।"
২০	প্রথম কাতারে নামায পড়া :	"মানুষ যদি জানত আযান দেয়া এবং প্রথম কাতারে ছালাত আদায় করার মধ্যে কি আছে (কি পরিমাণ ছাওয়াব ও মর্যাদা আছে) তাহলে তা হাসিল করার জন্য যদি আপোষে লটারী করা ছাড়া কোন গত্যন্তর দেখতো না, তবে লটারী করতেই বাধ্য হত।"

২১	সুন্নাত নামায সর্বদা আদায় করা :	“যে ব্যক্তি দিনে-রাতে ১২(বার) রাকা‘আত নামায আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করা হবে। যোহরের পূর্বে চার রাকা‘আত এবং পরে দু'রাকা‘আত, মাগরিবের পরে দু'রাকা‘আত, এশার পর দু'রাকা‘আত এবং ফজরের পূর্বে দু'রাকা‘আত।
২২	বেশী বেশী নফল নামায পড়া এবং তা গোপনে পড়া	“তুমি বেশী বেশী আল্লাহর জন্য সিজদা করবে। কেননা যখনই আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি সিজদা করবে, তখনই আল্লাহ্ তা দ্বারা তোমার একটি মর্যাদা উন্নীত করবেন এবং একটি গুনাহ মোচন করবেন।” “মানুষ দেখে না এমন স্থানে নফল নামায আদায় করার ফযীলত, মানুষের চোখের সামনে আদায় করার চেয়ে পঁচিশ গুণ বেশী।”
২৩	ফজরের সুন্নাত এবং ফজরের নামায পড়া :	“ফজরের দু'রাকা‘আত (সুন্নাত) নামায দুনিয়া এবং উহার মধ্যস্থিত সকল বস্তু হতে উত্তম”। “যে ব্যক্তি ফজর নামায আদায় করবে সে আল্লাহর যিম্মাদারীর মধ্যে থাকবে।”
২৪	চাশতের নামায পড়া :	“তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন সকালে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়, তখন তার শরীরের প্রতিটি জোড়ের জন্য সাদকা দেয়া আবশ্যক। প্রত্যেকবার সুবাহানাল্লাহ্ বলা একটি সাদকা, আলহামদুলিল্লাহ্ বলা একটি সাদকা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা একটি সাদকা, আল্লাহু আকবার বলা একটি সাদকা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা একটি সাদকা। এসব গুলোর জন্য যথেষ্ট হলো দু'রাকা‘আত চাশ্‌তের নামায আদায় করা।” (মুসলিম)
২৫	নামাযের মুসল্লায় বসে আল্লাহর যিকির করা :	“তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি নামাযের মুসল্লায় বসে থেকে আল্লাহর যিকিরে মাশগুল থাকে, তবে যতক্ষণ তার ওযু নষ্ট না হবে ততক্ষণ ফেরেশতারা তার জন্য দু'আ করতে থাকবে: হে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা কর, হে আল্লাহ্ তাকে রহম কর।”
২৬	ফজর নামায জামাতের সাথে পড়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করা তারপর দু'রাকাত নামায পড়া :	“যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের নামায আদায় করার পর নিজ মুসল্লায় বসে থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকে। অতঃপর দু'রাকাত নামায আদায় করে, তাকে পরিপূর্ণ একটি হজ্জ ও পরিপূর্ণ একটি ওমরার সমান ছওয়াব দেয়া হবে।
২৭	রাতে জাগ্রত হয়ে নামায পড়া এবং স্ত্রীকেও জাগ্রত করা:	“কোন ব্যক্তি যদি রাত্রে জাগ্রত হয় এবং নিজের স্ত্রীকেও জাগ্রত করে, অতঃপর দু'জনে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে, তবে তাদেরকে অধিকহারে আল্লাহর যিকিরকারী ও যিকিরকারীনীদের অন্তর্ভূক্ত করা হবে।”
২৮	রাতে নফল নামাযের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যদি নিদ্রা পরাজিত করে :	“কোন ব্যক্তির যদি রাতে নামায পড়ার অভ্যাস থাকে, অত:পর নিদ্রা তাকে পরাজিত করে দেয় (ফলে উক্ত নামায আদায় করতে না পারে) তবে আল্লাহ্ তার জন্য সেই নামাযের প্রতিদান লিখে দেন। এবং তার নিদ্রা তার জন্য সাদকা স্বরূপ হয়ে যাবে।”
২৯	বাজারে প্রবেশ করে পাঠ করার দু'আঃ	لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল্ মুলকু ওয়ালাহুল্ হামদু, য়ুহ্ই ওয়া য়ুমীতু বিইয়াদিহিল্ খায়রু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর। যে ব্যক্তি এ দু'আ পাঠ করবে তার জন্য এক লক্ষ নেকী লিখা হবে, এক লক্ষ গুনাহ মাফ হবে এবং এক লক্ষ মর্যাদা উন্নীত করা হবে।”
৩০	ফরয নামাযান্তে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্ ৩৩ বার আল হামদুলিল্লাহ্ ৩৩ বার আল্লাহু আকবার ঃ	যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে পাঠ করবে ‘সুবহানাল্লাহ’ ৩৩ বার, ‘আলহামদুলিল্লাহ’ ৩৩ বার এবং ‘আল্লহু আকবার’ ৩৩ বার। আর একশত পূর্ণ করার জন্য এই দু'আটি বলবে: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। তার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে- যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশী পরিমাণ হয় না কেন। (সহীহ্ মুসলিম)
৩১	প্রত্যেক ফরয নামাযান্তে আয়াতাল কুরসী :	যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাযান্তে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করা হতে বাধা দানকারী একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। (নাসাঈ)
৩২	অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া	সকালে যদি কেউ কোন অসুস্থ মুসলিম ব্যক্তিকে দেখতে যায় তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকে। আবার যদি সন্ধ্যায় সে উক্ত কাজ করে তবে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকে। আর জান্নাতে তার জন্য নানা রকম ফল-মূল প্রস্তুত থাকবে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ছহীহুল জামে হা/১০৭০৬)
৩৩	বিপদগ্রস্ত লোক দেখে দু'আঃ	বিপদে আক্রান্ত কোন লোককে দেখে যদি এই দু'আ পাঠ করবেঃ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا (আল্ হামদু লিল্লাহিল্লাযী আফানী মিম্মা ইব্‌তালাকা বিহী, ওয়া ফায্‌যালানী আলা কাছীরিম্

		মিম্মান খালাকা তাফযীলা।) "প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে মুক্ত রেখেছেন সেই রোগ থেকে যা দ্বারা তিনি তোমাকে পরীক্ষা করছেন, এবং তাঁর সৃষ্টির অনেকের উপর আমাকে মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন।" তবে উক্ত বিপদ তাকে আক্রমণ করবে না। (তিরমিযী)
৩৪	বিপদে আক্রান্ত ব্যক্তিকে শোক জানানো:	"যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্থ মানুষকে সান্তনা দিবে, সে তার বিপদ পরিমাণ সওয়াব লাভ করবে।" "কোন মু'মিন যদি বিপদগ্রস্ত কোন ভাইকে সান্তনা দেয়, তবে আল্লাহ্ তাকে সম্মানের পোষাক পরিধান করাবেন।"
৩৫	জানাযা নামায পড়া এবং লাশের সাথে গোরস্থানে যাওয়া :	"যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হয় এবং জানাযা ছালাত আদায় করে তার জন্য এক ক্বিরাত ছওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি জানাযায় শরীক হয়ে দাফনেও শরীক হয় তার জন্য রয়েছে দু'ক্বিরাত ছওয়াব। প্রশ্ন করা হল, দু'ক্বীরাত কি? তিনি বললেন, বিশাল দু'টি পাহাড়ের মত।" (বুখারী ও মুসলিম) ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন: 'আমরা অনেক ক্বীরাত হাসিলের ব্যাপারে ত্রুটি করেছি।'
৩৬	আল্লাহর জন্য মসজিদ তৈরী করা :	"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পাখীর বাসার ন্যায় (ছোট আকারে) একটি মসজিদ তৈরী করবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন। (قطاة) শব্দটির অর্থ হলো- তীতির পাখী, কবুতরের ন্যায় মরুভূমির এক প্রকার পাখী।"
৩৭	অর্থ ব্যয়:	"প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন দানকারীর জন্য দু'আ করে বলেন, اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا "হে আল্লাহ্ দানকারীর মালে বিনিময় দান কর। (বিনিময় সম্পদ বৃদ্ধি কর)" আর দ্বিতীয়জন কৃপণের জন্য বদদু'আ করে বলেন, اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا "হে আল্লাহ্ কৃপণের মালে ধ্বংস দাও।"
৩৮	দান-সাদকা:	"এক দিরহাম দান এক লক্ষের চাইতে বেশী মর্যাদা সম্পন্ন হয়েছে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বলেলেন: জনৈক ব্যক্তির ছিলই মাত্র দু'টি দিরহাম। তন্মধ্যে একটি সাদকা করে দিয়েছে। আরেক ব্যক্তি বিশাল সম্পদের অধিকারী। সে উক্ত সম্পদের একাংশ থেকে এক লক্ষ দিরহাম নিয়ে দান করে দিল।" "কোন মুসলিম যদি ফলদার বৃক্ষ লাগায় অথবা ক্ষেত চাষ করে, অতঃপর তা থেকে পাখি বা মানুষ বা চতুস্পদ প্রাণী ভক্ষণ করে, তবে তা তার জন্য সাদকা স্বরূপ হবে।"
৩৯	লাভ ছাড়া কর্য প্রদান ঃ	"কোন মুসলমান যদি আরেক মুসলমানকে দু'বার কর্য প্রদান করে, তবে উক্ত সম্পদ একবার সাদকা করে দেয়ার সমান ছওয়াব লাভ করবে।"
৪০	অভাবী ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়া ঃ	"জনৈক ব্যক্তি মানুষকে ঋণ প্রদান করত। সে তার কর্মচারীকে বলত, ঋণ পরিশোধে অক্ষম কোন অভাবী পেলে তার ঋণ মওকুফ করে দিও। যাতে করে আল্লাহ্ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন। অতঃপর তার মৃত্যু হল এবং আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করল, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।"
৪১	আল্লাহর পথে একদিন রোযা রাখা :	"কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর পথে (জিহাদে) থেকে একদিন রোযা পালন করে, তবে সে দিনের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের রাস্তা বরাবর দূরে রাখবেন।"
৪২	প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা, আরাফাত ও আশুরার রোযা	" প্রত্যেক মাসে তিনটি নফল রোযা এবং এক রামাযান রোযা রেখে আরেক রামাযান রোযা রাখলে সারা বছর রোযা রাখার ছাওয়াব পাবে। আরাফাতের দিন রোযা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, বিগত এক বছর এবং আগামী এক বছরের পাপ মোচন করা হবে। আশুরা দিবসের রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, পূর্বে এক বছরের পাপ ক্ষমা করা হবে।" (মুসলিম হা/১১৬২)
৪৩	শাওয়ালের ছয়টি রোযা	"যে ব্যক্তি রামাযানের রোযা রেখে শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখবে সে সারা বছর রোযা রাখার প্রতিদান পাবে।" (মুসলিম হা/ ১১৬৪)
৪৪	ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত তারাবীর নামায পড়া ঃ	"কোন মানুষ যদি ইমামের সাথে তারাবীর নামায পড়ে এবং তিনি যখন নামায শেষ করেন তখন নামায শেষ করে, তবে সে পূর্ণ রাত নফল নামায পড়ার ছওয়াব পাবে।"
৪৫	মাকবূল হজ্জ ঃ	"যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে হজ্জ করবে, অত:পর স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হবে না এবং পাপাচারে লিপ্ত হবে না, সে এমন (নিষ্পাপ) অবস্থায় ফিরে আসবে যেমন তার মাতা তাকে ভুমিষ্ট করেছিল।" (মুসলিম)"মাক্ববুল হজ্জের বিনিময় জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু নয়।"
৪৬	রামাযান মাসে ওমরা করা ঃ	"রামাযান মাসে একটি উমরাতে একটি হজ্জের পূণ্য রয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম) অন্য বর্ণনায় রয়েছে حجة معي অর্থাৎ আমার সাথে একটি হজ্জ পালনের ছাওয়াব রয়েছে।" "যে ব্যক্তি কা'বা ঘরে সাত চক্কর তাওয়াফ করে দু'রাকাত নামায পড়বে, সে একটি কৃতদাস মুক্ত করার ছওয়াব পাবে।"

৪৭	জিলহজ্জের প্রথম দশকে নেক আমলঃ	"যিলহজ্জের প্রথম দশকের চাইতে উত্তম কোন দিন নেই, যেদিন গুলোর সৎ আমল আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়।" সাহাবাকেরাম জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয় হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। অবশ্য সেই মুজাহিদ ব্যক্তির কথা ভিন্ন যে স্বীয় জান-মাল নিয়ে জিহাদে বেরিয়ে পড়ে অত:পর উহার কিছুই নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে না।" (বুখারী)
৪৮	কুরবানীঃ	রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! এই কুরবানী কি? জবাবে বলেন, এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম عليه السلام এর সুন্নাত। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ এতে কি আমাদের কোন ফায়েদা আছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক লোমের বিনিময়ে নেকী রয়েছে। (যঈফ, বরং শায়খ আলবানী হাদীছটিকে মাওযু বলেছেন)
৪৯	আলেম ব্যক্তির ছওয়াব ও তার ফযীলত ঃ	"আলেম ব্যক্তির মর্যাদা আবেদের উপর ঠিক তেমন, যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর।"নিশ্চয় আল্লাহ্, ফেরেস্তাকুল, আসমান সমূহ ও যমীনের অধিবাসীগণ এমনকি পিপিলিকা তার গর্ত থেকে এবং পানির মাছও মানুষকে কল্যাণের শিক্ষাদানকারীর জন্য দু'আ করতে থাকে।"
৫০	শহীদ হওয়ার জন্য সত্যিকারভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা ঃ	"যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে শহীদ হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। আল্লাহ্ তাকে শহীদের মর্যাদায় উন্নীত করবেন, যদিও সে নিজ বিছানায় মৃত্যু বরণ করে।"
৫১	আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা এবং তাঁর পথে পাহারার কাজ করা ঃ	"দু'টি চোখকে আগুন স্পর্শ করবে না। যে চোখ আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে এবং যে চোখ আল্লাহর পথে (জিহাদে) সীমান্ত পাহারায় নিয়োজিত থাকে।"
৫২	আল্লার উপর ভরসা করা এবং লোহা পুড়িয়ে চিকিৎসা, ঝাড়-ফুঁক ও পাখি উড়ানো পরিহার করা ঃ	"স্বপ্নে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট সকল জাতিকে পেশ করা হয়েছে। তিনি দেখেছেন তার উম্মতের মধ্যে সত্তর হাজার লোক কোন হিসাব ও শাস্তি ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করেছে। আর তারা হচ্ছে: যারা লোহা পুড়িয়ে দাগ লাগিয়ে চিকিৎসা করে না, ঝাড়-ফুঁক করে না এবং পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করে না। তারা সর্বদা পালনকর্তার উপর ভরসা করে।"
৫৩	করো যদি শিশু সন্তান মৃত্যু বরণ করে ঃ	"কোন মুসলমানের যদি তিন জন সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে মৃত্যু বরণ করে (আর সে সবর করে) তবে আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"
৫৪	দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হওয়া এবং তাতে ছবর করা ঃ	আল্লাহ্ বলেন, আমি যদি কোন বান্দার দু'টি প্রিয়তম বস্তু কেড়ে নেই আর সে সবর করে, তবে বিনিময়ে তাকে আমি জান্নাত দান করব। (দু'টি প্রিয়তম বস্তু বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে দু'টি চোখ।)
৫৫	আল্লাহর ভয়ে কোন কিছু পরিত্যাগ করা ঃ	"তুমি যদি আল্লাহর ভয়ে কোন কিছু পরিত্যাগ কর, তবে তার চাইতে উত্তম বস্তু আল্লাহ্ তোমাকে দান করবেন।"
৫৬	জিহবা ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করা ঃ	"যে ব্যক্তি নিজের দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (জিহবার) এবং দু'পায়ের মধ্যবর্তী বস্তু (যৌনাঙ্গের) যিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হব।"
৫৭	গৃহে প্রবেশ ও পানাহারের সময় বিসমিল্লাহ্ বলাঃ	"কোন মানুষ নিজ গৃহে প্রবেশ করার সময় এবং পানাহারের পূর্বে যদি বিসমিল্লাহ্ বলে, তবে শয়তান তার সঙ্গীদের বলে: এগৃহে তোমাদের থাকার জায়গা নেই এবং খানাও নেই। কিন্তু গৃহে প্রবেশের সময় যদি আল্লাহর নাম না নেয়, তবে শয়তান বলে: তোমাদের থাকার জায়গার ব্যবস্থা হল। আর পানাহারের সময় যদি আল্লাহর নাম না নেয়, তবে শয়তান বলে: তোমাদের থাকার জায়গা এবং খাবারের ব্যবস্থা হয়ে গেল।"
৫৮	পানাহার শেষে এবং নতুন পোষাক পরলে আল্লাহর প্রশংসা করা ঃ	"কোন ব্যক্তি খাদ্য খেলে এই দু'আ পাঠ করবে: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِى هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلا قُوَّةٍ উচ্চারণঃ আল হামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্ব'আমানী হাযা ওয়া রাযাক্বানীহে মিন গাইরে হাওলীন্ মিন্নী ওয়া লা-কুওয়্যাতিন্।"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে ইহা খাইয়েছেন এবং রিযিক হিসেবে প্রদান করেছেন, যাতে আমার কোন শক্তি ও সামর্থ কিছুই ছিল না।" তবে তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করা হবে। নতুন পোষাক পরিধান করে পাঠ করবে: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِىْ هَذَا... উচ্চারণঃ আল হামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী হাযা... "সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এই পোষাক দান করেছেন..।
৫৯	কর্ম ক্লান্তি দূর করার	ফাতেমা (রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে একজন খাদেম চাইলে তিনি তাঁকে

	দু'আ ঃ	এবং আলী (রাঃ)কে বলেন, "তোমরা আমার কাছে যা চেয়েছো তার চাইতে উত্তম কোন কিছু কি আমি তোমাদেরকে শিখিয়ে দিব না? তোমরা যখন শয্যা গ্রহণ করবে তখন ৩৪বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্ ও ৩৩বার আল হামদুলিল্লাহ্ পাঠ করবে। এই তাসবীহগুলো খাদেমের চাইতে উত্তম।"
৬০	সহবাসের পূর্বে দু'আ পাঠ ঃ	"তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রী সহবাসের সময় এই দু'আ পাঠ করে : بِسْمِ اللهِ اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا **উচ্চারণঃ** বিসমিল্লাহ্, আল্লাহুম্মা জান্নেবনাশ্ শায়তানা ওয়া জান্নেবিশ্ শায়তানা মা রাযাকতানা। **অর্থঃ** 'শুরু করছি আল্লাহর নামে, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ।' তবে তাদের জন্য যদি কোন সন্তান নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাহলে শয়তান কখনই তার ক্ষতি করতে পারবে না।"
৬১	স্ত্রীর নিজ স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখা ঃ	"কোন মুসলিম রমণী যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রামাযানের ছিয়াম পালন করে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তবে তাকে বলা হবে, জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা তুমি ভিতরে প্রবেশ কর।" "যে নারী এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে যে, স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"
৬২	পিতামাতার সাথে সদাচরণ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ঃ	"পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।" "যে ব্যক্তি চায় যে তার রিযিক বাড়িয়ে দেয়া হোক এবং মৃত্যুর পর দীর্ঘ দিন মানুষ তার কথা স্মরণ করুক, তবে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে।"
৬৩	ইয়াতীমের দায়িত্বভার নেয়া ঃ	"ইয়াতীমের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণকারী এবং আমি এইভাবে পাশাপাশি জান্নাতে অবস্থান করব।" একথা বলে তিনি স্বীয় তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয়কে পাশাপাশি করে দেখালেন। (মুসলিম)
৬৪	সচ্চরিত্র ঃ	"মু'মিন ব্যক্তি সচ্চরিত্রের মাধ্যমে নফল সিয়াম পালনকারী ও নফল নামায আদায়কারীর সমপরিমাণ ছওয়াব লাভ করবে।" "যে ব্যক্তি নিজের চরিত্রকে সুন্দর করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে একটি ঘরের যিম্মাদার হব।"
৬৫	সৃষ্টিকুলের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করা ঃ	"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাঁর বন্দাদের মধ্যে দয়াশীলদের উপর দয়া করেন। যমিনে যারা আছে তোমরা তাদের প্রতি দয়া কর। যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"
৬৬	মুসলমানদের জন্য কল্যাণ কামনা ঃ	"তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঈমানদার হতে পারবে না, যে পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যের জন্য পছন্দ না করবে।"
৬৭	লজ্জা ঃ	"লজ্জাশীলতার মাধ্যমে কল্যাণ ছাড়া অন্য কিছু আসে না।" "লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ।" "চারটি জিনিস নবী-রাসূলদের সুন্নাতের অন্তর্গত: লজ্জাশীলতা, আতর-সুগন্ধি ব্যবহার, মেসওয়াক ও বিবাহ।"
৬৮	প্রথমে সালাম দেয়া ঃ	জনৈক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে এসে বলল: আস্ সালামু আলাইকুম। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: দশ নেকী। তারপর আরেকজন লোক এসে বলল: আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: বিশ নেকী। তৃতীয় আরেক ব্যক্তি এসে বলল: আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারকাতুহু। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তিরিশ নেকী।"
৬৯	সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করা ঃ	"দু'জন মুসলমান যদি পরস্পর সাক্ষাত করে মুসাফাহা করে, তবে উভয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে তাদেরকে ক্ষমা করা হয়।"
৭০	মুসলিমের ইজ্জত বাঁচানো ঃ	"যে ব্যক্তি মুসলিম ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।"
৭১	নেক লোকদের ভালবাসা ও তাদের সংস্পর্শে থাকা ঃ	"তুমি যাকে ভালবাস (কিয়ামত দিবসে) তার সাথেই অবস্থান করবে।" (আনাস (রাঃ) বলেন, এ হাদীছ শুনে সাহাবীগণ যত খুশি হয়েছে অন্য কিছুতে এত খুশী হয়নি।)
৭২	আল্লাহর সম্মানের খাতিরে পরস্পরকে ভালবাসা ঃ	"আল্লাহ্ বলেন, আমার সম্মানের খাতিরে যারা পরস্পরকে ভালবাসে তাদের জন্য নূরের মিম্বার থাকবে। তা দেখে নবী ও শহীদগণ হিংসা করবে।" (এখানে হিংসা অর্থ: তাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তাঁরাও অনুরূপ নিজেদের জন্য কামনা করবেন।)

৭৩	মুসলিম ভাইয়ের জন্য দু'আ করা ঃ	"যে ব্যক্তি মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করবে, তার সঙ্গে নিয়োজিত ফেরেশতা বলবেঃ আমীন এবং তোমার জন্যও অনুরূপ।"
৭৪	মু'মিন নারী-পুরুষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ঃ	"যে ব্যক্তি মু'মিন পুরুষ ও নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তার জন্য প্রত্যেক মু'মিন পুরুষ ও প্রত্যেক নারীর সংখ্যা পরিমাণ ছওয়াব লিখে দিবেন।"
৭৫	রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা ঃ	"আমি দেখেছি একজন মানুষ জান্নাতে ঘুরাফেরা করছে একটি গাছকে রাস্তা থেকে অপসারণ করার কারণে। গাছটি রাস্তায় পড়ে ছিল এবং তাতে মানুষের কষ্ট হচ্ছিল।"
৭৬	ঝগড়া ও মিথ্যা পরিহার করা ঃ	"আমি এমন লোকের জন্য জান্নাতের পার্শ্বদেশে একটি ঘরের যিম্মাদার যে হকদার হওয়া সত্যেও ঝগড়া পরিহার করে। আর জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি ঘরের যিম্মাদার এমন লোকের জন্য যে ঠাট্টা করে হলেও মিথ্যা বলা পরিহার করে।"
৭৭	ক্রোধ সংবরণ করা	যে ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হওয়া সত্বেও স্বীয় ক্রোধ সংবরণ করে আল্লাহ তাকে কিয়ামত দিবসে সমস্ত সৃষ্টির সামনে হাযির করবেন। অতঃপর হুরে-ঈন থেকে যাকে ইচ্ছা তাকেই গ্রহণ করার জন্য তাকে স্বাধীনতা দিবেন।
৭৮	ভাল বা মন্দের সাক্ষ্য দেয়া ঃ	"তোমরা যাকে ভাল বলে প্রশংসা করবে তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যাবে। আর যাকে মন্দ বলে নিন্দা করবে তার জন্য জাহান্নাম আবশ্যক হয়ে যাবে। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।
৭৯	মুসলমানের বিপদ দূর করা, অভাব দূর করা, দোষ-ত্রুটি গোপন করা এবং সাহায্য করা ঃ	"যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়ার একটি বিপদ দূর করবে, আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে তার একটি বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি অভাবীর বিষয়কে সহজ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার সকল বিষয়কে সহজ করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ মুসলিম ভাইকে সাহায্য করবে, আল্লাহ্ও তাকে সাহায্য করবেন।"
৮০	আখেরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়া ঃ	"যে ব্যক্তির চিন্তা-ফিকির আখেরাত মুখী হবে আল্লাহ্ তার অন্তরে সন্তুষ্টি দান করবেন, তার প্রত্যেকটি বিষয়কে একত্রিত করে দিবেন। আর দুনিয়া লাঞ্ছিত-অপমানিত অবস্থায় তার কাছে উপস্থিত হবে।"
৮১	শাসকের ন্যায় বিচার, সৎ যুবক, মসজিদের সাথে সম্পর্ক ও আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা..	"কিয়ামত দিবসে সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা (আরশের) নীচে ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়নিষ্ঠ শাসক (২) যে যুবক তার যৌবনকালকে আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়েছে। (৩) যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে। (৪) দু'জন মানুষ তারা পরস্পরকে ভালবাসে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আল্লাহর জন্য একত্রিত হয় এবং তাঁর জন্যই আলাদা হয়। (৫) যে লোককে উচ্চ বংশের সুন্দরী কোন নারী (ব্যভিচারের) পথে আহবান করে, তখন সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি। (৬) যে লোক এমন গোপনে দান করে যে, তার ডান হাত কি দান করল বাম হাত জানল না। (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং (তাঁর ভয়ে) ক্রন্দন করে।"
৮২	ক্ষমা প্রার্থনাঃ	"যে ব্যক্তি সর্বদা ইস্তেগফার পাঠ করবে, আল্লাহ্ সকল সংকীর্ণতা থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবেন, সকল দুশ্চিন্তা দূর করে দিবেন এবং কল্পনাতীতভাবে রিযিক প্রদান করবেন।"

কতিপয় নিষিদ্ধ বিষয়ের বিবরণঃ

নং	নিষিদ্ধ বিষয় সমূহঃ	নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,
১	লোক দেখানোর জন্য সৎআমল করাঃ	"আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি শির্ককারীদের শির্ক থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন আমল করে আমার সাথে অন্যকে অংশী করবে আমি তাকে এবং তার শির্কী আমলকে পরিত্যাগ করব।"
২	প্রকাশ্যে সৎ লোক কিন্তু গোপনে অসৎ	"আমি কিছু লোক সম্পর্কে জানি কিয়ামত দিবসে তারা তেহামা নামক অঞ্চলের শুভ্র পাহাড় সমপরিমাণ নেক আমল নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু আল্লাহ্ তা ধুলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দিবন।" ছওবান (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে তাদের পরিচয় দিন, যাতে আমরা তাদের অনুরূপ না হয়; অথচ আমরা জানতেই পারব না। তিনি বললেন, "ওরা তোমাদেরই ভাই তোমাদেরই সমগোত্রীয় তোমরা যেমন রাতে ইবাদত কর তারাও সেরূপ করে, কিন্তু নির্জনে সুযোগ পেলেই আল্লাহর হারামকৃত কাজে লিপ্ত হয়।"
৩	অহংকার	"যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" অহংকার হচ্ছে: সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করা।
৪	কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করা	"যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ কাপড় বা লুঙ্গি বা প্যান্ট ইত্যাদি টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরিধান করবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।"
৫	হিংসা করাঃ	"সাবধান তোমরা হিংসা করবে না। কেননা হিংসা পূণ্য ধ্বংস করে ফেলে, যেমন আগুন কাঠ বা ঘাস জ্বালিয়ে ফেলে।"
৬	সুদঃ	"রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুদ গ্রহীতা ও সুদ দাতাকে লা'নত করেছেন।" "জেনে-শুনে এক দিরহাম পরিমাণ সুদ গ্রহণ করার অপরাধ ছত্রিশ জন নারীর সাথে ব্যভিচার করার চাইতে কঠিন।"
৭	মদ্যপানঃ	"যে ব্যক্তি বারবার মদ পান করে, যে যাদুর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" "যে ব্যক্তি মদ্যপান করবে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবূল করা হবে না।"
৮	মিথ্যাঃ	"দূর্ভোগ সেই লোকের জন্য যে মানুষকে হাসানোর জন্য কথা বলে এবং মিথ্যা বলে। দূর্ভোগ তার জন্য দূর্ভোগ তার জন্য।"
৯	গুপ্তচরবৃত্তিঃ	"যে ব্যক্তি গোপনে মানুষের কথা আড়ি পেতে শুনে অথচ তারা সেটা পছন্দ করে না অথবা তা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, তাহলে কিয়ামত দিবসে শিশা গলিয়ে গরম করে তার কানে ঢালা হবে।"
১০	চিত্রাঙ্কন	"নিশ্চয় চিত্রাঙ্কনকারীদেরকে কিয়ামত দিবসে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া হয়ে।" "যে গৃহে ছবি থাকে এবং কুকুর থাকে সে গৃহে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না।"
১১	চুগোলখোরী	"চুগোলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (চুগোলখোরী হচ্ছেঃ মানুষের মাঝে ঝগড়া বাধানোর জন্য একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগানো।)
১২	গীবতঃ	"তোমরা কি জান গীবত কি? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন: তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কথা (তার অসাক্ষাতে) উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে। তাঁকে প্রশ্ন করা হল: আমি তার সম্পর্কে যা বলি সে যদি ঐরূপই হয়? তিনি বললেন: তার মধ্যে ঐ দোষ থাকলে তুমি তার গীবত করলে। আর তা না থাকলে তুমি তাকে অপবাদ দিলে।"
১৩	লা'নত বা অভিশাপঃ	"কোন মু'মিনকে লা'নত করা তাকে হত্যা করার সমতুল্য পাপ।" "ঝড়-বাতাসকে গালি দিও না। লা'নত পাওয়ার উপযুক্ত না হওয়ার পরও যদি কাউকে লা'নত দেয়, তবে তা তার উপরেই বর্তাবে।"
১৪	স্বামী-স্ত্রীর গোপন বিষয় ফাঁস করাঃ	ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক নিকৃষ্ট হচ্ছে সেই লোক, যে নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয় অতঃপর তাদের গোপন কর্মের বিবরণ মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেয়।" মুসলিম
১৫	অশ্লীলতাঃ	"কিয়ামত দিবসে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ সে লোক, যার অশ্লীলতা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তার থেকে দূরে থাকতো।" "আদম সন্তানের অধিকাংশ গুনাহ যবানের কারণে হয়।"
১৬	কোন মুসলমানকে কুফরীর অপবাদ দেয়াঃ	"কোন মানুষ যদি মুসলিম ভাইকে বলে: হে কাফের! তবে কথাটি দু'জনের যে কোন একজনের কাছে ফেরত আসবে। সে যদি ঐরূপ না হয়, তবে তার কাছে ফিরে আসবে।" (অর্থাৎ সে-ই কাফের হয়ে যাবে)
১৭	নিজের পিতাকে ছেড়ে অন্যকে পিতা ডাকাঃ	"যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজ পিতাকে ছেড়ে অন্যকে পিতা বলে দাবী করবে, তার জন্য জান্নাত হারাম।" "যে নিজ পিতা থেকে বিমুখ হবে, সে কুফরী করবে।"

১৮	কোন মুসলমানকে ভয় দেখানোঃ	"কোন মুসলমানকে (অহেতুক) ভয় দেখানো কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয়।" "যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভাইকে লোহার অস্ত্র দিয়ে ভয় দেখাবে, ফেরেশতারা তাকে লা'নত করবে যতক্ষণ সে তা পরিত্যাগ না করে।"
১৯	ইসলামী দেশে আশ্রয়প্রাপ্ত কাফেরকে হত্যা করাঃ	"যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোন কাফেরকে বিনা অধিকারে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না। আর জান্নাতের সুঘ্রাণ একশত বছরের রাস্তার দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।"
২০	আল্লাহর বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণঃ	"আল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম।"
২১	মুনাফেক ও ফাসেক লোককে নেতৃত্ব দান করাঃ	"কোন মুনাফেককে নেতা বলবে না। সে যদি নেতা হয়ে যায় তবে তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে নাখোশ করে দিলে।"
২২	অধীনস্থদেরকে ধোকা দেয়াঃ	"কোন বান্দাকে যদি আল্লাহ্ শাসন ক্ষমতা দান করেন আর সে এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে যে অধীনস্থ প্রজা বা নাগরিকদের ধোকা দিয়েছে, তবে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দিবেন।"
২৩	বিনা এলেমে ফতোয়া দেয়াঃ	"যে ব্যক্তি বিনা এলেমে ফতোয়া দিবে, তার গুনাহ ফতোয়া দানকারীর উপর বর্তাবে।"
২৪	অলসতা করে জুমআ বা আসর নামায পরিত্যাগ করাঃ	"(বিনা ওযরে) যে ব্যক্তি অলসতা বশতঃ পরপর তিন জুমআ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ্ তার অন্তরে মোহর মেরে দিবেন।" "যে ব্যক্তি আসর নামায পরিত্যাগ করবে তার যাবতীয় আমল ধ্বংস হয়ে যাবে।"
২৫	নামাযে অবহেলা করাঃ	"তাদের মাঝে এবং আমাদের মাঝে চুক্তি হচ্ছে নামাযের, যে ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করবে, সে কাফের হয়ে যাবে।" "মুসলমান ও মুশরিকের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে নামায পরিত্যাগ করা।"
২৬	মুসল্লীর সামনে দিয়ে হাঁটাঃ	"মানুষ যদি জানতো যে মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলে কতটুকু গুনাহ হবে, তবে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে চল্লিশ বছর দাঁড়িয়ে থাকা তার জন্য উত্তম মনে করতো।"
২৭	মুসল্লীদের কষ্ট দেয়াঃ	"যে ব্যক্তি পিঁয়াজ-রসূন (অনুরূপ দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু) খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। কেননা যাতে মানুষ কষ্ট পায়, তাতে ফেরেশতারাও কষ্ট পায়।"
২৮	মানুষের যমিন দাবিয়ে নেয়াঃ	"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে মানুষের অর্ধহাত পরিমাণ যমিন দাবিয়ে নিবে, আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে সেখান থেকে সাত তবক পরিমাণ যমিন তার গলায় বেড়ী আকারে পরিয়ে দিবেন।"
২৯	আল্লাহকে নাখোশকারী কথা বলাঃ	"নিশ্চয় বান্দা বেপরওয়া হয়ে বেখেয়ালে এমন কথা উচ্চারণ করে ফলে আল্লাহ তাতে অসন্তুষ্ট হয়ে যান, তখন তাকে জাহান্নামের এমন গভীরে নিক্ষেপ করেন যার দূরত্ব সত্তর বছরের রাস্তা বরাবর।"
৩০	আল্লাহর যিকির ব্যতীত অতিরিক্ত কথা বলাঃ	"আল্লাহর যিকির ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে বেশী কথা বলো না। কেননা আল্লাহর যিকির ছাড়া অতিরিক্ত কথা বললে অন্তর কঠোর হয়ে যাবে।" (হাদীছটি যঈফ)
৩১	কথাবার্তায় অহংকারীর পরিচয় দেয়াঃ	"কিয়ামত দিবসে তোমাদের মধ্যে সেই লোক আমার নিকট সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত ও আমার থেকে দূরে যারা অতিরিক্ত কথা বলে, গর্ব প্রকাশ করার জন্য বাকপটুতা দেখায় এবং মানুষকে ঠাট্টা করে মুখ বক্র করে কথা বলে।"
৩২	আল্লাহর যিকির থেকে উদাসীন থাকা	"লোকেরা কোন বৈঠকে বসে যদি আল্লাহকে স্মরণকারী কোন কথা না বলে এবং নবী (সাঃ)এর উপর দরূদ পাঠ না করে, তবে কিয়ামত দিবসে উক্ত বৈঠক তাদের জন্যে আফসোসের কারণ হবে। আল্লাহ্ চাইলে তাদেরকে শাস্তি দিবেন চাইলে ক্ষমা করে দিবেন।"
৩৩	মুসলমানের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করাঃ	"মুসলিম ভাইয়ের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করো না, হতে পারে আল্লাহ্ তাকে দয়া করবেন আর তোমাকে বিপদে ফেলে পরীক্ষা করবেন।" (তিরমিযী, হাদীছটি যঈফ)
৩৪	মুসলমান ভাইয়ের সাথে কথা না বলাঃ	"কোন মুমিনের জন্য জায়েয নয় মুসলমান ভায়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন (কথা বলা বন্ধ) রাখা। তিন দিনের অধিক কথা বলা পরিত্যাগ করে মৃত্যু বরণ করলে সে জাহান্নামে যাবে।"
৩৫	প্রকাশ্যে পাপ কাজ করাঃ	"আমার উম্মতের মধ্যে সকলেই ক্ষমা পাবে, কিন্তু যারা প্রকাশ্যে পাপ কর্ম করে তারা নয়।"

৩৬	দুশ্চরিত্রঃ	"অসৎ চরিত্র নেক আমলকে বিনষ্ট করে দেয়, যেমন সেরকা মধুকে নষ্ট করে দেয়।"
৩৭	দান করার পর ফেরত নেয়াঃ	"হেবা বা দান করার পর তা ফেরত নেয়া হচ্ছে সেই কুকুরের মত যে বমি করার পর আবার তা খেয়ে ফেলে।" "দান করার পর তা ফেরত নেয়া কোন মানুষের জন্য জায়েয নেই।"
৩৮	প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়াঃ	"প্রতিবেশী একজন নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে অন্য দশজন নারীর সাথে ব্যভিচার করার পাপ কম। প্রতিবেশীর বাড়িতে চুরি করার চেয়ে অন্য দশ বাড়িতে চুরি করার অপরাধ কম।"
৩৯	হারাম জিনিস দেখাঃ	"বনী আদমের জন্য ব্যভিচারের একটি অংশ লিখে দেয়া হয়েছে, অবশ্যই সে তাতে লিপ্ত হবে। দু'চোখের ব্যভিচার হচ্ছে (হারাম জিনিসের প্রতি) দৃষ্টিপাত করা, দু'কানের ব্যভিচার হচ্ছে (অন্যায় কথা) শ্রবণ করা, জিহ্বার ব্যভিচার হচ্ছে সে সম্পর্কে কথা বলা, হাতের ব্যভিচার হচ্ছে (গায়র মাহরামের শরীরে) স্পর্শ করা, পায়ের ব্যভিচার হচ্ছে (সে পথে) চলা, অন্তর (উক্ত হারাম কাজকে) কামনা করে ও আশা করে এবং (সবশেষে) যৌনাঙ্গ তা সত্যায়ন করে বা প্রত্যাখ্যান করে তাকে মিথ্যায় পরিণত করে।"
৪০	গায়র মাহরাম নারীকে স্পর্শ করাঃ	"গায়র মাহরাম কোন নারীকে স্পর্শ করার চেয়ে পুরুষের জন্যে উত্তম হচ্ছে লোহার সূচ দ্বারা তার মাথায় ছিদ্র করা।" "আমি কোন নারীর সাথে মুসাফাহা করি না।"
৪১	শেগার বিবাহ করাঃ	"নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শেগার বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।" শেগার বিবাহ বলা হয়: একজনের মেয়েকে এই শর্তে বিবাহ করা যে, সেও তার মেয়েকে তার সাথে বিবাহ দিবে। তাদের মধ্যে কোন মোহর থাকবে না।
৪২	নিয়াহা (বিলাপ) করাঃ	"যে ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে ক্রন্দন করা হয়েছে, তাকে একারণে কিয়ামত দিবসে শাস্তি দেয়া হবে।" "মৃত্যু ব্যক্তিকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে তার জন্য জীবিতের বিলাপ করে ক্রন্দন করার কারণে।"
৪৩	আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করাঃ	"যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করে সে কুফরী করে বা শির্ক করে।" "কেউ যদি শপথ করতে চায় তবে হয় আল্লাহর নামে শপথ করবে নতুবা নীরব থাকবে।" "যে ব্যক্তি আমানতের নামে শপথ করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়।"
৪৪	মিথ্যা কসম করাঃ	"যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎ করবে, সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে যে তিনি তার উপর রাগম্বিত হবেন।"
৪৫	বিক্রয়ের সময় শপথ করাঃ	"বেচা-কেনার সময় তোমরা বেশী বেশী শপথ করা থেকে সাবধান। কেননা এতে পণ্য বিক্রয় হবে বেশী কিন্তু তার বরকত মিটে যাবে।" "শপথের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় হবে বেশী কিন্তু তা বরকতকে মিটিয়ে দিবে।"
৪৬	কাফেরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করাঃ	"যারা ভিন্ন জাতির সাদৃশ্যাবলম্বন করবে তারা সে জাতিরই অন্তর্ভূক্ত হবে।" "যে ব্যক্তি আমাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য জাতির সাদৃশ্যাবলম্বন করবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়।"
৪৭	কবরের উপর ঘর তৈরী করাঃ	রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন কবরকে চুনকাম করতে, তার উপর বসতে এবং তার উপর ঘর উঠাতে।
৪৮	বিশ্বাসঘাতকতা ও খিয়ানত করাঃ	"কিয়ামত দিবসে যখন আল্লাহ্ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন, তখন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে পতাকা উড়ানো হবে। বলা হবে এটা অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা।"
৪৯	কবরের উপর বসাঃ	"তোমাদের কারো জন্য কোন কবরের উপর বসার চাইতে আগুনের কয়লার উপর বসে কাপড় পুড়িয়ে চামড়া জ্বালিয়ে দেয়া উত্তম।"
৫০	যে লোক পছন্দ করে যে কোথাও প্রবেশ করলে লোকেরা তার সম্মানে উঠে দাঁড়াক	"যে ব্যক্তি ভালবাসবে যে, লোকেরা তাকে সম্মান দেখানোর জন্য দন্ডায়মান হোক, তবে সে তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নিবে।"
৫১	বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষা বৃত্তি করাঃ	"যে বান্দা ভিক্ষা বৃত্তির দরজা খুলবে, আল্লাহ্ তার জন্য অভাবের দরজাকে উন্মুক্ত করে দিবেন।" "যে ব্যক্তি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মানুষের কাছে হাত পাতে, সে তো জ্বলন্ত আঙ্গার চায়। অতএব সে উহা কম চায় বা বেশী চায়।"
৫২	বেচা-কেনায় ধোকাবাজী করাঃ	"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন শহরের মানুষ যেন গ্রামের লোকের কাছে বিক্রয় না করে। অন্যকে ধোকা দেয়ার জন্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি না করে। কোন ভাইয়ের বিক্রয়ের উপর যেন আরেকজন বিক্রয় না করে।"

৫৩	মসজিদে এসে হারানো বস্তু খোঁজাঃ	“কাউকে যদি হারানো বস্তু মসজিদে এসে খুঁজতে দেখ বা সে সম্পর্কে ঘোষণা করতে দেখ। তবে বলবে: আল্লাহ্ করে বস্তুটি তুমি খুজে না পাও। কেননা মসজিদ এ উদ্দেশ্যে বানানো হয়নি।”
৫৪	শয়তানকে গালি দেয়া	“তোমরা শয়তানকে গালি দিও না, তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা কর।” “জনৈক ছাহাবী বলেন: আমি একদা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর সাথে তাঁর আরোহীর পিছনে বসা ছিলাম। এমন সময় আরোহীটি পা ফসকে পড়ে গেল। তখন আমি বললাম, শয়তান ধ্বংস হোক। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বললেন: “শয়তান ধ্বংস হোক এরূপ বলো না, কেননা এতে সে নিজেকে খুব বড় মনে করে এমনকি ঘরের মত হয়ে যায় এবং বলে আমার নিজ শক্তি দ্বারা একাজ করেছি; বরং এরূপ মূহুর্তে বলবে ‘বিসমিল্লাহ্’। এতে সে অতি ক্ষুদ্র হয়ে যায় এমনকি মাছি সদৃশ্য হয়ে যায়।”
৫৫	জ্বরকে গালি দেয়া	“জ্বরকে গালি দিও না, কেননা জ্বর আদম সন্তানের গুনাহ দূর করে দেয়, যেমন কামারের হাপর লোহার মরিচা দূর করে দেয়।
৫৬	বিভ্রান্তির পথে মানুষকে আহবান করাঃ	“যে ব্যক্তি মানুষকে বিভ্রান্তির পথে আহবান করবে, তার অনুসরণকারীদের বরাবর গুনাহ তার উপর বর্তাবে। এতে তাদের গুনাহ কোন অংশে কম হবে না।”
৫৭	পানি পানের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞাঃ	“রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পান পাত্রের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন।” “নবী (সাঃ) দাঁড়িয়ে পানি পান করতে বাধা দিয়েছেন।” “তিনি পান পাত্রে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।”
৫৮	স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানি পান করাঃ	“তোমরা স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পান করবে না। রেশমের পোষাক পরিধান করবে না। কেননা এগুলোর ব্যবহার তাদের (কাফেরদের) জন্য দুনিয়াতে এবং তোমাদের জন্য পরকালে।”
৫৯	বাম হাতে পানাহার করাঃ	“তোমাদের মধ্যে কোন মানুষ যেন বাম হাতে পানাহার না করে। কেননা শয়তান বাম হাতে পানাহার করে।”
৬০	আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাঃ	“আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”
৬১	নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উপর দরূদ পাঠ না করাঃ	“সেই লোকের নাক ধুলালুণ্ঠিত হোক, যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হল কিন্তু সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না।” “প্রকৃত কৃপণ সেই লোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ হল কিন্তু সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না।”
৬২	কুকুর পোষাঃ	“যে ব্যক্তি শিকার ও চাষাবাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে কুকুর পোষে তার আমল থেকে প্রতিদিন দু’কিরাত পরিমাণ ছওয়াব কমতে থাকে।”
৬৩	চতুস্পদ জন্তুকে কষ্ট দেয়াঃ	“জনৈক নারীকে একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছে। সে বিড়ালটিকে বন্দী করে রেখেছিল। ফলে তা মারা যায়। সে কারণে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়।” “রূহ বা আত্মা আছে এমন প্রাণীকে লক্ষ্য বস্তু বানিয়ে তাকে কষ্ট দিও না।”
৬৪	গৃহপালিত পশুর গলায় ঘন্টা বাঁধাঃ	“সেই লোকদের সাথে রহমতের ফেরেশতা থাকে না, যাদের কাছে কুকুর ও ঘন্টা আছে।” “ঘন্টা হচ্ছে শয়তানের বাঁশি।”
৬৫	পাপীকে যদি নে’য়ামত দেয়া হয়ঃ	“যদি দেখো যে গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকার পরও আল্লাহ্ বান্দাকে দুনিয়ার সম্পদ যা চায় তাই দিচ্ছেন, তবে সেই সম্পদ হচ্ছে তাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়ার ধোকা স্বরূপ। তারপর তেলাওয়াত করলেন, “অতঃপর যখন তারা ভুল গেল ঐ উপদেশ যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সবকিছুর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি যখন প্রদত্ব বিষয় পেয়ে তার খুব মত্ত ও গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি তাদেরকে আকস্মাৎ পাকড়াও করলাম, তখন তারা নিরাশ হয়ে পড়ল।” (সূরা আনআমঃ ৪৪)
৬৬	আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়াঃ	“যার চিন্তা-ফিকির সর্বদা দুনিয়া নিয়ে, আল্লাহ্ তার দু'চোখের সামনে অভাব রেখে দিবেন, তার প্রতিটি বিষয়কে বিচ্ছিন্ন করে দিবেন। আর দুনিয়ার যে বস্তু তার জন্য নির্ধারিত আছে তা ছাড়া কোন কিছুই তার কাছে আসবে না।”

অনন্তের পথে যাত্রাঃ

আপনার রাস্তা জান্নাতের দিকে অথবা জাহান্নামের দিকে।

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। ভেবে দেখ তোমরা আগামীকালের জন্য কী প্রস্তুত করেছো।" (সূরা হাশরঃ ১৮)

কবরঃ আখেরাতের প্রথম ধাপ। কবর কাফের ও মুনাফেকের জন্য আগুনের গর্ত। মুমিনের জন্য শান্তির বাগিচা। বিভিন্ন পাপের কারণে কবরে আযাব হবেঃ যেমনঃ পেশাব থেকে পবিত্র না থাকা, চুগোলখোরী করা, গনীমতের সম্পদ চুরি করা, নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকা, কুরআন পরিত্যাগ করা, ব্যভিচার করা, পুরুষে পুরুষে সমকামিতা করা, সুদ খাওয়া, ঋণ পরিশোধ না করা ইত্যাদি। এমনিভাবে বিভিন্ন নেক আমলের মাধ্যমে কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। যেমন: একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নেক আমল করা, কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা, সূরা মুলক পাঠ করা ইত্যাদি। কবরের আযাব থেকে বাঁচানো হবেঃ শহীদদেরকে, মুসলমান দেশের সীমান্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত থেকে মৃত্যু বরণকারীকে, শুক্রবার ও পেটের পিড়ায় মৃত্যু বরণকারীকে।

শিঙ্গায় ফুৎকারঃ একটি বিশাল শিঙ্গা মুখে নিয়ে ইসরাফীল (আঃ) আদেশের অপেক্ষায় আছেন। আদেশ পেলেই তিনি তাতে ফুৎকার দিবেন। দু'বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে: আতংকের ফুৎকারঃ (১ম বার শিঙ্গায় ফুৎকারের সাথে সাথে চতুর্দিকে মহা আতঙ্ক, আর্তনাদ এবং বিভিষিকা ছড়িয়ে পড়বে।) আল্লাহ্ বলেন, (وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّور فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْض إلا مَنْ شَاء اللَّـهُ) "যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন আল্লাহ্ যাকে চান সে ব্যতীত আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে।" (সূরা নমলঃ ৮৭) সে সময় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এর চল্লিশ দিন পর পুনরুত্থানের জন্য দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে:(ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ) "অতঃপর পুনরায় তাতে ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে সকলে দন্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে।" (সূরা যুমারঃ ৬৮)

পুনরুত্থানঃ এরপর আল্লাহ্ বৃষ্টি নাযিল করবেন। তখন মানুষ স্বশরীরে উঠবে (মেরুদন্ডের হাড্ডির শেষাংশ থেকে তাদের শরীর তৈরী করা হবে) মানুষ নতুন ভাবে সৃষ্টি হবে। তাদের আর মৃত্যু হবে না। নগ্ন পদ ও উলঙ্গ হয়ে সকলে উত্থিত হবে। মানুষ ফেরেশতা ও জিনদেরকে দেখতে পাবে। প্রত্যেককে তার আমল অনুসারে উত্থিত করা হবে।

হাশরঃ সকল সৃষ্টিকে আল্লাহ্ হিসাবের জন্য একত্রিত করবেন। আতঙ্কগ্রস্থের মত বিকার অবস্থায় তারা থাকবে। দিনটি ৫০ হাজার বছরের সমান দীর্ঘ হবে। দুনিয়ার জীবন তাদের কাছে এক ঘন্টার মত মনে হবে। সূর্য মাথার উপর এক মাইল দূরত্বে অবস্থান করবে। প্রত্যেক মানুষ তার আমল অনুসারে ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে। এদিন দূর্বল ও অহংকারীরা পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। কাফের তার বন্ধুর সাথে এবং শয়তানও তার সাথীর সাথে বিতর্ক করবে। তারা একে অপরকে লা'নত করবে। অত্যাচারী নিজের হাতকে দংশন করবে। সেদিন জাহান্নামকে ৭০ হাজার শিকল দিয়ে সামনে টেনে নিয়ে আসা হবে। প্রত্যেক শিকলকে ৭০ হাজার ফেরেশতা ধরে টানবে। কাফের জাহান্নাম থেকে নিজের জান বাঁচানোর জন্য মুক্তিপন দিতে চাইবে। অথবা চাইবে সে যেন মাটির সাথে মিশে যায়। **কিন্তু পাপীদের মধ্যে :** যারা যাকাত দিত না তাদের সম্পদকে আগুনে চ্যাপ্টা করে তাকে ছ্যাক দেয়া হবে। অহংকারীদেরকে পিঁপড়ার মত ক্ষুদ্র করে উঠানো হবে। বিশ্বাসঘাতক, গনীমতের সম্পদ চোর ও মানুষের সম্পদ আত্মসাৎকারীকে সকলের সামনে লাঞ্ছিত করা হবে। চোর যা চুরি করেছিল তা নিয়ে সে উপস্থিত হবে। সকল গোপন বিষয় প্রকাশ হয়ে পড়বে। **কিন্তু পরহেজগারগণ:** তাদের কোন ভয় থাকবে না। এ দিনটি যোহরের নামাযের সময়ের মত অল্পতেই শেষ হয়ে যাবে।

শাফা'আতঃ বৃহৎ শাফা'আতের অধিকারী শুধুমাত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। হাশরের মাঠে সৃষ্টিকুলের দীর্ঘ কষ্ট ও বিপদের অবসান এবং তাদের হিসাব-নিকাশের জন্য তিনি সুপারিশ করবেন। এছাড়া সাধারণভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং অন্যান্য মুমিনগণও সুপারিশ করবেন। যেমন পাপী মুমিনদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করার জন্য সুপারিশ। জান্নাতে মুমিনদের মর্যাদা উন্নীত করার সুপারিশ।

হিসাব-নিকাশঃ মানুষকে কাতারবন্দী করে পালনকর্তার সামনে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে তাদের আমল সমূহ দেখাবেন এবং সে সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। তাদের জীবন, যৌবন, ধন-সম্পদ, বিদ্যা এবং অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। আরো প্রশ্ন করবেন বিভিন্ন নে'য়ামত, দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি, অন্তর ইত্যাদি সম্পর্কে। কাফের এবং মুনাফেককে ধমকানোর জন্য এবং তাদের উপর দলীল উপস্থাপন করার জন্য সকলের সামনে তাদের হিসাব করা হবে। মানুষ, পৃথিবী, রাত, দিন, সম্পদ, ফেরেশতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। শেষ পর্যন্ত তাদের অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তারাও তা স্বীকার করবে। আর মুমিনের সাথে আল্লাহ গোপনে কথা বলবেন এবং তার অপরাধের স্বীকারোক্তি আদায় করবেন। সবকিছু স্বীকার করার কারণে যখন সে নিজের ধ্বংস দেখতে পাবে, তখন আল্লাহ্ বলবেন: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَــكَ الْيَــوْمَ "দুনিয়াতে আমি তোমার এ পাপগুলো গোপন করে রেখেছিলাম, আজ তোমাকে আমি তা ক্ষমা করে দিলাম।" (বুখারী-মুসলিম) সর্বপ্রথম উম্মতে মুহাম্মাদীর হিসাব নেয়া হবে। আর সর্বপ্রথম যে আমলের হিসাব নেয়া হবে তা হচ্ছে: নামায এবং মানুষের দাবী-দাওয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম খুনের।

আমলনামা প্রদানঃ এরপর মানুষের হাতে তাদের আমলনামা দেয়া হবে। তারা এমন একটি কিতাব পাবে لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلا أَحْصَاهَا (যার মধ্যে ছোট বড় কোন কিছুই ছাড়া হয়নি সব লিখে রাখা হয়েছে।) মুমিনকে তার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে আর কাফের ও মুনাফেককে পিছনের দিক থেকে তার বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে।

মীযান বা দাঁড়িপাল্লাঃ অতঃপর সৃষ্টিকুলকে তাদের আমলের প্রতিদান দেয়ার জন্য আমলনামা ওযন করা হবে। দু'পাল্লা বিশিষ্ট প্রকৃত দাঁড়িপাল্লা থাকবে যাতে সুক্ষ্মভাবে আমল ওযন করা হবে। শরীয়ত সম্মত যে সমস্ত আমল একনিষ্টভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়েছে সেগুলো পাল্লাকে ভারী করবে। আরো যে সমস্ত আমল মীযানের পাল্লাকে ভারী করবে তা হচ্ছে: (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু), সচ্চরিত্র, যিকির: আল্‌হামদু লিল্লাহ্, সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম ইত্যাদি। মানুষ তাদের সৎ আমল বা অসৎ আমলের মাধ্যমে ফল ভোগ করবে।

হাওযে কাওছারঃ এরপর মুমিনগণ হাওযে কাওছারের কাছে সমবেত হবে। যে ব্যক্তি একবার সেখান থেকে পানি পান করবে সে তারপর কখনই তৃষ্ণার্ত হবে না। প্রত্যেক নবীর আলাদা আলাদা হাওয থাকবে। তবে সবচেয়ে বৃহৎ হবে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর হাওযটি। এর পানি হবে দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি, মিসকের চাইতে সুঘ্রাণ। পান পাত্র স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা নির্মিত হবে। পান পাত্রের সংখ্যা হবে আকাশের নক্ষত্র বরাবর। হাওযটির দৈর্ঘ হবে জর্দানের আয়লা নামক এলাকা থেকে ইয়ামানের আদন নামক এলাকা পর্যন্ত। হাওযের মধ্যে পানি আসবে জান্নাতের কাওছার নামক নদী থেকে।

মুমিনদের পরীক্ষাঃ হাশরের দিনের শেষভাগে কাফেররা যে সকল মাবূদের উপাসনা করতো তাদের অনুসরণ করবে। তাদের মাবূদগণ তাদেরকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যাবে। সমস্ত কাফের দলবদ্ধ হয়ে পশুর দলের মত পায়ে হেঁটে বা মুখের ভরে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। যখন মুমিন এবং মুনাফেক ছাড়া আর কেউ থাকবে না, তখন আল্লাহ্ তাদের সামনে এসে বলবেন: "তোমরা কিসের অপেক্ষা করছো?" তারা বলবে: 'আমরা আমাদের পালনকর্তার অপেক্ষা করছি।' তখন আল্লাহ্ নিজের পায়ের নলা থেকে পর্দা উন্মোচন করবেন। মুমিনরা তাঁকে চিনতে পারবে এবং সাথে সাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু মুনাফেকরা সিজদা করতে পারবে না। আল্লাহ্ বলেন: (يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْــتَطِيعُونَ) "যেদিন তিনি পায়ের নলা থেকে পর্দা উন্মোচন করবেন এবং তাদেরকে সিজদা করার জন্য আহবান করা হবে কিন্তু তারা সিজদা করতে সক্ষম হবে না।" (সূরা কলমঃ ৪২) এরপর সকলে আল্লাহর অনুসরণ করবে। পুলসিরাত সম্মুখে আসবে। সবাইকে নূর দেয়া হবে কিন্তু মুনাফেকদের নূর নিভে যাবে।

পুলসিরাতঃ জাহান্নামের উপর দিয়ে একটি ব্রীজ বা পুল স্থাপন করা হবে। মুমিনগণ তা পার হয়ে জান্নাতে পৌঁছবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই ব্রীজের বিবরণ দিয়েছেন: "এর পথ এমন পিচ্ছিল হবে যে তাতে পা স্থির থাকবে না। দু'পার্শ্বে এমন কিছু থাকবে যা ছোঁ মেরে নিবে এবং লোহার আঁকুড়া থাকবে এবং সা'দান নামক গাছের কাঁটার মত শক্তিশালী কাঁটা থাকবে এগুলো মানুষের গোস্ত ছিঁড়ে নিবে। পুলসিরাত চুলের চাইতে চিকন ও তরবারীর চাইতে ধারালো হবে।" (মুসলিম) এসময় মুমিনদেরকে তাদের আমল অনুসারে আলো দেয়া হবে। যার আমল সবচেয়ে বেশী হবে তার আলো হবে পাহাড়ের মত বিশাল। আর যার আমল সবচেয়ে কম হবে তার আলো হবে অতি ক্ষুদ্র, যা তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের এক পাশে থাকবে। ঐ আলোকরশ্মিতে তারা পুলসিরাত পার হবে। মুমিন ব্যক্তি কেউ চোখের পলকে কেউ বিদ্যুতের বেগে কেউ ঝড়ের বেগে কেউ পাখির মত কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার মত কেউ সাধারণ সোয়ারীর মত পুলসিরাত অতিক্রম করবে। "তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিরাপদে পার হবে, কারো শরীরের গোস্ত ছিঁড়ে যাবে, কেউ আবার জাহান্নামে পড়ে যাবে।" (বুখারী ও মুসলিম) কিন্তু মুনাফেকরা কোন আলো পাবে না। তারা মুমিনদের কাছে আলো ভিক্ষা চাইবে। তাদেরকে বলা হবে পিছনে ফিরে গিয়ে আলো অনুসন্ধান করো। আলোর খোঁজে ফিরে গেলে তাদের মাঝে এবং মুমিনদের মাঝে একটি দেয়াল খাড়া করে দেয়া হবে। তারপরও তারা পুলসিরাত পার হওয়ার জন্য অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে জাহান্নামের মধ্যে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

জাহান্নামঃ প্রথমে কাফেররা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তারপর পাপী মুমিনরা তারপর মুনাফেকরা। প্রত্যেক এক হাজার লোকের মধ্যে নয় শত নিরানব্বই জন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। জাহান্নামের রয়েছে ৭টি দরজা। জাহান্নামের আগুনের তাপমাত্রা দুনিয়ার আগুনের তুলনায় সত্তুর গুণ বেশী। কাফেরের দেহকে বিশাল আকারে সৃষ্টি করা হবে যাতে করে সে শাস্তি অনুধাবন করতে পারে। তার দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান তিনদিনের রাস্তা বরাবর প্রশস্ত হবে। তার দাঁতের মাড়ি হবে উহুদ পাহাড়ের মত। শরীরের চামড়া খুবই মোটা হবে। বারবার শাস্তি দেয়ার জন্য বারবার ঐ চামড়াকে পরিবর্তন করা হবে। পান করার জন্য কঠিন গরম পানি তাদেরকে দেয়া হবে। পান করার সাথে সাথে নাড়ি-ভুঁড়ি গলে বের হয়ে যাবে। খাদ্য হবে যাক্কুম, কাঁটা ও পুঁজ। যে কাফেরকে সর্বনিম্ন শাস্তি দেয়া হবে তা হচ্ছে, তার দু'পায়ের নিচে দু'টি গরম পাথর রেখে দেয়া হবে, ফলে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটবে। জাহান্নামে চামড়া জ্বালিয়ে দেয়া হবে গলিয়ে দেয়া হবে, জিঞ্জির ও বেড়ী দিয়ে টেনে নেয়া হবে। জাহান্নাম এত গভীর হবে যদি তার উপরাংশে কোন কিছু ছেড়ে দেয়া হয় তবে নিম্নাংশে পৌঁছতে সত্তুর বছর সময় লাগবে। জাহান্নামের ইন্ধন হবে কাফের ও পাথর। এখানকার বাতাস অত্যন্ত বিষাক্ত। ছায়াও ভীষণ গরম। পোষাক হবে আগুনের। সবকিছু ভস্ম করে ফেলবে; কিছুই বাদ দিবে না। জাহান্নাম ক্রোধান্বিত হয়ে চিৎকার করতে থাকবে। শরীরের চমড়া জ্বালিয়ে হাড্ডি ও অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

কানতারাঃ (পুলসিরাতের শেষ প্রান্তে জান্নাতের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম কানতারা) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "মুমিনগণ জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করার পর তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে একটি কানতারা (ব্রীজের) উপর বাধা দেয়া হবে। সেখানে দুনিয়াতে তারা যে একে অপরের উপর অত্যাচার করেছিল তার বদলা নেয়া হবে। তাদেরকে যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। শপথ সেই সত্ত্বার যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, দুনিয়াতে মুমিনগণ নিজের গৃহ যে রকম চিনতো তার চাইতে সহজে তারা জান্নাতে নিজেদের ঠিকানা চিনে নিবে।" (বুখারী)

জান্নাতঃ মুমিনদের শেষ ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত। জান্নাতের দেয়ালের ইট হবে একটি স্বর্ণের আরেকটি রৌপ্যের। মিসকের মিশ্রণ দিয়ে তা গাঁথা হবে। উহার কঙ্কর হবে মতি ও ইয়াকূতের। মাটি হবে জাফরানের। জান্নাতের ৮টি দরজা থাকবে। একেকটির প্রশস্ততা তিন দিনের রাস্তা বরাবর দূরত্বের সমান। কিন্তু তারপরও সেখানে ভীড় থাকবে। জান্নাতে ১০০টি স্তর থাকবে।

একটি স্তর থেকে অপরটির দূরত্ব আকাশ ও যমীনের দূরত্ব বরাবর। সর্বোচ্চ স্তরের নাম হচ্ছে 'ফেরদাউস'। সেখান থেকেই সকল নদী প্রবাহিত হবে। জান্নাতের ছাদের উপরেই আল্লাহর আরশ অবস্থিত। তার নদীগুলো হচ্ছে: একটি মধুর একটি দুধের একটি মদের ও একটি পরিস্কার পানির। সেগুলো প্রবাহিত হবে অথচ তার জন্য গর্তের দরকার হবে না। মুমিন যেভাবে ইচ্ছা তা প্রবাহিত করতে পারবে। খাদ্য-সামগ্রী সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকবে। সেগুলো নিকটেই থাকবে। আদেশ করলেই উপস্থিত হয়ে যাবে। তাদের তাঁবুগুলো হবে মনি-মুক্তাদ্বারা নির্মিত। যার ভিতরের প্রশস্ত তা হবে ষাট মাইল। তাঁবুর প্রত্যেক কর্ণারে পরিবারের লোকেরা থাকবে। জান্নাতীরা হবে পশম ও দাড়ী-গোফ বিহীন, কাজল কালো চোখ বিশিষ্ট সুদর্শন যুবক। তাদের যৌবনে কোন দিন ভাটা পড়বে না, পরণের কাপড় পুরাতন হবে না। পেশাব, পায়খানা ও ময়লা-আবর্জনা থাকবে না। তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের। শরীরের ঘাম হতে মিশক-আম্বরের মত সুঘ্রাণ ছড়াবে। স্ত্রীরা হবে অতিব সুন্দরী, প্রেমময়ী, নবকুমারী, সমবয়সী। সর্বপ্রথম যিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অতঃপর অন্যান্য নবী-রাসূলগণ। সর্বনিম্ন জান্নাতের অধিকারী যে হবে সে যা কামনা করবে তার দশগুণ বেশী তাকে দেয়া হবে। জান্নাতের খাদেমরা হবে শিশু-কিশোর। তাদেরকে দেখে মনে হবে যেন মুক্তা ছড়ানো আছে। জান্নাতের সবচেয়ে বড় নে'য়ামত হবে আল্লাহকে স্বচোক্ষে দর্শন, তাঁর রেযামন্দী এবং চিরস্থায়ীত্ব। (হে আল্লাহ্ আমাদেরকে এই জান্নাত থেকে বঞ্চিত করো না।)

সূচীপত্র

ওযুর পদ্ধতিঃ

ওযু ছাড়া নামায বিশুদ্ধ হবে না। পবিত্র পানি ছাড়া ওযু হবে না। যে পানি নিজ গুণের উপর অবশিষ্ট আছে তাকে পবিত্র পানি বলে। যেমন সাগরের পানি, কুপ, ঝর্ণা ও নদীর পানি।

সতর্কতাঃ সামান্য পানিতে নাপাকি পড়লেই তা নাপাক হয়ে যাবে। কিন্তু পানি যদি বেশী হয় অর্থাৎ ২১০ লিটার বা তার চেয়ে বেশী, তবে নাপাকি পড়ে তার রং বা স্বাদ বা গন্ধের যে কোন একটি পরিবর্তন না হলে তা নাপাক হবে না।

'বিসমিল্লাহ্' বলে ওযু শুরু করবে। প্রত্যেক ওযুতে হাত দু'টি কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা মুস্তাহাব। কিন্তু রাতের নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে দু'হাত তিনবার ধৌত করা জরুরী।

সতর্কতাঃ ওযুর সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনবারের বেশী ধৌত করা মাকরূহ।

তারপর একবার কুলি করা ওয়াজিব। তিনবার উত্তম।

দু'টি সতর্কতাঃ (১) কুলি করার সময় শুধু মুখে পানি প্রবেশ করে বের করাই যথেষ্ট নয়; বরং মুখের মধ্যে পানি ঘুরানো আবশ্যক। (২) কুলি করার সময় মেসওয়াক করা সুন্নাত।

তারপর একবার নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব। তিনবার উত্তম।

সতর্কতাঃ শুধু নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করানো যথেষ্ট নয়; বরং নি:শ্বাসের মাধ্যমে নাকের ভিতরে পানি নিতে হবে তারপর নি:শ্বাসের মাধ্যমে তা বের করতে হবে, হাতের মাধ্যমে নয়।

তারপর একবার মুখমন্ডল ধৌত করা ওয়াজিব। তিনবার উত্তম। মুখমন্ডলের যে অংশটুকু ধোয়া ওয়াজিব: এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত প্রস্তের দিক থেকে। দৈর্ঘের দিক থেকে কপালের চুল গজানোর স্থান থেকে নিয়ে নীচে থুতনী পর্যন্ত।

সতর্কতাঃ ঘন দাড়ি খিলাল করা মুস্তাহাব। ঘন না হলে খিলাল করা ওয়াজিব।

এরপর উভয় হাত আঙ্গুলের প্রান্ত সীমা থেকে কনুই পর্যন্ত একবার ধৌত করা ওয়াজিব। তিনবার উত্তম।

সতর্কতাঃ মুস্তাহাব হচ্ছে প্রথমে ডান হাত তারপর বাম হাত ধৌত করা।

তারপর সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করবে। আর দু'তর্জনী আঙ্গুল দু'কানের ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দু'বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে দু'কানের বাইরের অংশ মাসেহ করবে। এসব কাজ একবার করা ওয়াজিব।

সতর্কতাঃ (১) যেটুকু মাথা মাসেহ করা ওয়াজিব তা হচ্ছে: মাথার সামনের অংশ থেকে পিছনের অংশ পর্যন্ত।
(২) পিছনে চুল ছাড়া থাকলে তা মাসেহ করা ওয়াজিব নয়।
(৩) চুল না থাকলে মাথার চামড়া স্পর্শ করে মাসেহ করবে।
(৪) দু'কানের পিছনের সাদা অংশ মাসেহ করা ওয়াজিব।

এরপর উভয় পা টাখনুসহ একবার ধৌত করা ওয়াজিব। তিনবার উত্তম।

কয়েকটি সতর্কতাঃ (১) ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মোট চারটি। উহা হচ্ছে: (ক) কুলি করা ও নাক ঝাড়া এবং মুখমন্ডল ধৌত করা। (খ) দু'হাত ধৌত করা (গ) মাথা ও দু'কান মাসেহ করা। (ঘ) টাখনুসহ দু'পা ধৌত করা। এই অঙ্গগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা ওয়াজিব। এগুলো আগে পিছে করলে ওযু বাতিল হয়ে যাবে। (২) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার ক্ষেত্রে একটির পর আরেকটি ধৌত করা ওয়াজিব। এক অঙ্গ ধোয়ার পর দ্বিতীয় অঙ্গ ধৌত করতে যদি এতটকু দেরী করে যে, আগেরটি শুকিয়ে যায় তবে ওযু বাতিল হয়ে যাবে। (৩) ওযু শেষ করার পর এই দু'আ পাঠ করা সুন্নাত: أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।"

নামাযের পদ্ধতিঃ

নামায শুরু করতে চাইলেঃ সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দন্ডায়মান হবে, কিবলামুখী হয়ে বলবেঃ (আল্লাহু আকবার)। ইমাম এই তাকবীর এবং অন্যান্য তাকবীর পিছনের মুসল্লীদের শোনানোর জন্য উচ্চৈঃস্বরে বলবে। কিন্তু অন্যরা নীরবে বলবে। তাকবীরের শুরুতে হাতের আঙ্গুলগুলো একত্রিত করবে না এবং ছড়িয়েও দিবে না। দু'হাত কাঁধ বরাবর উত্তোলন করবে। ইমামের তাকবীর বলা শেষ হলে মুক্তাদীগণ তাকবীর বলবে।

লক্ষণীয়ঃ নামাযে যে সমস্ত কথা বলা রুকন বা ওয়াজিব তা এমনভাবে উচ্চারণ করা আবশ্যক যাতে মুসল্লী নিজে শুনতে পায়; এমনকি নীরব নামাযেও। উচ্চকণ্ঠের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল অন্যকে শোনানো। আর নীচুকণ্ঠের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল নিজেকে শোনানো।

ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি চেপে ধরবে এবং হাত দু'টিকে বুকের উপর স্থাপন করবে। দৃষ্টি থাকবে সিজদার স্থানে। এরপর হাদীছে বর্ণিত যে কোন একটি ছানা পাঠ করবে:
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ "হে আল্লাহ তুমি পাক পবিত্র, যাবতীয় প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য। তোমার নাম বরকতময়, তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই।"

তারপর আউযুবিল্লাহ.. বিসমিল্লাহ্ .. বলবে। এগুলো বলতে কণ্ঠ উঁচু করবে না।
তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। উচ্চকণ্ঠের রাকাতগুলোতে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব নয়; বরং ইমাম প্রত্যেকটি আয়াতের পর যখন দম নিবেন তখন এবং যে রাকাতগুলোতে নীরবে পাঠ করবেন সে সময় নীরবে ফাতিহা পাঠ করে নেয়া মুস্তাহাব। এরপর কুরআন থেকে সহজ যে কোন অংশ পাঠ করবে। ফজর নামাযে এবং মাগরিব ও এশা নামাযের প্রথম দু'রাকাতে ইমাম স্বরবে কিরাত করবেন। এছাড়া অন্য সকল নামাযে নীরবে পড়বেন।

লক্ষণীয়ঃ কুরআন মাজীদের সূরাসমূহ যে ধারাবাহিকতায় উল্লেখিত হয়েছে সে ধারাবাহিকতা ঠিক রেখে পড়া মুস্তাহাব। এর বিপরীত করা মাকরূহ। কিন্তু একই সূরার মধ্যে শব্দ বা আয়াতের মধ্যে আগে-পিছে করা হারাম।

তারপর তাকবীর দিয়ে রুকূ' করবে। এসময় রফউল ইয়াদাইন (দু'হাত উত্তোলন) করবে। রুকূ'তে দু'হাতের আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে দু'হাঁটুকে আঁকড়িয়ে ধরবে। পিঠ সোজা করবে এবং মাথাকে পিঠ বরাবর রাখবে। তারপর তিনবার বলবেঃ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ । এই রুকন তথা রুকূ' পেলে রাকাত পাওয়া যাবে।

লক্ষণীয়ঃ নামাযের তাকবীর এবং (সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ) ঠিক তখন বলবে যখন এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় স্থানান্তরিত হবে। তার আগেও নয় পরেও নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে দেরী করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। স্থানান্তরিত হওয়ার পর ইচ্ছাকৃতভাবে দেরী করে তাকবীর দিলে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

এরপর سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতে বলতে রুকূ' থেকে মাথা উঠাবে। এসময় রফউল ইয়াদাইন (দু'হাত উত্তোলন) করবে। সোজা হয়ে দন্ডায়মান হলে পাঠ করবে:
رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ "হে আমাদের পালনকর্তা! তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। তোমার জন্য আকাশ এবং পৃথিবী পূর্ণ প্রশংসা এবং এতদুভয় ছাড়া তুমি অন্য যা কিছু চাও তা ভর্তি প্রশংসা তোমার জন্য।" (মুসলিম)

লক্ষণীয়ঃ (রাব্বানা লাকাল হামদু) বলার সময় হচ্ছেঃ রুকূ' থেকে উঠে দন্ডায়মান হওয়ার পর- রুকূ' থেকে উঠার মুহূর্তে নয়।

তারপর তাকবীর বলে সিজদাবনত হবে। সিজদাবস্থায় দু'বাহুকে পার্শ্বদেশ থেকে এবং পেটকে দু'রান থেকে দূরে রাখবে। হাত দু'টিকে কাঁধ বরাবর রাখবে। পিছনে দু'পাকে মিলিত করে তার আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী রাখবে। এসময় পাঠ করবেঃ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى তিনবার।

লক্ষণীয়ঃ সাতটি অঙ্গের উপর সিজদা করা ওয়াজিব। দু'পা, দু'হাঁটু, দু'হাত এবং মুখমন্ডল তথা কপাল ও নাক। উল্লেখিত অঙ্গগুলোর কোন একটি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মাটিতে না রাখে তবে নামায বাতিল হয়ে যাবে।

এরপর তাকবীর দিয় মাথা উঠাব ও বসব। এস ময় বসার দু'টি বিশুদ্ধ নিয়ম আছঃ
১) বাম পা বিছিয় দিয় তার উপর বসব এবং ডান পা খ াড়া রাখব। আর তার আঙ্গুলগুলা বাঁকা ক র কিবলামুখী রাখব। ২) দু'টি পা- কই খ াড়া রাখব। আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী রখ দু'পায় র গ াড়ালীর উপর বসব। এস ময় তিনবার পাঠ করব ঃ رَبِّ اغْفِرْلِيْ "আমাক ক্ষমা কর হ আমার পালনকর্তা।" এদু'আও পড় ত পারঃ .... وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي "আমাক দয়া কর, আমার ক্ষতি পূরণ কর দাও, আমার মর্যাদা উনীত কর, আমাক রিযিক দান কর, আমাক সাহায্য ক র ও হদায়াত দাও। আমাক নিরাপত্তা দান ক র ও ক্ষমা কর।".

এরপর প্রথম সিজদার মত দ্বিতীয়বার সিজদা করব। তারপর তাকবীর দিয় সিজদা থক মাথা উঠাব এবং দু'পায় র উপর ভর দিয় সাজ া দাঁড়িয় যাব । অতঃপর প্রথম রাকাতর মত দ্বিতীয় র াকাত পড় ব।

লক্ষণীয়ঃ সূরা ফাতিহা পড়ার সময় হছ দাঁড়া না অবস্হায়। পরিপূর্ণর প দাঁড়ানার পূর্বই যদি পড়া শুর কর, ত ব পূর্ণর প দাঁড়ানার পর নতুন কর সূরা ফাতিহা শুর করা আবশ্যক। নতু বা নামায বাতিল হয় যা ব।

দু'রাকাত শষ কর ল প্র থম তাশাহুদর জন্য ব াম পা বিছিয় ডান পায়র উপর বসব। বাম হাত বা ম উরর উপর এবং ডান হাত ডান উরর উপর রাখব। ডান হাতর কনিষ্ঠ া ও অনামিকা আঙ্গুল দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ করব, আর মধ্যমার সাথ বৃদ্ধাঙ্গুলক মিলিত কর গালাকত করব, তর্জনী আঙ্গুল খাড়া রখ তা দ্বারা ইঙ্গিত করব। এ সময় পাঠ করব ঃ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
"সব রকম মখিক, শারীরিক ও আর্থিক এবাদত সমূহ একমাত্র আল াহ তা'আলার জন্য। হ নবী ! আপনার প্রতি আল্লাহর শা িরহমত ও বরকত অবতীর্ণ হাক।

আমা দর উপর এবং আল্লাহর সৎকর্মশীল বাদাদর উপরও শা িবর্ষিত হ াক। আমি সাক্ষ্য দিছি য, অ াল্লাহ ছাড়া কান সত্য উপাস্য নই। আমি আরও সাক্ষ্য দিছি য মুহা ম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বাদা ও রাসূল।" এরপর তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামায র ক্ষত্র তাকবীর দিয় ত তীয় রাকাতর জন্য দাঁড়াব। এ সময় হাত দু'টিক উত্তা লন করব। অবশিষ্ট নামায প্রথম দু'রাকা তর মত করই আদায় করব। কি এসময় কিরাত জ ার পাঠ করব ন া এবং সূরা ফাতিহা ব্যতীত কান কিছু পাঠ করব ন া।
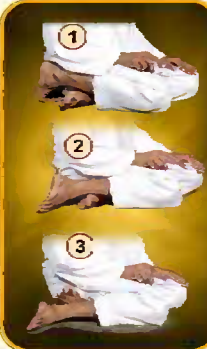
নামায শষ হল তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামা য তাওয়াররক কর বসব। এর কয়কটি নিয় ম আছঃ ১) বাম পা বিছিয় ডান পায়র নলা র নিচ দিয় বর কর দিব এবং ডান পা খাড়া রা খব ও বাম নিতম্ব মাটিত রখ তার উ পর বসব। ২) বাম পা বিছিয় তা ডান পায়র নলার নিচ দি য় বর কর দিব এবং ডান পাক শুইয় রাখব ও নিত ম্ব মাটিত রখ তার উপর বসব। ৩) বাম পা বিছিয় তা ডান পায়র নলা ও রানর মধ্য দিয় বা ই র বর কর দিব এবং নিত ম্ব মাটিত রখ তার উ পর বসব। য নামায দু 'বার তাশাহুদ আছ তা র শষ বঠকই শুধু তাওয়াররক করব। এ রপর প্রথম তাশাহুদর দু'আ পাঠ করবঃ ...التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ তারপর দরদ পাঠ করবঃ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
"হ অ াল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর পরিবারর উপর ঐ রপ রহমত নাযিল কর য র প নাযিল করছি ল ইবরাহীম (আ ঃ) ও তাঁর পরিবারর উপর নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। হ আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর পরিবারর উপর বরকত নাযিল কর যমনটি ব রকত নাযিল ক রছি ল ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার র উপর নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত।"
এরপর হাদীছ বর্ণিত য কান দু'আ পাঠ করা মুস্হাব। যমন ঃ ....أَعُوذُ بِاللهِ من عذاب النار "আমি আল্লাহ কাছ আশ্রয় প্রাথনা করছি জাহানামর শাস্ি হত, কবরর শা ি স হত, জীবনর ও মরণ কালীন ফৎনা (কঠিন পরীক্ষা) হত , এবং মসীহ দাজ্জালর ফিৎনা হত।" ,

তারপর প্রথম ডান দিক সালাম ফরাব। ব লব ঃ السلام عليكم ورحمة الله অনুরপভাব বা ম দিকও সালাম ফরাব।
সালাম ফিরানা হ ল হাদীছ বর্ণিত দু'আ ও তাসবীহ সমূহ মুছাল্লাত বসই পাঠ কর ব।

জ্ঞানানুযায়ী আমল করা

আমল বিহীন বিদ্যা আল্লাহর কাছে যেমন নিন্দনীয়। তাঁর রাসূল ও অন্যান্য মুমিনদের নিকটও নিন্দনীয়। আল্লাহ্ বলেনঃ
﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ۝٢ كَبُرَ مَقۡتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفۡعَلُونَ ﴾
"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না তা বল কেন? আল্লাহর কাছে খুবই ক্রোধের বিষয় হল, তোমরা নিজেরা যা কর না তা অন্যকে করতে বল কেন?" (সূরা ছফঃ ১-২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'আমলহীন বিদ্যার উদাহরণ ঐ গুপ্ত ধনের সাথে যা আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয় না।' ফুযায়ল বিন ইয়ায (রহঃ) বলেন, 'বিদ্বান যতক্ষণ নিজের বিদ্যা অনুযায়ী আমল না করবে, ততক্ষণ সে মূর্খই রয়ে যাবে।' মালেক বিন দ্বীনার (রহঃ) বলেন, 'এমন লোকও তুমি পাবে যার কথায় এক অক্ষরও ভুল থাকবে না। অথচ তার আমল পুরাটাই ভুলে ভরা।'

মুসলিম ভাই বোন!

আল্লাহ আপনাকে এই মূল্যবান পুস্তকটি পড়ার সুযোগ দিয়েছেন। বাকী থাকল আপনার এই পরিশ্রমের ফল। আপনার পরিশ্রম তখনই সার্থক হবে যদি আপনি যা পড়লেন তদানুযায়ী আমল করেন।

✱ পবিত্র কুরআনের কিছু তাফসীর আপনি পড়েছেন। অতএব এই আয়াতগুলোর অর্থ ও তাফসীর অনুযায়ী আমল করতে সচেষ্ট হবেন। কেননা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট থেকে দশটি আয়াত শিখে এর মধ্যে যে জ্ঞান ও শিক্ষা আছে তদানুযায়ী আমল না করে অন্য দশটি আয়াত শিখার জন্য অগ্রসর হতেন না। তাঁরা বলতেনঃ "আমরা জ্ঞান ও আমল উভয়টিই শিখেছি।" তাছাড়া শরীয়তে এ ব্যপারে মানুষকে উদ্বুদ্ধও করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন : ﴿ يَتۡلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ ﴾ "ওরা কুরআনকে যথাযথভাবে তেলাওয়াত করে।" (সূরা বাকারাঃ ১২১) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "ওরা প্রকৃতভাবে কুরআনের অনুসরণ করে।" ফুযায়ল বিন ইয়ায (রহঃ) বলেন, "কুরআন তো নাযিল হয়েছে সে অনুযায়ী আমল করার জন্যই। কিন্তু মানুষ উহা তেলাওয়াত করাকেই আমল হিসেবে ধরে নিয়েছে।"

✱ এমনিভাবে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কিছু হাদীছও আপনার পড়ার মধ্যে এসেছে। সেগুলোর প্রতিও সাড়া দেবেন এবং আমল করবেন। এ উম্মতের নেককারগণ দ্বীনের যে কোন বিষয় শেখার সাথে সাথেই তা বাস্তাবায়ন ও সে পথে মানুষকে আহবান করতে প্রতিযোগিতা করতেন। তাঁরা নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর এই হাদীছের প্রতি আমল করতেনঃ তিনি বলেছেন, "যখন তোমাদেরকে কোন বিষয়ে আদেশ করি, তখন সাধ্যানুযায়ী তা বাস্তবায়ন করবে এবং যে বিষয়ে নিষেধ করি তা থেকে দূরে থাকবে।" (বুখারী ও মুসলিম) তাঁরা নবীজীর বিরোধিতায় আল্লাহর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিকে ভয় করতেনঃ আল্লাহ্ বলেন, ﴿ فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ "যারা তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করে, তারা সতর্ক হয়ে যাক যে তারা ফেতনায় পতিত হবে অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।" (সূরা নূরঃ ৬৩) নবীজীর হাদীছ বাস্তবায়নে সাহাবীদের জীবনী থেকে কতিপয় অনুপম দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

◗ উম্মে হাবীবা (রাঃ) হাদীছ বর্ণনা করেনঃ (مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ) "যে ব্যক্তি রাতে ও দিনে বার রাকাত সুন্নাত নামায আদায় করে, বিনিময়ে আল্লাহ্ তাঁর জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।" উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট থেকে আমি এ হাদীছ শোনার পর থেকে কখনো এ নামাযগুলো পরিত্যাগ করিনি। (মুসলিম)

◗ ইবনে ওমার (রাঃ) হাদীছ বর্ণনা করেনঃ (مَاحَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) "ওসীয়তনামা লিখে নিজের কাছে না রেখে তিন রাত অতিবাহিত করা কোন মুসলিমের পক্ষে উচিত নয়।" এ হাদীছ বর্ণনা করে তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এ হাদীছ শোনার পর থেকে আমার লিখিত ওসীয়তনামা নিজের কাছে না রেখে আমি এক রাতও অতিবাহিত করিনি। (মুসলিম)